# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-সহরস্থে
"পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

# ভূমিকা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### পূর্ব্বাভাষ।

[ বেদ-বিষয়ে অনন্তকালের গবেষণা ;—বেদ কি—তদ্বিষয়ে মতভেদ, এবং বেদ কি—তাহার সার সিদ্ধান্ত ;—কাল ও রচনা-প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক,—বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি,—বেদের সহিত মানব-জাতির ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সম্বন্ধ,—বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি। ]

বেদ-বিষয়ে অনন্ত গবেষণা।

'বেদ' লইয়া যুগ-যুগান্ত ধরিয়া, কত যে আলোচনা—কত যে গবেষণা চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। মানব জাতির ইতিহাসে,—শিক্ষার ও সভ্যতার অভ্যুদয়ের ও বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে,—বেদ-বিষয়ে কত মস্তিষ্ক যে কতভাবে আলোড়িত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এ জগতে বোধ হয় এমন কোনও জনপদ নাই, এ পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোনও জাতির অভ্যুদয় ঘটে নাই—যাহাদের শিক্ষিত গর্ব্বোন্নত-সমাজ কোন-না-কোন আকারে বেদ-বিষয়ে আলোচনা করে নাই। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, ভারতে ও ভারতের বহির্দ্দেশে, যেথানেই মনুষ্য-সমাজ যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানেই, স্বপক্ষেই হউক আর বিপক্ষেই হউক, তাহাদিগকে বেদ-বিষয়ে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ দেখিতে পাই। সম্মুখে ঐ যে অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র বিদ্যমান, উহার বিশাল বক্ষে কি সাক্ষ্য উদ্ভাসিত রহিয়াছে? শাস্ত্র-রত্নাকর যে রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়া আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তাহাই বা কি বিজ্ঞাপিত করিতেছে? সে কি বেদ নহে? ফলতঃ, বেদ-বিষয়ে যিনিই যাহা আলোচনা করিবেন, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন, অভিনবত্বের দাবী কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

'বেদ কি'—মতভেদ ও সার-সিদ্ধান্ত।

'বেদ' কি?—এ সম্বন্ধে কতই মতভেদ দেখিতে পাই। বেদ কি—এই মুদ্রিত বা পুঁথি আকারে অবস্থিত গ্রন্থখণ্ড? অথবা, বেদ কি ঐ কয়েকটি শ্লোক বা মন্ত্র মাত্র? অথবা, বেদ কি সেই উদাত্তাদি স্বর—যে স্বরে বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হয়? অথবা, বেদ কি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম মাত্র? কত জনে কত ভাবে বেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বেদ কি? ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে, জ্ঞানমূলক 'বিদ্'-ধাতু হইতে "বেদ" শব্দের উৎপত্তি উপলব্ধ হয়। 'বিদ্'-ধাতুর অর্থ 'জানা'। 'জানা' বলিলেই 'কি জানা' ভাব আসে। জানা—ধর্ম্ম জানা, অধর্ম্ম জানা। জানা—সত্য জানা, অসত্য জানা। জানা—স্বরূপ জানা। ফলতঃ, যাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্যাসত্যের জ্ঞানলাভ হয়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্বরূপ জানা যায়; এক কথায় যাহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই 'বেদ'। সেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই নামান্তর—পরমেশ্বরের জ্ঞান। ধাত্বর্থের অনুসরণেও (বিদন্তে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনেনেতি 'বেদঃ', বিদ্ ধাতোঃ করণে ঘঞ্) এই অর্থই সিদ্ধ হয়। জ্ঞান সত্য, জ্ঞান নিত্য, জ্ঞান সনাতন, জ্ঞান অপৌরুষেয়; সুতরাং জ্ঞানই ধর্ম্ম; যাহা জ্ঞানের বিপর্য্যয়, তাহা অধর্ম্ম। বেদ সেইজন্যই ধর্ম্ম; বেদ-বিপর্য্যয় তজ্জন্যই অধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" বেদ যে সনাতন, বেদ যে নিত্য, বেদ যে সত্য, এই বাক্যেই তাহা প্রতীত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় না, বেদ তাহা সপ্রমাণ করে। অনুমান ও প্রমাণের অজ্ঞাত সামগ্রীর সন্ধান করে বলিয়াই বেদের বেদত্ব।'

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥'

যাহা স্বপ্রমাণ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহার প্রমাণের আবশ্যক করে না, তাহাই 'বেদ'। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে—মন্ত্র-রূপ ও ব্রাহ্মণ-রূপ শব্দরাশিই 'বেদ'। মন্ত্র—জ্ঞানমূলক; ব্রাহ্মণ—কর্ম্মবিধি-প্রবর্ত্তক। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না হইলে, বৈদিক কর্ম্মে জ্ঞান হয় না; কর্ম্মজ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব সঙ্ঘটিত হয়, কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি-নিবন্ধন, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না; কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, কর্ম্মের ফললাভ কদাচ সম্ভবপর নহে; এই জন্যই মন্ত্র জ্ঞান-মূলক। এ বিষয়ে 'নিরুক্ত' নামক বেদাঙ্গগ্রন্থরচয়িতা মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, "মননাৎ মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ, স্বর (উদাত্তাদি) এবং ছন্দঃ (অনুষ্টুভাদি) সহযোগে উচ্চার্য্যমাণ শব্দসমূহ বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মনন (অর্থাৎ বোধ) করায় বলিয়া ইহার নাম 'মন্ত্র'। অর্থ উপলব্ধ হইলে, মন্ত্র—কর্ম্মজ্ঞান-প্রবর্ত্তক হয়; কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোক্ত ফললাভ করিয়া, ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মোক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ইত্যাকার কর্ম্ম-বিধির বিধান করেন। জ্ঞানলাভ-হেতু যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অথবা কর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই কহে—বেদ। এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর নিত্যসম্বদ্ধ। ফলতঃ, ইহাতেও বুঝা যায়, যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়ায় পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বেদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়া গিয়াছেন,—'বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ।' যে শব্দরাশি প্রমাণের অপেক্ষা করে না, তাহাই 'বেদ'। যাহা সত্য, তাহা সপ্রমাণ করার

কখনও প্রয়োজন হয় না। যাহা সনাতন, তাহার পরিবর্ত্তন কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা অপৌরুষেয়, মানুষের কি সাধ্য—তাহার প্রবর্ত্তনার অধিকারী হইবে? সত্য যেমন আজি একরূপ এবং কালি আর একরূপ হয় না; সত্য যেমন চিরদিনই অপরিবর্ত্তিত অব্যয় ভাবে বিরাজমান থাকে; যাহা প্রকৃত 'বেদ', যাহা যথার্থ জ্ঞান, তাহা সেইরূপ অবিকৃত, অচঞ্চল ও অবিনাশী হইয়া চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানও যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া থাকেন,—"ন বেদা বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।" অর্থাৎ মন্ত্রাদি পুস্তকখণ্ড মাত্র বেদ নহে; সনাতন ব্রহ্মকেই বেদ কহে। 'বেদ' তাঁহারই নাম—যাহা সত্যরূপে, জ্ঞানরূপে ও প্রমাণরূপে চিরবিদ্যমান আছে।

* * *

বেদ ও তাহার উৎপত্তি বিষয়ে বিতর্ক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদ-নামে প্রচারিত যে গ্রন্থ-সমূহ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় তবে কি? ঐ যে ঋগ্বেদ, ঐ যে সামবেদ, ঐ যে যজুর্ব্বেদ, ঐ যে অথর্ব্ববেদ—এ সকল কি তবে বেদ নহে? আর যদি এই সকল গ্রন্থকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাদের অনাদিত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব কি প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন। এ প্রশ্নের সমাধান জন্য দর্শনকারগণের মস্তক বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছে। এই সংশয়ের নিরশন উদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বিষয়টী হৃদয়ে ধারণা করিবার উপযোগী; উহা ভাষায় বুঝাইবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। তথাপি আমরা এস্থলে স্থূলভাবে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। এই যে মন্ত্রাদি—ঋক্-সাম যজুঃ-অথর্ব্ব-বেদের মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে, আমরা মনে করি, হিন্দুমাত্রেই মনে করেন, এই মন্ত্রগুলি—নিত্য সনাতন স্বপ্রমাণ ও অপৌরুষেয়; আর, ঐ মন্ত্রগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, উহা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে স্বরে, যে অধিকারীর যে মন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন, সকলে তাহা পারে না বলিয়াই সে মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ হয় না। অনুষ্টুভাদি যে ছন্দঃ আছে, উদাত্তাদি যে স্বর আছে, মন্ত্রোচিত সংযমাদির যে যজ্ঞবিধি আছে, তাহার অনুবর্ত্তন না করিয়া, তৎসমুদায়ে সিদ্ধি-লাভে সমর্থ না হইয়া, বিকৃত মন্ত্রে বিকৃত ব্যবহারে, সুফল-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। একটী স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন—কাহারও নাম—'জগদীশ'। যদি কেহ জগদীশকে 'জ্যোতিষ' বলিয়া ডাকে—'জগদীশ' কি তাহার উত্তর দিবেন? কে কাহাকে ডাকিতেছে মনে করিয়া, তিনি নিশ্চয়ই সে ডাকে উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যদি কেহ জগদীশকে তাঁহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জগদীশ সে ডাকে কর্ণপাত করিবেন। অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গও এই সূত্রে উত্থিত হইতে পারে। মনে করুন, জগদীশ—সম্ভ্রান্ত লোক; পথে কতকগুলি নীচ-লোক তাঁহার নাম উল্লেখে যদি আহ্বান করে, তিনি তাহাতে কখনই কর্ণপাত করিবেন না,—তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে বলিয়া মনে করিতেই পারিবেন না। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারে। এই সাধারণ জ্ঞান হইতেই বুঝিতে পারি না কি,—বেদমন্ত্রাদি সম্বন্ধে

উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে যে জন, সেই জনই তাঁহাকে ডাকিবার অধিকারী,—সেই জনের আহ্বানই তাঁহার স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে, মন্ত্রাদির নিত্যত্ব এবং প্রামাণ্য-বিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়।

* * *

বেদের বয়স ও রচয়িতা-প্রসঙ্গে।

স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না বলিয়াই, বেদ-বিষয়ে নানা সংশয়-প্রশ্ন জাগরূক হয়,—বেদের উৎপত্তি ও রচনা-সম্বন্ধে নানা মত পরিদৃষ্ট হয়। অপিচ, যে বস্তু যত দূর-অতীতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যে দূর-অতীতে স্মৃতি তে পারে না তাহার বিষয়ে কল্পিত কথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার, যাঁহার [illegible] যাদৃশ সীমাবদ্ধ, পুরাতন সনাতন সামগ্রীর উৎপত্তি-বিষয়ে তিনি সেইরূপ সময় নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান। পাশ্চাত্যমতাবলম্বী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা-ক্রমে বেদের বয়স তাই চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে বেদের জন্ম হইতে পারে, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অধিকাংশ পণ্ডিত তাহা অনুমান করিতেই সঙ্কুচিত হন। তাঁহাদের সেই দৃষ্টির ফলে, বেদের উৎপত্তিকাল গণনাঙ্কের গণ্ডীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই কালনির্ণয়ে এতই মতভেদ দেখিতে পাই যে, তাহার কোনও মতের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। কেহ কহেন,—২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ কহেন ৫০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ কহেন,—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপ নানা শ্রেণীর লোকের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বয়স সম্বন্ধে যেমন বিতণ্ডা, উহার রচয়িতা-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিতণ্ডা দেখিতে পাই। অধুনা-প্রচলিত ঋগ্বেদাদি যে সকল শাস্ত্র দেখিতে পাই, তাহার সূক্ত-বিশেষের রচয়িতা বলিয়া এক এক ঋষির নাম প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাতন পুঁথি-পত্রে সূক্তের সঙ্গে সঙ্গে, মন্ত্রের বিনিয়োগকর্ত্তা এক এক ঋষির নাম সন্নিবিষ্ট আছে; তদৃষ্টে তাঁহারাই সেই সেই সূক্ত রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। বেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে, বেদের রচনা-সম্বন্ধে, এইরূপ নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। যেখানে এত মতবিরোধ, সেখানে কোন্ মতে কে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন?

* * *

বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি।

এ ক্ষেত্রে, 'বেদ' যে কি—তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? যেখানে মানুষের গবেষণা প্রতিহত হয়, সেখানে ঋষি-বাক্যের—শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা মানিতে হয়। যাহা পুরাতন, যাহা সনাতন, অধুনাতন তাহার কি সাক্ষ্য দিবে? মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" (পরাশর-সংহিতা)। অর্থাৎ, বেদের রচনাকর্ত্তা কেহই নাই; চতুর্ম্মুখ যে ব্রহ্মা, তিনিও বেদের রচয়িতা নহেন,—স্মরণকর্ত্তা মাত্র। তবেই বুঝা যায়, ব্রহ্মা যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া বিঘোষিত হন, তাঁহারও পূর্ব্বে—সৃষ্টিরও পূর্ব্বে, বেদমন্ত্র তাঁহার স্মৃতিমূলে বিদ্যমান ছিল। মহর্ষি মনু (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২১ম শ্লোক) কহিয়াছেন,—

"সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিতে সেই পরমাত্মা, বেদের উপদেশ অনুসারে, পৃথক্ পৃথক্ নাম, পৃথক পৃথক্ কর্ম্ম, এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি-বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।' ইহাতেও বুঝা যায়, এই পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ ছিল; আর সেই বেদ-অনুসারে সৃষ্ট-পদার্থের নাম কর্ম্ম ও বৃত্তি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে বেদকে অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই ঋগ্বেদেও (পুরুষ-সূক্তে) উক্ত আছে,—

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিভূত যে পুরুষ, তাঁহা হইতে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহা হইতেই ছন্দঃসকল ও যজুঃ জন্মিয়াছিল।' এ উক্তি অপেক্ষা প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিক আর কি হইতে পারে? সৃষ্টির আদিতে 'বেদ' ছিল, এ সংবাদ সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিতেছেন। আবার সৃষ্টি যখন অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন বেদও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বেদের জন্মকাল কে নির্ণয় করিবে? তার পর, বেদের যে কেহ রচয়িতা আছেন, অর্থাৎ সূক্ত-বিশেষ যে ঋষি-বিশেষের রচনা, তাহাও সপ্রমাণ হয় না। যে যে মন্ত্র যে যে ঋষির নামে প্রচারিত, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের প্রয়োগকর্ত্তা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগকে রচয়িতা বলিতে পারা যায় না। অধুনা দেখিতে পাই, অনেক সংসারে পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে অনেক মন্ত্র প্রচলিত আছে। পিতা বা পিতামহ, পুত্র বা পৌত্রকে সেই সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; অথবা পুত্রের বা পৌত্রের শিক্ষার জন্য তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহারা সে মন্ত্রের রচয়িতা নহেন। পিতা বা পিতামহ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে সেই সকল মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অনেক মন্ত্রের আদি—অনুসন্ধানের অতীত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। পুত্র পিতার নিকট হইতে, পিতা-প্রপিতামহক্রমে, ঐ মন্ত্রের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। সন্ধান করিতে গেলে, ঐ মন্ত্র প্রথম কাহার নিকট হইতে কোন্ জন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কখনই তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, যে বংশে যে মন্ত্র চলিয়া আসিতেছে, সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ যাঁহার অস্তিত্ব যখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাঁহাকেই তখন স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করে; পরন্তু তিনি রচয়িতা নহেন, প্রয়োগকর্ত্তা মাত্র। এইরূপে আমরা বলিতে পারি, সৃষ্টির আদি-কাল হইতে প্রচলিত ভগবানের উপাসনা স্তোত্র-বাক্য যাঁহাদের রচনা বলিয়া পরিচিত হয়, তৎসমুদায় তাঁহাদের রচনা নয়, তাঁহাদের প্রবর্ত্তনা মাত্র। এইরূপে বুঝা যায়, বেদ—যাহা প্রকৃত বেদ, তাহা মনুষ্যের রচিত নহে, তাহা কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। কাষ্ঠাদির মধ্যে যেমন সূক্ষ্মভাবে বহ্নি অবস্থিত আছে এবং বাহ্য দৃষ্টিতে যেমন সে অগ্নি প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু পরস্পর সংঘর্ষে সেই অগ্নির অস্তিত্ব যেমন প্রকাশ পায়; গায়ত্র্যাদি মন্ত্রও সেইরূপ স্বতঃশক্তি-সম্পন্ন;—যথাযথ বিনিয়োগ-ক্রমে উহার বিকাশ হয় মাত্র। ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; শব্দ রূপান্তরিত হইতে পারে; ধ্বনি বিপর্য্যস্ত হইয়া আসিতে পারে; আর,

সেই হেতু শক্তি বিকাশ পাইতে না পারে, সুতরাং ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু যাহা বেদ, যাহা জ্ঞান, তাহা অনাদি অব্যয় অবিকৃত।

* * *

বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি।

সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটি শ্রুতিবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই শ্রুতির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বেদ-বিষয়ে একটা বিশেষ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত বেদের যে কি সম্বন্ধ, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতে পারে। ব্রহ্ম স্বরূপ সম্বন্ধে সেই শ্রুতি; যথা,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

উপমার ভাষায় আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত সম্বন্ধ-বিষয়ে বেদ এইরূপ ভাবেই সম্বন্ধ-সম্পন্ন। একই অগ্নি যেমন প্রতি পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই পদার্থের প্রতিরূপ ধারণ করেন, একই বায়ু যেমন প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই পদার্থের প্রতিরূপ প্রাপ্ত হন; অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্রের মধ্যে বেদ সেইরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান্ রহিয়াছেন। অন্য কথায়, বেদ-রূপ আকর হইতেই শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে। বেদ—এক ও অদ্বিতীয়। কালক্রমে শাস্ত্রাকারে বেদ প্রথমে ত্রিধা বিভক্ত হয়; সেই কারণে বেদের এক নাম—'ত্রয়ী'। যখন বেদের নাম ছিল 'ত্রয়ী'; তখন ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বিভাগে উহা বিভক্ত হইত। ঋক্‌ভাগে পদ্য, সাম-ভাগে গীত, এবং যজুর্ভাগে গদ্য বিন্যস্ত ছিল। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হন। যুগ-ধর্ম্মের সুবিধার জন্য তৎকর্ত্তৃক চারিভাগে বেদ বিভক্ত হইয়াছিল, ইহাই সাধারণতঃ প্রকাশ। আর এক মত,—যজ্ঞকর্ম্মে সুবিধার জন্য বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। তখন যজ্ঞ-বিধিতে প্রয়োজনীয় অংশ ভিন্ন অন্য অংশ অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। যজ্ঞে অপ্রয়োজন, সুতরাং অথর্ব্ব,—এই হেতুই উহার নাম অথর্ব্ব হইয়াছিল। কেহ আবার বলেন,—অথর্ব্ব ঋষি যজ্ঞে সুবিধার জন্য যজ্ঞে অব্যবহার্য্য সূক্তগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ঋষির নামানুসারে ঐ অংশের নাম অথর্ব্ব-বেদ হইয়াছিল। ফলতঃ, একই বেদ যে চারিভাগে বিভক্ত হয়, এবং উহার শাখা-প্রশাখা-রূপ শাস্ত্র-সমূহের অভ্যুদয় ঘটে, তদ্বিষয়ে মতবিরোধ নাই। এক হইতেই বহু। কাণ্ড হইতেই শাখা-প্রশাখা। একই অগ্নি যেমন আধার-ভেদে ভিন্ন রূপে ভিন্ন নামে অভিহিত হন, একই বেদ সেইরূপ বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন নামে সংসারে বিস্তৃত হইয়া আছেন। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে সেই রত্নই উত্থিত হয়—যাহার নাম 'বেদ'। সকল শাস্ত্রের, সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের যাহা সারভূত; তাহাকেই কহে—'বেদ'। সকল সমাজের, সকল লোকের, সকল জীবের যাহা প্রাণস্থানীয়; তাহাকেই কহে—'বেদ'।

—:০:*:০:—

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—§*§—

## বেদ-বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্র।

[ বেদ-বিষয়ক বিতর্কে দর্শন-শাস্ত্র;—শব্দের নিত্যত্ব-বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের আপত্তি;—মীমাংসকগণ কর্তৃক সেই আপত্তির খণ্ডন;—মীমাংসাদর্শনে বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক যুক্তি;—বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে গৌতমের পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বিতর্ক ও উত্তরপক্ষ-পক্ষে উত্তর,—বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে অপরাপর বিতর্ক এবং উত্তরপক্ষ-রূপে তাহার উত্তর;—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক ও মীমাংসা;—বেদবিষয়ে সাংখ্য, বৈশেষিক ও বেদান্তাদির মত।]

বেদ-বিষয়ক বিতর্কে।

সকল শাস্ত্রেই বেদ-বিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাই। বেদ যে নিত্য, বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে অনাদি, এ সম্বন্ধে বিচার বিতর্কের অবধি নাই। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ—সর্ব্বত্রই বেদ-বিষয়ক আলোচনা আছে। তৎসম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসা, জ্ঞানার্থিমাত্রের কৌতূহলোদ্দীপক। সুতরাং অন্যান্য শাস্ত্রে বেদের বিষয় কিরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখের পূর্ব্বে, বেদ-বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্রের গবেষণার আভাষ প্রদান করা যাইতেছে। বিচারে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা মীমাংসা হইয়া থাকে। এক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করেন না; এবং তৎপক্ষেই যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। অপর সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের যুক্তি-পরম্পরাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে পরিগ্রহণ করিয়া, উত্তরপক্ষ রূপে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের ও মীমাংসকগণের বিচার-প্রণালী বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।

* * *

### ১। বেদ নিত্য কি না—তদ্বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

শব্দের নিত্যত্ব-বিষয়ে আপত্তি।

নৈয়ায়িকগণ বলেন,—'শব্দ কখনও নিত্য হইতে পারে না। বেদ যখন শব্দসমষ্টি, তখন উহার নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটিতেছে।' এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের ছয়টী প্রসিদ্ধ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম,—"কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।" অর্থাৎ, যত্নদ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয়। যাহা প্রযত্ন সাপেক্ষ, তাহা কর্ম্ম। কর্ম্ম ধ্বংসশীল, সুতরাং শব্দও অনিত্য। দ্বিতীয়,—"অস্থানাৎ।" অর্থাৎ,—'উৎপত্তি-মাত্র শব্দ নষ্ট হয়; শব্দ অস্থায়ী; সুতরাং শব্দে নিত্যত্ব সম্ভবে না।' তৃতীয়,—"করোতি শব্দাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ করিয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। যাহা কৃত (লোক-কৃত), তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না।' চতুর্থ,—"সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ এক কালে নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়। সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য হইতে

পারে না।' পঞ্চম,—"প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ।" অর্থাৎ,—'প্রকৃতি-প্রত্যয়-হেতু শব্দ রূপান্তরিত হইয়া থাকে; যাহার রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটে, তাহাকে কখনই নিত্য বলা যাইতে পারে না।' ষষ্ঠ,—"বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃভূমাস্য।" অর্থাৎ,—'একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে, একাধিকবার সেই শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে। শব্দকর্ত্তার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি-হেতু শব্দেরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যাহা হ্রাসবৃদ্ধিশীল, তাহা নিত্য হইতে পারে না।' এইরূপে নৈয়ায়িকগণ বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ে প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়া থাকেন।

* * *

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন।

মীমাংসকগণ ঐরূপ আপত্তির খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপে ঐ সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া, মীমাংসা-দর্শনের নিম্নলিখিত সূত্র-পঞ্চকে তাহার নিরসন করা হইয়াছে। প্রথম,—"সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ উচ্চারিত হইলেও শব্দকারীর সহিত উহার সম্বন্ধ থাকে না। পরন্তু যে শব্দ যে জ্ঞান, তাহা সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে, নিত্য। 'রাম' এই শ্রুতিগোচর হইলে, ঐ শব্দের একটা জ্ঞান থাকিয়া যায়; পূর্ব্বে ঐ শব্দ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার সহিত উহার অভিন্নতা সূচিত হয়। সুতরাং, শব্দের নিত্যত্ব ও একত্ব অনুভবসিদ্ধ।' দ্বিতীয়,—"প্রয়োগস্য পরমং।" অর্থাৎ,—'শব্দ করে' ইহার তাৎপর্য্য—শব্দের নির্ম্মাণ নহে, শব্দের উচ্চারণ মাত্র। তৃতীয়,—"আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।" অর্থাৎ,—'সূর্য্য যেমন নিকটস্থ ও দূরস্থ সকল ব্যক্তির পরিদৃশ্যমান, অথচ তিনি যেমন এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন; শব্দও সেইরূপ বহু ব্যক্তির কর্ণে ধ্বনিত হইলেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় হয় না।' চতুর্থ,—"বর্ণান্তরমবিকারঃ।" অর্থাৎ,—'প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগে বর্ণের পরিবর্ত্তনে বর্ণের বিকার হয় না; বর্ণান্তরে বর্ণের অবস্থিতি ঘটে মাত্র। যেমন, ই-কার স্থানে য-কার হইলে, বর্ণান্তর আদেশ হয় বটে; কিন্তু ই-কারের কোনও অসদ্ভাব ঘটে না।' পঞ্চম,—"নাদবৃদ্ধিঃ পরা।" অর্থাৎ,—'একই শব্দ বহুবার উচ্চারিত হইলে ধ্বনি-মাত্র বৃদ্ধি হয়; শব্দ বা শব্দ-কথিত বস্তুর বৃদ্ধি ঘটে না। পুনঃপুনঃ গো-শব্দ উচ্চারিত হইলে, নাদ বা কোলাহল বৃদ্ধি হয় বটে; কিন্তু বস্তুপক্ষে কোনরূপ সংখ্যাধিক্য হয় না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অবিসম্বাদিত।'

* * *

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি।

মীমাংসা-দর্শন শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের অন্য আরও কতকগুলি যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহারও পাঁচটী যুক্তি এস্থলে প্রকটিত করা যাইতেছে। প্রথম,—"নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" অর্থাৎ,—'যখন উচ্চারণ মাত্র শব্দের অর্থ পরিগ্রহ হয়, শব্দ বিনষ্ট হয় না, তখন শব্দকে নিত্য বলাই সঙ্গত। শব্দ যদি নিত্য না হইত, শব্দের যদি অর্থবোধ কেহ না করিতে পারিত, তাহা হইলে শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সুতরাং অনিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত। শব্দের স্থিতি মানিলেই নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়।' দ্বিতীয়,—"সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।" অর্থাৎ,—'ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি শব্দের একরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন; সমভাবে অভ্রান্তরূপে ভিন্ন ভিন্ন জনের অর্থবোধ ঘটে; এই জন্যই শব্দ নিত্য ও এক।' তৃতীয়,—"সংখ্যাভাবাৎ।" অর্থাৎ,—

শব্দের ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলেও শব্দ একই থাকে।' চতুর্থ,—"অনপেক্ষত্বাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ বিনষ্ট হইবার কোনও হেতুবাদ দেখা যায় না। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে—নিত্য।, পঞ্চম,—"লিঙ্গদর্শনাচ্চ।" বেদাদি শাস্ত্রে শব্দকে নিত্য বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া, শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতি যাহাকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, শাস্ত্র যাহার নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, তাহাই নিত্য। * সুতরাং শব্দ-মূলাধার 'বেদ' নিত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়। শব্দের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আরও বিবিধ বিতর্ক উত্থিত হয়। বেদে "ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" ইত্যাদি মন্ত্র আছে। কেহ কেহ উহার অর্থ এইরূপ ভাবে নিষ্পন্ন করেন যে, ববর নামক কোনও মনুষ্য প্রাবাহণি বায়ুকে কামনা করিয়াছিল। এবম্বিধ অর্থের ফলে, সেই অনিত্য ববরের পরবর্ত্তী কালে বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল,—প্রতিবাদকারী এইরূপ প্রতিপন্ন করেন। তাহা হইলে, বেদের নিত্যত্ব স্বতঃই অপ্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু মীমাংসকগণ এ সংশয়ের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। অনিত্য-দর্শন-রূপ উক্ত আশঙ্কার উত্তরে তাঁহারা সূত্র করিয়া গিয়াছেন,—"পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্"; অর্থাৎ ববরাদি শব্দ দ্বারা কোনও মনুষ্যকে বুঝাইতেছে না, পরন্তু উহা ধ্বনিমাত্র; অর্থাৎ, ববর-ধ্বনি-বিশিষ্ট প্রবহমাণ বায়ুকে ঐস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহের অনিত্যত্ব কে খ্যাপন করিবে? সুতরাং এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নেও বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। বেদের নিত্যানিত্য প্রশ্ন-মীমাংসা-প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর তর্ক উঠিয়া থাকে। বেদে ইন্দ্র মরুৎ আদিত্য রুদ্র প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। কাহারও উৎপত্তি না হইলে, তাহার নাম হইবে কি প্রকারে? মনে করুন, দেবদত্তের পুত্রের নাম যজ্ঞদত্ত; পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই তাহার নামকরণ হয়। সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। উৎপত্তি স্বীকার করিলে, অনিত্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সকল অনিত্য দেবাদির নাম যখন বেদে দৃষ্ট হয়, তখন বেদ কেন না অনিত্য হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন,—নিত্য ও অনিত্য দুই ভাবেই দেবগণের অধিষ্ঠান সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা যখন দেহধারণ করেন, তখন তাঁহাদিগকে অনিত্য বলিতে পারি। যাহা আকৃতি-অবয়ব-বিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই বিনাশশীল। কিন্তু যখন ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক স্মৃতি বা জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তাহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ ও পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানে স্বাতন্ত্র্য আছে। পদার্থ ধ্বংসশীল; কিন্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান অবিনাশী—নিত্য। 'রাম' বলিয়া সম্বোধন করিলাম; উহা ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইল; রাম-নামধারী কোনও ব্যক্তি সম্মুখে আসিলেন। সে ব্যক্তি নশ্বর, সে ব্যক্তি ধ্বংসশীল। কিন্তু সেই 'রাম' ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার বিষয়ে একটি জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। সে জ্ঞান—তিনি কেমন রূপবান গুণবান বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার কেমন আকৃতি-প্রকৃতি ছিল, ইত্যাদি। ব্যক্তি 'রাম' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সেই যে জ্ঞান, তাহা

---

* শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের উক্তি—(১) "তস্মৈ নূনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং" (ঋগ্বেদ, ৮।৬৪।৬); (২) "বচোঽবীরূপং নিত্যম্" (শ্রুতি); (৪) "অত্র এ বচ নিত্যত্বং" (দেবতাধিকরণে ব্যাসদেব); (৫) "অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা (স্মৃতি)।

ধ্বংস হয় না। এই হিসাবে রাম ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলেও, 'রাম' নাম অবিনাশী, নিত্য। বেদে যে ইন্দ্রাদি দেবতার নামোল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক জ্ঞান। সুতরাং তাহা নিত্য হইবে না কেন? অতএব বেদের নিত্যত্ব অবিসংবাদিত।

* * *

## ২। বেদের প্রমাণ্য-বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ-প্রামাণ্যে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য বিষয়ে দর্শনকারগণের মস্তিষ্ক নানা প্রকারে আলোড়িত হইয়াছে। মহর্ষি গোতম ন্যায়-দর্শনে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর-পক্ষ-রূপে সে সন্দেহের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। গৌতম সূত্রে পূর্ব্ব-পক্ষ রূপে বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করা হইয়াছে,—"তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ।" অর্থাৎ,—'বেদ যে অপ্রমাণ, তাহার কারণ, উহাতে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবাদ, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি-দোষ আছে। বেদবাক্য যে অনৃত, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ টীকাকারগণ কহেন যে, বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্রসন্তান লাভ হইবে; কিন্তু কার্যাতঃ সর্ব্বত্র তাহার সাফল্য দৃষ্ট হয় না; সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বেদ বাক্য যে ব্যাঘাতমূলক, তাহার দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা হয় যে, বেদের কোথাও উক্ত হইয়াছে,—'উদয় কালে হোম করিবে', কোথাও উক্ত হইয়াছে,—'অনুদয় কালে হোম করিবে'; এবং তাহাতে এক কালের প্রসঙ্গে অন্যকালের নিন্দাও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঘাত-দোষ ঘটিতেছে। এইরূপ আরও দেখা যায়, পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের ঐক্যতা নাই। শ্রুতিতে কোথাও আছে,—"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", আবার কোথাও আছে,—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" অর্থাৎ,—একটীতে অদ্বৈতবাদ, অপরটীতে দ্বৈতবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। পুনরুক্তির তো কথাই নাই। একই কথা বেদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়া, মহর্ষি গোতম নিজেই তাহা খণ্ডন করিতেছেন। বেদবাক্য যে মিথ্যা নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"ন কর্ম্মকর্ত্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ।" তাঁহার মতে, তিন কারণে বৈদিক কর্ম্মে ফল লাভ হয় না। প্রথমতঃ, কর্ম্মকর্ত্তা অনধিকারী; দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ; তৃতীয়তঃ, বিধিবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান। এই তিনটীই অভীষ্ট ফলের অন্তরায়-সাধক। উপযুক্ত কর্ম্ম না করিলে, ফলের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা নহে; কর্ম্মকারীর কর্ম্মদোষেই কর্ম্মানুষ্ঠান পণ্ড হইয়া থাকে। কালাকাল-ঘটিত ব্যাঘাত-দোষ-বিষয়ে গোতমের উত্তর,—'উদয় ও অনুদয় উভয় কালই হোমাদির পক্ষে প্রশস্ত বটে; কিন্তু এককালে সঙ্কল্প করিয়া অন্যকালে কার্য্য করিলে, অভীষ্টলাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; মন্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য।' ব্রহ্ম-সম্পর্কেও 'তিনি এক' 'তিনি দুই' এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ দৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ,—জীবের জ্ঞান-বৈগুণ্য। জীবের যখন অজ্ঞান অবস্থা, জীব যখন আত্মা-পরমাত্মার অভেদ-ভাব বুঝিতে পারে না; তখন আপনাকে ও ব্রহ্মকে দুই বলিয়া মনে করে। যখন তাহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, সে তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-ভাব উপলব্ধি করে। জীবের সেই অবস্থাদ্বয় বুঝাইবার জন্যই, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গ।

বেদের প্রামাণিক বিষয়ে উহাতে ব্যাঘাত ঘটিবার কি আছে? পুনরুক্তি-সম্বন্ধে গোতম বলিয়াছেন,—'প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য যে বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহা কদাচ পুনরুক্তি-দোষ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। পাছে ভ্রান্তি-বশে জীব কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয়, তাই তাহাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য বেদে কোনও কোনও বিষয় একাধিকবার উক্ত হইয়াছে। উহা জীবের মঙ্গলার্থ-প্রযুক্ত, সুতরাং উহা পুনরুক্তি-দোষ-দুষ্ট নহে। যাহা আবশ্যক বা যাহা একান্ত করণীয়, তৎসম্বন্ধে একাধিক বার উপদেশ প্রদত্ত হইলে, সে উপদেশ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সফলতা আনয়ন করে। সেই উদ্দেশ্যেই এক এক উপদেশ পুনঃপুনঃ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাকে দোষ বলা যায় না।'

* * *

বেদের প্রামাণ্য ও নিত্যত্ব বিষয়ে।

অনৃত, ব্যাঘাত, পুনরুক্তি—ত্রিবিধ দোষ খণ্ডন করিয়া, গোতম স্বমত খ্যাপন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ চ তৎপ্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ।" অর্থাৎ,—'প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রমাণ মধ্যে গণ্য হয়। সেইরূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের বাক্য প্রামাণ্য বলিতে হয়।' এ বিষয়ে বৃত্তিকারের উক্তি পাঠ করিলে, বিষয়টী পরিস্ফুট হইতে পারে।

"আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎ লব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। মন্ত্রো বিষাদিনাশকঃ। আয়ুর্ব্বেদভাগশ্চ বেদস্য এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়ং।"

যথার্থ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সত্যবাণী বিঘোষিত আছে, এইজন্য বেদবাক্য প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্র—বিষাদি-নাশক; আয়ুর্ব্বেদ—বেদেরই অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। বেদও সেইরূপ প্রমাণ। বেদকে যে নিত্য ও প্রমাণ বলা হয়, তাহার আরও কারণ এই যে, বেদ অতীত অনাগত মন্বন্তর যুগান্তর সম্প্রদায় অভ্যাস ও প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন আছে। বেদের উপদেশ যথার্থ। বহুকালপ্রচারিত হেতু বেদের নিত্যত্ব এবং উহাতে সত্যবাক্য আছে বলিয়া, উহা প্রামাণ্য। এ বিষয়ে বৃত্তিকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি; যথা,—

"মন্বন্তরযুগান্তরেষু চ অতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং।"

এইরূপে ন্যায়দর্শন বেদের প্রামাণ্য খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। মীমাংসকগণ বেদের নিত্যত্ব ও প্রামাণ্য-বিষয়ে আরও একটী যুক্তির অবতারণা করেন। অনেক সময় বিতর্ক উঠিয়া থাকে,—শব্দের সহিত অর্থের একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ সঙ্কেতাত্মক, অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাবমূলক। কল্পিত সেই সম্বন্ধ লইয়াই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কল্পিত সেই সম্বন্ধ যে অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক হয়, শুক্তিকাদিতে রজতাদির জ্ঞানই তাহার প্রমাণ। শব্দে যখন সত্যের অপলাপ অসম্ভব নয়, তখন বেদবাক্য-সকল কল্পিত সঙ্কেতাত্মক শব্দ বলিয়া নিরর্থক ও অপ্রামাণ্য হইতে পারে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ খ্যাপন করিয়া মীমাংসকগণ তাহার খণ্ডন জন্য একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনের একটী সূত্র ও তাহার ভাষ্য নিম্নে প্রকটিত হইল ; যথা,—

'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ
অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য।'

"শব্দস্য নিত্যবেদঘটকপদস্য অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদেরর্থেন সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকো নিত্য ইতি যাবৎ। অতস্তস্য ধর্ম্মস্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমত্র করণে লুট্ জ্ঞপ্তের্যথার্থজ্ঞানস্য করণং উপদেশঃ অর্থপ্রতিপাদনং। অব্যতিরেকঃ অব্যভিচারী দৃশ্যতে। অনুপলব্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরজ্ঞাতে অর্থে তৎবিধিঘটিতবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং বাদরায়ণাচার্য্যস্য সম্মতমিতি ভাষ্যং।"

শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাব স্বাভাবিক ও অনিত্য। তাহাতে যে অস্বাভাবিকতা বা অনিত্যতা সূচিত হয়, তাহা বিভ্রমবশতঃ বা অজ্ঞানতানিবন্ধন। শুক্তিতে রজতজ্ঞান বিভ্রমেরই পরিচায়ক। শুক্তি শব্দে ও রজত শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সে শব্দের অর্থ অবিকৃতই আছে ; ভ্রান্তি তাহার অর্থ-বৈপরীত্য ঘটাইয়াছে মাত্র। এ ভাবে বিচার করিলে, শব্দ ও তাহার অর্থ নিত্য ও স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বেদবাক্য প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়। বেদবাক্য—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ের অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং বেদ নিত্য ও প্রামাণ্য।

* * *

প্রামাণ্যে অন্যান্য সংশয়।

বেদের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য-বিষয়ে আরও যে সকল বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহারও কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি। প্রমাণের দুইটী লক্ষণ সাধারণতঃ উক্ত হয়। যদ্দ্বারা সম্যক্ অনুভব সাধন হয়, অর্থাৎ যাহা ভ্রমশূন্য পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশক, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণের এই এক লক্ষণ। আর এক লক্ষণ,—যাহা অনধিগত বা অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে, তাহাকেই প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ-সম্বন্ধে এই দুই লক্ষণ, দুই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষ-রূপে নৈয়ায়িকগন বেদে ঐ দুই লক্ষণেরই অভাব ঘোষণা করেন। কতকগুলি বেদমন্ত্র বোধ-গম্য হয় না। যাহা বোধগম্যই নহে, তাহাতে আর কি জ্ঞান উন্মেষ সম্ভবপর? মন্ত্রে আছে,—(১) "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তু", (২) "অম্যকসাৎ ইন্দ্রঋষ্টিঃ", (৩) "যাদৃশ্মিন্ ধায়ি তমপস্যয়াবিদদ্", (৪) "আপন্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্ম্মা", ইত্যাদি। এই সকলের অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যাহার অর্থবোধ হয় না, তাহার প্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? একটী মন্ত্র আছে,—"অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ" ; অর্থাৎ,—উপরে কি নীচে? মন্ত্রে এই ভাব ব্যক্ত থাকিলেও, উহা স্থাণু-সম্বন্ধে কি পুরুষ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ আসে। সুতরাং ঐ মন্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আবার অনেক স্থলে অচেতন পদার্থকে চেতনের ন্যায় সম্বোধন করা হইয়াছে ; যথা,—(১) "ওষধে ত্রায়-স্বৈনম্" ; অর্থাৎ—'হে ওষধে! ইহাকে উদ্ধার কর' ; (২) "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" ; অর্থাৎ, —'হে ক্ষুর! ইহার প্রতি হিংসা করিও না' ; (৩) "শৃণোতি গ্রাবাণ" ; অর্থাৎ,—'হে পাষাণ-গণ তোমরা শ্রবণ কর' ; (৪) "আপ উন্দন্তু" ; অর্থাৎ,—'হে জল! মস্তকের ক্লেদ দূর কর' ; (৫) "শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মম" ; অর্থাৎ,—'হে শুভিকে (টোপর)!

আমার মুখের শোভা বর্দ্ধন করিতে মস্তকে আরোহণ কর।' এই সকল স্থলে অচেতন পদার্থকে চেতন পদার্থ-রূপে সম্বোধন করায়, মন্ত্রসমূহ অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হয়। কোথাও 'দুই চন্দ্র' (দ্বৌ চন্দ্রমসৌ), কোথাও 'রুদ্র এক—দ্বিতীয় নাই' (এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে), কোথাও 'সহস্র সহস্র রুদ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছেন' (সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্);—এইরূপ উক্তি আছে। এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য প্রমাণ পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে। যদি কেহ কহেন,—"আমি যাবজ্জীবন মৌনী আছি," তাঁহার সেই বাক্য যেমন তাঁহার মৌনতার বিঘ্ন-সাধক, ঐ সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবদ্যোতক মন্ত্রসকলও সেইরূপ প্রমাণের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। অতএব, বেদবাক্য প্রামাণ্য নহে।

* * *

সকল সংশয় নিরসনে।

পূর্ব্বোক্ত সংশয়-প্রশ্ন-সমূহের উত্তর-মীমাংসক-সম্প্রদায়গণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া, উত্তরপক্ষরূপে তাঁহারা যে তাহার উত্তর-দান করিয়াছেন, তাহারই আভাষ এক্ষণে প্রদান করা যাইতেছে। যে সকল মন্ত্রের অর্থ হয় না বলিয়া বেদ-বিরোধিগণ নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ যাস্কের "নিরুক্তি" গ্রন্থে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা তাহা অবগত নহেন, তাঁহারাই ঐ সকল মন্ত্রের উল্লেখে বেদের প্রামাণ্য-পক্ষে দোষ প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে মীমাংসকগণের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। সূত্রটি এই;—"সতঃ পরমবিজ্ঞানম্।" অর্থাৎ,—পরম জ্ঞান লাভ হইলেই, বিদ্যমান পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়; অজ্ঞজন অজ্ঞানতা-নিবন্ধন সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 'জর্ভরী তুর্ফরী তু' শব্দের অর্থ—পালনকর্ত্তা সংহারকর্ত্তা। 'জর্ভরী তুর্ফরী' অশ্বিদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। ঐ কারণেই সূক্তটির নাম আশ্বিনসূক্ত। অন্ধব্যক্তিগণ যে বিশাল-স্তম্ভ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে সমর্থ নয়, সে দোষ স্তম্ভের নহে,—সে দোষ অন্ধেরই। কেহ অর্থ বুঝিল না বলিয়া, বেদবাক্য যে অর্থহীন হইবে, তাহার কোনই হেতু নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। "অধঃস্বিদাসীৎ" ইতি মন্ত্রের অর্থ—পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়। ঐ অংশের স্থূল অর্থ—উপরে বা নীচে। উহা পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাতে ঊর্দ্ধে ও অধঃদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ পাইতেছে। ওষধি, ক্ষুর, পাষাণ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া যে সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে জড় বা অচেতন পদার্থকে লক্ষ্য করা হয় নাই; পরন্তু উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উদ্দেশেই ঐ সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্র তন্ময়ত্ব-ভাব-জ্ঞাপক। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপে বিরাজমানতাই উহার লক্ষ্য। যদি কেহ আপন স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপট লক্ষ্য করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করেন, সে প্রণাম কখনই চিত্রপটের উদ্দেশে নহে; সে প্রণাম, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার উদ্দেশেই বিহিত হয়। সেইরূপ ওষধি, পাষাণ বা ক্ষুর প্রভৃতির সম্বোধনে যে সকল মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিষ্ঠান-ভূত বিশ্বপাতাই সেই সকল মন্ত্রের লক্ষ্য। উত্তর-মীমাংসায় মহর্ষি বাদরায়ণ "অভিমানিব্যপদেশস্তু"—এই সূত্রে এই সংশয়ের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ-দৃষ্টিতে দুইটী মন্ত্র পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, সে ভাব দূ

হইতে পারে। শব্দের ও বাক্যের অর্থ দুইরূপ দৃষ্ট হয়। এক অর্থ—লৌকিক; অপর অর্থ—ব্যবহারিক। 'পিতা' ও 'মাতা' এই দুই শব্দের সাধারণ অর্থ সকলেই অবগত আছেন। ঐ দুই শব্দে পালনকর্ত্তা পিতা এবং স্নেহময়ী জননী অর্থাৎ পুরুষ ও নারী স্বতন্ত্রভাবে দুই জনকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমনও দেখা যায়, ঐ দুই শব্দ একই উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ আপন উত্তমর্ণকে ও ভূস্বামীকে "আপনি আমার মা-বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে আমরা 'মা-বাপ' (মাতা-পিতা) শব্দদ্বয়ের কি অর্থ গ্রহণ করি? সম্বোধিত ব্যক্তি কি একাধারে স্ত্রী ও পুরুষ? কথনই নহে। শব্দদ্বয়ের লৌকিক অর্থ স্ত্রী ও পুরুষ-রূপে পরিকল্পিত হইলেও, ঐরূপ ক্ষেত্রে সম্বোধিত ব্যক্তিতে পিতার পালকতা ও মাতার স্নেহ-মমতা একাধারে বিদ্যমান আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ, 'এক রুদ্র দ্বিতীয় নাই' এবং 'সহস্র সহস্র রুদ্র আধিপত্য করিতেছেন' এবম্বিধ বিপরীত-ভাবসম্পন্ন মন্ত্রে কথনই বেদ-প্রমাণ্যে বিঘ্ন ঘটিতেছে না। কেন-না, ঐ অংশের সূক্ষ্ম অর্থ এই যে, সেই যে ব্রহ্ম—যিনি রুদ্ররূপে সম্পূজিত হন, তিনি এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। যোগ-প্রভাবে মানুষ বহুরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেথানে একে যেমন বহুত্বের প্রকাশ অসম্ভব হয় না, এ ক্ষেত্রে সেরূপ বিবেচনাও করা যাইতে পারে। অতএব, তাঁহাকে কথনও একরূপে, কথনও বহুরূপে পরিচিত করায়, বেদপ্রামাণ্যে কোনই দোষ ঘটিতেছে না।

* * *

## ৩। অপৌরুষেয়ত্ব-বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ যে পৌরুষেয়, তৎপক্ষে যুক্তি।

বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ-পক্ষে প্রধানতঃ ত্রিবিধ যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাই। এক পক্ষ, বেদকে সাধারণ মনুষ্যের রচিত বলিয়া ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পক্ষ, উহাকে অভ্রান্ত পুরুষের রচনা বলেন। তৃতীয় পক্ষ, উহা ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কালিদাস 'রঘুবংশাদির' রচয়িতা; 'উত্তররাম-চরিত' প্রভৃতি ভবভূতির রচনা; বেদও সেইরূপ পুরুষ-বিশেষের রচনা বলিয়া বিতর্ক উত্থাপিত হয়। সাধারণ গ্রন্থাদি দেখিয়া যেমন তাহার প্রণেতার বিষয় মনে আসে, বেদ দেখিয়াও সেই ভাব মনে না আসিবে কেন? ইহাই প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত। আবার, নৈয়ায়িকগণ এক ভাবে, বৈশেষিক-দর্শন আর এক ভাবে এবং বেদান্ত অন্য আর এক ভাবে, এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন,—"বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী হইতে পারেন. বেদ অভ্রান্ত-পুরুষের প্রণীত হইতে পারে; কিন্তু উহা যে কাহারও রচনা নহে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিল; সে স্থলে 'ঘট প্রস্তুত করিল' এই বাক্য নিশ্চয়ই সত্য। বেদে সেইরূপ সত্য আছে বলিয়া, উহা অভ্রান্ত-পুরুষের রচনা বলা যাইতে পারে; কিন্তু উহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কাহারও রচিত নহে বলা যাইতে পারে না। বাক্য অভ্রান্ত হইলেই যে তাহা নিত্য ও অপৌরুষেয় হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। তবে বেদ যথন অভ্রান্ত ও সত্যস্বরূপ, উহা ভ্রান্ত

মানুষের রচনা হইতে পারে না; উহা অভ্রান্ত-পুরুষের—ঈশ্বরের রচনা। ঈশ্বরের রচনা বলিয়াই উহার প্রামাণ্য। তদ্ব্যতীত উহার অপৌরুষেয়ত্ব নাই।' বৈশেষিক-দর্শনের মতও অনেকাংশে ঐরূপ ভাবদ্যোতক। দর্শনকার সূত্রে (প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, তৃতীয় সূত্র) বলিয়াছেন,—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" অর্থাৎ, বেদ ঈশ্বরবাক্য, অতএব প্রমাণ। অর্থান্তরে, বেদ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং প্রমাণ। বৈশেষিক-দর্শনের অন্য আর এক সূত্রে বিষয়টী আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত দেখি। সে সূত্র (ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, প্রথম সূত্র)—"বুদ্ধিপূর্ব্বাবাক্যকৃতিবেদে।" অর্থাৎ, বেদবাক্য রচনা বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়াছে। বেদে বিধি-নিষেধ-রূপ যে সকল বাক্য আছে, তাহা ধর্ম্ম-মূলক। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ তাই বেদ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সে বেদ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহার অভ্রান্ততা। 'স্বর্গকামো যজেৎ'; অর্থাৎ, যাগযজ্ঞই স্বর্গকামী জনের ইষ্টসিদ্ধির কারণ; 'গাং মা বধিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ, গো-বধ করিও না; কেন-না, ইহা স্বর্গকামী ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায়;—এবম্বিধ যে বেদোক্ত বিধি-নিষেধ, ইহা কি কখনও মানুষে রচনা করিতে পারেন? স্বর্গাপবর্গের কথা সাধারণ মনুষ্যের অধিগম্য নহে। এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া, বৈশেষিক-দর্শন ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য বেদকে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যাহার অসংখ্য শাখা, যাহার অশেষ সম্মান, বৈশেষিকের মতে, তাহা অভ্রান্ত-পুরুষের—ঈশ্বরের রচনা ভিন্ন অন্য কাহারও রচনা হইতে পারে না। এতদনুসারে, বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত এবং মহাজন-গৃহীত; আর, তজ্জন্যই উহার প্রামাণ্য। বেদ-বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের যে সিদ্ধান্ত, তাহাতেও এবংবিধ অভিমতই অভিব্যক্ত। বেদ যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (বেদান্ত-দর্শন, প্রথম পাদ, তৃতীয় সূত্র) সূত্রে এ তত্ত্ব ব্যক্ত। বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মই বেদের-সৃষ্টিকর্ত্তা; উক্ত সূত্রে এই অর্থ প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, সাধারণ পুরুষ বা মনুষ্য কর্ত্তৃক নহে;—পরম-পুরুষ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদের পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র-অনুসারেও বেদকে পৌরুষেয় বলা যাইতে পারে। কেন-না, উক্ত সূক্তে বেদ-বিধাতা ভগবানকে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' অর্থাৎ সহস্র-মস্তক সহস্র-চক্ষু ও সহস্র-পাদ বিশিষ্ট পুরুষ বলা হইয়াছে। সেই পুরুষ হইতেই যখন বেদ উৎপন্ন, তখন বেদকে অবশ্যই পৌরুষেয় বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হয়।

* * *

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ।

এবম্প্রকারে বেদের পৌরুষেয়ত্ব খ্যাপনে যে সকল বিতর্ক উত্থাপিত হয়, বিবিধ যুক্তি দ্বারা তৎসমুদায় খণ্ডনের প্রয়াস দেখিতে পাই। প্রথমতঃ কালিদাস ভবভূতির ন্যায় কোনও মনুষ্য যে বেদ রচয়িতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কালিদাস 'রঘুবংশ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন; ভবভূতি কর্ত্তৃক 'উত্তররামচরিত' বিরচিত হইয়াছিল;—এ সাক্ষ্য পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু বেদ-প্রণেতার কোনই পরিচয় নাই। কেহ হয় তো মনে করিতে পারেন, মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রভৃতি যাঁহাদের নামে বৈদিক সূক্তসমূহ প্রচলিত আছে, তাঁহারাই বুঝি সেই সেই সূক্তের রচয়িতা! কিন্তু এ বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে

মন্ত্রের রচয়িতা বলা যাইতে পারে না, তাঁহারা মন্ত্রের প্রবর্ত্তক মাত্র। তারপর, বৈশেষিক-দর্শনের এবং বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্তের আলোচনায় বেদ যে পরমেশ্বর-রচিত বলিয়া সূচিত হয়, তদ্দ্বারাও উহার পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, পুরুষ বলিতে—মানুষ বলিতে, কর্ম্মফল-হেতুভূত এই জন্মজরামরণশীল দেহধারী জীবকেই বুঝাইয়া থাকে। কর্ম্মের ফলে জীবকেই নরদেহ ধারণ করিতে হয়। সেই নরদেহধারী জীবই সাধারণতঃ পুরুষ নামে খ্যাত। কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বর সেরূপ পুরুষ নহেন। আবশ্যক-অনুসারে পুরুষ-রূপে আবির্ভূত হইলেও, তিনি সাধারণ পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না; কেন না, কর্ম্মফলের অধীন হইয়া, কর্ম্মফলভোগ-হেতু তাঁহাকে সংসারে আসিতে হয় নাই; সুতরাং পুরুষ হইয়াও তিনি পুরুষাতীত। আর, তদনুসারে পৌরুষেয় হইয়াও তাঁহার রচনা অপৌরুষেয়। এই পৌরুষেয়-অপৌরুষেয়-প্রসঙ্গে সাংখ্যমতাবলম্বিগণের যুক্তি আবার আর এক প্রকার। তাঁহারা বলেন, পুরুষ নিষ্ক্রিয় মুক্ত সৎস্বরূপ। কোনও বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাই আসিতে পারে না। সুতরাং তিনি যে বেদ রচনা করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে বলিতে পারি? ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কার্য্য করা—বদ্ধ পুরুষের লক্ষণ। অতএব, বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদ রচিত হইয়াছে যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষকে পরমেশ্বরকে বদ্ধ-জীব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বদ্ধজীবে মুক্ত-সত্য-ভাব কখনই সম্ভপর নহে। পুরুষ মুক্ত সত্য; সুতরাং বেদ তাঁহার রচনা হইতে পারে না।' তবে তাঁহা হইতে বেদ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? সাংখ্যগণ উত্তরে বলেন,—'অদৃষ্টবশতঃ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার নিশ্বাসের ন্যায় বেদের উৎপন্ন হইয়াছে।' পুরুষ হইতে অনুসৃত হইলেই যে তাহা পৌরুষেয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। সুষুপ্তি-কালে, নিদ্রিত অবস্থায়, মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়। তাহাকে কি ইচ্ছাকৃত পৌরুষেয় বলিতে পারি? কখনই না। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক করা যায়, তাহাই পৌরুষেয় সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। পুরুষ—যিনি পরম পুরুষ, তাঁহাতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা কিছুরই আরোপ করা যায় না। সুতরাং বেদ পৌরুষেয় নহে।' তবে বেদ কোথা হইতে আসিল? সাংখ্যগণ উত্তরে বলেন,—'বেদ অনাদি বীজাঙ্কুরবৎ। বৃক্ষ আদি, কি বীজ আদি—ইহা যেমন নির্ণয় হয় না; জ্ঞান-রূপ বেদেরও সেইরূপ উৎপত্তি ও লয় নির্ণয় হয় না। যাহা পুরুষ (সাধারণ মনুষ্য, কৃত, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু জ্ঞানের আদি-অন্ত কে নির্ণয় করিতে পারে? সুতরাং বেদ অনাদি অপৌরুষেয়।'

* * *

বেদার্থে বিভিন্ন ভাব।

বেদ-বিষয়ে এইরূপ বিতর্কের অবধি নাই। সে বিতর্ক চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সকল প্রশ্ন ও সকল উত্তর প্রকাশ করিতে রাশি রাশি গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হয়। সুতরাং আমরা স্থূলভাবে কতকগুলি প্রশ্নের ও উত্তরের আলোচনা করিলাম মাত্র। বেদকে যিনি যে চক্ষে দেখেন, তিনি সেইরূপ বিতর্কেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষে উহা বিভিন্ন ভাবে অবভাসিত হয়। সুতরাং বেদের অর্থও বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

———§*§———

## বেদ-পরিচয়।

[ পল্লবগ্রাহিতার কুফল ;—বেদাধ্যয়নে অশেষ জ্ঞান আবশ্যক ,—ষড়বেদাঙ্গ ,—শিক্ষা—উহাতে কি জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার মর্ম্ম ;—কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ —ঐ সকলের সার মর্ম্ম ;—পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি ;—বেদে সাম্যভাব,—ঋগ্বেদের মন্ত্রে সাম্যভাবের বিকাশ ;—বেদ-বিষয়ে শাস্ত্রাদির অভিমত—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত ;—বেদ-বিভাগ,—তদ্বিষয়ে বিবিধ পদ্ধতি ;—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ ;—কোন্ বেদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে ;—বেদ-পরিচয়ে বিবিধ বক্তব্য। ]

পল্লবগ্রাহিতার কুফল।

পল্লবগ্রাহিতা মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। বিষয়-বিশেষে গম্ভীরভাবে নিবিষ্টচিত্ত হওয়া—সাধারণতঃ মানুষের রুচি-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মানুষ সকল বিষয়ই ভাসাভাসা-উপর-উপর বুঝিয়া লইতে চায়। এই যে বেদ—যে বেদ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া অসংখ্য মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল, সেই বেদ-বিষয়েও মানুষের সেই পল্লবগ্রাহিতা-প্রবৃত্তির অসদ্ভাব নাই। বেদ কি এবং বেদে যে কি আছে, সকলেই এক কথায় তাহার স্থূল-মর্ম্ম জানিতে চাহেন। বেদ কি—এক কথায় উত্তর পাইলেই অনুসন্ধিৎসু চিত্ত যেন শান্তি লাভ করে। তাই উত্তরও অনেক সময় যথেচ্ছভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাঁহার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তিনি সেইরূপ উত্তরই দিয়া থাকেন। বিশাল মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিগমন করিয়া যে জন অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, মহাসাগর সম্বন্ধে সে একরূপ উত্তর দিবে ; যে বেলাভূমে পৌঁছিয়াছিল, সে অন্য আর একরূপ উত্তর দিবে ; আবার যে মধ্য-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছিল, সে আসিয়া আর এক প্রকার উত্তর করিবে। এইরূপ বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন প্রকার উত্তরই পাওয়া যাইবে। তার পর, সে উত্তর যদি এক কথায় পাইবার আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাতে যে স্বরূপ-তত্ত্ব কতটুকু প্রকাশ পাইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই সকল কারণেই, এক কথায় উত্তর দিতে গিয়া পৃথিবীর পরম-পূজ্য বেদকে কেহ বা 'চাষার গান' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এতই দুর্ভাগ্য আমাদের !

* * *

বেদাধ্যয়নে অশেষ-জ্ঞান আবশ্যক।

বেদ বিষয়টী এতই জটিল, এতই গুরুতর যে, যতই সঙ্ক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাউক, যতই এক-কথায় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া যাউক ; বক্তব্য বিষয় স্বতঃই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, বেদ শব্দের অর্থ—জ্ঞান। বেদ কি—এক-কথায় তাহার সংজ্ঞা প্রকাশ করিতে গেলে, জ্ঞান ভিন্ন তাহাকে অন্য আর কি বলিতে পারি ? তবে সে জ্ঞান—কি জ্ঞান, কেমন জ্ঞান, সেইটীই বিশেষ অনুধাবনার অনুভাবনার বিষয়। সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—সে জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে, বড় আয়াস—

যত্ন প্রযত্ন প্রয়োজন। সে আয়াস—সে প্রযত্ন মানব-সাধারণের অধিগম্য নহে। তাই বেদ আলোচনায় বেদ অধ্যয়নে অশেষ প্রতিবন্ধক কল্পনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—স্ত্রী-শূদ্র-অব্রাহ্মণ বেদপাঠে অনধিকারী। জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে; স্বয়ং বেদই সে সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে স্ত্রী-শূদ্র অব্রাহ্মণ কাহারও বেদপাঠে অনধিকার নাই সত্য। কিন্তু তথাপি কেন, বেদাধ্যয়ন পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকের প্রশ্রয় দেওয়া হয়? কেনই বা অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ লইয়া মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়া থাকে? তাহার কারণ যথেষ্ট আছে। গিরিশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে সানুদেশে উপস্থিত হইতে হয়; পরে মধ্যভাগে, পরিশেষে শীর্ষদেশে উঠিবার প্রয়াস প্রয়োজন হয়। কেহই একেবারে তুঙ্গশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হন না। বেদরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ স্তরে স্তরে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যক হয়। হঠাৎ একটী সূক্ত বা ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই এবং সেই অংশের একটা যথেচ্ছ অর্থ স্থির করিতে পারিলেই যে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হয়, তাহা নহে। বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বেদাঙ্গে অভিজ্ঞতা-লাভ প্রয়োজন। বেদ যে অনাদি অনন্তকাল হইতে অভ্রান্ত প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, আর যে উহা অক্ষত অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান রহিয়া গিয়াছে, বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ হইতে পারিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। অক্ষয় বেদাঙ্গ-সূত্র, অক্ষয় মণি মালার ন্যায়, বৈদিক সূক্ত-সমূহকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বেদাঙ্গ-তত্ত্ব অগ্রে অনুশীলন করিতে না পারিলে বেদ-মধ্যে প্রবেশ করিবে—সাধ্য কি?

* * *

ষড়বেদাঙ্গ।

বেদকে বুঝিবার জন্যই বেদাঙ্গের প্রবর্ত্তনা। উহা 'ষড়ঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গের মধ্য দিয়াই নিগূঢ় বেদতত্ত্ব নিষ্কাষিত করিতে হয়। এই ষড়ঙ্গ ভিন্ন বেদ-পাঠের সহায়তাকারী আরও কতকগুলি পাঠ্য-গ্রন্থ আছে। পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান সেই সকল গ্রন্থে লাভ করা যায়। তার পর, ব্রাহ্মণ আছে, আরণ্যক আছে, উপনিষৎ আছে; দর্শন আছে, পুরাণ আছে, উপপুরাণ আছে। জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে উহাদের এক একটীর মধ্য দিয়া বেদ-রূপ অনন্ত রত্নাকরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যাহারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, যাহারা বেলাভূমেও পৌঁছাইতে পারে নাই, তাহারা কি করিয়া সে জ্ঞান-রত্নাকরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আশা করিতে পারে? বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, অভিজ্ঞ হইতে হইবে—ষড়ঙ্গে। ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা! শিক্ষা—শিখাইবে বর্ণ; শিক্ষা—শিখাইবে স্বর; শিক্ষা—শিখাইবে মাত্রা; শিক্ষা—শিখাইবে বল; শিক্ষা—শিখাইবে সাম। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম—শিক্ষা এই বিষয়-পঞ্চক শিক্ষা দেয়। যদি অকারাদি বর্ণের জ্ঞান না থাকে; যদি উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বর অনুধাবন করিতে অনভিজ্ঞ হও; হ্রস্ব মাত্রা, দীর্ঘ মাত্রা প্রভৃতির জ্ঞান যদি না জন্মে; উচ্চারণ-স্থানাদির এবং সাম্য গুণাদির অভ্যাস যদি তুমি না করিয়া থাক; বৃথাই তোমার বেদাধ্যয়ন হইবে। অ আ ক খ ইত্যাদি স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে

বর্ণ দ্বিবিধ। শিক্ষা-গ্রন্থ এই বর্ণজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ—স্বর এই ত্রিবিধ। উদাত্ত—উচ্চ স্বর; অনুদাত্ত—নীচ স্বর; স্বরিৎ—উভয় স্বরের মধ্যবর্তী স্বর। এই ত্রিবিধ স্বরের জ্ঞান না থাকিলে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে গেলে, স্বর-বিকৃতি-দোষ ঘটে। সে দোষে শুভ কামনায় মন্ত্রোচ্চারণে অশুভ ফল সঙ্ঘটিত হইতে পারে। শাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। "ইন্দ্র শত্রুর্দ্ধস্ব"—পাঠ-বিপর্য্যয়-হেতু এই মন্ত্র বিপরীত ফল প্রদান করিয়াছিল। আদ্যোদাত্ত পাঠে এই মন্ত্রে এক ফল; আর অন্তোদাত্ত পাঠে এই মন্ত্রে আর এক ফল। প্রথমোক্ত পাঠে তৎপুরুষ সমাস বিধায়, অর্থ হয়—ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি হউক। আর শেষোক্ত পাঠে, আদ্যোদাত্ত হেতু, বহুব্রীহি সমাস বিধায়, অর্থ হয়—ইন্দ্রের শত্রু বিনষ্ট হউক। উচ্চারণের বিভিন্নতা-হেতু এমনই অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই ঋক্-সমূহের উচ্চারণের উপযোগী চিহ্ন—স্বরলিপি-সমূহ—ব্যবহৃত হইতে দেখি। এখনকার স্বর-বিজ্ঞানে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্ত স্বর প্রচলিত। অধুনা-প্রচলিত এই সপ্ত স্বর সেই বৈদিক স্বরত্রয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত, স্বরিত হইতে ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের উৎপত্তি পরিকল্পিত হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ—এই তিন প্রকার উচ্চারণ-ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদিক গ্রন্থ-সমূহে অনেক স্থলে শব্দান্তর্গত বর্ণের উপরে ও নিম্নে বিবিধ রেখা-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যে সকল চিহ্নাদি প্রচলিত আছে, তাহা ঐ বৈদিক উচ্চারণ-মূলক রেখা-চিহ্নের অনুস্মৃতি বলিয়াই মনে হয়। নিম্নে উদাহরণচ্ছলে ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তান্তর্গত প্রথম ঋক্‌টী রেখাচিহ্নাঙ্কিতরূপে যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

উদ্ধৃত ঋকের বর্ণ-বিশেষের শীর্ষদেশে যে লম্বমান রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই সেই বর্ণের উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আর, বর্ণবিশেষের নিম্নভাগে যে শায়িত রেখা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্দ্বারা সেই সেই বর্ণের অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারণ বুঝাইতেছে। যে যে বর্ণের নিম্নে কোনরূপ রেখা অঙ্কিত হয় নাই, সেই সেই বর্ণের উচ্চারণ স্বরিৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উচ্চারণ-প্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, মাত্রাদি বুঝাইবার জন্য আরও নানারূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ত্রিবিধ;—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। 'কি' হ্রস্ব, 'কী' দীর্ঘ, 'কি-ই-ই' প্লুত। রোদনে গানে প্লুত-স্বর বিহিত হয়। উহাকে অতি-দীর্ঘ স্বর বলা যাইতে পারে। 'বল' বলিতে প্রযত্ন ও উচ্চারণ-স্থান বুঝায়। উচ্চারণ-স্থান অষ্টবিধ;—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা ইত্যাদি। মতান্তরে উচ্চারণ-স্থান আরও অধিক পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলিকে যৌগিক উচ্চারণ-স্থান বলা যাইতে পারে।

যেমন, কণ্ঠ ও তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ—কণ্ঠতালব্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। প্রযত্ন বলিতে 'চেষ্টা' বুঝাইয়া থাকে। ঈষৎ, অস্পষ্ট ভেদে প্রযত্ন বিবিধ। সাম অর্থাৎ সাম্য বলিতে উচ্চারণ-সাম্য বুঝায়। অতি-দ্রুত, অনতি-দ্রুত প্রভৃতি দোষরহিত এবং মাধুর্য্যগুণ-যুক্ত উচ্চারণই সাম্য। ফলতঃ, যাহাতে সুস্বরে সকল ভাব ব্যক্ত হয়, উচ্চারণে কোনও বৈষম্য না ঘটে, তাহাকেই সাম্য বলে। শিক্ষা-গ্রন্থে এই সকল শিক্ষা প্রদান করে।

* * *

কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি।

শিক্ষার পর কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত সূত্র-সমূহ কল্প-গ্রন্থ নামে অভিহিত হয়। উহাতে যাগ-প্রয়োগ-বিধি কল্পিত আছে। এই জন্যই উহার নাম—কল্প-গ্রন্থ। কিরূপ প্রণালীতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, কোন্ মন্ত্র কখন উচ্চারণ করিতে হইবে; যজ্ঞের কোন্ কার্য্য, ঋত্বিক হোতা বা পুরোহিত, কে কি ভাবে সম্পন্ন করিবেন;—কল্পসূত্রে তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদ-রূপ দেহের হস্তস্থানীয় বলিয়া কল্প-সূত্রের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয়। ব্যাকরণকে বেদের মুখস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যাকরণ ভিন্ন বেদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, সাধ্য কি? ব্যাকরণ ভিন্ন অর্থ-নিষ্কাষণ সম্ভবপর নহে। অর্থজ্ঞান না হইলে, বেদাধ্যয়ন বৃথা, ক্রিয়া-কর্ম্ম পণ্ড। বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, বেদ কি তাহা বুঝিতে হইলে, ব্যাকরণ-জ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। সে ব্যাকরণ আবার যে-সে ব্যাকরণ নহে। অধুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি, মুগ্ধবোধ, কলাপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৈদিক-সাহিত্যের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যাকরণ প্রবর্ত্তিত ছিল। 'প্রতিশাখা' (প্রতিশাখ্য) তাহাদের আদিভূত। প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশাখা ছিল। সে সকল এখন বিলুপ্তপ্রায়। এখন মাত্র তিন বেদের তিনটি প্রতিশাখা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রতিশাখা—মহামুনি সনক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রতিশাখা কাত্যায়ন প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের একটী শাখা-প্রবর্ত্তকের মধ্যে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাই। উচ্চারণ, ছন্দঃ প্রভৃতির প্রসঙ্গ প্রতিশাখায় উত্থাপিত। প্রতিশাখাই প্রকারান্তরে বৈদিক ব্যাকরণ। প্রতিশাখা-সমূহের অনুসরণে পাণিনি, কাত্যায়ন, বাড়ি, গালব, ভাগুড়ী, পাতঞ্জল, বর্ষ প্রভৃতি বৈয়াকরণ ব্যাকরণ-রচনায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। তবে তাঁহাদের ব্যাকরণানুসারে পরবর্ত্তি কালে যে ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়, সে ভাষা বেদের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। পাণিনি প্রভৃতির পূর্ব্বেও বহু বৈদিক বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অপিশালী; কাশ্যপ, গার্গ্যেয়, গালব, শক্রবর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, সাকল্য, সেনাকাশ, স্ফোটায়ন প্রভৃতির নাম অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। কথিত হয়, তখন সন্ধি, সুবন্ত, তদ্ধিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে হইত। পাণিনি সেই সমুদায় বিষয় একত্রে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন। বেদাঙ্গের অপর গ্রন্থের নাম—নিরুক্ত। বৈদিক শব্দের ও বৈদিক বাক্য-সমূহের অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে বিশদীকৃত হইয়াছে। অর্থ-বোধের

জন্ত নিরুক্তকারগণের মধ্যে যাস্ক ঋষিই অধুনা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্থৌলাষ্ঠীবী, ঔর্ণবাভ, শাকপুণি প্রভৃতি প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্ত-গ্রন্থকে বেদের শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন। নিরুক্তের পর ছন্দঃ গ্রন্থ। শিক্ষা বা স্বর-বিজ্ঞানের পর ছন্দঃ-জ্ঞানের উপযোগিতা অনুভূত হয়। ছন্দঃ-গ্রন্থের বীজ—বেদে, অঙ্কুরোদগম—আরণ্যকে, শাখা-প্রশাখা—উপনিষদে। ছন্দঃ-জ্ঞান ভিন্ন, রস-গুণ-দোষ উপলব্ধি হয় না; ছন্দঃ-জ্ঞান ভিন্ন উচ্চারিত শব্দ-সমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করে না; তাই ছন্দের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। বেদে প্রধানতঃ সাতটী ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই;—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী। সন্ধ্যাবন্দনায় ব্রাহ্মণ-মাত্রেই এই সকল ছন্দের পরিচয় পাইয়া থাকেন। চব্বিশ অক্ষরে (বা স্বরবর্ণ) তিন চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দঃ, তাহাই গায়ত্রী। উষ্ণিক ছন্দে আটাশটী অক্ষর, অনুষ্টুপে বত্রিশটী, বৃহতীতে ছত্রিশটী পংক্তিতে চল্লিশটি ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীতে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। বেদ-ব্যবহৃত এই সাতটী ছন্দঃ 'দৈবিক ছন্দঃ' নামে অভিহিত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার 'সর্ব্বানুক্রমণিকা' গ্রন্থে এই সাতটী দৈবিক ছন্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি বিরচিত ছন্দঃগ্রন্থ এককালে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃ-গ্রন্থ—ছন্দঃ-মঞ্জরী—প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ ঐ গ্রন্থকে বেদের পদস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদ-ব্যবহৃত ছন্দের নাম—দৈবিক ছন্দঃ; আর বেদের পরবর্ত্তিকালে যে সকল ছন্দঃ বিরচিত হইয়াছে, তাহার নাম—লৌকিক ছন্দঃ। মহর্ষি বাল্মীকি লৌকিক ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া উক্ত হন। 'মা নিষাদ' ইত্যাদিই লৌকিক ছন্দের আদিভূত। তাহার পর হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যে অধুনা দুই শতাধিক ছন্দঃ প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ছন্দঃ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, বেদাধ্যয়নে ছন্দঃ প্রভৃতির জ্ঞান যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। ষষ্ঠ বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ। যদ্দ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থান বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়,—গ্রহাদির গতিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহারই নাম—জ্যোতিষ-শাস্ত্র। বেদবিহিত যজ্ঞ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ বিশেষ প্রয়োজন। কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম সমাপন করার আবশ্যক, জ্যোতিষ শাস্ত্র সেই জ্ঞান শিক্ষা দেয়। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম আরম্ভ না হইলে এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্যোতিষের এত প্রয়োজন। পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞের কালাকাল নির্ণয় জন্য জ্যোতিষের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের চক্ষুস্থানীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

* * *

পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি।

পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে বেদাধ্যায়ীর অভিজ্ঞতা-লাভ আবশ্যক। মন্ত্রে সন্ধি-সূত্রে বহু পদ পরস্পর গ্রথিত আছে। সন্ধিসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই সকল পদকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত করাকেই পদ, পদপাঠ বা পদবিশ্লেষণ বলে। পদবিশ্লেষণ ভিন্ন, কোন্ শব্দ কি ভাবে

অবস্থিত আছে—সে জ্ঞান লাভ ব্যতীত, কেমন করিয়া বেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে? আগ্নেয়-সূক্তের যে প্রথম ঋক্, তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। স্বর-প্রসঙ্গে ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিয়াছি। পদবিশ্লেষণ করিলে, তাহা নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। যথা,—

ওঁ অগ্নিঃ। ঈলে। পুরঃহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং।

হোতারং। রত্নঽধাতমং। ১ ॥

সন্ধি-বিচ্ছেদের পর কোন্ পদ কিরূপ ভাবে অবস্থিত ও উচ্চারিত হয়, উক্ত দৃষ্টান্তে তাহা বোধগম্য হইবে। ক্রম, জটা ও ঘন বিষয়ে জনৈক প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা তাঁহার গ্রন্থের অনুক্রমণিকা অংশে সংক্ষেপে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে সেই অংশ উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"ক্রম।—কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে; তাহা ক্রম গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। ক্রম-পাঠ বহুবিধ;—পদক্রম, বর্ণক্রম প্রভৃতি। যথা, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য 'দেবমৃত্বিজং' ক্রমানুসারে পঠিত হইলে 'অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য দেবং দেবং ঋত্বিজং' ইত্যাদি পদক্রম এবং 'অগ্নি গ্নিমী মীলে লেপু পুরো রোহি' ইত্যাদি বর্ণক্রম। জটা।—জটাপাঠ ক্রমপাঠ অপেক্ষাও কৃত্রিম এবং আয়াসরচিত। যথা,—পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র 'অগ্নিং ঈলে ঈলে অগ্নিং অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য ইত্যাদি।' প্রত্যেক পদদ্বয়ের তিন বার আবৃত্তি হইবেক এবং দ্বিতীয় বার আবৃত্তিকালে দ্বিতীয় পদটী প্রথমে ও প্রথম পদটী তৎপরে পাঠ করিতে হইবেক। ঘন।—পূর্ব্বোক্ত-সদৃশ আর এক প্রকার বৈদিক মন্ত্রের পাঠ আছে, তাহাকে ঘনপাঠ বলে। 'অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে অগ্নিং অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং। ১। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে,; ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। ২। পুরোহিতং যজ্ঞস্য' ইত্যাদি প্রত্যেক পদ হইতে এক একটী ঘনপাঠ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য নানা পাঠ-নিয়ম থাকিতে পারে। ইত্যাদি কারণ-সমূহ বশতঃ বেদের পাঠভেদ দূরে থাকুক, অক্ষর-মাত্রেরও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" *

* * *

বেদে সাম্যভাব।

বেদতত্ত্ব যে অতি জটিল, বেদের স্বরূপ বুঝাইতে গেলে যে তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনার আবশ্যক হয়, উপরি-উক্ত ষড়ঙ্গাদির প্রসঙ্গ অনুধাবন করিলেই তাহা হৃদ্গম্য হইতে পারে। সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে, সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন ভূলোকের দ্যুলোকের সকল তত্ত্ব অধিগত হইলে,

* উদ্ধৃত অংশ—রমানাথ সরস্বতী কৃত ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকার অন্তর্গত।

তবে বেদাধ্যয়নে সফলকাম হওয়া যায়। বেদপাঠে যে বহুতর প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাপন করা হয়, বেদপাঠ ব্যপদেশে অধিকারী অনধিকারী প্রসঙ্গে যে গভীর কূটতত্ত্ব উত্থিত হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নয়। তাহার একমাত্র কারণ—অপব্যবহারের আশঙ্কা। যে জন যে সামগ্রীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহার নিকট সে সামগ্রী প্রদান করিয়া কি ফল আছে? দুগ্ধপোষ্য শিশু মণি-মাণিক্য পাইলে গলাধঃকরণ করিতে প্রয়াস পায়! সে জানে না, সে বোঝে না—সে মণিমাণিক্য কি জন্য সমাদৃত হয়। অজ্ঞান শিশু বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলেও অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। বেদমর্ম্ম বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, পরন্তু যাহারা বেদমার্গে অগ্রসর হইবার সামান্য সামর্থটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বেদাধ্যয়নে বিরত করাই বিধেয়। কেন-না, হিতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। অমৃতের অথবা বিষের ব্যবহার যাহারা না জানে, তাহাদের নিকট দুই সামগ্রী দুই বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া আপনাদেরই মধ্যে জ্ঞানের আলোক আবদ্ধ রাখিবেন বলিয়া, বেদাধ্যয়নে আপামর সাধারণ সকলকে অধিকার দেন নাই; তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি। এ বিষয়ে বেদবিৎ জনৈক মনস্বীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে,—ব্রাহ্মণগণ কীদৃশ সাম্যবাদী ছিলেন, জগজ্জনের হিতের জন্য সমভাবে তাঁহারা কিরূপ প্রয়াস পাইতেন। সে উক্তি—"ইদানীন্তন সভ্যগণ যে সাম্যভাবের পক্ষপাতী—যে সাম্যভাবের অভাব দেখাইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করিতে বদ্ধপরিকর—যে সাম্যভাবের প্রতায় ঘোষণার ফলে বহুতর শূদ্রবংশধর আজি ব্রাহ্মণগণকে মূল শত্রুভাবে দেখিয়া থাকেন, সেই সামরূপ অতুল্য রত্ন বৈদিককালে এই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কিরূপ বিমুক্তকণ্ঠে বিগীত হইত, তৎপক্ষে অথর্ব্ব-সংহিতার ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তমানুবাকের অষ্টম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটীই যথেষ্ট নিদর্শন। যথা,

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যতঃ উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অর্থ,—'হে জগদীশ্বর! দেবদলের মধ্যেই প্রিয়বিধান করিও না, রাজন্যবর্গেই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে; প্রত্যুত সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতিদৃষ্টি কর—কি শূদ্রজাতিতে, কি আর্য্যজাতিতে।' এতাদৃশ স্থল-সমূহে 'দেব' শব্দে তপোবিদ্যাদি প্রভাবে দীপ্তিশালী ব্রহ্মণ্যানুরক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানী বুঝায়, রাজ শব্দে সামান্য ভূস্বামী প্রভৃতি সম্রাট পর্য্যন্ত ধনী বুঝাইয়া থাকে, এবং আর্য্য শব্দে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই ত্রিবিধ মাননীয় জাতি বুঝায়; আর শূদ্র শব্দে দাস ও দস্যু এই দ্বিবিধ জাতি বুঝিতে হইবে। সেকালে ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি দস্যুরই প্রকারভেদ ছিল। আর্য্যমতে, মানবজাতি এই পঞ্চবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়াই 'পঞ্চজন' শব্দটীও মনুষ্য শব্দের পর্য্যায়-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরি-প্রদর্শিত মন্ত্রটী আলোচিত হইলে ইহা অনবগত থাকে না যে, প্রাচীন কালের অর্থাৎ বৈদিককালের ব্রাহ্মণগণ কদাপি কিছুমাত্র স্বার্থপর ছিলেন না; এ জগতে, কেবল জ্ঞানীর বা ব্রাহ্মণ-জাতিরই প্রিয়কার্য্য

সংসাধিত হউক, অথবা কেবল বলী ও ধনী বা ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরই প্রিয় হউক, কিম্বা একমাত্র আর্য্য-জাতিরই মঙ্গল হউক,—তাঁহাদের এরূপ প্রার্থনীয় ছিল না; প্রত্যুত সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, মহাসভ্য সেই ব্রাহ্মণগণের এক সময়ে ইহাই প্রার্থনীয় হইয়াছিল যে,—'কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি বলী, কি দুর্ব্বল, কি ধনী, কি নির্ধন কি আর্য্য, কি অনার্য্য—মানুষ-মাত্রের প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট সংসিদ্ধ হউক। অতঃপর বিবেচনীয়, এই-রূপ বচনগুলি যাঁহাদের হৃদয়-কন্দর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে সমাজে চিরদিন মন্ত্ররূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, সেই মহাত্মগণকে এবং সেই সমাজকে স্বার্থপর ও বিজাতি-সমুচ্ছেদক বলিয়া নির্ণয় করা কতদূর সঙ্গত?" * ঋগ্বেদের মন্ত্রেও এই সাম্য-ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জগজ্জন। তোমরা অভিন্ন-হৃদয় হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ কর, তোমাদের বাক্য অবিরোধ ও অভিন্ন হউক, তোমাদের মন অবিরোধে পরম জ্ঞান লাভ করুক; সমান মন্ত্র, সমান মন, সমান সমিতি, সমান চিত্ত হইয়া তোমরা কার্য্য কর; তোমাদের আকৃতি (মনোভাব—আশা আকাঙ্ক্ষা) এক হউক, হৃদয় এক হউক, অন্তর এক হউক; আর তোমাদের সেই একত্ব-প্রভাবে তোমাদের সাহিত্য সুশোভন হইয়া উঠুক।' পরম সাম্যভাব-মূলক ঋগ্বেদের (দশম মণ্ডল দ্রষ্টব্য) সেই মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসিজানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানাহউপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবোহবিষা জুহোমি ॥
সমানীবহআকূতিঃ সমানাহৃদয়ানিবঃ।
সমানমস্তু বো মনোয়থাবঃ সুহাসতি ॥"

জ্ঞান কখনও কাহারও একায়ত্ত হইবার নহে। জ্ঞান-স্বরূপ বেদ কখনও এক দেশদর্শিতা মূলক বাণী ঘোষণা করিয়া যান নাই। সকলেই সমান হউক, সকলেই সমান জ্ঞানে জ্ঞানী হউক, সকলেই জ্ঞানময়ের দিব্য প্রভাব দর্শন করুক, ভগবানের ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া, একটা ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া, সকলকেই অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র একেবারেই কেহ বাক্‌শক্তি, চলচ্ছক্তি ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করে না। স্তরে স্তরে, আরোহণীর পর আরোহণী অতিক্রম করিয়া, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই বিশ্ববিধাতার বিধান-বৈচিত্র্য। তিনি সমান ব্যবস্থা রাখিয়াছেন—সকলের জন্য; তিনি সাম্যভাবের বিধান করিয়াছেন—সকলের পক্ষে; তিনি সমভাবে কৃপাপরায়ণ আছেন—সকলের প্রতিই। কিন্তু তাঁহার বিধান এই যে, সকলকেই একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। সে নিয়ম অতিক্রম

* ১২৯১ সালের ৩০এ ফাল্গুনের "অনুসন্ধানে" পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ।

করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সে নিয়মানুসারে চলিয়াই জড় অজড় হইবে, অচেতন চেতন হইবে, মনুষ্যেতর প্রাণী মনুষ্যত্ব পাইবে, মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বেদ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, সেইরূপ একটী নিয়মের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আর সেই নিয়ম-নিবহে পরিচালিত হইতে হইতেই বেদ-রূপ পরম-জ্ঞান অধিগত হইয়া আসিবে। অভিজ্ঞ জনের ইহাই অভিমত।

* * *

বেদ-বিষয়ে শাস্ত্র-গ্রন্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বেদ জানিতে হইলে, জানিতে হইবে—ষড়বেদাঙ্গ, জানিতে হইবে—ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ, জানিতে হইবে—সংহিতা দর্শন পুরাণ। ফলতঃ, তিনিই বেদাধ্যয়নে অধিকারী, তাঁহারই বেদাধ্যয়ন সার্থক,—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন এবং যাঁহার সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। সকল শাস্ত্রই বেদের অনুসারী; সুতরাং সকল শাস্ত্রেই বেদের আলোচনা দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, দর্শন এবং পুরাণ প্রভৃতির আলোচনায় বেদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাই। অনেক স্থলে তাহার এক মতের সহিত অন্য মতের সাদৃশ্যাভাবও পরিলক্ষিত হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—'সেই পুরুষ প্রজাপতি, প্রজাসৃষ্টির কামনা করিলেন; তাঁহার কঠোর তপস্যার ফলে ত্রয়ীবিদ্যা সৃষ্ট হইল। সেই ত্রয়ীবিদ্যাই—ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ। ব্রহ্মই সেই ত্রয়ীবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই বেদত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল।' রূপকে এই বিষয়টী আবার আর এক ভাবে বর্ণিত আছে,—"মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসো বৈ সমুদ্রাৎ বাচাভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্। মনঃ বৈ সমুদ্রঃ। বাক্ তীক্ষ্ণাভ্রিঃ। ত্রয়ীবিদ্যা নির্ব্বপণং।" অর্থাৎ,—'মনোরূপ সমুদ্র। সেই মনোরূপ সমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ অভ্রি দ্বারা দেবগণ ত্রয়ীবিদ্য খনন করিয়াছিলেন। পুনশ্চ, মনোরূপ সমুদ্র; বাক্‌রূপ তীক্ষ্ণ অভ্রি; তাহা দ্বারা ত্রয়ীবিদ্যা নির্ব্বপণ করা হইয়াছিল।' ফলতঃ, সৃষ্টিকাম প্রজাপতি পৃথিবী-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিন বেদ সৃষ্টি করেন;—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ নিঃসৃত হয়। ব্রাহ্মণে এই মতই প্রকট দেখিতে পাই। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ মতেরই প্রতিধ্বনি দেখি। পুরাণ-পরম্পরার মত নানারূপ পল্লবিত। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—ব্রহ্মার প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দঃ, ঋগ্বেদ, রথন্তর নামক সামবেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুভ ছন্দ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দঃ প্রভৃতি নির্গত হয়। তাঁহার উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ, অনুষ্টুপ ছন্দ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা বেদের উপদেশ অনুসারেই সৃষ্ট-পদার্থের নাম-রূপ-কর্ম্মাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন। এ সকল উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকিলেও স্থূলতঃ বেদ যে সৃষ্টির আদিভূত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে, বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারি বেদ ইহলোকে প্রতিষ্ঠাপন্ন। রূপকের ভাষায় নানারূপে বেদের উৎপত্তি-তত্ত্ব পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত

থাকিলেও বেদ যে সৃষ্টির আদিভূত, বেদ যে অনাদি অনন্ত কাল নিত্য-সত্যরূপে বিরাজমান, সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। সকল মতেরই সার-নিষ্কর্ষে বেদের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। কোনও মনুষ্য যে বেদ রচনা করেন, তাহা প্রমাণ হয় না।

* * *

বেদ-বিভাগ।

বেদের বিভাগ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ত্রয়ী' নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং বেদব্যাস কর্তৃক উহা ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,—এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বেদকে আর এক ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে—(১) কৢপ্ত ও কল্প্য ভেদে বেদ দ্বিবিধ; (২) কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিধ; (৩) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে দ্বিবিধ। এ হিসাবে তিন ভাগের মধ্যে ছয় বিভাগ পরিকল্পিত হয়। প্রথম বিভাগের অন্তর্গত কৢপ্ত ও কল্প্য বলিতে কি বুঝা যায়? "যা-তু প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা কৢপ্তা।" যাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাই কৢপ্ত। যে স্তবস্তুতি অক্ষর-গ্রথিত অর্থাৎ লিখিত হইয়াছে, তাহারই নাম—কৢপ্ত শ্রুতি; কেন-না, সেগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব—এই চতুর্ব্বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ দেখি। ইহা কৢপ্ত শ্রুতির অন্তর্গত। কৢপ্ত শ্রুতি গ্রন্থভেদে চতুর্ব্বিধ এবং মন্ত্রভেদে ত্রিবিধ। গ্রন্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ; আর মন্ত্র—ঋঙ্মন্ত্র, যজুর্ম্মন্ত্র ও সামমন্ত্র। ঐরূপ কৢপ্ত শ্রুতি ব্যতীত আর এক প্রকারের শ্রুতির বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। যাহা কিছু সত্য সংসারে আছে, যাহা কিছু সৎকর্ম্ম সংসারে সম্ভবপর, সেগুলি চিরকাল অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সকল নিত্য-সত্য ঐ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সেগুলিও বেদ মধ্যে গণ্য। সেই সকলের নাম—কল্প্য-শ্রুতি। বেদ অনন্ত বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, ঐ চতুর্ব্বেদের মধ্যে যাঁহারা বেদকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাই কল্প্য-শ্রুতির পরিপোষক। তাঁহাদেরই নাম—অনন্তবাদী। তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"যা তু স্মৃতিসদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্য-শ্রুতিঃ।" স্মৃতি আর সদাচার দ্বারা যাহা অনুমান করা যায়, তাহাকেই কল্প্যশ্রুতি কহে। দেশভেদে, সমাজভেদে, অবস্থাভেদে বিবিধ সদাচার প্রচলিত আছে। সেই সকল সদাচারকে কল্প্য-শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। লোকপাবন মহর্ষিগণ সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য বহু বিধি-নিষেধ-নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল জনহিতকর বিধান-পরম্পরা কল্প্যশ্রুতি মধ্যে গণ্য হয়। দ্বিতীয় বিভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া। যাগযজ্ঞের উপযোগী চতুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণসমূহ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত; এবং উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডের পর্য্যায়ভুক্ত। যাহাতে কর্ম্মের উপদেশ পাওয়া যায়; তাহা কর্ম্মকাণ্ড; আর যাহা কেবল জ্ঞানোন্মেষকর, তাহাই জ্ঞানকাণ্ডান্তর্ভুক্ত। তৃতীয় বিভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া। "মননাৎ মন্ত্রঃ"; অর্থাৎ, যদ্দ্বারা ইষ্টবস্তুর মনন বা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাই মন্ত্র। দেবাদির উপাসনার উপযোগী যে বাক্য বা পদ, তাহাকেই মন্ত্র কহে। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি যে ঋক্, উহা উপাসনা-মূলক; সুতরাং মন্ত্র-মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণ—

মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যা-মূলক। যজ্ঞের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বা অর্পণ, ব্রাহ্মণ শিক্ষা দেয়। বেদের ব্রাহ্মণভাগ দ্বিবিধ;—(১) বিধিবাদ, (২) অর্থবাদ। বিধিভাগ অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, অপ্রবৃত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। স্তুতিবাদের নামান্তর—অর্থবাদ। যে অংশ স্তবস্তুতিমূলক, তাহাই অর্থবাদের অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ-প্রভৃতি লইয়া বেদ সম্পূর্ণ। উপনিষদাদিও বেদের অন্তর্ভুক্ত।

* * *

শ্লোকাদির সংখ্যা-বিষয়ে।

ঋগ্বেদাদি যে চতুর্ব্বেদ বিভাগ, এক্ষণে তৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইতেছে। এই চারি বেদ আবার বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সে সকল বিভাগে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেদের ঋকের ও মন্ত্রের সংখ্যা উল্লেখ করিতে পারি। ঋকের ও মন্ত্রের সংখ্যা-গণনায় বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। সাধারণতঃ ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যা ১০ হাজার ৪০২ হইতে ১০ হাজার ৬৬টী উক্ত হয়। চরণব্যূহ গণনা করিয়া নির্দ্দেশ করেন,—দশ হাজার পাঁচ শত আশীটী ঋক্ ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—

"ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ। ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপারায়ণমুচ্যতে॥"

কিন্তু অধুনাতন সংস্করণে পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দশ হাজার চারি শত সতেরটী ঋক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ হিসাবে, এক শত তেষট্টি ঋক্ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বেদ-সম্বন্ধেও মন্ত্র-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সামবেদের মন্ত্র-সংখ্যা বিষয়ে চরণব্যূহের মত—"অষ্টসামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।" অর্থাৎ, সাম-মন্ত্রের সংখ্যা আট হাজার চৌদ্দ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সংখ্যা আঠার হাজার। তন্মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্র-পরিমাণ—উনিশ শত। অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-পরিমাণ—বার হাজার তিন শত। এ সম্বন্ধে চরণব্যূহের (শৌনকের) উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকং॥"

কিন্তু অধুনা অথর্ব্ববেদের শৌনক-শাখাতে মাত্র ছয় হাজার পনেরটী ঋক্ পাওয়া যায়। প্রতি বেদ আবার বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। শাখা, উপনিষৎ প্রভৃতি ভেদেও বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এক এক বেদের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিলে, কোন বেদ কি ভাবে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

* * *

ঋগ্বেদ।

প্রথম—ঋগ্বেদ-সংহিতা। সূক্ত, বর্গ, অধ্যায়, অষ্টক, মণ্ডল, অনুবাক্—প্রধানতঃ এই ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি বেদমন্ত্র একত্র সমষ্টিবদ্ধভাবে অবস্থিত হইলে, তাহাকে সূক্ত বলা হয়। এক এক দেবতার স্তবমূলক একত্রনিবদ্ধ যে ঋক্-মন্ত্র, তাহাই সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া

থাকে। কোনও কোনও স্থলে একই সূক্তে দুই তিন দেবতারও স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসূক্ত, ক্ষুদ্রসূক্ত, মধ্যমসূক্ত ভেদে সূক্ত বহুবিধ। দশাধিক ঋক্ একত্র নিবদ্ধ থাকিলে মহাসূক্ত, পাঁচটী পর্য্যন্ত ঋক্ একত্র থাকিলে ক্ষুদ্রসূক্ত, পঞ্চাধিক অথচ অনধিক দশ-মন্ত্রবিশিষ্ট ঋক্ মধ্যমসূক্ত। মহাসূক্তের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ, ষড়্বিংশ, সপ্তবিংশ, ত্রিংশ, এক-ত্রিংশ, দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ প্রভৃতি সূক্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র-সূক্তের দৃষ্টান্ত ঐ প্রথম মণ্ডলের একঋক্-মূলক নবনবতি সূক্ত, ত্রিঋক্-মূলক অষ্টনবতি সূক্ত এবং পঞ্চঋক্-মূলক পঞ্চসপ্ততি, ষড়সপ্ততি, অষ্টসপ্ততি প্রভৃতি সূক্ত নির্দ্দেশ করা যায়। মধ্যম-সূক্তের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রথম মণ্ডলের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ প্রভৃতি সূক্ত উল্লিখিত হয়। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত প্রভৃতি ভেদে ঋক্-সমূহকে আরও এক প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক এক সূক্তের প্রবর্ত্তক বলিয়া এক এক ঋষির নাম আছে। যেমন, ঋগ্বেদের প্রথম কয়েকটী সূক্তে মধুচ্ছন্দা ঋষির নাম দেখিতে পাই। তিনি ঐ সূক্ত-কয়েকটীর প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচারিত আছে। এই ভাবে অর্থাৎ যাঁহাদের নামে সূক্ত-বিশেষ প্রচারিত, তাঁহাদের অনুসরণে সূক্তগুলি ঋষিসূক্ত নামে পরিচিত হয়। দেবতা-সূক্ত বলিতে দেবতার স্তুতিমূলক সূক্তগুলিকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন অগ্নি-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত—আগ্নেয়-সূক্ত, বায়ু দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত—বায়-বীয় সূক্ত, ইত্যাদি। এইভাবে সূক্তের বিচার করিলে সূক্তগুলিকে দেবতাসূক্ত বলা যায়। ছন্দঃসূক্ত বলিতে, একসূত্রে একছন্দে গ্রথিত পর্য্যায়ক্রমে বিন্যস্ত সূক্তকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন, গায়ত্রী-ছন্দে প্রথম নয়টী সূক্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া, ঐগুলিকে গায়ত্রী-ছন্দান্তর্গত ছন্দঃ-সূক্ত বলা যায়। এ হিসাবে, সকল সূক্ত উল্লিখিত ত্রিবিধ সূক্তের (ঋষি-সূক্ত, দেবতা-সূক্ত, ছন্দঃসূক্ত) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ হইতে নবম সূক্ত উল্লেখ করিতে পারি। ঐ সূক্ত-কয়টীর প্রবর্ত্তক মধুচ্ছন্দা ঋষি। সুতরাং ঐ কয়েকটি সূক্ত ঋষি-সূক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। তাহার পর, ঐ কয়টি সূক্ত গায়ত্রীছন্দে বিরচিত; সুতরাং উহা ছন্দঃ-সূক্ত মধ্যে গণ্য হইল। তৃতীয়তঃ, ঐ কয়েকটী সূক্তে ইন্দ্র-দেবতার স্তুতি আছে; এইজন্য উহা দেবতা-সূক্ত হইল। ঋগ্বেদের দশটী মণ্ডলে সর্ব্বসমেত ১৯১ + ৪৩ + ৬২ + ৫৮ + ৮৭ + ৭৫ + ১০৪ + ১০৩ + ১২৪ + ১৯১ = ১০২৮টি সূক্ত আছে। মহর্ষি সনক প্রণীত 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে সূক্ত ও তাহার লক্ষণাদি বিবৃত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ দেখিতে পাই। যে ঋষির বাক্য বলিয়া যে মন্ত্র পরিচিত, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। যে ছন্দে সূক্ত-সমূহ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই সেই সূক্তের ছন্দঃ। আর যে যজ্ঞে যে সূক্ত বিনিযুক্ত হয়, তাহাই সেই সূক্তের বিনিয়োগ। ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিযোগ বিষয়ে নিরুক্তকার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। যা তেনোচ্যতে সা দেবতা। যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ। অর্থেপ্সব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।"

অধুনা-প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থাদিতে যেরূপ খণ্ড, পরিচ্ছেদ, অধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ দৃষ্ট হয়; ঋগ্বেদ সেইরূপ মণ্ডল, অনুবাক, বর্গ, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভক্ত আছে। বোধ হয়, আধুনিক পরিচ্ছেদাদি গ্রন্থ-বিভাগের উহাই আদিরূপ। অধ্যায়, বর্গ ও অনুবাক্ প্রভৃতি কি নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোনও বিশেষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে মণ্ডলের সম্বন্ধে একটী লক্ষণ উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে বুঝিতে পারি, বহুসংখ্যক ঋষির পরিদৃষ্ট মন্ত্রসমূহ একজন ঋষি কর্তৃক একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একটী মণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছিল: মণ্ডলের লক্ষণ; যথা,—"তত্তদৃষিদৃষ্টাণাং বহুনাং সূক্তানামেকর্ষিকৃতঃ সংগ্রহো মণ্ডলং"। সৌনক ঋষির সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে প্রকাশ আছে,—ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দশ মণ্ডলের সংগ্রহকার ঐরূপ দশ জন ঋষির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রির্ভরদ্বাজো
বাসিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাচ্যমান্যাঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ মহাসূক্তাশ্চ।"

এ মতে শতর্চ্চি প্রথম মণ্ডল সংগ্রহ করেন; গৃৎসমদ কর্তৃক দ্বিতীয় মণ্ডল, বামদেব কর্তৃক চতুর্থ মণ্ডল, অত্রি কর্তৃক পঞ্চম মণ্ডল, ভরদ্বাজ কর্তৃক ষষ্ঠ মণ্ডল, বশিষ্ঠ কর্তৃক সপ্তম এবং প্রগাথা কর্তৃক অষ্টম মণ্ডল সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন, নবম মণ্ডল পাচ্যমান ঋষিগণ কর্তৃক এবং দশম মণ্ডল ক্ষুদ্রসূক্তীয় ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। বর্গ শব্দের অর্থ—স্বজাতীয়-সমূহ। এ অর্থ অনুসারে এক এক জাতীয় ঋক্ এক এক বর্গ মধ্যে স্থান পাইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। অনুবাক্ বিভাগেও এক শ্রেণীর ঋক্‌কে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে। অধ্যায়-ভাগে এক এক অংশে বিভিন্ন দেবতার স্তব পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ ঋষিগণ আপন-আপন কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য অধ্যায়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের মণ্ডল-সংখ্যা—দশটী; অধ্যায়-সংখ্যা চৌষট্টিটী, বর্গ-সংখ্যা দুই হাজার ছয়টি, অনুবাক-সংখ্যা পঁচাশীটী, সূক্তের সংখ্যা এক হাজার সতেরটী। মণ্ডল, অনুবাক্, সূক্ত প্রভৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যা, প্রতি ঋকের পদসংখ্যা ও শব্দাংশের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিক বলিব কি, প্রতি সূক্তে অকারান্ত, আকারান্ত, ইকারান্ত, নান্ত, সান্ত প্রভৃতি যে সকল পদ আছে, সেই সকল পদের পরিচয় ও সংখ্যা কত, শাস্ত্রকারগণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও সকল পদসংখ্যা ও শব্দসংখ্যা এখন মিলাইয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু এক সময়ে যে বেদ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছিল, ঐ সকল প্রসঙ্গে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

* * *

ঋগ্বেদের শাখাদি।

ঋগ্বেদের শাখা-বিষয়ে বিবিধ মত প্রচলিত। ঋষি শৌনক প্রণীত প্রতিশাখ্যে ঋগ্বেদের পাঁচটী শাখার নাম দৃষ্ট হয়। শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক—সেই পাঁচ শাখার নাম। সে মতে প্রকাশ,—শাকল ঋষি প্রথমে ঋগ্বেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তৎপরে বাস্কলাদি উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাকলাদি পঞ্চ ঋষি একবেদী এবং ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের

আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে এ বিষয়ে অন্য মত দৃষ্ট হয়। ঐ দুই পুরাণে বর্ণিত আছে,—বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, জৈমিনিকে সামবেদ-সংহিতা এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ-সংহিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৈল আবার ঋক্-সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলি (বাস্কল) নামক আপন শিষ্যদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। বোধ, অগ্নিমাঠার (অগ্নিমিত্র), যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক বাস্কলির চারি জন শিষ্য ছিলেন। বাস্কলি আপনার অধীত বেদ-সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি ভাগ আপনার চারি শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন। ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আপন পুত্র মাণ্ডুকেয়কে তাহা অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র সাকল্য এবং শিষ্য বেদমিত্র (মতান্তরে দেবমিত্র) ও সৌভরী প্রভৃতির মধ্যে উহা প্রচারিত হয়। সাকল্য আবার পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়া, মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ জন শিষ্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। এইরূপে ঋগ্বেদ-সংহিতা নানা ভাবে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। শাখা-অনুসারে মণ্ডল ও অনুবাক প্রভৃতিরও নাম-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সৌনক মুনির মতে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদের শাখা পাঁচটী;—আশ্বলায়নী, সাঙ্খ্যায়নী, শাকলা, বাস্কল ও মাণ্ডুকা। পঞ্চ ঋষির নাম অনুসারে যে পঞ্চ শাখার নামকরণ হইয়াছিল, তদনুসারে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কোথাও কোথাও আবার একুশটী শাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঁচ শাখাও এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মাত্র শাকলের শাখাই এখন প্রচলিত আছে,—ইহাই বেদাধ্যায়ীদিগের বিশ্বাস। কথিত হয়, শাকল-শাখার কবিতা-সংখ্যা—১৫,৩৮১টী; এবং বাস্কল-শাখায় ১০,৬২২টী কবিতা ছিল। যাগ-যজ্ঞের নিয়মাবলী এবং ক্রিয়া-প্রণালী বিবৃত করিয়া-ঋগ্বেদের দুইখানি শাখা প্রণীত হয়। সেই শাখা-দুইখানি দুই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। সেই দুই ব্রাহ্মণের একখানির নাম—ঐতরেয় এবং অপরখানির নাম—কৌষিতকী বা সাঙ্খ্যায়ন। মহিদাস ঐতরেয় নামক জনৈক ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কুষিতক নামক ঋষি কৌষিতকী ব্রাহ্মণের প্রণেতা বলিয়া কথিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—কিয়দংশ গদ্যে এবং কিয়দংশ পদ্যে লিখিত। উহা আট পঞ্জিকায় বিভক্ত। তাহার প্রতি পঞ্জিকায় পাঁচটী করিয়া অধ্যায় আছে এবং তাহার প্রতি অধ্যায়ে অন্যূন সাতটী করিয়া কাণ্ড আছে। এইরূপ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাণ্ড-সংখ্যা—২৮৫টী। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ত্রিশটী অধ্যায় আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ঋগ্বেদের আর দুই অংশের বা শাখার বিষয় জানিতে পারা যায়। তাহা আরণ্যক ও উপনিষৎ নামে অভিহিত। ঐতরেয় আরণ্যক এবং ঐতরেয় উপনিষৎ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ঐতরেয় উপনিষৎ 'বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ উপনিষৎ' নামেও অভিহিত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের প্রত্যেক ঋষির পরিচয় আছে। ঐতরেয় আরণ্যকেই ঋগ্বেদের সূক্ত, পদ, পদাংশ, শব্দ, শব্দাংশ প্রভৃতি দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, এ সকল তাহারই নিদর্শন।

সামবেদ। সামবেদ-সংহিতা-সম্বন্ধেও বহু মতান্তর আছে। পুরাণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, সামবেদের সহস্রাধিক শাখা ছিল। ইন্দ্রদেব বজ্রাঘাতে সে সকল শাখা বিনষ্ট করেন। শেষ অবশিষ্ট থাকে—সাতটি শাখা। সে সাতটি শাখার নাম—কৌথুমী (কৌথুম), রাণায়ণ (রাণায়নীয়), শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গালিক ও শার্দ্দূলীয়। এই সাতটি শাখার মধ্যে দুইটি শাখার এখন পরিচয় পাওয়া যায়;—কৌথুমী ও রাণায়ণ। কৌথুম ঋষি—প্রথম শাখার এবং রাণায়ণ ঋষি—দ্বিতীয় শাখার প্রবর্ত্তক। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে আবার সামবেদের কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শাখার ব্রাহ্মণ আদৌ নাই। বঙ্গদেশে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ যাঁহারা আছেন, প্রধানতঃ তাঁহারা সকলেই কৌথুমী শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল শাখার আবার নানা উপশাখা ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। পূর্ব্ব ও উত্তর ভেদে সামবেদের দুই বিভাগ। প্রপাঠক নামধেয় পরিচ্ছেদ দ্বারা সামবেদ বিভক্ত। পূর্ব্ব অংশে ছয়টি এবং উত্তর অংশে নয়টি প্রপাঠক আছে। সামবেদের পূর্ব্ব অংশ বা পূর্ব্বসংহিতা —'ছন্দকার্চ্চিক' নামেও অভিহিত হয়। ছন্দজ্ঞ পুরোহিতগণ ঐ অংশ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এই অংশই প্রধানতঃ গেয়। গ্রামিকগণ অর্থাৎ সংসারাশ্রমবাসিগণ সামবেদের এই পূর্ব্বাংশ (পূর্ব্ব-সংহিতা) গান করিবার অধিকারী। সামবেদের উত্তরভাগ (পরসংহিতা)—"উত্তরার্চ্চিক' নামে পরিচিত। ঐ অংশ আরণ্যকগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। সামবেদের ব্রাহ্মণভাগ আটটি। সে আট ব্রাহ্মণের নাম,—সামবিধান ব্রাহ্মণ, মন্ত্র মহাব্রাহ্মণ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, তলবকার ব্রাহ্মণ, তাণ্ডব ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ। অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামে সামবেদের আর একখানি ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সামবেদের প্রধান উপনিষৎ—দুইখানি;—ছান্দোগ্য উপনিষৎ এবং কেনোপনিষৎ। আরুণি, মৈত্রারুণি এবং মৈত্রেয়ী উপনিষৎ—এই উপনিষৎত্রিতয় সামবেদেরই অন্তর্গত। অধুনা যে ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রচলিত আছে, তাহা মন্ত্র-ব্রাহ্মণেরই শেষ আটটি প্রপাঠক। কেনোপনিষৎ—তলবকার ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোনও কোনও মতে তলবকার ও কেন উপনিষৎ পরস্পর অভিন্ন। সামবেদীয় উপনিষৎ সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু, সামবেদের উপনিষৎ, প্রশ্নোত্তর ছলে, তৎসম্বন্ধে নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষৎ প্রথমে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন; যথা,—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥"

আবার-উপনিষৎ আপনিই তাহার উত্তর দিতেছেন; বুঝাইতেছেন,—ব্রহ্ম কি?—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥
যচ্ছ্রোত্রেন ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্মং ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥"

* * *

যজুর্ব্বেদ।

যজুর্ব্বেদ দুই অংশে বিভক্ত;—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ ও শুক্ল-যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' নামে এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ 'বাজসনেয়ী সংহিতা' নামে অভিহিত হয়। যজুর্ব্বেদের বহু শাখা ছিল বলিয়া প্রচার আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এক শত শাখার এবং শৌনকের চরণব্যূহে ছিয়াশী শাখার উল্লেখ আছে। আমরা এক্ষণে তিনটি শাখার মাত্র পরিচয় পাই। সে তিন শাখা—তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কিন্তু বেদানুক্রমণিকায় উহার বার শাখার ও তের উপশাখার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই দ্বাদশ শাখার নাম—"চরক, আহ্বায়ক, কঠ বা কাঠক, প্রপচ্যকঠ, কাপিষ্ঠ কঠ, চারায়ণীয়, বারতন্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতান্দিনেয় এবং মৈত্রায়ণীয়।" উপশাখা-সমূহের নাম—ঔখীয় ও খাণ্ডকীয় (চরক-শাখার অন্তর্গত); মানব, বারাহ, ছাগলেয়, হারদ্রবীয় শ্যামায়নীয় ও দুন্দুভ (মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত)। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া যজুর্ম্মন্ত্রের সংখ্যা—আঠার হাজার। মন্ত্র-ভাগ—তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে পরিচিত। উহা সাতটি অষ্টকে বিভক্ত। তাহার প্রতি অষ্টকে পাঁচ হইতে আট পর্য্যন্ত অধ্যায় আছে। উহার প্রতি অধ্যায়ে বহু অনুবাক। অনুবাক সংখ্যা—সাড়ে ছয় শতেরও অধিক। কাণ্ড এবং প্রশ্ন অনুসারেও যজুর্ব্বেদ বিভক্ত হয়। অষ্টকের পরিবর্ত্তে কাণ্ড এবং অধ্যায়ের পরিবর্ত্তে প্রশ্ন ব্যবহৃত। তৈত্তি-রীয় সংহিতায় প্রজাপতি, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মধ্যে পরিগণিত। রাজসূয়, অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ উহাতে বিবৃত আছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের চারিখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, বল্লভী ব্রাহ্মণ, সত্যায়নী ব্রাহ্মণ ও মৈত্রায়নী ব্রাহ্মণ। ইহার আরণ্যকের নাম—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। উহা দশ কাণ্ডে বিভক্ত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশই তৈত্তিরীয় আরণ্যক নামে পরিচিত। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের উপনিষৎ অনেকগুলি। যথা,—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, নারায়ণীয় উপনিষৎ, কঠ উপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, কৈবল্য উপনিষৎ। ইহার মধ্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম অষ্টম ও নবম কাণ্ড তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে এবং দশম কাণ্ডটি নারায়ণীয় উপনিষৎ নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য উপনিষদের শাখা ও ব্রাহ্মণাদির বিষয় এখন অবগত হওয়া সুকঠিন। শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়ী সংহিতা নামে অভিহিত হয়। ইহার মন্ত্র-সংখ্যা উনিশ-শত। ইহার ঋষি—যাজ্ঞবল্ক্য। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা—এই শুক্ল-যজুর্ব্বেদের শাখা বলিয়াই অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন শুক্ল-যজুর্ব্বেদের আরও কয়েকটী শাখা আছে; যথা,—মাধ্যন্দিন, জাবাল, শাকেয়, বুধেয়, তাপনীয়, কাপিল,

পৌণ্ড্রবৎসল, আচটিক, পরমাবাটিক, বৈনেয়, বৌধেয়, গালব, ঔধেয়, পায়াশবীয়। বাজসনেয়ী সংহিতার ব্রাহ্মণের মন্ত্র-পরিমাণ—৭৬০০। ইহাতে চল্লিশটী অধ্যায়, দুই শত ছিয়াশীটী অনুবাক ও বহু কাণ্ডিকা আছে। নামে যজুর্ব্বেদ বটে; কিন্তু অনেক ঋঙ্মন্ত্র ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যজুর্ব্বেদে কেবল যজ্ঞের বিষয় লিখিত আছে। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, পিতৃমেধ, রাজসূয়, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ, যজুর্ব্বেদের মন্ত্রের অন্তর্গত। ইহার উপনিষদের মধ্যে ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল ও মন্ত্রিকা প্রসিদ্ধ। ঈশোপনিষৎ এই সংহিতার চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ঐ অধ্যায় মাধ্যন্দিনীয় সংহিতার শেষ অধ্যায়। অবশিষ্ট উপনিষৎগুলির শাখার পরিচয় সঠিক পাওয়া যায় না। জাবাল-শাখায় জাবাল উপনিষৎ, এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে। শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণ সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। শতপথব্রাহ্মণ—কাণ্বায়ন শাখা এবং মাধ্যন্দিন শাখা ভেদে দুইখানি। কাণ্বায়ন শাখার শতপথ সপ্তদশ কাণ্ডে এবং মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিভক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণেরই চতুর্দ্দশতম কাণ্ড। মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণের দুই বিভাগ। তাহার প্রথম বিভাগে দশ কাণ্ড এবং দ্বিতীয় বিভাগে চারি কাণ্ড। উহাতে সর্ব্বসমেত মোট সাত হাজার ছয় শত চল্লিশ কাণ্ডিকা আছে।

* * *

অথর্ব্ববেদ।

অথর্ব্ব-বেদ বহু শাখায় বিভক্ত। কেহ কেহ উহার শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু নয়টী শাখার নাম মাত্র এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ আবার উহার পাঁচটী শাখা ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই সকল শাখার নাম পৈপ্পলাদ (পৌপ্পলাদ), শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী ও চারণবিদ্যা। যাঁহারা নয়টী শাখার উল্লেখ করেন, তাঁহারা নয় শাখার ঐরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আবার মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ঐ নয় শাখার নাম অন্যরূপ; যথা,—পৈপ্পলাদ, স্তৌদ, মৌজা, শৌনকীয়, যায়ল, জল্দদ, ব্রহ্মবদা, দেবদর্শ ও চরণবৈদ্য (চারণ-বিদ্যা)। যাঁহারা পাঁচটী শাখার বিষয় ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মতে সেই পঞ্চশাখার নাম,—অঙ্গ, প্রদাত্ত, স্নাত, স্রৌত, ব্রহ্মদাবন। এখন কিন্তু এক শৌনক শাখা ভিন্ন অন্য শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শৌনক শাখায় ছয় হাজার পনেরটী মাত্র ঋক্ আছে। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম—গোপথ-ব্রাহ্মণ। শৌনকাদি চারি শাখার ব্রাহ্মণ বলিয়া গোপথ ব্রাহ্মণ পরিচিত। অন্যান্য শাখার ব্রাহ্মণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের উপনিষদের মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল ও নৃসিংহতাপনী প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, নৃসিংহতাপনীয়—এই চারি খানি উপনিষৎ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐ চারি খানি উপনিষদের প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষৎ-খানিকে পৈপ্পলাদ শাখার এবং মুণ্ডকোপনিষৎখানিকে শৌনকেয় শাখার উপনিষৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ প্রশ্নকর্ত্তা এবং মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক প্রশ্নকর্ত্তা

অছেন বলিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। মাণ্ডুক্য ও নৃসিংহতাপনীয় এক শ্রেণীর উপনিষৎ বটে; কিন্তু উহা কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেন-না, ঐ দুই উপনিষদে প্রজাপতি বক্তা এবং দেবতাগণ প্রশ্নকর্ত্তা। মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রশ্নোত্তর নাই; উহা কেবল বর্ণনা মাত্র। কোনও কোনও মতে অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ-সংখ্যা বায়ান্ন খানি। সেই বায়ান্ন-খানি উপনিষদের নাম; যথা,—(১-২) অথর্ব্বশিরস দুইখানি, (৩-৪) অমৃতবিন্দু, আত্মন্, (৫) আরুণীয়, (৬) আনন্দবল্লী, (৭) আশ্রম, (৮) উত্তরতাপনীয়, (৯-১০) কঠবল্লী,—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই ভাগ, (১১) কণ্ঠশ্রুতি, (১২) কালাগ্নিরুদ্র, (১৩) কেনেষিত, (১৪) কৈবল্য, (১৫) ক্ষুরিক, (১৬) গর্ভ, (১৭) গারুড়, (১৮) চুলিকা, (১৯) জাবাল, (২০) তেজোবিন্দু, (২১) নারায়ণ, (২২-২৭) নৃসিংহতাপনীয়—পূর্ব্ব তাপনীয় পাঁচ খণ্ড, উত্তর তাপনীয় এক খণ্ড, (২৮) নাদবিন্দু, (২৯) নীলরুদ্র, (৩০) ধ্যানবিন্দু, (৩১) পরমহংস, (৩২) পিণ্ড, (৩৩) প্রাণাগ্নিহোত্র, (৩৪) ব্রহ্ম, (৩৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৩৬) ব্রহ্মবিন্দু, (৩৭-৩৮) বৃহন্নারায়ণ—দুই খণ্ড, (৩৯) ভৃগুবল্লী, (৪০) মুণ্ডক, (৪১) প্রশ্ন, (৪২) যোগতত্ত্ব, (৪৩) যোগশিক্ষা, (৪৪-৪৭) মাণ্ডুক—চারি ভাগ, (৪৮) সন্ন্যাস, (৪৯) সর্ব্বোপনিষৎসার, (৫০-৫১) রামতাপনীয়—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই খণ্ড, (৫২) হংস। অথর্ব্ববেদ বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত। অনুবাক, সূক্ত, ঋক্—উহার অন্যরূপ বিভাগ সূচিত করিয়াছে। উহার আর এক বিভাগের নাম—প্রপাঠক। চরণব্যূহের মতে—অথর্ব্ববেদে বার হাজার তিন শত মন্ত্র ছিল; কিন্তু এখন অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-সংখ্যা—পাঁচ হাজার আট শত ত্রিশটী মাত্র। অথর্ব্ববেদের সঙ্কলয়িতা সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত। কাহারও মতে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধরগণ, কাহারও মতে ভৃগু-বংশীয়গণ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করেন। অন্য মতে যজ্ঞকার্য্যে অব্যবহার্য্য হেতু অথর্ব্বের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

* * *

বেদে কি আছে?

কোন্ বেদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্ভবপর নহে। যাহার একটী ঋঙ্মন্ত্রের অশেষ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, যাহার প্রতি সূক্তের অভ্যন্তরে অশেষ সার সামগ্রী বিদ্যমান আছে, সমষ্টিভাবে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করা, কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এক কথায় বলিয়াছি—বেদ জ্ঞান। যাহা দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ হয়, যাহা দ্বারা সেই পরাৎপর পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বেদ। কি উপায়ে কি প্রণালীতে তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তাঁহাতে লীন হওয়া সম্ভব হয়, বেদে সেই তত্ত্বই বিবৃত আছে। যিনি বেদবিৎ নহেন, তিনি বিরাট ব্রহ্মকে দেখিতে পান না। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"নাবেদবিদং মনুতে তং বৃহন্তম্।" বৃহত্তম অর্থাৎ সকলই বেদের মধ্যে আছে। সমাজের সকল অবস্থার চিত্র—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের প্রতিচ্ছবি—বেদরূপে বীজরূপে সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই বেদ মধ্যে আধুনিক আধুনিকত্ব দেখিতে পান, পৌরাণিক পুরাতন সামগ্রীর সন্ধান করেন; ভবিষ্যৎ

অতীতের অঙ্কে আপন প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিস্মিত হন। বেদে আছে—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা; বেদে আছে—ধর্ম্মের কথা; বেদে আছে—আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ও সভ্যতার কথা; বেদে আছে—হিন্দুর, অহিন্দুর, আস্তিকের, নাস্তিকের সকলের সর্ব্ববিধ প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বেদে বিভিন্ন সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু—বিভিন্ন দৃষ্টিতে বেদে যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, পরবর্ত্তী অংশে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

* * *

## বেদে ধর্ম্মের বিষয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—বেদই হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদই হিন্দুর কর্ম্ম, বেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব। এক কথায়, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন,—তিনি হিন্দু-নামে অভিহিত হন। হিন্দু হইতে হইলে, বেদ মানিয়া চলিতে হয়। বেদ মানিয়া চলার অর্থ—বর্ণাশ্রম মানিতে হয়, অদৃষ্ট মানিতে হয়, মন্ত্রশক্তি মানিতে হয়। বেদ মানার ইহাই তাৎপর্য্য। যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানেন; যিনি বেদ মানেন,, তিনি নিশ্চয়ই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্র-শক্তিতে আস্থাবান আছেন। ইহাই হিন্দুর লক্ষণ—ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। শাস্ত্রে এমনও দেখা যায়,—কেহ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তিনিও আস্তিক হিন্দুর উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার কেহ বেদ মানেন নাই, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি নাস্তিক অহিন্দু নামে অভিহিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল এবং বৌদ্ধমত প্রচারক গৌতম মুনির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহর্ষি কপিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, একমাত্র বেদ মানিয়াই হিন্দুর আদর্শ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর গৌতম মুনি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, বেদ অমান্য করায়, নাস্তিক-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। স্থূলতঃ বেদ-মানাই হিন্দুর ধর্ম্ম। বেদোক্ত ধর্ম্মই—হিন্দু-ধর্ম্ম। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া চলিতেন বলিয়াই হিন্দুগণ আর্য্যহিন্দু নামে অভিহিত। বর্ণাশ্রম, অদৃষ্ট, মন্ত্রশক্তি,—সকলই বেদানুগতা। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জাতি-বর্ণ কখনই মনুষ্যের সৃষ্ট নহে,—উহা ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জন্মান্তরের কর্ম্মফলই অদৃষ্ট-রূপে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য যখন মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ বপন করে, মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ কিছুকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টির অগোচরে অ-দৃষ্ট থাকে; ক্রমশঃ অঙ্কুরাদি উদ্গত হইলে, সেই অ-দৃষ্ট বীজের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর বিশ্বাস,—মনুষ্যের কর্ম্মফল মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ-রূপেই অ-দৃষ্ট থাকে এবং যথা-সময়ে মনুষ্য তাহার ফলভাগী হয়। এইরূপ, মন্ত্রশক্তিও হিন্দুর দৃষ্টিতে অলৌকিক শুভফলপ্রদ। হিন্দুর বিশ্বাস,—বিশুদ্ধ-চিত্তে বিশুদ্ধ-মন্ত্রে অভীষ্ট-দেবতাকে আহ্বান করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সদয় হইয়া মনুষ্যের ইহ-পরকালের সকল মঙ্গল বিধান করেন। বেদ হইতে হিন্দু প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাইয়া থাকেন। তাঁহার অন্যান্য যে কিছু শিক্ষা, তাহাও এই শিক্ষারই অঙ্গীভূত। তাঁহার অধিকারিভেদের

বেদোক্ত ধর্ম্ম।

বীজমন্ত্রও এই বেদেই নিহিত আছে। বৈদিক স্তোত্র-সমূহে দেখিতে পাই,—হিন্দু ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু বায়ুর উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু অগ্নির উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু জলের উপাসনা করিতেছেন,—হিন্দু কত কত দেবতার উপাসনা করিতেছেন। আরও দেখিতে পাই,—হিন্দু যাগ-যজ্ঞ করিতেছেন, হিন্দু বলি-প্রদান করিতেছেন, হিন্দু যজ্ঞাহুতি কার্য্যে ব্রতী আছেন। এক দিকে হিন্দুর—এই ভাব! অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই,—হিন্দুর ঈশ্বর—অবাঙ্মনসগোচর; হিন্দুর ঈশ্বর—অনাদি, অনন্ত; হিন্দুর ঈশ্বর—চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত। ফলতঃ, হিন্দু কখনও সাকার-রূপে নাম-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, আবার কখনও বা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তন্ময় হইয়া আছেন। হিন্দু কখনও ইহ-সংসারেই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন; হিন্দু কখনও অগণ্য অসংখ্য—তেত্রিশ কোটি দেবতার—অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতির—উপাসনা করিতেছেন; আবার কখনও বা তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এইরূপে নানা শ্রেণীর জন্য নানা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। বলিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, ইহাই অধিকারিভেদ। যাঁহার যেরূপ শক্তি, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যাঁহার যেরূপ ধ্যান-ধারণা, তিনি তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অধিকারী। ইহাই হিন্দুর অধিকারিভেদ। বেদে সকল শ্রেণীর সকল হিন্দুর সকল উপাসনার সার-সামগ্রী নিহিত আছে। পরবর্ত্তি-কালে সংসারে যত কিছু উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, সকলই বৈদিক উপাসনার অনুকৃতি মাত্র। তাই বেদে দেখিতে পাই,—বৈদিক ঋষিগণ, প্রকৃতির তৃণাদপিতৃণতুচ্ছ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া, মহৎ হইতে মহত্তর মহত্তম পথে আপনাদের লক্ষ্য সঞ্চালন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও নদ-নদীর উপাসনা করিতেছেন; তাঁহারা কখনও আলোক-অন্ধকারের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন; তাঁহারা কখনও ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের আরাধনায় ব্রতী রহিয়াছেন; আবার কখনও বা তাঁহারা প্রকৃতির যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের যিনি আদিভূত, তাঁহারই অনুধ্যানে ব্যাকুল হইয়া আছেন। দুই একটী বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি; তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেও, আর্য্যগণের সেই উপাসনা-পদ্ধতির আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম শ্লোকের অধুনা-প্রচলিত অর্থ—"যজ্ঞের পুরোহিত অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বহুরত্নপ্রদাতা ঋত্বিক অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি। প্রাচীন এবং আধুনিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নি স্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। দেবগণকে তিনি যজন-কার্য্যে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করুন।" এইরূপ দ্বিতীয় সূক্তের বায়ু দেবতার উপাসনায় দেখিতে পাই, মধুচ্ছন্দা ঋষি স্তুতি করিতেছেন,—"হে বায়ু! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদিগের এই সোমরস পান করুন।" অষ্টম সূক্তে ইন্দ্রের উপাসনায় দেখিতে পাই, সেই ঋষিই আবার প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ইন্দ্র! আমাদিগের সম্ভোগের উপযুক্ত শত্রুবিজয়ক্ষম প্রচুর ধন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আপনার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা যেন বজ্রের ন্যায় কঠোর অস্ত্র ধারণ করিতে পারি এবং উন্নতশির শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হই।" এক দিকে যেমন

এইরূপ ব্যষ্টিভাবে এক এক স্তোত্রে এক এক দেবতার স্তুতি-গান দেখিতে পাই, অন্য দিকে আবার সেইরূপ সমষ্টি-ভাবেও ভগবদারাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলেরই ঊন-নবতি সূক্তের শেষে ঋষি কণ্ব, বিশ্বদেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"তুমি অদিতি, তুমি আকাশ, তুমি অন্তরীক্ষ, তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পুত্র, তুমি সর্ব্বদেব, তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি দেবতা, তুমি অসুর, তুমি রাক্ষস, তুমি পিতৃদেব, তুমি জন্ম ও জন্মের মূল কারণ।" এইরূপ, দশম মণ্ডলের দ্ব্যশীতি সূক্তে আর এক ঋষি স্তব করিতেছেন,—"যিনি আমাদিগকে জীবন-দান করিয়াছেন, যিনি আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবস্থাই যাঁহার গোচরীভূত; যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়,—অথচ যিনি সংসারে বহু নামে বহু দেবদেবীর আকারে বিরাজমান; তাঁহাকে জানিবার জন্য সংসার ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে।" ঐ মণ্ডলেরই আর এক সূক্তে আছে,—"যখন মৃত্যু ছিল না, তখন সেই একমাত্র তিনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া, আপনিই বিরাজমান ছিলেন। তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; ছিলেন কেবল তিনি।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে আপন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন অর্জ্জুন যেমন দেখিতেছেন, "ভগবানের দেহের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই বিদ্যমান; কমলাসন ব্রহ্মা, রুদ্র, সমস্ত ঋষি-মণ্ডল এবং বাসুকী প্রভৃতি দিব্য উরগগণ—সকলেই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাতে অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য প্রাণী বিরাজমান রহিয়াছে;—চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার নেত্ররূপে, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন, আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত বিশ্বরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন;"—ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তদ্বয়ে এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? যদি কেহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অংশবিশেষ মিলাইয়া পাঠ করেন, তাঁহার প্রাণে এই একই ভাবের উন্মেষ হইতে পারে। * ফলতঃ, ভগবানকে নানারূপে কল্পনা করিয়া বেদে যে তাঁহার নানা উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি না কি,—সকল মনুষ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য সমান নহে; মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তমের ধারণা করিতেও সকল মনুষ্য সমভাবে ক্ষমবান নহেন। সুতরাং পর-পর স্তর-পর্য্যায় অনুসারে মনুষ্যের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সূচিত হইয়াছে। আর সেই জন্যই—হিন্দু-ধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত। যিনি যে ভাবে যে পথ দিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই—বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

---

* গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে একত্রিংশ শ্লোকে ভগবানের এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বা স্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥"

এইরূপ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥" ইত্যাদি।

তাহাতেই হিন্দু-ধর্ম্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি, স্রষ্টা, আত্মা;—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম;—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান;—ইহকাল, পরকাল, অদৃষ্ট;—সকল বিষয়েরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্ম্মের সার-সম্পৎ অধিগত হইলে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধ মানুষ অবশ্যই বুঝিতে পারে; এবং তাহা বুঝিয়া, তন্নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়। যাঁহারা সেই সার-সামগ্রী উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়ান। একই বৈদিক-ধর্ম্মের অনুসরণকারী হইয়াও, পরিবর্ত্তি-কালে যে বিভিন্ন-সম্প্রদায় ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর শত্রুতাচরণ করিয়া গিয়াছেন, বৈদিক ধর্ম্মের সার মর্ম্ম উপলব্ধি না হওয়া—অথবা কোনও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রতি অধিকতর আস্থাবান হওয়াই,—তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্বের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই হিন্দু—সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; অথচ, কর্ম্ম-পদ্ধতির এক-এক অংশের প্রতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও লক্ষ্য নিপতিত হওয়ায়, অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, তাঁহারা সময় সময় ভ্রান্তবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রকারান্তরে ইহারও মূল—অধিকারিভেদ। অধিকার-ভেদ-তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

### বেদে আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গ।

আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার সভ্যতা প্রভৃতি।

বেদে আর দেখিতে পাই—আর্য্য হিন্দুগণের উচ্চ-সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি। অধুনা সংসার, সভ্য-সমুন্নত জাতির পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া যে সকল গুণ-পরম্পরার আরোপ করেন, আর্য্য-হিন্দুগণের তাহার কোন্ গুণের অভাব ছিল? যাঁহারা বলেন,—ধর্ম্মই সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন; বেদ তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন,—পৃথিবীতে এমন নূতন ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, বেদে যাহার উপাদান-সামগ্রী বিদ্যমান নাই! যাঁহারা বলেন,—বেদে প্রকৃতি-পূজা বা পৌত্তলিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য আছে; তাঁহাদিগকেও নিঃসন্দেহে দেখাইতে পারা যায়,—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বেদে বিবৃত রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন,—হিন্দুর মধ্যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের অভাব; বেদ তাঁহাদিগকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারেন,—হিন্দুর ন্যায় উদার বিশ্বজনীন প্রাণ ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন,—'বেদ কৃষকের গান'; বেদে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উপাসনা আছে,—বৈদিক ঋষিগণ কৃষি-কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং ঋষিগণ কৃষক ছিলেন; তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিকেও বেদ দেখাইতে পারেন,—কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের করুণা-প্রার্থনা উদার বিশ্বজনীন ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কৃষির উন্নতি হইলে বসুন্ধরা শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলে, জনসাধারণ সকলেরই সুখ-সৌভাগ্যে দেশ সমুন্নত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে;—আর্য্য-হিন্দুগণ মনে প্রাণে তজ্জন্যই কৃষির উন্নতি প্রার্থনা করিতেন। ইহা তাঁহাদের স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি-হিতৈষণারই পরিচায়ক। আর্য্য-

ঋষিগণ কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন *;— গো-মেষাদি পশুর এবং কৃষি-যন্ত্রাদির শুভকামনা করিতেছেন;—ইহাতে কদাচ তাঁহাদিগকে কৃষক-পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান ছিল, বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতিও তেমনি বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত হইয়াছিল। একই ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, যজ্ঞ-কর্ম্মে ব্রতী রহিয়াছেন, শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহার কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। কৃষক এবং কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া, আর্য্য-হিন্দু-মাত্রকে কখনই কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত যদি যজমানের ব্যাধি-শান্তি-কামনায় দেবতার আরাধনা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সেই রোগাক্রান্ত? এ সিদ্ধান্তও যেরূপ ভ্রমমূলক; আর্য্য-হিন্দুগণ কৃষক ছিলেন এবং বেদ কৃষকের গান,—এ সিদ্ধান্তও তদ্রূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। পাঠের এবং অর্থোদ্ধারের ব্যতিক্রমেও অনেকের ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সাধারণ সংস্কৃত-সাহিত্যে একই শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তের অর্থ-পরিগ্রহ—আরও দুরূহ ব্যাপার। অর্থ-বিপর্য্যয় যে কতই ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টির অন্যতম কারণও—বৈদিক সূক্তের অর্থান্তর গ্রহণ। পরবর্ত্তি-কালে, কেহ যে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কেহ যে কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আবার কেহ যে ভক্তির মাহাত্ম্যে বিভোর হইয়াছেন;—বৈদিক সূক্তের অংশবিশেষের সাহায্য-গ্রহণে আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই তাহার হেতুভূত। যাহা হউক, ধর্ম্মবিষয়ে আর্য্যহিন্দুগণ কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী কিরূপভাবে তাঁহাদের অধিগত হইয়াছিল,—বেদে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহারের পরিচয়ও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বেদের যে সকল সংস্করণ এতদ্দেশে প্রচারিত ও ভাষান্তরিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহা হইতেই সকল বিষয়ের আভাষ পাইতে পারি। অধুনা সভ্যজাতির সংসার-বন্ধন যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণই তাহার আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। এখন যেমন সংসারের প্রধান ব্যক্তিই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখনও সেই ভাবই বিদ্যমান ছিল। এখন যেমন সংসার ও বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহারও আদর্শ—প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের সংসারে ও বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই। এখন যেমন সভ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছাচার-সম্বন্ধ তদ্রূপ দোষাবহ ছিল। এখন যেমন বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণে সতী সহধর্ম্মিণী-রূপে স্বামীর সহিত যাগযজ্ঞে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন, বৈদিক কালেও তাহার আদর্শ দেখিতে পাই; ঋগ্বেদের প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে, হিন্দু-দম্পতি ইন্দ্রের উপাসনায় ব্রতী রহিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া

---

* ঋগ্বেদের চতুর্থ এবং দশম মণ্ডলে কৃষির উন্নতি-বিষয়ক স্তোত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

যায়। পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচয়; বৈদিক কালের আর্য্য-হিন্দু-গণেরই অনুস্মৃতি মাত্র। হিন্দুর সংসারে এখন যেমন পিতাই ভরণ-পোষণ দাতা রক্ষাকর্ত্তা, তখনও তাহাই ছিল। এখন যেমন জননী সন্তান পালনে ও সংসার-পরিচর্য্যায় ব্রতী আছেন, তাহাও সেই বেদোক্ত কালের আর্য্য-হিন্দুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। এখন যেমন হিন্দুর সংসারে পুত্র-পৌত্রাদি সহ একান্নভুক্ত পরিবারের ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; প্রথম মণ্ডলের শততম চতুর্দ্দশ সূক্তে দেখিতে পাই, কুৎস ঋষি রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে অমর রুদ্র! আমাকে এবং আমার পুত্র-পৌত্রদিগকে সুখে রাখ এবং অন্ন দান কর।" এখন যেমন পিতা উপযুক্ত পাত্রে আপন সালঙ্কারা কন্যা সমর্পণ করেন, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাহার উল্লেখ আছে। এখন যেমন উত্তরাধিকার-বিধি প্রবর্ত্তিত আছে; পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হন এবং পুত্র না থাকিলে দৌহিত্র সে সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহারও মূল সূত্র—ঋগ্বেদের তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এখন যেমন সতীত্বের গৌরব আছে, বৈদিক কালেও সেই গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন যেমন হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেইরূপ দাহ-সৎকার-প্রথাই বিদ্যমান ছিল। বৈদিক যুগের রমণীগণ যেমন গৃহ-কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, সুশিক্ষার দিব্য জ্যোতিও তাঁহাদের হৃদয়ে তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, বিদুষী বলিয়াও তাঁহাদের অনেকের সেইরূপ খ্যাতি ছিল। দেবহুতি, অদিতি, যমী, উর্ব্বশী, অপালা, রোমশা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণী-মণিগণের কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। কেহ কেহ বলেন,—বৈদিক সূক্তের সঙ্কলন কার্য্যেও ঐ সকল রমণী সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈদিক কালে—রাজা, নগরপতি, গ্রামপতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদের উল্লেখ দেখা যায়। সুনিয়মে রাজ্য-শাসনের, রাজকর-সংগ্রহের এবং যুদ্ধাদির সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থার আভাষ—বৈদিক সূক্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন, বীরত্বের আদর ছিল; কেহ ধন-গৌরবে উন্মত্ত, কেহ অন্নের জন্য লালায়িত, কেহ বা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। তখন, কামার, কুমার, ছুতার, কাঠুরিয়া, নাপিত, মাঝি, বৈদ্য, পুরোহিত,—সভ্য-সমাজের উপযোগী কিছুরই অভাব ছিল না। তখনও বয়ন-কার্য্য সূত্র-বস্ত্র প্রচলিত ছিল; তখনও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি ব্যবহৃত হইত; তখনও নগর ছিল, গ্রাম ছিল, অট্টালিকা ছিল, পান্থনিবাস ছিল, রাজপথ ছিল, শকট ছিল, যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যোদ্ধা ছিল, আনন্দ ছিল, নৃত্য ছিল, গীত ছিল, বাণিজ্য ছিল, অতিথি সৎকার ছিল, সংসারীর যাহা কিছু আবশ্যক—সকলই ছিল। আবার অন্যদিকে, ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল, যাগযজ্ঞ ছিল, সত্য ছিল, সরলতা ছিল। এ কথা যে কেবল আমরা বলিতেছি, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও এ সকল কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কেবল যে সংসার-ধর্ম্মেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়—এমন নহে। এক কথায় কহিতে গেলে, সভ্যতার পরিচায়ক যে কিছু সম্পৎ-সামগ্রী, তাঁহারা তাহার সকলেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাত কোনও

নূতন তত্ত্ব আজি পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কয়েকটী দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করি না কেন? আধুনিক পণ্ডিতগণের মত,—সভ্যতার আদিকালে বিনিময়-মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের চতুর্থ ও পঞ্চম মণ্ডলে এই বিনিময়-মুদ্রার উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও যে আর্য্য-হিন্দুগণের ছিল,—বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের ও বাবিলনের প্রস্তর-স্তম্ভ প্রভৃতির নিদর্শন পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আনন্দের অবধি নাই; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন,—সহস্রস্তম্ভযুক্ত বিশাল অট্টালিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম মণ্ডলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মিশরের সভ্যতার কত কোটী-কল্প বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ প্রচলিত ছিল। সেই ঋগ্বেদে যখন এতাদৃশ অট্টালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, তখন বিচার করিয়া দেখুন, আদিকালেও আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কীদৃশ পারদর্শী ছিলেন। অধুনাতন সভ্য-জাতি-মাত্রেরই মত,—"পৃথিবী দিন দিন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।" সেই মত সমর্থন ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতার নানা স্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আদিম জাতিগণ প্রথমে অস্ত্র-শস্ত্র ও অগ্নির ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা আম মাংস ও অপরিপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাপন করিত, গিরিগুহা ও বৃক্ষ-কোটর প্রভৃতি তাহাদের আবাস-স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল; পরে ক্রমশঃ ধাতব পদার্থ অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের মত—উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রের মতে,—মনুষ্য প্রথমে সভ্য-সমুন্নত ছিল; সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি প্রভৃতি যুগ-বিবর্ত্তনে দিন দিনই তাহাদের অধঃপতন সাধিত হইতেছে। অন্য দেশের ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তুলনা করিলে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে প্রথমে অসভ্য বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল,— তত্তদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আদিকাল হইতেই সভ্য-সমুন্নত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং উভয় দেশের সিদ্ধান্তে মতদ্বৈধ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, যখন ভারতবর্ষের কথাই কহিতেছি;—আর্য্য-হিন্দুগণের ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি; তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে সিদ্ধান্তে, আদিকালে আর্য্য-হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে ক্রমশঃ তাঁহাদের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

* * *

### বেদে জাতিভেদ-প্রসঙ্গ।

আর্য্য-হিন্দুগণের সমাজ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, জাতি-বর্ণের কথা না বলিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের জাতিবর্ণের প্রসঙ্গ

বেদে জাতিভেদ। লইয়া বহুদিন হইতেই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুশাসন পরিচালিত হিন্দুগণের মত,—"জাতি-বর্ণ-ভেদ সৃষ্টির আদিকাল হইতেই অব্যাহত আছে; উহা সর্ব্বথা বেদ-বিহিত।" তৎপক্ষে তাঁহারা বেদ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেও ত্রুটি করেন না। এ দিকে কিন্তু দেখিতে পাই,—অন্য পক্ষ বলেন,—বেদে জাতিভেদ নাই; সৃষ্টির আদি-কালেও জাতিভেদ ছিল না; উহা ব্রাহ্মণগণের গূঢ় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কল্পনা মাত্র।" যখন এতাদৃশ মতদ্বৈধ, তখন দেখা উচিত নহে কি—বেদে জাতি-বর্ণের বিষয় বাস্তবিক কিছু আছে কি না? অথবা, জাতিবর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত কি না? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে মীমাংসা আছে। প্রথমে প্রশ্ন করা হইয়াছে,—"পুরুষ যখন বিভক্ত হন, তখন তিনি কয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার মুখ, বাহু উরু, পদ—কি আকার ধারণ করিয়াছিল?" পরক্ষণেই তাহার উত্তর দেখিতে পাই,—"তাঁহার মুখে ব্রাহ্মণ, বাহু-যুগলে রাজন্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদ-যুগলে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।" * তবেই বুঝা যায়,—পুরুষ-সৃষ্টির আদিকালেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি। পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে এই বিষয় অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জাতি-বর্ণ-ভেদই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও, সকল দেশের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এক-জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য—হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—প্রধানতঃ তাঁহাদের এই চারি বর্ণ। তাহা হইতেই অসংখ্য শাখা-উপশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর পুষ্ট করিয়া আছে। ভারতবর্ষের জল-বায়ুর সহিত বুঝি এই জাতিভেদ-প্রথার ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন মতের অভিঘাতে ভারতের সমাজ-শরীর এখন জীর্ণ-শীর্ণ; কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা এখনও এমনিভাবে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, কোনক্রমেই তৎপ্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনের ক্ষমতা সমাজের নাই। এখনও, ব্রাহ্মণ দেখিলে, সৎ-শূদ্র মাত্রেই প্রণাম না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। এখনও—এতাদৃশ সাম্য-স্বাধীনতার দিনেও, এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এখনও, সমাজে, ধর্ম্মে, ক্রিয়া-কর্ম্মে, আচারে-ব্যবহারে, বর্ণগত-পার্থক্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য যদি মনুষ্য-কৃত হইবে, তাহা হইলে এত কাল ধরিয়া এমন অবিসম্বাদিত সত্য-রূপে ইহা কখনই

---

* ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে দশম মণ্ডলে জাতিভেদ বিষয়ক এই ঋক-দ্বয় দৃষ্ট হয়,—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরুপাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

বেদে জাতিভেদের কথা নাই বলিয়া যাঁহারা অন্যকে ভ্রান্তপথে পরিচালনার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য দশম মণ্ডলের এই সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল।

অব্যাহত থাকিতে পারিত না। যাহা মনুষ্য-সৃষ্ট, তাহা বিনশ্বর—অস্থায়ী। অপিচ, যাহা অবিনশ্বর, অনাদি অনন্তকাল হইতে বিরাজমান, ঈশ্বরের সৃষ্ট ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? যাঁহারা বেদ মানেন, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন,—তাঁহারা কখনই জাতিবর্ণ-সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে এ বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিবেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অধিক বলিব কি, তাঁহারা ঐ বৈদিক সূক্তটীকেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিত মিঃ কোলব্রুক ঐ বৈদিক সূক্তটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—বৈদিক-ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, ঐ সূক্তটী পরিবর্ত্তি-কালে বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সাহেব কোলব্রুক যখন এই কথা বলিতে সাহসী হন, পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অন্যান্য পণ্ডিতগণও অমনি তাহার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এখন, ঐ সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাঁহারা জাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার আবশ্যকানুযায়ী আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়তাকারী যাহা, তাহাই ঠিক—আর অন্যান্য সকল প্রক্ষিপ্ত, ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নহে কি? যদি মানিতেই হয়, সমস্তই মানিয়া লও; যদি না মানিতে হয়, কোনটীই মানিবার প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল লোকের মনে প্রমাদ-সংশয় উপস্থিত করে; সত্য তথ্য অল্পই নির্ণীত হইয়া থাকে। যাঁহারা জাতি-ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা শাস্ত্রের অংশ-বিশেষের দোহাই দিয়া আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—"গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারেই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।' এই শাস্ত্রোক্তির দোহাই দিয়া, জাতি-ধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণ বলিয়া থাকেন,—'কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই তো জাতি হইবার কথা! যে যেমন উচ্চ কর্ম্ম করিবে, সেই সেইরূপ উচ্চ-জাতি হইবে; যে যেরূপ নীচ-কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ নীচ-জাতি হইতে হইবে।' এক হিসাবে, এ সিদ্ধান্তও ভ্রম-সঙ্কুল;—শাস্ত্রের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণের ফল। ভারতবর্ষের জাতি ধর্ম্ম সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—আগে জাতি, পরে কর্ম্মবিভাগ। ভারতবর্ষের ইহাই চিরন্তন প্রথা। যাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহারা কি বলিতে পারেন,—'আগে যজ্ঞকর্ম্মোপাসনা—না, আগে ব্রাহ্মণের জন্ম? আগে বিপ্রসেবা;—না আগে শূদ্রের উৎপত্তি? আগে যুদ্ধবিগ্রহ;—না, আগে ক্ষত্রিয়ত্ব? ফলতঃ, জাতি-বর্ণ-ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াই মানুষ এক এক কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু, অধিকার প্রাপ্ত হইবার পর কেহই জন্মগ্রহণ করে না। আর এক কথা, যদি আগে গুণ-কর্ম্মের বিচারই হইবে, তাহা হইলে, চতুর্ব্বর্ণ না হইয়া অসংখ্য বর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কি? ইহ-সংসারে গুণ-কর্ম্মের কি কখনও সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়? গুণকর্ম্মানুসারে জাতি-বিভাগ হইলে, বংশানুক্রমিক জাতি বর্ণ কেমনই বা অব্যাহত থাকিবে? তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র

বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র,—এরূপ নিয়ম-পদ্ধতিই বা কেন চলিয়া আসিবে? ভগবান বলিয়াছেন,—'গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।' * ইহাতে সৃষ্টি শব্দের উল্লেখ থাকায়, বুঝা যায়,—সৃষ্টির আদি হইতেই, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, জাত-ব্যক্তির জাতিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে; জন্মগ্রহণের পর, বৃত্তি-গ্রহণানন্তর, তাহার জাতিধর্ম্ম-প্রাপ্তির বিষয় কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিন কোন্ কালে কত শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত, আবার কত ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত। এ কথার উত্তরে, কেহ কেহ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া থাকেন; কেহ বা, অন্য দুই একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিবারও চেষ্টা পান। বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বুঝিবার প্রয়োজন হয়,—কোন্ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? আমরা ঋগ্বেদেই একাধিক বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাই। পুরাণাদিতেও নানা সময়ে নানা আকারে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। সুতরাং বিশ্বামিত্র নাম দেখিলেই তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদে কোথাও বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন, কোথাও সূক্তসঙ্কলয়িতারূপে পরিচিত আছেন, কোথাও বা তাঁহার নামের শেষে 'গাথিন' শব্দের সংযোগ আছে। ঋগ্বেদের সত্যযুগে বিশ্বামিত্র আছেন, আবার রামায়ণের ত্রেতাযুগেও বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্বামিত্র যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে, বেদোক্ত-বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে; বেদে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কোনই প্রমাণ দেখা যায় না। তার পর, যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহার যে জন্ম-বিবরণ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই প্রতীত হয়। † যদি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বলিয়া সে পৌরাণিক প্রসঙ্গে কেহ আস্থা-স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র, কর্ম্মবলে, তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্মফলের সহিত ইহজীবনের প্রবল কর্ম্মফল সংযুক্ত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র আপন অ-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্রই তাহা পারিয়াছিলেন,—আর কেহ তাহা পারেন নাই;—ইহা বিশেষত্ব, ইহা দৃষ্টান্ত-মাত্র; কিন্তু ইহা প্রচলিত সমাজিক রীতি-পদ্ধতি নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আরও কত কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, সেরূপ দৃষ্টান্ত যখন আর খুঁজিয়া পাই না; তখন, একটী মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্তে, কি করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? বিশেষতঃ, সে বিশ্বামিত্র কখনই তোমার-আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি অলৌকিক অমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন; সুতরাং তিনি অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তেমন শক্তি-সম্পন্ন যদি কোনও মহাপুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া,

* "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

† মহাভারত, শা.ন্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন-পর্ব্ব, বিশ্বামিত্রের জন্ম-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভে, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদ আছে,—ইহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। বেদের আর একটি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণও বৈদিক সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাদের সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র! বেদের নবম মণ্ডলের সূক্ত-বিশেষের ভাষান্তরে তাঁহারা বলেন,—একজন বেদ-রচয়িতা ঋষি, সোমের আরাধনার সময় বলিতেছেন,—"আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা যাঁতায় শস্য পেষণ করেন; কিন্তু দেখুন, আমি বৈদিক-মন্ত্র রচনা করিয়াছি।" * ঋষিপ্রবরের এই মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, জাতিভেদের প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করিতে চাহেন,—'ঋষি বর্ণসঙ্কর ছিলেন; অথচ, তিনি বৈদিক-মন্ত্রের রচয়িতা, সুতরাং ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য।' ইহা বড়ই হাস্যকর সিদ্ধান্ত। আমাদের মনে হয়, বৈদিক সূক্ত-রচয়িতা ঋষির ঐরূপ উক্তিতে পুরুষানুক্রমিক বর্ণধর্ম্মেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋষি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, তিনি কোথাও তাহা বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,— তাঁহার পিতামাতার জীবিকার কথা। সে হিসাবে, হয় তো তাঁহার পিতামাতা কোনরূপ পাতিত্য-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে তিনি যে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত নহেন,—তাহা কোনমতেই প্রমাণিত হয় না। বরং, এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির পাতিত্য-দোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্তির পক্ষে ইহা এক দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ দৃষ্টান্ত জন্মগত বর্ণ-ধর্ম্মেরই প্রতিপোষক; ইহা কখনই তাহার অন্তরায়-সাধক নহে। এইরূপ, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'কবষ' ও 'লুশ' ঋষির প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'তাঁহারা শূদ্র ছিলেন; অথচ, বৈদিক সূক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন।' এই সম্বন্ধেও, আমাদের সেই একই উত্তর। 'কবষ ও লুশ' ঋষি যে শূদ্র ছিলেন, বেদে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অন্যত্রও, যেখানে যেখানে বর্ণান্তরের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, কোথাও দৃঢ়-ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। মন্বাদি সংহিতা—বেদের অনুবর্ত্তিনী। সুতরাং মন্বাদি সংহিতায় যদি ঐরূপ কোনও প্রসঙ্গ আছে দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-বিরোধিগণের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তাঁহারা, সময় সময়, মনুসংহিতার একটী শ্লোকের দোহাই দিয়াও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চষষ্টি শ্লোকে লিখিত আছে,—ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে। মনুসংহিতায় যে এই মর্ম্মের কোনও প্রসঙ্গ আদৌ নাই, তাহা আমরা কখনই বলি না। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,—ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে, এবং সে হিসাবে এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ কি না,—তাহা বিবেচনা করিয়া তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন কার্য্য হইত। কিন্তু তাহা না করায় একদেশদর্শিতা—প্রকারান্তরে শ্লোকার্দ্ধের অনুবর্তিতা—প্রকাশ পাইতেছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে বর্ণ-সঙ্করের অথবা এক বর্ণের বর্ণান্তর প্রাপ্তির বিষয়

---

* নবম মণ্ডলের ১১২শ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

লিখিত আছে, বলা বাহুল্য, প্রোক্ত শ্লোকটী তাহারই অংশ-বিশেষ। সে সকল মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়, শূদ্রাদি বর্ণের যে ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির কথা সেখানে লিখিত আছে, তাহাই সপ্ত জন্মের পরে; * অপিচ, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ কখনই প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। আর এক কথা, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, জাতিভেদ-প্রথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াও কোনও সমাজ এ পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই। বরং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতির (সম্প্রদায়ের) সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এক-জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছিল,—তাঁহারাই পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ, খৃষ্টানগণ, ব্রাহ্মগণ, যিনিই যখন একাকার বা একজাতি-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তদ্দ্বারা আর এক নূতন জাতির বা নূতন সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন মাত্র। অধিক বলিব কি, হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত এই হিসাবে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। তার পর, যাঁহারা ঐ সকল নূতন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাই কি আপনাপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? হয় তো কোথাও কোথাও আহারে ব্যবহারে বা লৌকিকতায় তাঁহাদের এক-জাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে, এখনও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত সংস্কারের ফল বিশেষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি? সে সংস্কার—আমরা কোথায় না দেখিতে পাই? এক-জাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পূর্ব্বে যিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে কখনও চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন কি? হয় তো তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে শিক্ষিত-সভ্য-ভব্য কোনও নীচ জাতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কুণ্ঠিত না হইতে পারেন; কিন্তু অসভ্য কদাচারী ব্যক্তির সহিত কখনই তিনি সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। আধুনিক বহু সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দেখিয়া, অন্ততঃ এই কথাই আমাদের মনে হয়। ফলতঃ, একাকারের পক্ষপাতী হইলেও, সকলেরই মধ্যে জাতিভেদের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। কেবল এ দেশে বলিয়া নহে;—পাশ্চাত্য ইউরোপেও এ ভাবের অসদ্ভাব নাই। যদিও এ দেশের সহিত সে দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং সে তুলনা করিতেও চাহি না; তথাপি মোটামুটি দেখিতে পাই,—এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, সেখানকার কোনও অভিজাত ব্যক্তি কখনও কোনও নীচ-বংশীয়ের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন না; সময় সময়, এক পংক্তিতে ভোজনেও তাঁহাদের আপত্তি দেখা যায়। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি আর্য্য, কি অনার্য্য—সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন-না-কোনও আকারে এই জাতিভেদ প্রথার বীজ নিহিত আছে। আর সেই জন্যই, জাতিভেদ যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টির আদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। তবে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—ভারতবর্ষ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাই ভারতীয় হিন্দুগণের

* মনুসংহিতার দশম অধ্যায় ৬১—৬৭ শ্লোক, দ্রষ্টব্য।

জাতিভেদ প্রথার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জন্মগত অধিকার-ভেদ—আর্য্য-হিন্দুগণের সেই সর্ব্বাঙ্গীণ সভ্যতারই পরিচায়ক। আমরা প্রধানতঃ দেখিতে পাই—জন্মগত জাতি-বর্ণানুক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত নিম্নতম বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির তারতম্য কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? কৃষক-পুত্রের কৃষিকার্য্যে সংস্কার আপনিই সঞ্চিত হয়; কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তি-জীবিদিগের সন্তান-সন্ততির উপর বংশানুক্রমিক প্রভাব আপনি আসিয়া পড়ে; অন্যান্য জাতিবর্ণ-সম্বন্ধেও সেই একই ভাব দেখিতে পাই। ইহাই বংশানুগত বর্ণ-ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই জন্যই, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াও, মানুষ আপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিপদে বা প্রলোভনে পতিত হইয়া, মানুষ অনেক সময় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু সর্ব্বথা তাহার পূর্ব্বসংস্কার দূর হয় কি? তাই দেখিতে পাই, মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও, এ দেশের বহু অধিবাসী আজিও হিন্দু-দেবদেবীর উপাসনায় যোগ দেয়। তাই দেখিতে পাই, মাদ্রাজী খৃষ্টানগণ অনেকেই এখন শিখা ধারণ করে এবং দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধারণা,—তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু জাতিত্যাগ করে নাই। বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দ—বেদে একাধিক বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্র-দেবতার উপাসনা-স্তোত্রে বলিতেছেন,—"হত্বী দস্যূন প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ।" ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তাহার অর্থ করিয়াছেন,—"হে ইন্দ্র, আপনি দস্যুদিগের বধ-সাধন করিয়া আর্য্যবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিকে রক্ষা করুন।" যাঁহারা জাতি-ভেদ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কৌশলে উক্ত সূক্তান্তর্গত 'বর্ণ' শব্দটিকে একরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন,—"সায়ণের অর্থ ঠিক নহে; ঋগ্বেদের সময় দুই জাতি ছিল—আর্য্যজাতি ও অনার্য্য-জাতি। এখানে 'বর্ণ' শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে।" * ইহার উপর বাঙ্নিষ্পত্তি বাহুল্য মাত্র। বেদ-ব্যাখ্যায় যাঁহারা সায়ণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্পর্দ্ধায় বলিহারি যাই! বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, তাঁহারা করিয়াছেন—স্তোত্র-রচয়িতা। ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—বীর্য্যবান্। অথচ, বেদে যে যে স্থলে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, তত্তৎস্থলে সায়ণাচার্য্যের অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ সকল শব্দে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ভাবই মনে উদয় হয়। সপ্তম মণ্ডলের উননবতি সূক্তে বরুণের উপাসনা আছে। সেই উপাসনায় তাঁহাকে 'রাজা' বলা হইয়াছে এবং তিনি 'সুক্ষত্র' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সূক্তটী পাঠ করিলে, সেই বরুণ রাজাকে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু, পাছে 'ক্ষত্রিয়' বর্ণের সৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে হয়,—এই

* মাক্ষমূলার প্রথমে এই অর্থ (সুক্ষত্র=Almighty) করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসরণে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঐ শব্দে 'অতিশয় বলবান' অর্থ গ্রহণ করেন। 'বর্ণ' শব্দের পুর্ব্বোক্তরূপ অর্থও বোধ হয় রমেশ বাবুরই কল্পনা-প্রসূত।

জন্য, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 'সুক্ষত্র' শব্দের অর্থ—'বলবান' করিয়াছেন। * ইহাও বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ যে কেহ গ্রহণ করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। যিনিই যাহা বলুন, ফলে দেখা যায়,—বর্ণ-ভেদ-প্রথা বৈদিক কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে; এবং ঐ প্রথা এ দেশের প্রকৃতির সহিত মজ্জাগত-ভাবে অবস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* * *

## বেদ-মূল।

বেদই সর্ব্ব-শাস্ত্রের মূল।

বেদ হইতেই যে অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, হিন্দুকে তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হয় না; অপরেও তাহা অঙ্গীকার করিতে পারেন না। যাহা বেদানুগত—তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র—বেদেরই অভিব্যক্তি মাত্র। বেদ হৃদয়ের সামগ্রী; বেদ হৃদয়েই অধিষ্ঠিত ছিল। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদ প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় নাই; বৈদিক সূক্ত-সমূহ তখনই ঋষিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে সংগ্রথিত ছিল। পিতা, পুত্রকে সে স্তোত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন; পুত্র, প্রপৌত্রকে সে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। * পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই বৈদিক স্তোত্র-সমূহ সংসারে চলিয়া আসিতেছিল। বেদের অপর নাম—শ্রুতি; শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল,—সেই জন্যই বেদের অপর নাম—'শ্রুতি'। কালধর্ম্মে মনুষ্যের ধৃতি-শক্তির হ্রাস হইতেছে—উপলব্ধি করিয়া, জনহিত-ব্রতধারী ঋষিগণ বেদের সূক্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহারই কিছুকাল পরে, কোন্ সূক্ত কিরূপভাবে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হইবে,—তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগ—গদ্যে রচিত। বেদের শাখা-অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভাগের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল,—পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগকে পরবর্ত্তি-কালে বেদের উপসংহার-ভাগ বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পর, আরণ্যক ও উপনিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করিবার সময়, গুরুর নিকট বেদ-বিষয়ক যে আলোচনা ও শিক্ষালাভ হইত, আরণ্যক-গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে উহা সূচিত হইয়াছিল বলিয়াই, উহার নাম—আরণ্যক। বেদ-সংহিতা পাঠের পর, সেই আরণ্যক অর্থাৎ বেদ-সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করার রীতি ছিল। আরণ্যকের পর—উপনিষৎ। কাহারও কাহারও মতে,—আরণ্যক ও উপনিষৎ একই সময়ে রচিত হইয়াছিল। উপনিষৎ শব্দের অর্থ—[ উপ + নি + সদ ( গমন ) + ক্বিপ্ ] সমীপে গমন; অর্থাৎ, যদ্দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, আত্মভাব উপলব্ধি হয়,—তাহাই উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ-ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড; উপনিষৎ—জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, উপনিষদে জ্ঞানের

---

* ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

দ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপণের বীজ নিহিত আছে। অধুনা উপনিষৎ নামে বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আদি উপনিষৎ বার খানি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তৎসমুদায়, বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অংশ-মধ্যে পরিগণিত। উপনিষদের পর—দর্শন। দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ষড়্‌দর্শন নামে উহা অভিহিত। বেদে যাহার আভাষ ছিল; আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার বিবৃতি হইয়াছিল; দর্শন-শাস্ত্রে তাহারই প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শিত হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগের অপর অঙ্গ—স্মৃতি। 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ—[ স্মৃ ( স্মরণ ) + তি ] পূর্ব্বানুভূতি। বেদে যাহা আছে, মন্বাদি ঋষিগণের যাহা স্মৃতি, তাহারই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি—সম্পূর্ণরূপ বেদানুবর্ত্তিনী। স্মৃতি সমূহ—মন্বাদি-প্রণীত সংহিতা নামে অভিহিত। স্মৃতি এবং দর্শন-শাস্ত্রের প্রণয়ন-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অনেকেই বলেন,—দর্শনের পূর্ব্বে স্মৃতি বিরচিত হইয়াছিল। স্মৃতির পর,—পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি। পুরাণের সংখ্যা—অষ্টাদশ; উপপুরাণের সংখ্যা—অনেকগুলি। বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দৃষ্টান্ত-উপদেশাদি দ্বারা জনসধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই, প্রধানতঃ পুরাণ-পরম্পরা প্রণীত হয়। ইহাতে সময়-বিশেষের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক হইতে যেমন বহুতর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এক বৃক্ষ হইতে যেমন বহুতর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; এক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন বহুতর দীপ শিখার উদ্ভব হইয়া থাকে; এক বেদ হইতে তদ্রূপ বেদাঙ্গ বেদান্ত প্রভৃতির সৃষ্টি পরিপুষ্ট সাধিত হইয়াছে।

* * *

## বৈদিক ধর্ম্মের মৌলিকত্ব-প্রসঙ্গে।

বৈদিক-ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আদিভূত।

ভগবদনুসরণই—মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুসরণের ফলেই—মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন, মনুষ্যের সভ্যতা, মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি। যে জাতি যতটুকু পরিমাণে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম ততদূর সমুন্নত, তাহার সভ্যতা ততদূর পরিমার্জ্জিত। আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বেদাদি শাস্ত্র—তাহার জীবন্ত নিদর্শন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাতি—যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী—বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ, এমন কোনও অবিসম্বাদিত তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, বৈদিক-ধর্ম্মে যাহার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের আলোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই না কি,—আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই অন্যান্য ধর্ম্মের সার সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে? আমরা দেখিতে পাই না কি,—অনেক সামগ্রী দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু সকলেরই মূল—সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম। কোনও এক সময়ে, আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত পৃথিবীর প্রাচীন জাতি-সমূহের অনেকেরই আচার-ব্যবহার এবং কর্ম্ম-পদ্ধতির সামঞ্জস্য ছিল। পুরাবৃত্তে

তাহার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও নীতি-তত্ত্বের অনেক অংশ আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শের অনুসরণকারী। এক জ্যোতিঃ হইতে যেমন সকল জ্যোতির উৎপত্তি হয়; অথচ, সেই জ্যোতিঃ-সমূহের কোনটী উজ্জ্বল, কোনটী ক্ষীণপ্রভ, কোনটী বিমল হইয়া থাকে; ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে। আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শ বৈদিক-ধর্ম্মের দিব্য-জ্যোতিঃ এককালে দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; এখনও তাহার অংশ-মাত্র কোথাও কোথাও সঞ্চিত আছে; আর্য্য-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর ধর্ম্ম-সমূহের উৎপত্তির ও বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সে ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষেরই।" তাহা যদি অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, প্রোক্ত সিদ্ধান্তে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং এখন দেখাইতেছি,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনও কি প্রকারে ভারতীয় ধর্ম্মের অনুসরণকারী! মানুষের গণনায় যতদুর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—পৃথিবীতে এখন মোটামুটি এক শত কোটী লোকের বসতি আছে। এই এক শত কোটি লোকের মধ্যে তিপ্পান্ন কোটী লোক হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী; অবশিষ্ট সাতচল্লিশ কোটী লোক অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসক। বলা বাহুল্য, সেই সাতচল্লিশ কোটীর মধ্যে—খৃষ্ট ধর্ম্ম আছে, মুসলমান-ধর্ম্ম আছে, জোরাষ্ট্রিয়ানিজম (প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম্ম) আছে, জুডাইজম্ (মোজেস-প্রবর্তিত ইহুদিগণের ধর্ম্ম) আছে, আরও কত ধর্ম্ম আছে। কিন্তু যতই যাহা থাকুক, আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি,—তাহার কোনটীই আদিভূত নহে। কোন্ ধর্ম্মের কোন্ সময় অভ্যুদয় হইয়াছিল,—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। সে প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া, কেহই কখনও বলিতে সাহসী হন নাই যে, আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ব্বে ঐ সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল।

* * *

## বেদে ইতিহাস প্রসঙ্গ।

বেদে পুরাবৃত্ত।

বেদে যেমন হিন্দুর পারলৌকিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতে ইহলৌকিক সমাচারও সেইরূপ নিহিত আছে। বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাসন-প্রণালী প্রভৃতির আভাষ, বেদেই দেখিতে পাই। সে হিসাবে, পক্ষান্তরে, বেদকে পুরাবৃত্ত-ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। তবে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস শব্দে অধুনা যে সামগ্রীটিকে বুঝাইয়া থাকে, বেদে বা অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে হয় তো ঠিক সেটুকু না বুঝাইতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের যাহা সার-সামগ্রী, পুরাবৃত্তের যাহা উপাদানভূত, বেদ বা শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। হইতে পারে,—সময়-কাল-নির্দ্দেশে ধারাবাহিক ঘটনাবলীর বা রাজন্যবর্গের বিবরণ উহাতে নাই; হইতে পারে,—দিবা-মান-দণ্ড-নিরূপণে যুদ্ধ-বিগ্রহের

বর্ণনাও উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; হইতে পারে,—বর্ত্তমান ইতিহাসের ভাষাভাসে ও শাস্ত্র-বর্ণিত কাহিনী-কলাপে, আরও শত-পার্থক্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু তথাপি বলিতে সাহস করিতেছি,—বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ, হিন্দুজাতির ইতিহাস;—একটী সভ্য-সমুন্নত জাতির যে ইতিহাস হওয়া উচিত, তাহা সেই ইতিহাস। যাহা লোকশিক্ষার অনুকূল, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষ আপনার জীবনগতি নির্ণয় করিয়া লইতে পারে, তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসে অতীতের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত দেখি; ইতিহাসে বর্ত্তমানের ভাব-পরম্পরা বিশদীকৃত হয়; ইতিহাসে ভবিষ্যতের গন্তব্য-পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। অতীত ঘটনার ফলাফল দর্শনে, বর্ত্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়,—ইতিহাস তাহাই নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ইতিহাস—কখনও দর্শন, কখনও বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়—তাই আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ইতিহাস। জীবনগতি-নির্দ্ধারণে মনুষ্যের যাহা কিছু আবশ্যক, যে পথে যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিলে শ্রেয়ঃ লাভ সম্ভবপর,—শাস্ত্র, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে সদসৎ পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মেরই প্রাধান্য প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। কিন্তু শাস্ত্র, লোক-শিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, অসতের ন্যূনতা এবং সতের প্রাধান্য, অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয়—এই চিত্র হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য, তদুপযোগী উপাদান-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লোক-লোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসের এবং শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই পার্থক্য। রাজার কিরূপ প্রজাপালক হওয়া প্রয়োজন, তাঁহার কিরূপ ত্যাগশীলতা-আত্মোৎসর্গ আবশ্যক—শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শত শত চিত্রে শাস্ত্র সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পতি-ভক্তির আদর্শে সংসার অনুপ্রাণিত হউক; লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন অর্জ্জুন প্রভৃতির ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া জগৎ সৌভ্রাত্র শিক্ষা করুক; পিতৃভক্তি, স্বজন-প্রীতি, আত্মত্যাগ, বীরত্ব, সত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ-চিত্র নয়নে নয়নে প্রতিভাত থাকুক;—শাস্ত্র তদনুরূপ উপাদান-সামগ্রীই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা অনাবশ্যক, যাহাতে লোক-শিক্ষার কোনও বীজ নিহিত নাই,—শাস্ত্রে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। আরও এক কথা!—জলোচ্ছ্বাসের প্রবল প্লাবনে নগর-জনপদ ভাসমান হইলে, সে স্মৃতি অনেকেই বিস্মৃত হইতে না পারেন; কিন্তু কাল-সাগরের তরঙ্গ-প্রবাহে কত কত জলবুদ্‌বুদ্ উত্থিত হয়, কে তাহা গণনা করিয়া রাখিতে সমর্থ হন? ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরাও অনেকটা সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ইতিহাসে যাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকে, ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চয়ই তাহার ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। এইরূপে কমিতে কমিতে, কালক্রমে অত্যুজ্জ্বল স্মৃতির চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট থাকে; সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা কেহই আর তখন গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ও ইংরেজ-রাজত্বের সেদিনের ঘটনাই উল্লেখ করি না কেন? মামুদ ঘোরীর ভারত-লুণ্ঠন-কাহিনী

স্মৃতি-পটে যতটা উজ্জ্বল হইয়া আছে, দাসবংশীয় রুকুনুদ্দীন বা নসিরুদ্দীনের কথা কি ততদূর মনে থাকিবে? পলাশীর যুদ্ধ-কাহিনী, অথবা সিপাহী-যুদ্ধের পর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী যতদূর স্মরণ থাকা সম্ভবপর, রিস্তাম্বর বা পুলিলুরের যুদ্ধ-কথা অথবা সেগৌলীর সন্ধি-কথা ইতিহাসে তাদৃশ প্রশস্ত স্থান লাভ করিবে কি? ফলে, পরবর্ত্তিকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী একে একে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইবে;—গুরুত্ব অনুসারে প্রসিদ্ধ ব্যাপার-পরম্পরাই ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে। কয়েক দিনের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোড়ন করিলেই, এই তথ্য সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে, কত কালের কত কোটী কোটী বৎসরের—আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস, কিরূপে ধারাবাহিক সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ, তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যাহা বিশিষ্ট, যাহা সারভূত, যাহা প্রয়োজনীয়,—শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসে তাহাই স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অলোচনা করিলেও বুঝা যায়, অধুনা পাশ্চাত্য-জাতিগণ যাহাকে ইতিহাস বলেন, আমাদের ইতিহাস তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামগ্রী ছিল। তাহাতে, ইতিহাস শব্দে—[ইতিহ (পরম্পরাগত উপদেশ) + অস্ (হওয়া) + অ] যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে—তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মহাভারতে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসহ পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই ইতিহাস।" * সে হিসাবে, শাস্ত্রমাত্রকেই প্রকারান্তরে ইতিহাস বলা যাইতে পারে। বেদ সে ইতিহাসের আদিভূত। বেদ—হিন্দুর পুরাবৃত্ত।

* * *

### বেদে রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ।

বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ।

কিন্তু সেই পুরাবৃত্তে—বেদে—প্রাচীন রাজন্যবর্গের ও আচার-ব্যবহারের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই? বলিয়াছি তো, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন কালে অন্য কোনও আকারে ইতিহাসের অস্তিত্ব হয় তো বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের বিপ্লব-বিবর্ত্তনে তৎসমুদায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। বেদ কণ্ঠে কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই! আর সেই জন্যই মনে হয়, বেদে ইতিহাসের সারভূত কয়েকটী তত্ত্বের উল্লেখ ব্যতীত বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে যে সকল রাজন্যবর্গের নাম উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কখনও বজ্র-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগের সংহার সাধন করিতেছেন; তিনি কখনও দেবতাদিগের রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন; তিনি কখনও পূজা-

---

* "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

উপচার প্রাপ্ত হইতেছেন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রেই দেবরাজ ইন্দ্রের গুণ-কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—বৃত্র বা অহি মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর-বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুর-বধের যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।" * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—"বাবিলন-নগরে সেমিটিক জাতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুর বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।" পারসিকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়। 'জেন্দ আভেস্তায়' বৃত্রকে 'বেরেথ্র' এবং ইন্দ্রকে 'বেরেথ্রগ্ন' (বৃত্রঘ্ন) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত; 'জেন্দ আভেস্তার' অন্তর্গত 'বহ্রাম যহ্‌ৎ' অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রগ্নের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। বৃত্রের 'অহি' নামের আভাষও 'জেন্দ আভেস্তায়' পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের 'ইন্দ্র' এবং জেন্দ আভেস্তার "বেরেথ্রগ্নকে" পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিয়স' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও দেবতাদিগের রাজা ছিলেন; ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্র ধারণ করিতেন। দানব-দমনে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন; গ্রীকদিগের 'জিয়স' সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস,' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে 'টিটান'-কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের 'আপোলো' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। † ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। 'আপোলো' সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা 'ফোয়েবসের' অশ্ব ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের 'হেলিয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন;—এইরূপ নানা বিষয়ে ইন্দ্রের সহিত গ্রীক-দেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের হস্তী—ঐরাবত; ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা; ইন্দ্রের পুরী—অমরাবতী; ইন্দ্রের উদ্যান—নন্দন; ইন্দ্রের প্রাসাদ—

---

* ম্যাক্সমুলার বলেন,—"বেদের এই বৃত্রাসুর বধ হইতেই হোমারের ইলিয়ড-গ্রন্থে ট্রয়-যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা ট্রয়-যুদ্ধের হেলেন (Helen), বেদের পণিগণ (Pannis)—ট্রয়ের পারিস (Paris) নাম পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।"

† গ্রীকদিগকে জিয়স (Zeus) লাটিন ভাষার জুপিটার (Jupiter) নামে অভিহিত। টিটান (Titan), আপোলো (Apollo), ফোয়েবস (Phoebus), হেলস্ (Halos) প্রভৃতির বিবরণ যে কোনও ইংরেজী অভিধান দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

বৈজয়ন্ত; ইন্দ্রের পত্নী—শচী; ইন্দ্রের পুত্র—জয়ন্ত। এ সকলের সহিতও গ্রীকদিগের অনেক দেবতার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সকল দেখাইয়া ইন্দ্রের সহিত পারসিকদিগের এবং গ্রীকদিগের দেবদেবীর একত্ব-প্রতিপাদনে অনেকে প্রয়াস পান। তাঁহাদের সহিত আমরা অবশ্য একমত হইতে পারি না। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণের দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য-কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতেই অন্যান্য জাতি আপন আপন দেবদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন,—এই সকল সামঞ্জস্যে তাহাই বরং মনে হইতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্রের পর, যে সকল নরপতির প্রসঙ্গ বেদে উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে 'রাজা সুদাস' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্বয়ং ইন্দ্র সুদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সেই বলে বলীয়ান হইয়া, রাজা সুদাস বহুদেশে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' লিখিত আছে,—রাজা সুদাস সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সুদাসের যে বীরত্ব-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুদাসকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া মনে হয়। অনু এবং দ্রুহ্যু নামক দুই বীরের অধিনায়কত্বে এক সময়ে ষষ্টি শত এবং ষট্‌সহস্র ষড়ধিক ষষ্টিসংখ্যক যোদ্ধা, রাজা-সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু সুদাস তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুদাসের এই বীরত্ব-বর্ণনা—ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা সুদাস দশ জন স্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, বেদে উল্লিখিত আছে। সুদাসের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠার পরিচয়—তিনি সাহিত্য-সেবী কবিগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বংশধর কবিগণ তাঁহার নিকট যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে তাহা বর্ণিত আছে। এক সময়ে কবি ত্রিৎসু বা বসিষ্ঠ, রাজা সুদাসের নিকট দুই শত গাভী, দুইখানি রথ, চারিটি অশ্ব এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য কবিগণও রাজা সুদাসের নিকট সর্ব্বদা বিবিধ প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাসের গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বংশধরগণকে বলিয়া নহে;—বিদ্যা এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ-দানের জন্য রাজা সুদাস সর্ব্বদা অর্থ-সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাপালক, তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন। সুদাসের পিতার নাম—দিবোদাস (পিজবন)। তাঁহার পিতামহ ছিলেন—রাজা দেববান। সুদাসের ন্যায় আরও বহু রাজার বিবরণ বেদে নিবদ্ধ আছে;—কোনও নৃপতি দূরদেশে অধিকার-বিস্তারে ব্রতী আছেন, কোনও নৃপতি যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেছেন, কোনও নৃপতি সৎকর্ম্ম-প্রভাবে রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন, কোনও নৃপতি প্রজাপালনে যশোসম্মান লাভ করিতেছেন। সেই প্রসিদ্ধ রাজগণের মধ্যে তুর্ব্বসু, ত্রসদস্যু, যদু, তুর্ব্বেতি, বৃহদ্রথ, পুরু, বরুণ, অতিথিগ্ব, ঋজিশ্বান, সুশ্রবা, তূর্য্যবান, কুৎস, আয়ু, নর্য প্রভৃতির নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কোনও রাজা একচ্ছত্র সম্রাট-পদ লাভ করিয়াছিলেন; কোনও রাজা করদ-মিত্র রাজ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

* * *

## বেদে যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিষয়।

বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ।

রাজা সুদাস প্রভৃতির সমর-প্রসঙ্গে বৈদিক কালের যুদ্ধ-প্রণালীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তখনও রাজন্যবর্গ, সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি লইয়া, পাত্র মিত্র সহ. মহা সমারোহে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তখনও, শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। তখনও রণবাদ্য, ভেরি এবং পতাকা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র—এখনকার গোলাগুলি কামান প্রভৃতিকেই উপেক্ষা করে না কি? তখনকার তীর পরিচালনার কি অপূর্ব্ব চিত্রই দেখিতে পাই। তীরই কত প্রকারের? কোনও তীর অগ্নি উদ্গীরণ করে; কোনও তীর হইতে বিষ উদ্গীর্ণ হয়; কোনও তীরের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ-ধার লৌহময় শলাকা; কোনও তীরে সুতীক্ষ্ণ হরিণ-শৃঙ্গাগ্র বিরাজমান। * এক একটী যুদ্ধের ভীষণতাই কি ভয়ানক। রাজা সুদাস, একটী যুদ্ধে ষষ্টিসহস্রাধিক শত্রু-সৈন্যকে ভূতল-শায়ী করিয়াছিলেন। বীরবর কুৎস, দস্যুগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য-নিহত করেন। ইন্দ্রের এক দিনের একটী যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচ লক্ষ শত্রু-সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়। † এইরূপ আরও কত কত যুদ্ধের কত কত লোমহর্ষণ কাহিনী বেদে বর্ণিত আছে। সে তুলনায়, কোথায় লাগে—বর্ত্তমান-কালের অনলবর্ষী কামানের ভীষণতা! সে তুলনায়, কোথায় লাগে—শত্রু সংহারে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! সমর-প্রাঙ্গণে কামানের ব্যবহার এবং ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু সংহার,—যাঁহারা সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ঋগ্বেদে কোন্ স্মরণাতীত যুগের ইতিহাস, তাঁহাদিগকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারে। তবে এখনকার যুদ্ধে ও তখনকার যুদ্ধে পার্থক্য কি কিছুই নাই? পার্থক্য অবশ্যই আছে। প্রধান পার্থক্য—উদ্দেশ্যগত। তখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্ম রক্ষা, প্রজারক্ষা; আর এখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য—আত্মপ্রাধান্য-রক্ষা। তখনকার রাজন্যবর্গ প্রধানতঃ ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দস্যুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন;—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্য, যত কিছু যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত; কিন্তু এখনকার যুদ্ধ প্রায় স্থলেই স্বার্থসিদ্ধি-মূলক অথবা অভিমান-সঞ্জাত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোনও কোনও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত, আর্য্য-হিন্দুগণকে কোনও এক অভিনব দেশের আগন্তুক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, এই যুদ্ধ-ঘটনা-সমূহকে অন্য রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন! তাঁহারা বলেন,—"আর্য্য ও অনার্য্যের এই যুদ্ধের সহিত স্পেনীয়গণের আমেরিকা অধিকারের তুলনা করা যাইতে পারে। স্পেনীয়গণ আমেরিকায় গিয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণকে যেরূপ নির্ম্মূল করিয়াছিল, আর্য্যগণও ভারতে আসিয়া ভারতীয় অনার্য্য-

---

* ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তে সুসজ্জিত গজস্কন্ধারূঢ় রাজার যুদ্ধ গমনের দৃষ্টান্ত আছে। 'ঐরাবত' হস্তী এবং 'উচ্চৈঃশ্রবা' ও 'দধিক্রা' (চতুর্থ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে) প্রভৃতি অশ্ব তৎকালে কি প্রসিদ্ধিই লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে ঘোটক ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

† সপ্তম মণ্ডলে ১৮শ সূক্তে সুদাসের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ১৬শ ও ২৮শ সূক্তে কুৎসের ও ইন্দ্রের শত্রু-সংহার বিবরণ লিখিত আছে।

জাতির তদ্রূপ মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন! আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ-ব্যাপারে তাহাই প্রতীত হয়।" এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু, আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—আর্য্য-হিন্দুগণ এ দেশেরই অধিবাসী, তাঁহারা কখনই অন্য দেশের আগন্তুক নহেন। বেদে যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দস্যুর বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে কুযব, অযু এবং কৃষ্ণ নামা দস্যু বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত দস্যুদ্বয় প্রধানতঃ সিপা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নদী-সমূহের নিকটস্থিত বন্য-প্রদেশে বসবাস করিত; এবং একটু সুযোগ বুঝিলেই দলবলসহ নগর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। কৃষ্ণ-নামা দস্যু অংশুমতী নদীর তীরে অবস্থিতি করিত; তাহার দলে দশ সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ঐ সকল দস্যুর উপদ্রবে নিরীহ জনসাধারণ বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র ঐ দস্যুদলের সংহার-সাধন করেন। কেবল দুস্যুদল বলিয়া নহে,—আর্য্য-রাজগণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মাচারবিরোধী ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদিগেরর যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। সরযূ-নদীর তীরের যুদ্ধে ইন্দ্রের হস্তে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক আর্য্য-নরপতিদ্বয় নিহত হন। প্রজাপালক রাজা দিবোদাসকে ইন্দ্র শতসংখ্যক প্রস্তরনির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন। তিনি কুযবাচকে নিহত করিয়া দুর্য্যোণি রাজাকে রাজ্য দিয়াছিলেন; এবং অনার্য্য-জাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া আর্য্য-রাজগণকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বহু অবাধ্য ব্যক্তি বহুজনের বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। * এক কথায়, দেশপতি সম্রাট যেরূপ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তিনি যেরূপ দুর্ব্বিনীত করদ-রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া থাকেন,—এই সকল ঘটনা-পরম্পরা দর্শনে, তাহাও সেই বেদোক্ত কালেরই অনুসরণ বলিয়া মনে হয়।

* * *

## বেদ বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বর্ণিত সময়ের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—তখন অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। এক দস্যুভীতি ভিন্ন তাঁহাদের অপর কোনরূপ কষ্টের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণা ছিলেন; দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের বিভীষিকা কদাচিৎ উপস্থিত হইত; ক্রিয়া-কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞের প্রভাবে ঋষিগণ দেবরোষ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন, রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা ছিল; প্রজা-পুঞ্জের সুখ-সাধনেই রাজা নিয়ত নিরত থাকিতেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে শস্যহানি, অথবা অকাল-বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যুর কথা আদৌ শুনা যাইত না। কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে

---

* কুযব, অযু ও কৃষ্ণ দস্যুর বিবরণ যথাক্রমে প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্য্যোণি রাজার বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্তে এবং নববাস্ত্বাদির ও অন্যান্য ব্যক্তির বশ্যতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে দ্রষ্টব্য।

নিযুক্ত থাকিত; বৈশ্যগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, ক্ষত্রিয়গণ শান্তি-রক্ষায় এবং ব্রাহ্মণগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরারাধনায় ব্রতী থাকিতেন। তখনও, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন গ্রাম-নগর ছিল; ইষ্টক-প্রস্তরাদি দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত; গতিবিধির সুবিধার জন্য সুপরিসর রাজপথ ছিল; দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণের নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত হইত; অশ্বযোজিত শকট, নৌকা, অর্ণবপোত এবং অন্যান্য যানাদির কিছুরই অভাব ছিল না। তৎকালে, বাণিজ্য-ব্যপদেশে, রাজ্যাধিকার-উদ্দেশ্যে, আর্য্যগণ দেশে-বিদেশে গমন করিতেন; দূর সমুদ্র-পথেও তাঁহাদের গতিবিধির অবধি ছিল না। * উৎপন্ন-দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, যব, কলাই, তিল এবং নানাবিধ ফলমূলের উল্লেখ দেখা যায়। ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের কিছুরই অভাব ছিল না। আর্য্যগণ 'সোমরস' পান করিতেন ও দেবতাদিগকে 'সোমরস' দান করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই 'সোমরস' যে কি, এখন তাহা কোনপ্রকারেই নির্ণীত হয় না। কেহ কেহ বলেন,—"চন্দ্র-দেব 'সোম' নামে এবং চন্দ্রের সুধা 'সোমরস' নামে অভিহিত হইত।" কাহারও কাহারও মতে,—"সোমরস, সিদ্ধি-পত্রের রসের ন্যায়; আর্য্যগণ এবং তাঁহাদের দেবতাবৃন্দ সেই রস পান করিতেন।" সে হিসাবে তাঁহারা সোমরসকে মাদক-সামগ্রী বলিয়াই মনে করেন। বৈদিক কালের আর আর আচার-ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাই,—তৎকালে পশুবলি প্রচলিত ছিল; এবং আর্য্যগণের কেহ কেহ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করিতেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে কূপ হইতে জল তুলিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ-ভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ঋগ্বেদের সময়েও কোথাও কোথাও সে প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথাও কোথাও ঘোটকের দ্বারা চাষ-আবাদ হইত বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। সভ্য আর্য্য-হিন্দুগণ তখন সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; অসভ্য অনার্য্যগণ অনার্য্য-ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিত। তবে সে ভাষা এখনকার ভাষা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈদিক-ভাষার সহিত পরবর্ত্তি-কালের সংস্কৃত-ভাষার প্রায়ই ঐক্য নাই। বর্ত্তমান-কালের সংস্কৃত-ভাষা ব্যাকরণের নিয়মানুবর্ত্তী। কিন্তু বৈদিক-ভাষা সে ব্যাকরণের নিয়মাধীন নহে। ভাষার গতি দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং বেদের অর্থ-পরিগ্রহ দিন দিনই দুঃসাধ্য হইয়া আসিতেছে;—বিকৃত অর্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই অর্থ-বিপর্য্যয়-হেতু, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধেও ভ্রান্ত-মতের প্রচলন হইয়াছে। প্রথমতঃ শব্দার্থের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন যে শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হইত, এখন যে শব্দের অর্থান্তর দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, পদার্থাদির নাম কতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন যে পদার্থ যে নামে পরিচিত হইত, এখন সে পদার্থের সে নাম প্রায়ই অন্য আকার ধারণ

---

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬শ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজর্ষি 'তুগ্র' আপন পুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে দেখিতে পাই, ধনলাভেচ্ছু বণিকগণের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ উল্লিখিত আছে।

করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাক্য-সমাবেশেও বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তখন যে বাক্য যে ভাবে অবস্থিত হইলে যে অর্থ প্রতীত হইত, এখন সে বাক্যে সে অর্থ প্রায়ই উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তখন যে ঋকের যে অর্থ হইত, এখন সে ঋকের সে অর্থ প্রতিপাদন করা বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন পরবর্ত্তী শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক; সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন নিরুক্তকার ভাষ্যকার প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—বেদ কিরূপে বংশ-পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি,—বেদব্যাস ও অথর্ব্ব ঋষি কিরূপে বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময় কোন্ ঋকের কিরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল, যদি কেহ তাঁহাদের গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই সে অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে সে শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থন সম্ভবপর নহে;—সেই জন্য সাধারণতঃ যাস্কের নিরুক্ত এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারেই অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত—বেদাঙ্গ-গ্রন্থ বিশেষ; বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা নিরুক্তে লিখিত আছে। যাস্কের নিরুক্তই এখন প্রচলিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—"মহামুনি যাস্ক খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।" কিন্তু যাস্কই যে প্রথম নিরুক্তকার, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বে বেদ-ব্যাখ্যাতা অন্যান্য নিরুক্তকার বর্ত্তমান ছিলেন, যাস্কের গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শাকপূর্ণি (শাকপূনি) ঔর্ণবাভ (উর্ণবাভ), স্থৌলাষ্ঠিবী (স্থুলোষ্ঠিবী) প্রভৃতি নিরুক্তকারগণের এখন নাম মাত্রের উল্লেখ দেখি; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্র কিছুই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকারগণের গ্রন্থ-সমূহের উদ্ধার সাধন হইলে, বৈদিক ঋক-সমূহের আদি অর্থ অনেকাংশে উপলব্ধ হওয়ার সম্ভবনা ছিল। তার পর, যাস্কের তুলনায় সায়ণাচার্য্য—সে-দিনের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন,—"বিজয়-নগরের রাজার দরবারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধব বিদ্যারণ্য নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য, এবং তাঁহারই ভাষ্যানুসারে অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।" পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সকলেরই এখন অবলম্বন—সেই সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্য। * সেই ভাষ্য ব্যতীত বেদ বুঝিবার অন্য উপায় এখন আর কিছুই নাই। সুতরাং সে দিনের সায়ণাচার্য্য বেদ-ব্যাখ্যায় যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তি করিয়া

---

* ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২৯ খৃঃ—১৮৫২ খৃঃ) ইউরোপে বেদের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, ডক্টর উইলসন প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-পণ্ডিত বার্ণুফ. 'জেন্দ' ও বৈদিক-ভাষার শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সমসাময়িক রোসেন, এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক (আট অধ্যায়ে একটী অষ্টক; ঋগ্বেদে আট অষ্টকে চৌষট্টি অধ্যায় আছে) লাটিন' ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পর, ফরাসী-পণ্ডিত লাঙ্‌লো, ফরাসী-ভাষায় সমগ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চবিংশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ খৃঃ—১৮৭৪ খৃঃ) অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সায়ণের টীকা সহ সমগ্র

গিয়া থাকেন, সকলেই এখন সেই ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বুঝি বা সে ভ্রান্তি অপনোদনের আর সম্ভাবনাই নাই! চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের অভ্যুদয় কালে, মাধব বিদ্যারণ্য বা মাধবাচার্য্য, বিজয়-নগরের রাজা বুক্কার্য্য এবং হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন; সায়ণাচার্য্য নাম তাঁহার কেন হইল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু, মতান্তরে বুঝা যায়,— তাঁহার বহু পূর্ব্বে বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারই অস্থি-কঙ্কালের উপর বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া মাধবাচার্য্য সেই ভাষ্যকে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-নামে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণমাধব' এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহাতে দুই টীকাকারকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সায়ণাচার্য্যের সহিত তাঁহার তুলনাচ্ছলে, লোকে হয় তো 'সায়ণমাধব' বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত, এবং তাহা হইতেই হয় তো তিনি পরবর্ত্তিকালে সায়ণাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—"সায়ণাচার্য্য, মাধবাচার্য্যের সহোদর ছিলেন। মাধবাচার্য্য, ব্রাহ্মণের টীকা প্রণয়ন করেন, আর সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়া যান।" যাহা হউক, কাল-বিপর্য্যয়ে বেদের এবং বেদ-ব্যাখ্যার যে বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। এখন যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, অথবা এখন যাহা বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত, তাহা যে বহুরূপে বিকৃত হইয়া আছে, অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

## বেদের দেবতা ও ঋষি।

**বেদোক্ত দেবতা ও ঋষি।**

বেদ-চতুষ্টয়ে নানা দেবতার ও নানা ঋষির নাম উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায়—অগ্নি, অদিতি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, দাব্যা, পৃথিবী, গঙ্গা, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যূন তেত্রিশ হাজার দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। ঋষি-মহর্ষির সংখ্যা—অগণ্য, অসংখ্য। অগস্ত্য, অদিতি, কশ্যপ, অঙ্গিরস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, নারদ, কণ্ব, যযাতি, মান্ধাতা, প্রস্কন্ন, কুৎস, হিরণ্যগর্ভ

---

ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্করণ আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক অফ্রেক্ট, বার্লিন-সহরে বেদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লর্ড উইগ এবং গ্রাস্মান নামক দুই জন জর্ম্মণ-পণ্ডিত জর্ম্মণ-ভাষায় ঋগ্বেদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক বেন্ফি, অধ্যাপক ওয়েবার, অধ্যাপক রথ ও হুইট্নী প্রভৃতি, সামবেদ যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদের অংশ-বিশেষ প্রকাশ করেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই রোমান্ অক্ষরে বেদ প্রচার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন, ডক্টর ষ্টিভেন্সন এবং অধ্যাপক হৌগ ভারতবর্ষে বেদ-প্রচারে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত-প্রবর রমানাথ সরস্বতী, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বেদের অংশ-বিশেষ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। শেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সামবেদ প্রকাশে এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

ইত্যাদি এক এক নামেই কত কত ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। এক 'আঙ্গিরস' নামে অন্যূন পঁয়তাল্লিশ জন ঋষির উল্লেখ আছে; অযাস্য আঙ্গিরস, পবিত্র আঙ্গিরস, ধ্রুব আঙ্গিরস, কৃষ্ণ আঙ্গিরস, ভিক্ষু আঙ্গিরস, শিশু আঙ্গিরস, ইত্যাদি। এইরূপ কাণ্ব নামে অন্যূন পনের জন ( আয়ু কাণ্ব, বৎস কাণ্ব, মেধাতিথি কাণ্ব, সৌভরী কাণ্ব ইত্যাদি ) এবং কাশ্যপ নামে অন্যূন পাঁচ জন ঋষির ( অবৎসার কাশ্যপ, রেভ কাশ্যপ, ভূতাংশ কাশ্যপ ইত্যাদি ) উল্লেখ দেখা যায়। পুনঃপুনঃ একই নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায়, পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সময়-নিরূপণে নানা ভ্রম-প্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ সকল নাম যে তাঁহাদের পারিবারিক পরিচয়-চিহ্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ, অঙ্গিরস ( অঙ্গিরাঃ ) ঋষির বংশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিরস নামে তাঁহারাই অভিহিত হইয়াছেন; কশ্যপ-বংশ হইতে বহুতর কাশ্যপ এবং কণ্ব-বংশ হইতে বহুতর কাণ্বের উৎপত্তি। এই বিষয়টি বিশদরূপে বোধগম্য না হইলে, কাল-পরিমাণ-নির্দ্দেশে পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কোন্ ঘটনা কোন্ কাশ্যপের বা কোন্ আঙ্গিরসের সময়ে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং, সকল বিষয়েরই সময় নির্দ্দেশে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। বৈদিক সূক্তে যে পঁয়তাল্লিশ জন বিভিন্ন আঙ্গিরস ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে, যদি সেই ঋষিগণই বিশেষ বিশেষ সূক্তের রচয়িতা হন, তাহা হইলে প্রথম যে আঙ্গিরস ঋষি সূক্ত রচনা করেন,—শেষের রচয়িতা তাঁহার বংশধর আঙ্গিরস হইতে কত অধিক পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, সহজে তাহা বুঝা যায় না কি? আর এক কথা, এক এক বংশের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের নামই বেদে স্থান পাওয়া সম্ভবপর। তাহা হইলে, কয় পুরুষ পরে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার বিষয় নহে কি? কেবল ঋগ্বেদ বলিয়া নহে,—অন্যান্য বেদ-সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। চারি বেদেই প্রায় একরূপ দেবতা ও ঋষিগণের নাম দৃষ্ট হয়। বেশীর ভাগ, অথর্ব্ব-বেদে যম, মৃত্যু, কাল, দানব প্রভৃতির কতকগুলি স্তোত্র আছে। বৈদিক দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতি—প্রধানতঃ দুই প্রকার। কোনও কোনও দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে; কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করা হয়। এই হিসাবে, প্রথমোক্ত দেবতাগণ 'যাগাঙ্গ' দেবতা, এবং শেষোক্ত দেবতাগণ 'স্তোত্রাঙ্গ' দেবতা, নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জৈমিনির মতে,—"দেবতা কখনও শরীরী জীব হইতে পারেন না।" তিনি বলেন,—"মন্ত্রই দেবতা। দেবতা শরীরী হইলে, স্তুতিকারীর প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। তাঁহার অপ্রত্যক্ষ অবস্থান কল্পনা করিলেও, একই সময়ে নানা স্থানে তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব। কিন্তু মন্ত্রই যদি দেবতা হন, তাহা হইলে একই সময়ে সর্ব্বত্রই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর।" জৈমিনির এই মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। দেবতা ও ঋষি—অসংখ্য ও অগণ্য। তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিও তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের। অন্ততঃ শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু তাহাই মান্য করিয়া থাকেন।

* * *

বেদে অধিকারী অনধিকারী প্রসঙ্গ।

বেদ-ব্যাখ্যায় অধিকারী অনধিকারী।

বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মের সার মর্ম্ম আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিশেষ বিশেষ সত্য-তথ্যের আবিষ্কার-সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—প্রথম যে স্থান হইতে তাহা আবিষ্কৃত হয়, প্রাধান্য—সেই স্থানেরই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে 'সার আইজাক নিউটন' মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব-কথা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন; তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার নাম দেশে-বিদেশে বিঘোষিত। এখন যদি অপর কেহ, নিউটনের কথা না জানিয়াও মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলাম বলিয়া প্রচার করেন, কখনই তিনি নিউটনের উচ্চ-আসন লাভ করিতে পারিবেন কি? ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে সেই কথাই বলিতে পারি। যদি এক ধর্ম্মের কোনও সার-তত্ত্বের সহিত অপর ধর্ম্মের সার-তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রথমে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, শেষোক্ত ধর্ম্ম কখনই তদ্বিষয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষভাবে যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই দেখিতে পাইয়াছেন,—বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে কিরূপভাবে কোন্ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তার পর, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম অথবা ইহুদী ও পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থানের বিষয় আলোচনা করিলেও, ঐ সকল ধর্ম্মে আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্ত্তের (ভারতবর্ষের) সীমানা, সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, নানা স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে,—'আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য-এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' হিন্দু-সভ্যতার, হিন্দু-গৌরবের—সে এক দিন গিয়াছে। সে দিনের কথা, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তৎকালে ঐ সকল দেশে বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। যে দেশ, যে রাজ্য, যে জনপদ, একেবারে ভারতবর্ষের—এমন কি আর্য্যাবর্ত্তের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দেশে, সে রাজ্যে, সে জনপদে, আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য-বিস্তৃতি কখনই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যে ধর্ম্ম রাজা মান্য করেন, যে ধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্ম, প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করে,—সকল দেশের সকল ইতিহাসেই তাহা দেখিতে পাই। যখন মুসলমানগণ কোনও দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন সে দেশের অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল;—অন্ততঃ কতক মুসলমান সে দেশে গিয়া নিশ্চয় বসবাস করিয়াছিলেন। ইংরেজও যখন যে দেশে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, সে দেশেরও কতক লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে;—অন্ততঃ কতক খৃষ্টান সে দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, অধিক আলোচনার আবশ্যক হয় না। এক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃতি। আর্য্য-হিন্দুগণ যখন দেশে বিদেশে রাজ্য-বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদের অনেকে যে সেই সেই দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা

বলাই বাহুল্য। সুতরাং রাজধর্ম্ম-রূপে তত্তদ্দেশে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই অসম্ভব নহে। আর তজ্জন্যই আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ-স্মৃতি অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে দেখিতে পাই,—প্রাচীন পারসীকগণ অগ্নি-পূজক ছিলেন: তাহাই বা কি? তাঁহাদের সেই অগ্নি-পূজা—বৈদিক যাগ-যজ্ঞেরই অনুস্মৃতি নহে কি? আরবে, তুরস্কে, এসিয়া-মাইনরে এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দুদিগের আধিপত্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে কত দিন পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া আসিয়াছি! কোন্ দেশে সে পরিচয় বিদ্যমান নাই? ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সে স্মৃতি ওতঃপ্রোত বিজড়িত আছে। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, প্রাচীন মিশর,—যে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের দেবদেবীর রূপান্তর মাত্র। স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, উচ্চারণ-ভেদে, কোথাও কোথাও নামের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; কোথাও কোথাও উপাসনা-প্রণালী বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কাল-ধর্ম্মে একই দেশে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়! প্রদেশ-ভেদেও একই দেশে উচ্চারণের কত পার্থক্য দেখিতে পাই। এই বাঙ্গালারই বিভিন্ন-প্রদেশে, জল-বায়ুর তারতম্য-হেতু একই শব্দের উচ্চারণে কত রূপান্তর ঘটিয়া থাকে! সে হিসাবে, চট্টগ্রামের সহিত বিক্রমপুরের এবং বিক্রমপুরের সহিত নবদ্বীপের উচ্চারণে এতই তারতম্য দেখা যায় যে, একই শব্দ, উচ্চারণগত পার্থক্যে, অন্য শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একই দেশে, একই সময়ে, যখন এতাদৃশ পার্থক্য বিদ্যমান, তখন কোন্ দুর অতীতের, কোন্ দুর-দেশে, কিরূপ উচ্চারণ-পার্থক্য হওয়া সম্ভবপর,—সহজেই বুঝা যায় না কি? সুতরাং আমাদের 'অগ্নি,' লাটিনে 'ইগ্নিজ,' শ্লাভোনিকে 'ওগ্নি' রূপে পবিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ঝঞ্ঝাবাতে সকল পরিচয়-চিহ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই কি উপেক্ষার সামগ্রী? গভীর জলধির অতল-তলে প্রবেশ করিয়া অবগাহনকারী ব্যক্তি শুক্তির সন্ধান লাভ করে; জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ দুরবীক্ষণ সাহায্যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন; ঐকান্তিকতার সহিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে, সকল বিষয়েরই স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হয়। তখন, বুঝিতে পারা যায়,—সকল ধর্ম্মের সার-সামগ্রী এক, এবং সেই সামগ্রী বেদের মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই অনাদি বৈদিক ধর্ম্মের কিরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই আভাষ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা বলেন,—"প্রকৃতি-পূজাই বৈদিক ধর্ম্মের মূলীভূত। আর্য্য হিন্দুগণ যখনই প্রকৃতির যে বিভূতির বিকাশ দেখিয়াছেন, তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্ত-বিস্তৃত আকাশের বিশালতা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আকাশের পূজা করিয়াছেন। সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির নিকট পৃথিবীর সকল জ্যোতিঃ পরাভূত দেখিয়া, তাঁহার সূর্য্যের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। নৈশ-অন্ধকারের ভীষণতার পর ঊষার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা ঊষার পদ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছেন। এইরূপে, পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সকল সামগ্রীই

তাঁহাদের উপাস্য-দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা, অসংখ্য নাম ও অসংখ্য গুণের আরোপ করিয়া, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যাদির পূজা করিতেন। এক আকাশকেই তাঁহারা কত নামে কত প্রকারে পূজা করিয়া গিয়াছেন! 'দ্যু' (জ্যোতিঃ) রূপে আকাশের পূজা-কল্পনা অতি প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিল। বহু প্রাচীন জাতির পূজা-পদ্ধতির সহিত আর্য্য-হিন্দুগণের এই প্রথার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই 'দ্যু' হইতেই গ্রীক-দিগের 'জিয়স', জর্ম্মণ-দিগের 'জিও', স্যাক্সন-দিগের 'তিউ' এবং রোমানদিগের 'জু' (জুপিটারের প্রথম শব্দাংশ) প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। আর্য্য-হিন্দুগণের বরুণ এবং মিত্র দেবতাও—আকাশেরই নামান্তর মাত্র। তাঁহাদের বরুণ-দেবতা গ্রীক-দিগের 'ইউরেনাস্' এবং জেন্দ-আভেস্তায় 'মিথ্‌রা' নামে পরিচিত। ইরাণের 'অহুরো মজ্‌দ্'—এই বরুণেরই অন্য নাম। * আকাশের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই বিবিধ নামে আকাশের পূজা-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রের পূজাও সেই আকাশ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত। সংসারে সুবৃষ্টি আনয়নের কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র ক্রমশঃ হিন্দুগণের পূজায় প্রধান আসন লাভ করেন। সূর্য্য, সাবিত্রী, অদিতি, গায়ত্রী, পুষণ, বিষ্ণু প্রভৃতি আকাশ-সংক্রান্ত আরও নানা দেবতার কল্পনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম,—সে সকলের ইয়ত্তা আছে কি? তবে দেবতার মধ্যে প্রধানতঃ তিন দেবতার সম্বন্ধে অধিক ঋক্ দৃষ্ট হয়; অগ্নি-দেবতার পরই ইন্দ্র-দেবতা এবং তৎপরে সূর্য্য-দেবতার স্তোত্রের প্রাধান্য।" ফলতঃ, প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে, আর্য্য-হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের আদিভূত, পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—বেদের আলোচনায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তার পর, আর আর সম্বন্ধে, যাঁহার যাহা মনে হইয়াছে, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন;—যাঁহার যাহা কল্পনার উদয় হইয়াছে, তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সে হিসাবে, আর্য্য-হিন্দুগণকে কেহ গাছ-পাথর-পূজক জড়োপাসক, কেহ বা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিতেও ক্রটি করেন নাই। বেদের এখন এতই বিকৃত অবস্থা,—বেদের এখন এতই অর্থ-বিপর্য্যয়,—এখন এমনই দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত! বেদের এই দুর্দ্দশা হইবে বলিয়াই তো, ভবিষ্যদ্দর্শী শাস্ত্রকারগণ বেদ-পাঠের অধিকারী অনধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন! বেদের এইরূপ পরিণতি ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই তো, শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ পাঠের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া গিয়াছেন! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদে সকল শাস্ত্রের সার-মর্ম্ম নিহিত আছে; সুতরাং শাস্ত্র-মর্ম্মানুসারে বেদ-মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বহু সাধনার, বহু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু সেরূপভাবে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া বেদ-পাঠের ক্ষমতা এখন আর কাহার আছে! তাই

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মত—"Dyu (দ্যুঃ) is the Zeus of the Greeks, Zio of the Germans, Tiu of the Saxons, Jupiter of the Romans; Varuna (বরুণ) is the Uranus of the Greeks and Mitra (মিত্র) is the Mithra of the Zend-Avesta and Ahura.Mazd of the Irans, &c,

বেদ লইয়া এখন নানা জনে নানা কথাই কহিতে পারিতেছেন! তাই লোকের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে, বেদের এখন নানা অর্থ সূচিত হইতেছে। কিরূপ চিত্ত-স্থির করিয়া, শুদ্ধ-শান্ত হইয়া বেদ পাঠ করিলে অভীষ্ট লাভ হয়, মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কোন্ বেদের কি প্রতিপাদ্য বিষয়, মনু সঙ্ক্ষেপে তাহাও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"ঋগ্বেদে দেব দৈবত্ব অর্থাৎ দেবতার স্তুতিই প্রধানভাবে বিদ্যমান আছে। মনুষ্যগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা, অর্থাৎ মনুষ্য গণের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের মুখ্য বিষয়। সামবেদ পিতৃ-দেবতাক অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—সামবেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্বানগণ, তিন বেদের এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিয়া, সকল বেদের সারভুত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বেদাধ্যয়ন করিবেন।" তবেই প্রকৃত বেদ-পাঠ হইবে।

* * *

## বেদে অধিকারী।

অধিকারী।

বেদাধ্যয়নে অধিকারী-অনধিকারীর বিচার—বড় গুরুতর বিচার। সকল শাস্ত্রকারের মস্তিষ্ক এই প্রসঙ্গে আলোড়িত হইয়া আছে। বেদজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান—লাভ করিবার পূর্ব্বেই তুমি তাহার অধিকারী কি না,—তাহা বুঝিতে হইবে। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ—অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসু হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ঐ 'অথ' বা 'অনন্তর' শব্দের ভাষ্যে কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। 'অথ' শব্দের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাত-তোধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী।" ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও তাঁহার 'অনুক্রমণিকা' অংশে অধিকারী-অনধিকারীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র-মতে বেদ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ষড়-বেদাঙ্গের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। শিক্ষাদি ছয়টী বেদাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে অভিজ্ঞতা-লাভেরও আবশ্যক হয়। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি-সমূহ এবং ষড়বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যার স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বিদ্যা-স্থানে অভিজ্ঞ না হইলে বেদার্থ-জ্ঞান সম্ভব নহে। পরন্তু সেস্থলে বেদের যথেচ্ছব্যবহারই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে,—যিনি সরলতার সহিত বিদ্যাভ্যাস না করিবেন কিংবা স্নান-আচমনাদি আচার-বিশিষ্ট না হইবেন, তিনি অসৎশিষ্য; তাঁহার নিকট বেদার্থ প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বেদবাক্য অবিতথ অর্থাৎ সত্য। সেই সত্যবাক্যে অধিকারী হইতে হইলে সত্য-পরায়ণ হওয়া চাই। তবে তো বেদার্থ-জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারিবে? বেদার্থ অমৃত-স্বরূপ! সদ্গুরুর নিকট যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে সৎশিষ্য সে অমৃতপানে অধিকারী হইতে সমর্থ হন! আর সে অমৃতপানে দেবত্ব বা মোক্ষত্ব অধিগত হয়।

* * *

# সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা।

§*§

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননং ॥ ১ ॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥ ২ ॥
যৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে ॥ ৩ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুর্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
আধ্বর্য্যবস্য যজ্ঞেষু প্রাধান্যাদ্‌ব্যাকৃতঃ পুরা।
যজুর্বেদোঽথ হৌত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে ॥ ৫ ॥
এতস্মিন্ প্রথমোঽধ্যায়ঃ শ্রোতব্যঃ সম্প্রদায়তঃ।
ব্যুৎপন্নস্তাবতা সর্ব্বং বোদ্ধুং শক্নোতি বুদ্ধিমান্ ॥ ৬ ॥

অত্র কেচিদাহুঃ—ঋগ্বেদস্য প্রাথম্যেন সর্ব্বত্রাম্নাতত্বাদভ্যর্হিতং পূর্ব্বমিতি ন্যায়েনাভ্যর্হিতত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমাদৌ যুক্তং। প্রাথম্যঞ্চ পুরুষসূক্তে বিস্পষ্টং। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ

---

সর্ব্ববিধ প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রারম্ভে যাঁহাকে প্রণাম করিয়া বৃহস্পতিপ্রমুখ দেববৃন্দ সফল-মনোরথ হয়েন, সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম করি। ১।

বেদবৃন্দ যাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদ হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বিদ্যার পুণ্য-ক্ষেত্র-স্বরূপ, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের বন্দনা করি। ২।

সেই মহাদেবের ভ্রূকুটি-বিভ্রমে বুক্কনরপতি শিবরূপ ধারণ করিয়া বেদার্থ প্রকাশ করিবার জন্য মাধবাচার্য্যকে আদেশ করেন। ৩।

বুক্কনরপতি কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দয়াপরায়ণ মাধবাচার্য্য, অতি যত্নসহকারে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া বেদার্থ-নির্ণয়ে উদ্যত হন। ৪।

যজ্ঞে যজুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিকের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথম যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর হোমকরণসমর্থ ঋত্বিকের জন্য ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ৫।

গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম অধ্যায় অধ্যয়ন করা উচিত। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তদ্দ্বারা সমস্তই বুঝিতে পারেন। ৬।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বত্র ঋগ্বেদই প্রথমে পঠিত হয়। এ হেতু 'শ্রেষ্ঠই প্রথমে উল্লেখযোগ্য'—এই ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত।

ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়তেতি। সংপ্রাশীর্ষা পুরুষ ইত্যুক্তত্বাৎ পরমেশ্বরাদ্ যজ্ঞাদ্ যজনীয়াৎ সর্ব্বহুতঃ সর্ব্বৈর্হূয়মানাৎ। যদ্যপীন্দ্রাদয়স্তত্র তত্র হূয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদবিরোধঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুরিতি। বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি। তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যে-কৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এব হূয়তে। ন কেবলমৃচাং পাঠপ্রাথম্যেন অভ্যর্হিতত্বং কিন্তু যজ্ঞাঙ্গদার্ঢ্য-হেতুত্বাদপি। তথা চ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে তচ্ছিথিলং। যদৃচা তদ্দৃঢ়মিতি। তথা চ সর্ব্ববেদগতানি ব্রাহ্মণানি স্বাভিহিতেঽর্থে বিশ্বাসদার্ঢ্যায় তদেতদৃচাভ্যুক্তমিত্যৃচমেবোদাহরন্তি॥ মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যুণা প্রযোজ্যা ঋচো বহব আম্নাতাঃ। সাম্নাং তু সর্ব্বেষামৃগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথার্ব্বণিকৈরপি

---

ঋগ্বেদের ঐ প্রথমত্ব পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে;—সর্ব্বহুৎ যজ্ঞস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহা হইতে ছন্দঃ সমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং তাঁহা হইতেই যজুঃ সঞ্জাত হইয়াছিল। সর্ব্বহুৎ শব্দ দ্বারা পরমেশ্বরকে কিরূপ বুঝায়, তাহা বলা যাইতেছে। যদিও সেই সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণের হোম করা হয়, তথাপি সেই একই পরমেশ্বর, ইন্দ্রাদি বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। (এই জন্য ইন্দ্রাদি দেব-ভাব তাঁহার আকৃতির বিকৃতি মাত্র, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।) সেই এক নিত্য সনাতন পরমেশ্বরই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ। তিনিই সুপর্ণ গরুড়, তিনিই অগ্নি, তিনিই যম, তিনিই বায়ু—এইরূপ মন্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ, "অমুং যজামুং যজ" অর্থাৎ ইহার পূজা কর, ইহার যজ্ঞ কর ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ বাক্যাবলী দ্বারা যে সকল দেবতার পূজা বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ইঁহার সৃষ্ট। ইনিই সর্ব্বদেবাত্মক শিবরূপী পরমেশ্বর। সুতরাং এই বিশ্ববীজ, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, বিশ্বান্তর-রূপধারী, বিশ্বেশ্বর-প্রতিপাদ্য, অনাদি, নিত্য, সনাতন ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ বা পূজা করা বুঝাইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

সর্ব্বাগ্রে ঋকের পাঠ করা হয় বলিয়া যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব, তাহা নহে। যজ্ঞের অঙ্গকে দৃঢ় করিবার ক্ষমতা ইহার আছে, সেইজন্য এই ঋক্ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও (মুক্তকণ্ঠে) বলিয়া থাকেন যে, সাম ও যজুঃ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞের যে অঙ্গ সম্পাদিত হয়, তাহা শিথিল অর্থাৎ দুর্ব্বল, আর ঋক্ মন্ত্র দ্বারা যে অঙ্গ নিষ্পাদিত হয়, তাহা দৃঢ় অর্থাৎ বলবান। সর্ব্ব-বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ-সমূহ স্ব স্ব কথিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন জন্য "তদেতদৃচাভ্যুক্তং" অর্থাৎ ঋগ্বেদের মধ্যে ইহা আছে,—এ কথা উদাহরণস্থলে বলিয়া থাকেন। যাহা যাহা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজু-র্ব্বেদস্থ ঋত্বিকের প্রয়োগ-যোগ্য, ইত্যাকার বহু বহু ঋক্‌মন্ত্র যজুর্ব্বেদান্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডেও পঠিত হইতে দেখা যায়। সামবেদান্তর্গত মন্ত্রই ঋকের আশ্রয়ীভূত,—এইরূপ প্রসিদ্ধি

স্বীকয়সংহিতায়ামৃচ এব বাহুল্যেনাধীয়স্তে। অতোঽন্যৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরাদৃতত্বাভ্যর্হিতত্বং প্রসিদ্ধং। ছন্দোগাস্তু প্রাথম্যেন সনৎকুমারং প্রতি নারদবাক্যমেবমামনন্তি। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চেতি। মুণ্ডকোপনিষদ্যপ্যেবমাম্নায়তে। ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইতি। তাপনীয়োপনিষদ্যপি মন্ত্ররাজপাদেষু ক্রমেণাধ্যয়নমেবমামনন্তি। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তীতি। এবং সর্ব্বত্রো-দাহরণীয়ং। তস্মাদৃগ্‌বেদস্যাভ্যর্হিতস্যাদৌ ব্যাখ্যানমুচিতমিতি তান্‌ প্রত্যোত্তরমুচ্যতে॥

অস্ত্বেবং সর্ব্ববেদাধ্যয়নতৎপারায়ণব্রহ্মযজ্ঞজপাদাবৃগ্বেদস্যৈব প্রাথম্যং। অর্থজ্ঞানস্য তু যজ্ঞানুষ্ঠানার্থত্বাত্তত্র তু যজুর্ব্বেদস্যৈব প্রধানত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমেবাদৌ যুক্তং। তৎপ্রাধান্যং তু কাচিদৃগেবাহ। ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ ইতি। এতস্যা ঋচস্তাৎপর্য্যং নিরুক্তকারো যাস্কঃ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। ইতি ঋত্বিক্‌কর্ম্মণাং বিনিয়োগমাচষ্ট ইতি। পুনরপি স এব প্রথমং পাদং বিবৃণোতি। ঋচামেকঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌ হোতর্গর্চ্চনীতি। অস্যায়মর্থঃ। ত্বশব্দ একশব্দপর্য্যায়ো হোতৃবিশেষণং। হোতৃনামক এক ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকালে স্বকীয়বেদগতানামৃচাং পুষ্টিং কুর্ব্বন্নাস্তে। ভিন্নপ্রদেশেষ্বাম্নাতানামৃচাং সংঘমেকত্র সংপাদ্যৈ-তাবদিদং শাস্ত্রমিতি কৢপ্তিং করোতি। সেয়ং পুষ্টিঃ। অর্চ্চনীত্যমুমর্থমৃক্‌শব্দ আচষ্টে। অর্চ্চ্যতে প্রশস্যতেঽনয়া দেববিশেষঃ ক্রিয়াবিশেষস্তৎসাধনবিশেষো বেত্যৃক্‌শব্দব্যুৎপত্তিরিতি॥

---

আছে। অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণও স্বীয় বেদে (অথর্ব্ববেদে) ঋক্‌-মন্ত্র অধিক পরিমাণে পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব ঋগ্বেদ যখন সকল বেদের নিকট হইতে আদর প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দিহান হইতে পারা যায় না। সনৎকুমারের প্রতি নারদ-বাক্য-কথন-প্রসঙ্গে সামবেদান্তর্গত ছন্দোগ-শাখাধ্যায়িগণও প্রথমেই বলিয়াছেন,—'ভগবন্‌! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেছি।' মুণ্ডকোপনিষদেও, "ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ" ইত্যাকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাপনীয়োপনিষদেও মন্ত্ররাজপাদে, ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়, ষড়ঙ্গান্বিত, সশাখ ও চতুষ্পাদ-সম্বলিত,—এইরূপ ক্রমিক পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রথম ঋকের উল্লেখ থাকায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধানের ব্যাখ্যা প্রথমে হওয়া উচিত।

আচ্ছা, সর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন, পারায়ণ ও ব্রহ্মযজ্ঞজপাদি কার্য্য বিষয়ে ঋগ্বেদের প্রথমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে সত্য; কিন্তু মন্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতীত যজুর্ব্বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রার্থ-জ্ঞান বিষয়ে ও অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকরণাংশে যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। অতএব তাহার ব্যাখ্যাই প্রথমে করা উচিত। একটি ঋক্‌ যজুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পাদনে সহায়তা করিতেছে। সে ঋক্‌টী এই,—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য বিমিমীতঽউত্বঃ।" নিরুক্ত-কার মহর্ষি যাস্ক ঐ ঋকের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ করিয়াছেন,—হোতৃ নামক এক ঋত্বিক্‌ যজ্ঞকালে নিজবেদান্তর্গত ঋক্‌ সকলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। পুষ্টি শব্দ দ্বারা, বিভিন্ন

অথ দ্বিতীয়ং পাদং বিবৃণোতি। গায়ত্রমেকো গায়তি শক্করীষূদ্গাতা গায়ত্রং গায়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ শক্কর্য ঋচঃ শক্নোতেস্তদ্‌যদাভির্বৃত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্করীণাং শক্করীত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। অস্যায়মর্থঃ। উদ্‌গাতৃনামক এক ঋত্বিগ্‌ গায়ত্রশব্দাভিধেয়ং সাম শক্কর্য ইতি শব্দাভিধেয়াস্বৃক্ষু গায়তি। ধাতূনামনেকার্থত্বেন স্তুতিক্রিয়াবাচিনো গায়তিধাতোরুৎপন্নো গায়ত্রশব্দঃ। শক্করীশব্দস্তু শক্নোতিধাতোরুৎপন্নঃ। বৃত্রং শত্রুং হন্তুং শক্নোত্যাভির্ঋগ্‌ভিরিত্যেষা ব্যুৎপত্তিঃ কস্মিংশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণে বিজ্ঞায়ত ইতি॥ অথ তৃতীয়ং পাদং বিবৃণোতি ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি। ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতীতি। অস্যায়মর্থঃ। ব্রহ্মনামক এক ঋত্বিক্ জাতে জাতে তদা তদোৎপন্নে যজ্ঞে প্রস্তুতে প্রণয়নাদি-কর্ম্মণি বিদ্যামনুজ্ঞাং বদতি। ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামীত্যেবং সংবোধিতঃ সন্নোংপ্রণয়েত্যনু-জানাতি। স চ ব্রহ্মা বেদত্রয়োক্তসর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞঃ। তস্মাদ্ যোগ্যতাং দৃষ্ট্বা তত্তদনুজ্ঞাতুং সতি প্রমাদে সমাধাতুং চ সমর্থ ইতি। তচ্চ সামর্থ্যং ছন্দোগা আমনন্ত্যেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্ত্তনী। তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাধ্বর্য্যুরুদ্‌গাতাচান্য-তরামিতি। কৃৎস্নো যজ্ঞঃ প্রমাদরাহিত্যায় মনসা সম্যগনুসন্ধেয়ঃ। বাচা চ বেদত্রয়োক্ত-মন্ত্রাঃ পঠনীয়াঃ। তত্র হোত্রাদয়স্ত্রয়ো মিলিত্বা বাগ্‌রূপং যজ্ঞমার্গং সংস্কুর্ব্বন্তি। ব্রহ্মা ত্বেক

---

স্থলে পঠিত ঋক্-সকলের একত্র সমবায় এবং সেই ঋক্‌গুলিই শাস্ত্র-নামধেয়, ইত্যাকার কল্পনা, এইরূপ অর্থ বুঝায়;—যদ্দ্বারা অর্চ্চন অর্থাৎ যে কোনও দেবতা, ক্রিয়া বা সাধন,—অর্চ্চিত (প্রশংসিত) হয়, তাহাই ঋক্ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

অতঃপর তিনি (যাস্ক) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ বিবৃত করিয়া বলিতে'ছেন,—গাতা অর্থাৎ গায়ক শক্করীতে গান করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এই ঋক্ (স্তুতিসূচক মন্ত্র) দ্বারা ইন্দ্র বৃত্ররূপে শত্রুকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গানার্থ গৈ ধাতু হইতে গায়ত্র শব্দ ও সমর্থার্থ শক্ ধাতু হইতে শক্করী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপিচ "অনেকার্থা হি ধাতবঃ" অর্থাৎ ধাতুর প্রসিদ্ধার্থ ভিন্ন আরও অনেক অর্থ আছে,—এই ন্যায়ানুসারে স্তুতিবাচক গৈ ধাতু হইতে গায়ত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে;—এই অর্থ-বলে, ঐ গায়ত্র শব্দ দ্বারা স্তুতিসূচক ঋক্-মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে। শক্করী শব্দ, শক্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ইন্দ্র বৃত্র-নামক শত্রুকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়েন, শক্করী শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর মহর্ষি যাস্ক ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছেন; যথা,—এক ব্রহ্মা জাতে জাতে বিদ্যা বলিয়া থাকেন। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বেদত্রয়োক্ত সর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞ সেই এক ব্রহ্ম নামক ঋত্বিক্ তত্তৎকালোৎপন্ন যজ্ঞাদিতে যোগ্যতানুসারে 'অপ্ প্রণয়ন কর' ইত্যাকার আদেশ করিয়া থাকেন। বাক্যরূপ ও মনোরূপ ভেদে যজ্ঞের দুইটি পথ আছে। তন্মধ্যে হোত্রাদিত্রয় অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা এই তিনে মিলিত হইয়া বাক্-রূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার করেন, এবং ব্রহ্মা একাকীই মনোরূপ সমস্ত যজ্ঞমার্গের সংস্কার করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; যেহেতু যোগ্যতানুসারে যাজ্ঞিককে যজ্ঞে অপ প্রণয়নাদি আদেশ-প্রদানের এবং যাজ্ঞিকের ভ্রম প্রমাদাদি অপনয়নের শক্তি, তাঁহাতে একাধারে বিদ্যমান্।

এব মনোরূপং যজ্ঞমার্গং কৃৎস্নমপি সংস্করোতি। তস্মাদস্যাস্তি সামর্থ্যমিতি। অথ চতুর্থং পাদং বিবৃণোতি। যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত একোঽধ্বর্য্যুরধ্বরয়ুরধ্বর্য্যুরধ্বরংযুনক্ত্যধ্বরস্য নেতেতি। অস্যায়মর্থঃ। অধ্বর্য্যুনামক এক ঋত্বিগ্ যজ্ঞস্য মাত্রাং স্বরূপং বিমিমীতে বিশেষেণ নিষ্পাদয়তি। মীয়তে নির্ম্মীয়ত ইতি মাত্রা স্বরূপং। তন্নিষ্পাদকত্বংচাধ্বর্য্যোর্নামনির্ব্বচনাদবগম্যতে। অধ্বর্য্যুরিত্যত্র ছান্দস্যা প্রক্রিয়য়া লুপ্তমকারং পুনঃ প্রক্ষিপ্যাধ্বরয়ুরিতি নাম সংপাদনীয়ং। অধ্বরং যুনক্তীত্যবয়বার্থঃ। অধ্বরস্য নেতেতি তাৎপর্য্যার্থ ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্যাধ্বর্য্যোর্বেদস্য যাগনিষ্পাদকত্বদ্যোতকং নির্ব্বচনং যাস্কো দর্শয়তি। মন্ত্রা মননাৎ। ছন্দাংসি ছাদনাৎ। স্তোমঃ স্তবনাৎ। যজুর্যজতেরিতি। এবং সত্যধ্বর্য্যুসম্বন্ধিনি যজুর্ব্বেদে নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীরমুপজীব্য তদপেক্ষিতৌ স্তোত্রশস্ত্ররূপাবয়বাবিতরেণ বেদদ্বয়েন পূর্য্যেতে ইত্যুপজীব্যস্য যজুর্ব্বেদস্য প্রথমতো ব্যাখ্যানং যুক্তং। তত ঊর্দ্ধং সাম্নামৃগাশ্রিতত্বাদুভয়োর্ম্মধ্যে প্রথমত ঋগ্ব্যাখ্যানং যুক্তমিত্যৃগ্বেদ ইদানীং ব্যাখ্যায়তে॥

নন্থু বেদ এব তাবন্নাস্তি। কুতস্তদবান্তরবিশেষ ঋগ্বেদঃ। তথাহি। কোঽয়ং বেদো নাম। ন হি তত্র লক্ষণং প্রমাণং বাস্তি। ন চ তদুভয়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্বস্তু প্রসিধ্যতি।

লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিরিতি ন্যায়বিদাং মতং। প্রত্যক্ষানুমানাগমেষু প্রমাণ-

---

অবশেষে ঐ মন্ত্রের চতুর্থ পাদের অর্থ বিশেষরূপে বলিতেছেন,—এক অধ্বর্য্যুই যজ্ঞের মাত্রা নিরূপণ করেন; অতএব তিনিই যজ্ঞের নেতা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, অধ্বর্য্যু নামক এক ঋত্বিক যজ্ঞের স্বরূপ বিশেষরূপে নিষ্পাদন করেন। নির্ম্মাণার্থ মা-ধাতু হইতে মাত্রা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ—স্বরূপ। অধ্বর্য্যু নাম হইতেই তাহার নিষ্পাদকত্ব-শক্তি উপলব্ধ হইতেছে। ছান্দস-প্রক্রিয়ানুসারে অধ্বর শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ করিয়া অধ্বর্য্যু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে—অধ্বরয়ু স্থলে অ-কারের লোপ হয় নাই। অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞকে যোজিত যিনি করেন—ইহাই অধ্বর্য্যু বা অধ্বরয়ু শব্দের যোগার্থ, এবং যজ্ঞের নেতা—এইটি তাৎপর্য্যার্থ। এই অভিপ্রায়ে যাস্ক ঋষি বলিয়াছেন যে, অধ্বর্য্যু অর্থাৎ ঋত্বিকের জ্ঞানই যাগনিষ্পাদনের সূচনা করিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মনন হেতু মন্ত্র, ছাদন হেতু ছন্দঃ, স্তব হেতু স্তোম, যাগ-নিষ্পাদন হেতু যজুঃ,—এইরূপ নাম হইয়াছে। তাহা হইলেই এখন দেখা যাইতেছে যে, যজুর্ব্বেদই অধ্বর্য্যু-সম্পর্কীয় সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং তন্নিষ্পাদিত যজ্ঞদেহ আশ্রয় করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্তোত্র শস্ত্ররূপ অবয়বদ্বয় ঋক্ ও সাম দ্বারা পূরণ করে। সুতরাং ঋক্ ও সামের আশ্রয়ীভূত যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা প্রথমেই করা উচিত। অতঃপর (যজুর্ব্যাখ্যার পর) সামবেদ, ঋগ্বেদের আশ্রিত বলিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা উচিত বিধায়, সম্প্রতি ঋগ্বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কেহ বলিতেছেন যে, বেদই মোটে নাই। অতএব তাহার অন্তর্গত ঋগ্বেদের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে, বেদ আছে বৈ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি বেদ থাকে, তাহা হইলে সেটি কি? বেদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ বা লক্ষণ নাই। লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

বিশেষেষস্তিমো বেদ ইতি তল্লক্ষণমিতিচেৎ। ন। মন্বাদিস্মৃতিষতিব্যাপ্তেঃ। সময়বলেন সম্যক্‌পরোক্ষানুভবসাধনমিত্যেতস্যাগমলক্ষণস্য তাস্বপি সদ্‌ভাবাৎ॥ অপৌরুষেয়ত্বে সতীতি বিশেষণাদদোষ ইতি চেৎ। ন। বেদস্যাপি পরমেশ্বরনির্ম্মিতত্বেন পৌরুষেয়ত্বাৎ। শরীরধারিজীবনির্ম্মিতত্বাভাবাদপৌরুষেয়ত্বমিতি চেৎ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতিভিরীশ্বরস্যাপি শরীরিত্বাৎ কর্ম্মফলরূপশরীরধারিজীবনির্ম্মিতত্বাভাবমাত্রেণাপৌরুষেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেৎ। ন। জীববিশেষৈরগ্নিবায়্বাদিত্যৈর্বেদানামুৎপাদিতত্বাৎ। ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাদিতিশ্রুতেরীশ্বরস্যাগ্ন্যাদিপ্রেরকত্বেন নির্ম্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যম্॥

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদ ইতি চেৎ। ন। ঈদৃশো মন্ত্রঃ। ঈদৃশং ব্রাহ্মণমিত্যনয়োরদ্যাপ্যনির্ণীতত্বাৎ। তস্মান্নাস্তি কিঞ্চিদ্বেদস্য লক্ষণং।

নাপি তৎসদ্ভাবে প্রমাণং পশ্যামঃ। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিত্যাদিবাক্যং প্রমাণমিতি চেৎ। ন। তস্যাপি বাক্যস্য বেদান্তঃপাতিত্বেনাত্মাশ্রয়ত্ব-

---

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শেষোক্তটি অর্থাৎ আগমই বেদের লক্ষণ। যদি এ কথা বলা যায়, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, আগমই বেদের লক্ষণ,—এ কথা বলিলে মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ পড়ে। লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্যে লক্ষণ সংক্রামিত হইলে, তাহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বলে। এ কারণ, সময়ের বল অনুসারে সম্যক্‌ভাবে পরোক্ষানুভব-সাধন এই আগম-লক্ষণ, মন্বাদি-প্রণীত স্মৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লক্ষ্য বেদকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্য স্মৃত্যাদিতে আগম লক্ষণ যাইতেছে বলিয়া ঐ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। যদি বলা যায় যে, বেদ অপৌরুষেয় (পুরুষ-রচিত নয়)—এই বিশেষণ দিলে কোনও দোষ পড়ে না। তাহাই বা হয় কৈ? পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া, বেদকে পৌরুষেয় বলিতে হইবে। যদি বল, পরমেশ্বর তো আর শরীরধারী সাধারণ জীব নহেন বা সাধারণ জীবের মত ব্যাপারও তাঁহার নহে! যেহেতু, তিনি অনাদি, অনন্ত ও অমানুষিক গুণসম্পন্ন। অতএব অপৌরুষেয়—এ বিশেষণ সঙ্গত হইবে না কেন? তাহাও বলিতে পার না। কারণ সহস্রশীর্ষাপুরুষ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের ও শরীরিত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি বল, ঈশ্বর কর্ম্মফলস্বরূপ শরীর ধারণ করেন না, অতএব অপৌরুষেয়; তাহাও সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীবভাবাপন্ন শরীরধারী অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতেই যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ উৎপন্ন হইতেছে, এই কথা বেদই নিজে বলিয়াছেন। ঈশ্বরই যে কোনও কার্য্য-সাধনের জন্য অগ্ন্যাদিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই অগ্ন্যাদি হইতে বেদত্রয় সঞ্জাত হওয়ায়, বেদ অপৌরুষেয়—ইত্যাকার লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারিল না।

যদি বল, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদ; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, মন্ত্র এইরূপ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ, ইহা আজি পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই কারণ, বেদের কোনও লক্ষণ নাই এবং ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণও দেখিতে পাই না।

আরও যদি বল যে, হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন

প্রসঙ্গাৎ! ন খলু নিপুণোঽপি স্বস্কন্ধমারোঢ়ুং প্রভবেদিতি॥ বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পর ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং প্রমাণমিতি চেৎ। ন। তস্যাপ্যুক্তশ্রুতিমূলত্বেন নিরাকৃতত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিকং শঙ্কিতুমপ্যযোগ্যং। বেদবিষয়া লোকপ্রসিদ্ধিঃ সার্ব্বজনীনাপি নীলং নভ ইত্যাদিবদ্‌ভ্রান্তা। তস্মাল্লক্ষণপ্রমাণরহিতস্য বেদস্য সদ্‌ভাবো নাঙ্গীকর্ত্তুং শক্যত ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ॥

অত্রোচ্যতে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকত্বং তাবদদুষ্টং লক্ষণং। অতএবাপস্তম্বো যজ্ঞপরিভাষায়ামেবমাহ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়মিতি। তয়োস্তু রূপমুপরিষ্টান্নির্ণেষ্যতে। অপৌরুষেয়বাক্যত্বমিতীদমপি যাদৃশমস্মাভির্বিবক্ষিতং তাদৃশমুত্তরত্র স্পষ্টীভবিষ্যতি। প্রমাণান্যপি যথোক্তানি শ্রুতিস্মৃতিলোকপ্রসিদ্ধিরূপাণি বেদসদ্‌ভাবে দ্রষ্টব্যানি। যথা ঘটপটাদিদ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশত্বাভাবেঽপি সূর্য্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশত্বমবিরুদ্ধং। তথা মনুষ্যাদীনাং স্বস্কন্ধারোহাসংভবেঽপ্যকুণ্ঠিতশক্তের্ব্বেদস্যেতরবস্তুপ্রতিপাদকত্ববৎস্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যস্তু। অত এব সম্প্র-

---

করিতেছি, সামবেদ অধ্যয়ন করিতেছি ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি বেদবাক্যই বেদের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ হউক; তাহা হইলে যেমন মস্তক না থাকিলে মস্তকের ব্যথা হইতে পারে না; তদ্রূপ বেদ যদি নাই থাকিত, তাহা হইলে তদন্তর্গত ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন করিতেছি,—এরূপ কথা আসে কোথা হইতে? তাহাও হইতে পারে না; যেহেতু, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি বাক্য-সমূহ বেদের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় বেদান্তঃপাতী বাক্য দ্বারা বেদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে প্যারে না। প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইলেও আত্মাশ্রয় দোষ পড়ে। এস্থলে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—যেমন কোনও ব্যক্তি স্কন্ধারোহণ কার্য্যে অতীব নিপুণ হইলেও নিজে কখনও নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না, বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদ-বাক্যও তদ্রূপ। "বেদই দ্বিজাতিগণের পরম কল্যাণ সাধন করেন"—ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যও বেদের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না; যেহেতু, স্মৃতি-বাক্য শ্রুতিমূলক বলিয়া উহা পরাজিত হইতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে বেদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে, ইহা চিন্তা করা যাইতেই পারে না। বেদ বলিয়া যে সর্ব্বজনকথিত জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হয়, তাহা নীলাকাশের অস্তিত্ব-স্বীকারবৎ ভ্রান্তি পরিপূর্ণ। সুতরাং লক্ষণ ও প্রমাণবিহীন বেদের অস্তিত্ব কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? এস্থলে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

ইহার উত্তর-করণচ্ছলে বলা যাইতেছে যে,—'মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ শব্দরাশি বেদ। এইটিই নির্দ্দোষ লক্ষণ। এই জন্যই আপস্তম্ব ঋষি যজ্ঞ-পরিভাষা গ্রন্থে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নামই বেদ'—এই কথা বলিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ পশ্চাতে করা যাইবে এবং যেরূপে বেদকে অপৌরুষেয় বলি, তাহাও পরে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইবে। বেদের অস্তিত্ব-বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি ও লোকপ্রসিদ্ধি রূপ যথাযোগ্য প্রমাণ-সমূহ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে। ঘটপটাদি দ্রব্য- নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য অন্যকে প্রকাশ করিতে করিতে নিজে স্বপ্রকাশ হন অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রের বা সূর্য্যের দরকার হয় না; সেইরূপ মনুষ্যাদির নিজস্কন্ধারোহণ অসম্ভব

দায়বিদোঽকুণ্ঠিতাং শক্তিং বেদস্য দর্শয়ন্তি। চোদনা হি ভূতং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়মর্থং শক্নোত্যবগময়িতুমিতি। তথা সতি বেদমূলায়াঃ স্মৃতেস্তদুভয়মূলায়া লোকপ্রসিদ্ধেশ্চ প্রামাণ্যং দুর্ব্বারং। তস্মাৎ লক্ষনপ্রমাণসিদ্ধো বেদো ন কেনাপি চার্বাকাদিনাপোঢ়ুং শক্যত ইতি স্থিতং॥

নম্বস্তু নাম বেদাখ্যঃ কশ্চিৎ পদার্থঃ। তথাপি নাসৌ ব্যাখ্যানমর্হতি। অপ্রমাণত্বেনানুপযুক্তত্বাৎ। ন হি বেদঃ প্রমাণং। তল্লক্ষণস্য তত্র দুঃসম্পাদত্বাৎ। তথাহি। সম্যগনুভবসাধনং প্রমাণমিতি কেচিল্লক্ষণমাহুঃ। অপরে ত্বনধিগতার্থগন্তৃপ্রমাণমিত্যাচক্ষতে। নচৈতদুভয়ং বেদে সংভবতি। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো হি বেদঃ। তত্র মন্ত্রাঃ কেচিদবোধকাঃ। অম্যক্সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরিত্যেকো মন্ত্রঃ। যাদৃশ্মিন্ধায়ী তমপস্যয়াবিদদিত্যন্যঃ। সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তু ইত্যপরঃ। আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মেত্যাদয় উদাহার্য্যাঃ। ন হ্যেতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কশ্চিদপ্যর্থোঽববুধ্যতে। এতেষনুভব এব যদা নাস্তি তদা তৎসম্যক্ত্বং তদীয়সাধনত্বং চ দূরাপেতং। অধঃস্বিদাসী৩ দুপরিস্বিদাসী৩ দিতি মন্ত্রস্য বোধকত্বেঽপি স্থাণুর্ব্বাপুরুষো বেত্যাদিবাক্যবৎ সন্দিগ্ধার্থবোধকত্বান্নাস্তি প্রামাণ্যম্। ওষধে ত্রায়স্বৈনমিতি মন্ত্রো দর্ভবিষয়ঃ। স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি ক্ষুরবিষয়ঃ। শৃণোত গ্রাবাণ ইতি পাষাণবিষয়ঃ। এতেষচেতনানাং দর্ভক্ষুরপাষাণানাং চেতনবৎ সম্বোধনং শ্রূয়তে। ততো দ্বৌ চন্দ্রমসাবিতি বাক্যবদ্বিপরীতার্থবোধকত্বাদপ্রামাণ্যং। এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে। সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধি

---

হইলেও, অক্রটিতশক্তি বেদ, বেদেতর বস্তু প্রতিপাদন করিতে করিতে স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সম্প্রদায়বিদ্গণ বেদের অকুণ্ঠিত শক্তি দেখাইয়াছেন। কর্ম্মের বিধি বা প্রেরণা—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী সকল প্রকার অর্থই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে বেদমূলক স্মৃতির এবং বেদ ও স্মৃতিমূলক লোকপ্রসিদ্ধির প্রমাণ অনিবার্য্য। তাহা হইলে চার্ব্বাকাদি কেহই লক্ষণ ও প্রমাণ-পূর্ণ বেদের উচ্ছেদ করিতে পারেন না,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

আবার কোনও আপত্তিকারী বলিতেছেন যে, বেদ নামে কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না; অথবা তাহা থাকিলেও তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কারণ, বেদ যখন প্রামাণ্য নয়, তখন উহার লক্ষণ নিষ্পন্ন করা অতীব কষ্টকর। কেহ বলেন,—যাহা দ্বারা সম্যক্ অনুভব সাধিত হয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা নির্ভুল জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রমাণের লক্ষণ। অপর কেহ বলেন যে, যাহা দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের বোধ জন্মে তাহাই প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয়ই বেদে থাকা অসম্ভব। যেহেতু, বেদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে "অম্যক্ সাত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ," "যাদৃশ্মিন্ধায়িতমপস্যয়া বিদদ্," "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু" ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্রের কোনও অর্থই হয় না। উল্লিখিত মন্ত্রগুলি দ্বারা কোনও অর্থই উপলব্ধ হইতে পারে না। এই মন্ত্রগুলিতে যখন কোনও অর্থের অনুভব নাই, তখন তাহাদের সম্যক্-সাধনত্ব কোনরূপেই থাকিতে পারে না। "অধঃস্বিদাসীৎ," উপরিস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থবোধকত্ব থাকিলেও স্তম্ভবিষয়ক কি পুরুষবিষয়ক ইত্যাকার সন্দেহার্থই বুঝাইতেছে। সুতরাং বেদ প্রামাণ্য নহে। "হে ওষধে! ইহাকে ত্রাণ কর"—এই মন্ত্র কুশবিষয়ক। "হে

ভূম্যামিত্যনয়োস্ত মন্ত্রয়োর্যাবজ্জীবমহং মৌনীতি বাক্যবদ্‌ব্যাঘাতবোধকত্বাদপ্রামাণ্যং। আপ উন্দন্ত্বিতি মন্ত্রো যজমানস্য ক্ষৌরকালে জলেন শিরসঃ ক্লেদনং ব্রূতে। শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মমেতি মন্ত্রো বিবাহকালে মঙ্গলাচরণার্থং পুষ্পনির্ম্মিতায়াঃ শুভিকায়া বরবধ্বোঃ শিরস্যবস্থানং ব্রূতে। তয়োশ্চ মন্ত্রয়োর্লোকপ্রসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদনধিগতার্থগন্তৃত্বং নাস্তি। তস্মান্মন্ত্রভাগো ন প্রমাণং॥

অত্রোচ্যতে। অম্যগাদিমন্ত্রাণামর্থো যাস্কেন নিরুক্তগ্রন্থেঽববোধিতঃ। তৎপরিচয়-রহিতানামনববোধো ন মন্ত্রাণাং দোষমাবহতি। অত এবাত্র লোকন্যায়মুদাহরন্তি। নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ সংভবতীতি। অধঃস্বিদাসীদিতিমন্ত্রশ্চ ন সন্দেহপ্রবোধনায় প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি জগৎকারণস্য পরবস্তুনোঽতিগম্ভীরত্বং নিশ্চেতুমেব প্রবৃত্তঃ। তদর্থমেব হি গুরুশাস্ত্রসম্প্রদায়রহিতৈর্দুর্বোধ্যত্বমধঃস্বিদিতানয়া বচোভঙ্গ্যোপন্যস্যতি। স এবাভিপ্রায় উপরিতনেষু কো অদ্ধা বেদ ইত্যাদি মন্ত্রেষু স্পষ্টীকৃতঃ। ওষধ্যাদি-

---

স্বধিতে! ইহাকে হিংসা করিও না"—এ মন্ত্র ক্ষুরবিষয়ক। "হে পাষাণ-সমূহ শ্রবণ কর"—এই মন্ত্র প্রস্তর-বিষয়ক। এই মন্ত্রগুলিতে, চেতনাবিহীন কুশ, ক্ষুর ও প্রস্তরকে সচেতনভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্র-সকল, "জুই চন্দ্র" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতেছে। এ কারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। "একই রুদ্র, দ্বিতীয় নাই," "হাজার হাজার রুদ্র ভূলোকে অবস্থিত"—এতদর্থপ্রকাশক মন্ত্রদ্বয়, "আমি যাবজ্জীবনই মৌনী" এই বাক্যের ন্যায় প্রকৃতার্থলাভের প্রতি ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। সুতরাং বেদ অপ্রামাণ্য। "হে জল! ক্লিন্ন কর"—এই মন্ত্র দ্বারা, ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার সময় জল দিয়া যজমানের মস্তক ভিজান হইতেছে,—ইহা বুঝাইতেছে। "হে শুভিকে! তুমি আমার মুখ-শোভা বর্দ্ধন করিতে করিতে, শিরোদেশে আরোহণ কর"—এই ভাবমূলক মন্ত্র দ্বারা বিবাহ-কালে মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য পুষ্প-নির্ম্মিত টোপর, বর ও বধূর মস্তকে স্থাপিত হইতেছে,—ইহা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়, লৌকিক অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া, অবিজ্ঞাত অর্থ বুঝাইতেছে না। কাজেকাজেই বেদের মন্ত্রভাগ অপ্রামাণ্য হইবে না কেন?

এই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে, "অম্যক্ সাত" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। যদি কেহ ঐ সমস্ত নিরুক্ত-গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়া বলেন যে, ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ হয় না, তাহা হইলে উহা মন্ত্রের দোষ কখনই হইতে পারে না। এস্থলে চলিত কথায় একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না, উহা স্তম্ভের দোষ নয়, সেটি অন্ধ পুরুষেরই অপরাধ,—ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। "অধঃস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্র সংশয়-বোধ জন্য প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু উহা সেই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অতিগম্ভীরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। গুরুরহিত, শাস্ত্ররহিত ও সম্প্রদায়-রহিত ব্যক্তিগণ, মন্ত্রার্থ বুঝিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই "অধঃস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি বাক্য-ভঙ্গীতে তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়েই পরে "কো অদ্ধা বেদঃ" ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহে উহা সুস্পষ্ট-ভাবে বলা হইয়াছে। "ওষধে! ত্রায়স্ব"—ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি, ক্ষুর ও পাষাণ অচেতন হইলেও সম্বোধন দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে

মন্ত্রেষপি চেতনা এব তত্তদভিমানিদেবতাস্তেন তেন নাম্না সম্বোধ্যন্তে। তাশ্চ দেবতা ভগবতা বাদরায়ণেনাভিমানিব্যপদেশস্তিতি সূত্রে সূত্রিতাঃ। একস্যাপি রুদ্রস্য স্বমহিম্না সহস্রমূর্ত্তিস্বীকারান্নাস্তি পরস্পরং ব্যাঘাতঃ। জলাদিদ্রব্যেণ শিরঃক্লেদনাদেলৌকিসিদ্ধত্বেঽপি তদভিমানিদেবতানুগ্রহস্যাপ্রসিদ্ধত্বাত্তদ্বিষয়ত্বেনাজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বং। ততো লক্ষণসদ্ভাবাদস্তি মন্ত্রভাগস্য প্রামাণ্যং॥

এতদেবাভিপ্রেত্য ভগবান্ জৈমিনির্মন্ত্রাধিকরণে মন্ত্রাণাং বিবক্ষিতার্থত্বমসূত্রয়ৎ। তানি চ সূত্রাণি ক্রমেণোদাহৃতানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি॥

তদর্থশাস্ত্রাদিতি॥ ১॥ যস্যার্থস্যাভিধানে সমর্থো মন্ত্রঃ স এবাভিধেয়ো যস্য শাস্ত্রস্য ব্রাহ্মণ-বাক্যস্য তদিদং বাক্যং তদর্থশাস্ত্রং। তস্মাচ্ছাস্ত্রাদবিবক্ষিতার্থো মন্ত্র ইত্যবগম্যতে। তথা হি। উরু প্রথস্বেতি মন্ত্রেণ পুরোডাশপ্রথনমভিধীয়তে। পুরোডাশং প্রথয়তীতি ব্রাহ্মণে-নাপি তদেবাভিধীয়তে। তথা সতি মন্ত্রেণৈব প্রতীতত্বাত্তদর্থবোধনায় প্রবৃত্তং ব্রাহ্মণমনর্থকং স্যাৎ। মন্ত্রস্যাবিবক্ষিতার্থত্বে তু বিনিয়োগবোধনায় ব্রাহ্মণমুপযুক্তং। তস্মান্মন্ত্রা উচ্চারণে-নৈবানুষ্ঠানমুপকুর্ব্বন্তি॥ ননূচ্চারণার্থত্বে সত্যদৃষ্টং প্রয়োজনং পরিকল্প্যেত। অর্থাভি-ধায়কত্বে তু দৃষ্টং লভ্যেত। তস্মাদ্ব্রাহ্মণস্যানুজ্ঞামভ্যুপেত্যাপি মন্ত্রস্যাভিধানার্থত্বমে-বেত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

---

বুঝাইতেছে। "অভিমানব্যপদেশস্তু"—এই সূত্র দ্বারা, অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করিলে তত্তদভিমানী অর্থাৎ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়,—ভগবান্ বাদরায়ণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। স্বকীয় মাহাত্ম্য বলে, একই রুদ্র সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন,—ইহা যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে পরস্পর কোনরূপ দোষ হয় না। জলাদি দ্রব্য-দ্বারা মস্তক আর্দ্র করা যায়, জগতে এইরূপ চলিত ব্যবহারের অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। তদধিষ্ঠাত্রী বরুণ-দেবের কৃপায় ঐরূপ হয়,—এ অর্থ প্রসিদ্ধ নয়। তাহা না হইলেও, অপ্রসিদ্ধার্থের জ্ঞাপকত্ব তো যে কোনও প্রকারে আছে? কাজেই অজ্ঞাতার্থরূপ লক্ষণ আছে বলিয়া বেদের মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য সুসিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ জৈমিনি, মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ (যে মন্ত্রের যে অর্থটি প্রসিদ্ধ, সেইটিই তাহার প্রকৃত অর্থ)—মন্ত্রাধিকরণে এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। সেই সূত্রগুলিও আমরা উদাহরণচ্ছলে যথাক্রমে বর্ণন করিব। অতঃপর পূর্ব্বপক্ষের সূচনা করা হইতেছে।

"তদর্থশাস্ত্রাৎ"—এই সূত্র দ্বারা মন্ত্রার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণ-বাক্যকে বুঝায়। তজ্জন্য মন্ত্র-সমূহের অবিবক্ষিতার্থই পাওয়া যাইতেছে। "উরু প্রথস্ব"—এই মন্ত্র দ্বারা হোমীয় ঘৃতের প্রকাশকরণ,—এই অর্থ বুঝাইতেছে। "পুরোডাশং প্রথয়তি',—এ কথা ব্রাহ্মণেও অভিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে যদি মন্ত্র দ্বারাই মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধ হয়, তবে মন্ত্রের অর্থ-বোধ জন্য প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণভাগ অনর্থক হইয়া যায়। কিন্তু মন্ত্র-সমূহের অর্থ অবিবক্ষিত হইলে, বিনিয়োগ-বোধের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। সুতরাং মন্ত্র-সমূহ উচ্চারিত হইবা মাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপকার করে। যদি উচ্চারণমাত্রই মন্ত্রার্থের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্ট-প্রয়োজন পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্র-সমূহ যদি অর্থের

বাক্যনিয়মাদিতি ॥ ২ ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুদিত্যেবমেব বাক্যং পঠিতব্যমিতি মন্ত্রে নিয়ম উপলভ্যতে। অর্থপ্রত্যায়নং তু মূর্দ্ধাগ্নিরিত্যেবং ব্যুৎক্রমপাঠেঽপি ভবত্যেব। তস্মান্নিয়তপাঠক্রমসাফল্যায়োচ্চারণমেব মন্ত্রপ্রয়োজনং। নন্বু পাঠক্রমনিয়মমাত্রস্যাদৃষ্টার্থত্বেঽপি মন্ত্রপাঠোঽর্থবোধার্থ এবেত্যাশঙ্ক্য তত্র দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

বুদ্ধশাস্ত্রাদিতি ॥ ৩ ॥ অগ্নীদগ্নীন্‌বিহরেতি প্রৈষমন্ত্রঃ প্রয়োগকালে পঠ্যতে। তচ্চাগ্নিবিহরণাদিকর্ম্মাগ্নীধ্রেণাধ্যয়নকালএব স্বকর্ত্তব্যত্বেন বুদ্ধং। তস্য চ বুদ্ধার্থস্য পুনর্মন্ত্রোচ্চারণেন শাসনমনর্থকং। ন হি সোপানৎকে পাদে পুনরপ্যুপানহং প্রতিমুঞ্চতি। নন্বু বুদ্ধস্যার্থস্য প্রামাদিকবিস্মরণপরিহারায় মন্ত্রেণ স্মারণমস্ত্বিত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

অবিদ্যমানবচনাদিতি ॥ ৪ ॥ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্যেতি মন্ত্র আম্নায়তে। ন খলু চতুঃশৃঙ্গত্বাদ্যুপেতং কিঞ্চিদ্‌যজ্ঞস্য সাধনং বিদ্যতে যন্মন্ত্রপাঠেনানুস্মর্য্যেত ॥ নন্বীদৃশী কাচিদ্দেবতা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যান্যং দোষং সূত্রয়তি ॥

---

অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক হয়, তবে তাহারা দৃষ্টফল হয়। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-ভাগের আদেশ স্বীকার করিয়াই মন্ত্রের অভিধানার্থ হইতে পারে,—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই "বাক্য নিয়মাৎ"—এই সূত্র করিয়াছেন। বাক্যের নিয়ম অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ প্রয়োজন,—'ইহাই ঐ সূত্রের অর্থ। (উদাহরণ দ্বারা ঐ অর্থ আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হইতেছে।) "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ"—এইরূপ যথাক্রমে বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে,—মন্ত্রে ইহাই নিয়ম। অতএব ক্রমিক বাক্যোচ্চারণ মন্ত্রের নিয়ম অর্থাৎ প্রয়োজন হইল। মন্ত্রের উচ্চারণ প্রয়োজন না হইয়া যদি অর্থ ই প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে "মূর্দ্ধাগ্নিঃ ককুদ্দিবঃ"—ইত্যাকার বিপরীতভাবে পাঠ করিলেও চলিতে পারিত। সুতরাং নিয়মিতভাবে ক্রমিক পাঠের সাফল্য-সম্পাদনের জন্য উচ্চারণই মন্ত্রের প্রয়োজন। ক্রমিক পাঠ নিয়মমাত্রেরই অর্থ, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দৃষ্ট বা বোধ বিষয়ীভূত হয় না। সুতরাং অর্থবোধের জন্যই মন্ত্র পাঠ আবশ্যক;—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য "বুদ্ধশাস্ত্রাৎ" এই সূত্র দ্বারা দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়, শাস্ত্র অর্থাৎ শাসন বা আদেশ করে, সেই হেতু—মন্ত্র, পূর্ব্ব-সংস্কার-সঞ্জাত বিষয়ের শাস্তা মাত্র, অর্থের বোধক নহে, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। যেমন পাদুকা-যুক্ত পদে পুনরায় পাদুকার দরকার হয় না, সেইরূপ "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি যে অনুজ্ঞাবোধক মন্ত্র, প্রয়োগকালে পঠিত হয়; তাহাতে অগ্নীধ্র অর্থাৎ ঋত্বিক্ অধ্যয়ন-কালেই অগ্নি বিহরণাদি কার্য্য নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়া আছেন। সেই পূর্ব্বের বিষয় জানাইবার জন্য পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণের দরকার হয় না। অধ্যয়ন-কালে কোনও বিষয়ের ফলিতার্থ সম্যক্ অবগত হইয়া থাকিলেও অনবধানতাপ্রযুক্ত ঋত্বিক্ কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যাইতে পারেন; তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হউক—এই আশঙ্কা করিয়া, "অবিদ্যমানবচনাৎ", এই সূত্র দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করিতেছেন।

যাহা নাই, তাহা বলা; সুতরাং অর্থবোধ মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন নহে,—ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ। "ইহার চারি শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মাথা, সাতটি হাত"—এইরূপ মন্ত্র পঠিত হয় বটে; কিন্তু ঐ মন্ত্র পাঠ দ্বারা, চতুঃশৃঙ্গাদি বিশিষ্ট যজ্ঞের কোনও জিনিষ

অচেতনেঽর্থবন্ধনাদিতি ॥ ৫ ॥ ওষধে ত্রায়স্বৈনং শৃণোত গ্রাবাণ ইত্যাদাবচেতনে দ্রব্যে চেতনোচিতরক্ষণশ্রবণাখ্যর্থং বধ্নাতি। স চাযুক্তঃ॥ নন্বভিমানিব্যপদেশ ইতি বৈয়াসিকশাস্ত্রে সূত্রিতত্বাদোষধ্যাদ্যভিমানিচেতনদেবতা বিবক্ষ্যতামিত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি॥

অর্থবিপ্রতিষেধাদিতি ॥ ৬ ॥ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি মন্ত্র আম্নায়তে। যদেব দ্যৌস্তদেবান্তরিক্ষমিত্যয়মর্থো বিপ্রতিষিদ্ধঃ। এক এব রুদ্রঃ সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা ইত্যাদিকমপ্যুদাহর্ত্তব্যং॥ ননু ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেবেত্যাদিবদন্তরিক্ষাদিরূপত্বেনাদিতিঃ স্তূয়তে। এবমেকস্যাপি রুদ্রস্য যোগসামর্থ্যাদ্বহুমূর্তিস্বীকারোঽস্তু। ততোঽনর্থবিপ্রতিষেধ ইত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি॥

স্বাধ্যায়বদবচনাদিতি ॥ ৭ ॥ পূর্ণিকা নাম কাচিদ্যোষিদবঘাতং করোতি। তৎসমীপে মাণবকঃ স্বাধ্যায়গ্রহণার্থং কদাচিদবঘাতমন্ত্রমধীতে। ন চ তস্যার্থপ্রকাশনবিবক্ষাস্তি। প্রতিমুষলপ্রহারং তস্য মন্ত্রস্যাপঠ্যমানত্বাদক্ষরগ্রহণায়ৈব তং মন্ত্রমন্যাংশ্চ মন্ত্রানভ্যস্যতি। তত্র স্বাধ্যায়কালে পঠিতোঽপ্যবঘাতমন্ত্রো যথা পূর্ণিকাং প্রতি স্বার্থং ন ব্রূতে তথা কর্ম-

---

স্মরণ করাইয়া দেওয়া বুঝাইতেছে না। যদি বল, জিনিষ না হইতে পারে, চতুঃশৃঙ্গাদি বিশিষ্ট কোনও এক দেবতা আছেন, তাঁহারই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে,—এই আশঙ্কায়, "অচেতনেঽর্থবন্ধনাৎ" সূত্র দ্বারা দোষান্তর সূচিত করিতেছেন।

অচেতনে চেতনার্থ কল্পিত হইলে, 'মন্ত্র দ্বারা প্রকৃতার্থ বোধ হইতে পারে না,—ইহাই সূত্রের অর্থ। "হে ওষধে! ইহাকে ত্রাণ কর," "হে পাষাণগণ! শ্রবণ কর" ইত্যাদিস্থলে, অচেতন পদার্থ ওষধি ও প্রস্তরে, চেতনবৎ রক্ষণ ও শ্রবণাদি অর্থ সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। ভগবান্ বেদব্যাস-কথিত "অভিমানি-ব্যপদেশ"—এই সূত্রানুসারে ওষধ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণই এস্থলে বিবক্ষিত হইবে,—এই আশঙ্কায় "অর্থ-বিপ্রতিষেধাৎ" সূত্র দ্বারা অন্য দোষ সূচিত করা হইতেছে। মন্ত্রার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া, মন্ত্র-পাঠ অর্থ-বোধের জন্য নহে,—ইহাই সূত্রের নিষ্কর্ষার্থ। "যে অদিতি দ্যৌ (দ্যুলোক), সেই অদিতি অন্তরীক্ষ" হইতেছে। অতএব এ অর্থ বিপ্রতিষেধক বা পরস্পর-বিরুদ্ধ। এস্থলে "একই রুদ্র—সহস্র সহস্র রুদ্র" এটিও উদাহরণরূপে দেওয়া যাইতে পারে। যেমন "তুমিই মাতা, তুমিই পিতা,"—এস্থলে মাতা ও পিতারূপে এক ব্যক্তিরই স্তব করা হইতেছে; সেইরূপ একই অদিতিকে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ-রূপে স্তুতি করা যাইতেছে এবং যোগবলে একই রুদ্রের বহু মূর্তি স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা হইলেই মন্ত্রার্থ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইতে পারিল না,—এই আশঙ্কায় "স্বাধ্যায়বদবচনাৎ" সূত্রে দোষান্তর সূচিত হইতেছে।

মন্ত্রাভ্যাস-কালে যেমন তাহার অর্থ বোধ হয় না, প্রয়োগকালেও তদ্রূপ অর্থবোধ হয় না,—ইহাই সূত্রের অর্থ। পূর্ণিকা নাম্নী কোনও স্ত্রীলোক মুষলাঘাত-দ্বারা ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির করিতেছে, এবং স্বাধ্যায় গ্রহণ জন্য ব্রাহ্মণ-বটু, কোনও সময় অবঘাত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-বটুর, অর্থ-প্রকাশনের বিবক্ষা নাই; কেন-না, প্রতি মুষল-প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন না;—মন্ত্রস্থ অক্ষরগুলি মুখস্থ করিবার জন্যই সেই মন্ত্র ও তদ্ব্যতীত অন্য মন্ত্রও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছেন। স্বীয় অধ্যয়ন-কালে অবঘাত মন্ত্র পঠিত

কালেঽপি স্বার্থং ন বক্ষ্যতি ॥ নন্বু তত্র মাণবকস্যার্থে বিবক্ষা নাস্তি। পূর্ণিকাপ্যববোদ্ধু-মক্ষমা। কর্ম্মণি ত্বধ্বর্য্যোরর্থবিবক্ষা বিদ্যতে বোধশ্চ সংভবতীত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

অবিজ্ঞেয়াদিতি ॥ ৮ ॥ কেষাঞ্চিন্মন্ত্রাণামর্থো বিজ্ঞাতুং ন শক্যতে। তদ্‌যথা। অম্যক্‌সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে ইত্যেকো মন্ত্রঃ। সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ ইত্যপরো মন্ত্রঃ ॥ নন্বীদৃশমন্ত্রার্থ-বোধায়ৈব নিগমনিরুক্তব্যাকরণানি প্রবৃত্তানীত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যমিতি ॥ ৯ ॥ কিন্তে কৃণ্বন্তি কীকটেষ্বিতি মন্ত্রে কীকটো নাম জনপদ আম্নাতঃ। তথা নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমগন্দো নাম রাজেত্যেতেঽর্থা অনিত্যা আম্নাতাঃ। তথা চ সতি প্রাক্‌ প্রমগন্দাম্নায়ং মন্ত্রো ভূতপূর্ব্ব ইতি গম্যতে। তদেবমেতৈস্তদর্থ-শাস্ত্রাদিভির্হেতুভির্মন্ত্রাণামর্থপ্রত্যায়নার্থত্বং নাস্তি। কিন্তূচ্চারণাদদৃষ্টার্থা এব ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ ॥

তত্র সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি ॥ অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইতি ॥ ১০ ॥ তুশব্দেন মন্ত্রাণামদৃষ্টার্থ-মুচ্চারণমাত্রং বারয়তি। ক্রিয়াকারকসম্বন্ধেন প্রতীয়মানো বাক্যার্থো লোকবেদয়ো-

---

হইলেও, সেই মন্ত্র যেমন পূর্ণিকাকে নিজের অর্থ বুঝাইতে পারে না; সেইরূপ ক্রিয়া-কালে অর্থাৎ যজ্ঞ সময়ে মন্ত্র পঠিত হইলেও তদ্দ্বারা মন্ত্রের অর্থবোধ হয় না। আচ্ছা, সেস্থলে না হয় মাণবকের অর্থ বিবক্ষা নাই, পূর্ণিকাও মন্ত্রের অর্থবোধ করিতে অক্ষম; কিন্তু যজ্ঞক্ষেত্রে তো অধ্বর্য্যুর (পুরোহিতের) মন্ত্রের অর্থবিবক্ষা আছে,—মন্ত্রের অর্থবোধের সম্ভাবনাও আছে। কাজে কাজেই অধ্যয়ন-কালে না হইলেও, যজ্ঞক্ষেত্রে প্রয়োগ কালে, মন্ত্রের অর্থ-বোধের প্রয়োজন হইতেছে। এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য, "অবিজ্ঞেয়াৎ" সূত্রের দ্বারা দোষান্তর সূত্রিত হইতেছে।

অনেক মন্ত্র আছে, যাহাদের অর্থ বোধ হয় না, সুতরাং তাহারা অবিজ্ঞেয়ার্থ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। অর্থবোধ হয় না—এরূপ মন্ত্র দুই একটি বলা যাইতেছে। যেমন "অম্যক্‌ সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে"—এই একটি মন্ত্র, এবং "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ"—এই একটি দ্বিতীয় মন্ত্র। এই দুইটি মন্ত্রের কোনও অর্থই নাই। যদি বল, ঐ সব মন্ত্রের অর্থ-বোধের জন্যই নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে অর্থবোধ কেন না হইবে;—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য "অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যং" দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করা হইতেছে। অনিত্য বিষয়ের সংযোগ করায় বলিয়া মন্ত্র-সমূহ অনর্থোৎ-পাদক। ইহাই সূত্রের অর্থ। "কিন্তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু"—এই মন্ত্রের মধ্যে যে কীকট শব্দটি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা কীকট নামক দেশকে বুঝাইতেছে, এবং "নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমগন্দো নাম রাজা"—এই মন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত পদ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের অর্থ অনিত্য বলিয়া কথিত রহিয়াছে। যদি মন্ত্রের অর্থ এরূপ অনিত্যই হয়, তাহা হইলে প্রমগন্দ নামক রাজার পূর্ব্ব-সময়ে মন্ত্র ছিল না,—ইহা উপলব্ধ হয়। তাহা হইলে তদর্থশাস্ত্রাদি হেতুপুঞ্জ দ্বারা মন্ত্র-সমূহের অর্থবোধ প্রয়োজন হইল না; কিন্তু উচ্চারণ-হেতু উহারা অদৃষ্টার্থ,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া "অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইতেছে;—সূত্রে যে তু শব্দ আছে তদ্দ্বারা উচ্চারণ করিবামাত্র মন্ত্র-সমূহের অদৃষ্টার্থ

ষ্ববিশিষ্টঃ। তথা সতি যথা লোকেঽর্থপ্রত্যায়নায়ৈব বাক্যমুচ্চার্য্যতে তথা বৈদিকযাগ-প্রয়োগেঽপি দ্রষ্টব্যং। মন্ত্রেণ প্রকাশিতস্ত্বর্থোঽনুষ্ঠাতুং শক্যতে ন ত্বপ্রকাশিতঃ। তস্মান্মন্ত্রো-চ্চারণস্যার্থপ্রকাশনরূপং দৃষ্টমেব প্রয়োজনম্॥ নন্বভ্রিরসি নারিরসি ইত্যারভ্য ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা দদ ইতি মন্ত্র আম্নাতঃ। তেনৈব মন্ত্রেণ প্রতীতেঽভ্র্যাদানে পুনর্ব্রাহ্মণে তাং চতুর্ভির-ভ্রিমাদত্ত ইতি বিধীয়তে। তদেতদ্বিধানং ত্বৎপক্ষে ব্যর্থং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

গুণার্থেন পুনঃশ্রুতিরিতি॥ ১১॥ মন্ত্রেণ প্রতীতস্যৈবার্থস্য ব্রাহ্মণে যৎপুনঃশ্রবণং তদেতচ্চতুঃসংখ্যালক্ষণগুণবিধানার্থত্বেনোপযুজ্যতে। এতস্য বিধানস্যাভাবে চতুর্ণাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যেন কেনাপ্যেকেনাভ্রিরাদীয়েত॥ নন্বিমামগৃভ্ণন্রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্ত ইত্যত্র মন্ত্রসামর্থ্যাদেব প্রাপ্তস্য রশনাদানস্য পুনর্ব্রাহ্মণবাক্যং বিনিযোজকমাম্নায়তে। তদেতত্ত্বন্মতে ব্যর্থমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

পরিসংখ্যেতি॥ ১২॥ গর্দ্দভাভিধানীং নাদত্ত ইতি নিষেধঃ পরিসংখ্যা। তদর্থমিদং ব্রাহ্মণবাক্যং॥ নন্নু পরিসংখ্যায়াং ত্রয়ো দোষাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। আদত্ত ইতি রশনাদানলক্ষণং স্বার্থং জহ্যাৎ। তন্নিষেধলক্ষণঃ পরার্থোঽস্য শব্দস্য কল্প্যেত। রশনাত্বসামান্যেন চ প্রাপ্তং গর্দ্দভরশনায়ামাদানং বাধ্যেতেতি ত্রয়ো দোষাঃ। নৈবং। গর্দ্দভরশনায়া অপ্রাপ্তত্বাৎ। তথা হি। ত্বৎপক্ষে প্রকরণপাঠাণ্যথানুপপত্ত্যা মন্ত্রেণাদানং কুর্য্যাদিতি বাক্যং পরিকল্প্যতে। তেন চ বাক্যেন মন্ত্রাদানয়োঃ সম্বন্ধে সতি পশ্চাৎ কিং বিষয়কমাদানমিতি বীক্ষায়াং লিঙ্গাদ্রশনামাত্র-স্যাদানমুপেত্য গর্দ্দভরশনায়াঃ প্রাপ্তির্বক্তব্যা। সা চ বিলম্ব্যতে ইত্যশ্বাভিধানীমিতি প্রত্যক্ষেণ

---

নিবারিত হইতেছে। ক্রিয়াকারক (কার্য্য ও তন্নিষ্পাদক) সম্বন্ধ দ্বারা যে বাক্যের অর্থ জানিতে পারা যায়, তাহা লৌকিক প্রয়োগে ও বেদে অবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন। তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহারে, অর্থ-বোধের জন্য যেমন বাক্য উচ্চারিত হয়, সেইরূপ বৈদিক যাগের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ উপলব্ধির জন্যই মন্ত্র-সমূহের আবৃত্তি করা হয়,—ইহা বুঝিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত অর্থই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার যোগ্য; অপ্রকাশিত অর্থ কদাপি যোগ্য হইতে পারে না। তজ্জন্য মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ-প্রকাশরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজনও আছে। আচ্ছা, তাহা হইলে "অভ্রিরসি নারিরসি"—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দদ পর্য্যন্ত ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, সেই মন্ত্র দ্বারা অভ্রি-গ্রহণের (অভ্রি শব্দ দ্বারা নৌকা-মার্জ্জনার্থ কুদ্দালাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডকে বুঝায়) প্রতীতি হইতেছে এবং পুনরায় ব্রাহ্মণে (বেদের ব্রাহ্মণভাগে) "মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা অভ্রি গ্রহণ কর"—এইরূপ বিধি কথিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ বিধান আপনার পক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়,—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। কিন্তু "গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা যাইতেছে।

মন্ত্র-দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ ব্রাহ্মণে পুনরায় শ্রবণ করিলে, তাহাতে চতুঃসংখ্যক লক্ষণ গুণ বিধানের উপযোগিতা হয়। এইরূপ বিধান না থাকিলে, মন্ত্র-চতুষ্টয় মধ্যে যে কোনও একটি দ্বারা অভ্রি আদান সিদ্ধ হইতে পারিত।

"ইমামগৃভ্ণন্‌রশনামৃতস্য" এই মন্ত্রে অশ্বাভিধানী অর্থাৎ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতে এই অর্থ বুঝাইতেছে। এস্থলে মন্ত্রের ক্ষমতানুসারে রশনা গ্রহণ-প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ-

বাক্যেন। মন্ত্রাদানয়োঃ সম্বন্ধে সতি লিঙ্গাদ্রশনামাত্রে প্রাপ্তমাদানমশ্বাভিধানীমিতি শ্রুত্যা বিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। ততো মন্ত্রস্য নিরাকাঙ্ক্ষত্বাদ্গর্দ্দভরশনায়া অপ্রাপ্তত্বান্নাস্তি প্রাপ্তবাধঃ। অত এব নিষেধার্থো ন কল্প্যতে। বিধ্যর্থশ্চ ন ত্যজ্যতে। তত্র কুতো দোষত্রয়ং। ঈদৃশমপ্রাপ্তিরূপমেব গর্দ্দভরশনায়া নিবারণমভিপ্রেত্য পরিসংখ্যেতি সূত্রিতং॥ ননুক্রপ্রথস্বেতি প্রথয়তীতি ব্রাহ্মণস্য বৈয়র্থ্যং তদবস্থমেবেত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

অর্থবাদোবেতি॥ ১৩॥ বাশব্দো বৈয়র্থ্যং বারয়তি। অস্যাত্রার্থবাদঃ। যজ্ঞপতিমেব তৎ

---

বাক্য তাহারই বিনিযোজক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং আপনার মতে ইহা ব্যর্থ—এই আশঙ্কা করিয়া "পরিসংখ্যা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

গর্দ্দভরজ্জু গ্রহণ করিবে না, এইরূপ নিষেধের নামই পরিসংখ্যা—সুতরাং "ইমামগৃভ্ণন্" ইত্যাদি ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা অশ্বরজ্জুই গ্রহণ করিবে,—ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রাহ্মণ-বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু পরিসংখ্যা স্বীকার করিলে, শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের গ্রহণ ও প্রাপ্তির বাধ-রূপ দোষত্রয় সম্ভাবিত হয়। উক্ত দোষত্রয়ের উদাহরণ যথাক্রমে বলিতেছি;—"আদত্তে" এই পদ দ্বারা রশনা-গ্রহণের লক্ষণ-বিশিষ্ট স্বীয় অর্থ পরিত্যক্ত হইতেছে। কারণ, রজ্জু গ্রহণ বলিলে রজ্জু ধারণ—এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং গ্রহণ শব্দের যে অর্থে শক্তি, তাহার পরিত্যাগ হইয়াছে। তাহা হইলেই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ যে কি, তাহা বেশ বুঝা গেল। গ্রহণ শব্দের গ্রহণার্থ লক্ষণ ভিন্ন অপর একটী অর্থ কল্পিত হইতেছে, অর্থাৎ গ্রহণ শব্দ দ্বারা ধারণ—এই অর্থ বুঝাইতেছে। গ্রহণ শব্দের অর্থ ধারণ, ইহা কখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু এস্থলে তাহার ঐ অর্থ হওয়ায় অশ্রুতার্থের গ্রহণও বুঝা গেল। সাধারণভাবে, রশনার কথা বলিলে, গর্দ্দভরশনাকেও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গর্দ্দভ রশনা এস্থলে উদ্দেশ্য নয় বলিয়া, প্রাপ্তিতে বাধা ঘটিতেছে। সুতরাং পরিসংখ্যার তিনটি দোষই এখন বেশ বুঝা গেল। এস্থলে গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তিতে বাধরূপ যে পরিসংখ্যা-দোষের আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহা হইতে পারে না। কেন-না, গর্দ্দভ রশনার তো প্রাপ্তিই নাই! আপনার মতে গর্দ্দভরশনা প্রাপ্তি পক্ষে, রশনা-আদান প্রকরণে, ঐ মন্ত্র পাঠ করার কোনও সার্থকতা নাই বলিয়া তাৎপর্য্য-শূন্য হইয়া পড়ে। সেই হেতু মন্ত্র দ্বারা, "আদান করিবে"—এই বিধি-বাক্য কল্পনা করিতে হইতেছে। সেই কল্পনা-সিদ্ধ বাক্য দ্বারা, মন্ত্র ও আদানের যে কি সম্বন্ধ, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। পশ্চাতে কোন্ বিষয়ের আদান অর্থাৎ গ্রহণ?—এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, মন্ত্রলিঙ্গানুসারে রশনা-মাত্রেরই আদান বুঝায়। সেই হিসাবে যে গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তি, সে বহুদূরের কথা। সেই হেতু 'অশ্বাভিধানী'—এই প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা অশ্বরশনা প্রাপ্তি বুঝাইতেছে। মন্ত্র ও আদানের সম্বন্ধ স্থির হইলে মন্ত্রলিঙ্গানুসারে-সাধারণ-রশনার আদান-প্রাপ্তিতে, 'অশ্বাভিধানীং'—এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে অশ্বরজ্জুকেই বুঝাইতেছে। এইরূপে মন্ত্র, আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পড়ে বলিয়া, গর্দ্দভ রশনার প্রাপ্তি হইল না। অতএব প্রাপ্তির বাধ, নিষেধার্থের কল্পনা এবং বিধ্যর্থের (প্রকৃতার্থের) পরিত্যাগরূপ দোষত্রয়ের মধ্যে কোনটিরই সম্ভব হইল না। সুতরাং গর্দ্দভ-রশনার অপ্রাপ্তির নিষেধ জন্য "পরিসংখ্যা" সূত্রের যে উল্লেখ হইয়াছে,

প্রথয়তীতি তেনার্থবাদেন সম্বন্ধায় ব্রাহ্মণে বিধিঃ পঠ্যতে॥ নম্বু প্রথয়তীত্যনেনৈব বিধিশব্দেন প্রথনমনূদ্য যজ্ঞপতিমেবেত্যাদিনার্থবাদেন স্তোতব্যং। তদেব তু প্রথনং কুতঃ প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

মন্ত্রাভিধানাদিতি॥ ১৪॥ অধ্বর্য্যুঃ পুরোডাশমুদ্দিশ্য মন্ত্রে প্রথস্বেত্যেবমভিধত্তে। তস্মাদভিধানাদধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকং প্রথনং প্রাপ্তং। যথা লোকে যঃ কুর্ব্বিতি ব্রূতে স কারয়তি তথাত্রাপি যঃ প্রথস্বেতি ব্রূতে স প্রথয়ত্যেব। যদুক্তং অগ্নির্মূর্দ্ধাদিব ইতি পাঠক্রমনিয়মাদদৃষ্টার্থো মন্ত্র ইতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

অবিরুদ্ধং পরমিতি॥ ১৫॥ পরং দ্বিতীয়সূত্রোক্তমস্মৎপক্ষেঽপ্যবিরুদ্ধং। ন হি বয়ং পাঠক্রমনিয়মাদদৃষ্টং নিবারয়ামঃ। কিং তর্হি মন্ত্রোচ্চারণেন জায়মানমর্থপ্রত্যায়নং দৃষ্টপ্রয়োজনত্বান্নোপেক্ষিতব্যমিত্যেতাবদেব ব্রুমঃ॥ নম্বু প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি মন্ত্রবুদ্ধিমেবার্থং শাস্তি। তদযুক্তম্। সোপানৎকস্যোপানদন্তরাসম্ভবাদিত্যুক্তমিতি চেৎ তস্য পরিহারং সূত্রয়তি॥

---

উহা "উরু প্রথস্ব" মন্ত্রে "পুরোডাশং প্রথয়তি" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বাক্যের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপ আপত্তি "অর্থবাদোবা" এই সূত্র দ্বারা ভঞ্জন করিতেছেন।

সূত্রে যে 'বা' শব্দ আছে, তদ্দ্বারা বিফলতা দোষ নিবারিত হইতেছে। "যজ্ঞপতিমেব তৎপ্রথয়তি" অর্থাৎ যজ্ঞপতিকেই পুরোডাশ প্রথন করাইবে,—এস্থলে অর্থবাদ অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ কথন হইতেছে। এই অর্থবাদের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন জন্য ব্রাহ্মণে ঐরূপ বিধি পঠিত হইয়াছে। "প্রথয়তি" এই বিধি-শব্দ দ্বারা প্রথনের (প্রকাশ-করণের) পশ্চাতে উল্লেখ করিয়া "যজ্ঞপতিমেব" (যজ্ঞপতিকেই)—ইত্যাদিরূপ অর্থবাদ দ্বারা যে স্তব করা হইতেছে, সেই প্রথন কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে?

এই সন্দেহ নিরাসের জন্য "মন্ত্রাভিধানাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেছেন। মন্ত্রেই উহা কথিত হইতেছে, ইহাই সূত্রের অর্থ। অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্), যজ্ঞীয় ঘৃতকে লক্ষ্য করিয়া, মন্ত্রে "প্রথস্ব" অর্থাৎ খ্যাত, বা প্রকাশিত হও,—এইরূপ বলিতেছেন। ঐ ভাবে বলিতে দেখিয়া, অধ্বর্য্যুই প্রথনের কর্ত্তা, ইহা পাওয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি এক জনকে "কর" এই কথা বলে, সেই করাইয়া থাকে—ইহা যেমন জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি এস্থলেও, যে অধ্বর্য্যু, "প্রথস্ব" অর্থাৎ প্রথিত হও—এ কথা বলিতেছেন, সেই অধ্বর্য্যুই প্রথিত করাইতেছেন। যথাক্রমে পাঠই মন্ত্রের প্রয়োজন। এই হেতু "অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ" মন্ত্রের অবতারণা। এস্থলে, "মন্ত্র অদৃষ্টার্থ" অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ দর্শনবিষয়ীভূত নয়, পূর্ব্বে যে এরূপ বলা হইয়াছে, তদুত্তরে "অবিরুদ্ধং পরং"—এই সূত্র করা হইতেছে।

পরং অর্থাৎ—"বাক্য-নিয়মাৎ" এই দ্বিতীয় সূত্রোক্ত মন্ত্রের অদৃষ্টার্থতা সম্বন্ধে আমার মতও অবিরুদ্ধ। ক্রমিক পাঠের নিয়ম আছে বলিয়া আমরা মন্ত্রের অদৃষ্টার্থের নিষেধ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে কি মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অর্থ বোধ সঞ্জাত হইলে, উহা দৃষ্ট প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি? "প্রোক্ষণীরাসাদয়" অর্থাৎ প্রোক্ষণী পাত্র (যজ্ঞ জলসেকার্থ পাত্রবিশেষ) স্থাপন কর, এই মন্ত্রজ্ঞানই সেই অর্থ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। ইহা অসঙ্গত; কারণ, পাদুকাবিশিষ্ট পদের মধ্যে পাদুকা ধারণ অসম্ভব,—পূর্ব্বে যে এইরূপ

সম্প্রৈষকর্ম্মণোগর্হানুপলম্ভঃ সংস্কারত্বাদিতি ॥ ১৬॥ সম্প্রৈষকর্ম্মণো গর্হা ত্বদুক্তদোষো নোপলভ্যতে। বুদ্ধস্যাপ্যর্থস্য মন্ত্রেণৈবানুস্মরণে সতি নিয়মাদৃষ্টলক্ষণস্য সংস্কারস্য সম্ভাবাৎ॥ যচ্চোক্তং চত্বারিশৃঙ্গেতি মন্ত্রোঽসন্তমেবার্থমভিধত্ত ইতি তস্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

অভিধানেঽর্থবাদ ইতি॥ ১৭॥ অসতোঽর্থস্যাভিধানে বাক্যে গৌণস্যার্থস্যোক্তির্দ্রষ্টব্যা। তদ্‌যথা। চত্বারো হোত্রধ্বর্য্যুদ্‌গাতৃব্রাহ্মণোঽস্য কর্ম্মণঃ শৃঙ্গাণি। প্রাতঃসবনাদয়স্ত্রয়ঃপাদাঃ। পত্নীযজমানৌ দ্বে শীর্ষে। গায়ত্র্যাদীনি সপ্তচ্ছন্দাংসি হস্তাঃ। ঋগ্বেদাদিভিস্ত্রিভির্বেদৈস্ত্রেধা বন্ধনং। কামান্ বর্ষতীতি বৃষভঃ। রোরবীতি স্তোত্রশস্ত্রাদিশব্দান্ পুনঃ পুনঃ করোতি। মহো দেবঃ সোঽয়ং প্রৌঢ়ো যজ্ঞরূপো দেবো মর্ত্যানাবিবেশেতি। লোকেঽপ্যেব গৌণ-প্রয়োগা দৃশ্যন্তে। চক্রবাকস্তনী হংসদন্তাবলী কাশবস্ত্রা শৈবালকেশিনীত্যেবং নদ্যাঃ স্তূয়মানত্বাৎ। এবমোষধে ত্রায়স্ব শৃণোতগ্রাবাণ ইত্যাদ্যচেতনসম্বোধনানি স্তুতিপরত্বেন যোজনীয়ানি। যস্মিন্ বপন ওষধিরপি ত্রায়তে তত্র বপনকর্ত্তা ত্রায়ত ইতি কিমু বক্তব্যং।

---

আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহার পরিহার-করণ মানসেই "সম্প্রৈষকর্ম্মণোগর্হানুপলম্ভঃ সংস্কারত্বাৎ" —এই সূত্র করিয়াছেন। "প্রোক্ষণী আসাদন কর"—ইত্যাকার সম্প্রৈষ-কর্ম্মের জ্ঞাতার্থ-জ্ঞাপকরূপ যে দোষ আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্র-দ্বারাই জ্ঞাত অর্থের অনুস্মরণ হয়, এইরূপ নিয়ম থাকার জন্য, মন্ত্রার্থ, দৃষ্ট-লক্ষণ-বিশিষ্ট,—এইরূপ সংস্কার সঞ্জাত হইতেছে। পূর্ব্বে 'চত্বারিশৃঙ্গা' ইত্যাদিরূপ যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অসদর্থ কথিত হইতেছে বলিয়া, "অভিধানেঽর্থবাদঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইয়াছে। যে বাক্যে অসদর্থ কথিত হয়, তাহাতে গৌণার্থের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে উহার অর্থ এইরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে; যথা,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মারূপ ঋত্বিক্-চতুষ্টয়, এই যাগ-কর্ম্মের চারিটি শৃঙ্গ-স্বরূপ। প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নসবন ও সায়াহ্নসবন রূপ ত্রিসবন, উহার তিনটি পদ-স্বরূপ। যজমান ও তৎপত্নী, উহার দুই মস্তক-স্বরূপ। গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ উহার সপ্ত-হস্ত-স্বরূপ। ঋগ্বেদ,যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ—এই বেদত্রয়, উহার ত্রিবিধ বন্ধন-স্বরূপ। কাম অর্থাৎ মনের অভীষ্ট ফল, বর্ষণ (দান) করে বলিয়া যজ্ঞের নাম বৃষভ হইয়াছে। সেই যজ্ঞ পুনঃপুনঃ স্তোত্র-শস্ত্রাদি রূপ শব্দ করিয়া থাকে। তেজ-উদ্দীপক ও বর্দ্ধনশীল সেই যজ্ঞরূপ দেবতা যজমানে আবিষ্ট হইলেন।

চক্রবাকস্তনী, হংসদন্তাবলী, কাশবস্ত্রা, শৈবালকেশিনী নদী,—এইরূপ গৌণ-প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে চক্রবাক পক্ষীকে স্তনরূপে, হংস-শ্রেণীকে দন্তাবলীরূপে, কাশতৃণকে বস্ত্ররূপে এবং শৈবাল অর্থাৎ শেওলা-সকলকে কেশরূপে কল্পিত করিয়া নদীর স্তব অর্থাৎ স্বরূপ-কথন হইয়া থাকে। এইরূপ, "হে ওষধে! ত্রাণ কর; হে পাষাণগণ! শ্রবণ কর"—ইত্যাদি স্থলে অচেতন-সম্বন্ধীয় সম্বোধন স্তুত্যর্থরূপে যোজিত করিতে হইবে। যে বপনে ওষধিও ত্রাণ করে, সে বপনে বপনকর্ত্তা যে ত্রাণ করিবে; তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রস্তর-সমূহও যখন প্রাতরনুবাক (প্রাতঃকালীন স্তুতিব্যঞ্জক ঋক্) শ্রবণ করে, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যে শ্রবণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাই মন্ত্রসকলের অভিপ্রায়। এইরূপ গৌণ-প্রয়োগ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

তথা গ্রাবাণোঽপি প্রাতরনুবাকং শৃণ্বন্তি। কিমুত বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ইত্যাদিমন্ত্রাণামভিপ্রায়ঃ। যোঽপ্যদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমিতি বিপ্রতিষেধ উক্তস্তস্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

গুণাদবিপ্রতিষেধঃ স্যাদিতি॥ ১৮॥ যথা ত্বমেব পিতা ত্বমেব মাতেত্যত্র গৌণপ্রয়োগাদবিরোধস্তদ্বৎ। এবমেকরুদ্রদেবত্যে কর্ম্মণ্যেকো রুদ্রঃ। শতরুদ্রদেবত্যে শতং রুদ্রা ইত্যবিরোধঃ॥ যদপ্যুক্তং স্বাধ্যায়মধীয়ানো মাণবকঃ পূর্ণিকায়া অবহতিং ন প্রকাশয়িতুমিচ্ছতীতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

বিদ্যাবচনমসংযোগাদিতি॥ ১৯॥ বেদবিদ্যাগ্রহণকালেঽর্থস্য যদবচনং তদযজ্ঞসংযোগাদুপপদ্যতে। নহি পূর্ণিকায়া অবঘাতো যজ্ঞসংযুক্তঃ। নাপি মাণবকো যজ্ঞমনুতিষ্ঠতি। অতো যজ্ঞানুপকারান্ন তত্রার্থবিবক্ষা॥ যদপ্যুক্তং অম্যক্সাত ইন্দ্র সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু ইত্যাদাবর্থস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বান্নাস্ত্যেবার্থ ইতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

সতঃ পরমবিজ্ঞানমিতি॥ ২০॥ বিদ্যমান এবার্থঃ প্রমাদালস্যাদিভির্ন জ্ঞায়তে। তেষাং নিগমনিরুক্তব্যাকরণবশেন ধাতুতোঽর্থঃ পরিকল্পয়িতব্যঃ। তদ্ যথা। জর্ভরী তুর্ফরীতূ ইত্যেবমাদীন্যশ্বিনোরভিধানানি। তেষু হি দ্বিবচনান্তত্বং লক্ষ্যতে। আশ্বিনং চেদং সূক্তম-

---

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষং" এস্থলে যে অদিতি দ্যুলোক, তিনি অন্তরীক্ষ হইতে পারেন না,—এইরূপ যে নিষেধ কথিত হইয়াছে। তাহার উত্তর সূত্রিত করিতেছেন,—"গুণাদপ্রতিষেধঃস্যাৎ"। যেমন "তুমিই পিতা, তুমিই মাতা" বলিলে গৌণার্থহেতু মাতা-পিতারূপে এক ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে কোনও বিরোধ থাকিতেছে না; সেইরূপ একরুদ্রদেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে এক রুদ্র এবং শতরুদ্রদেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে শত রুদ্র হইবে, তাহাতে আর বিরোধ কি?

স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়নশীল মাণবক পূর্ণিকার অবহতি (আপ-পরিমাণে মুষলাঘাত দ্বারা ধান্যাদি বিতুষীকরণ ব্যাপার) প্রকাশ জন্য মন্ত্র পাঠ করিতেছেন না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "বিদ্যাবচনমসংযোগাৎ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই, বেদাধ্যয়নকালে, বেদ-মন্ত্রের অর্থ-বোধ হয় না। যেহেতু, পূর্ণিকার যে অবঘাত, (মুষলাঘাত), তাহার সঙ্গে যজ্ঞের কোনও সম্বন্ধ নাই এবং মাণবকও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন না। অতএব যজ্ঞের উপকার সাধিত হইতেছে না বলিয়া, অবঘাত-মন্ত্র-পাঠে মাণবকের অর্থবিবক্ষা নাই। পূর্ব্বে, "অম্যক্সাত ইন্দ্রঃ সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ" ইত্যাদি স্থলে অর্থ-বোধ হয় না বলিয়া তাহাদের কোনও অর্থ নাই—এই যে কথা বলা হইয়াছে, "সতঃ পরমবিজ্ঞানং" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা যাইতেছে।

অর্থ থাকিলেও, অনবধানতা ও আলস্যাদি দ্বারা তাহা জানা যায় না। নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণের সাহায্যে ধাতু হইতে তাহাদের অর্থ কল্পনা করা উচিত। "জর্ভরী তুর্ফরীতূ," এইগুলি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম। ঐ নামগুলি দ্বিবচনান্ত,—ইহা দেখা যাইতেছে। এইটি আশ্বিন (অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্বন্ধীয়) সূক্ত অর্থাৎ বেদোক্ত স্তোত্র-মন্ত্র। "অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ"—এই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম দেখা যাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই নিরুক্ত-

শ্বিনোঃ কামমপ্রা ইতি দর্শনাৎ। এতদেবাভিপ্রেত্য নিরুক্তকারো ব্যাচষ্টে। জর্ভরী ভর্ত্তারাবি-ত্যর্থস্তুর্ফরীতূ হন্তারাবিত্যর্থ ইতি। এবমম্যাকৃসাত ইত্যাদাবপূহ্যম্॥ যদপূ্যক্তং প্রমগন্দাদ্যনিত্যার্থসংযোগান্মন্ত্রস্যানাদিত্বং ন স্যাদিতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

উক্তশ্চানিত্যসংযোগ ইতি॥ ২১॥ প্রথমপাদস্যান্তিমাধিকরণে সোঽয়মনিত্যসংযোগদোষ উক্তঃ পরিহৃতঃ। তথা হি। তত্র পূর্ব্বপক্ষে বেদানাং পৌরুষেয়ত্বং বক্তুং কাঠকং কালাপকমিত্যাদিপুরুষসম্বন্ধাভিধানং হেতূকৃত্যানিত্যদর্শনাচ্চেতি হেত্বন্তরং সূত্রিতং। ববরঃ-প্রাবাহণিরকাময়তেত্যনিত্যানাং ববরাদীনামর্থানাং দর্শনাত্ততঃপূর্ব্বমসত্বাৎ পৌরুষেয়ো বেদ ইতি তস্যোত্তরংসূত্রিতং। পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রমিতি। তস্যায়মর্থঃ। যৎকাঠকাদিসমাখ্যানং তৎ প্রবচননিমিত্তং। যত্তু পরং ববরাদ্যনিত্যদর্শনং তচ্ছব্দসামান্যমাত্রং। ন তু তত্রানিত্যো ববরাখ্যঃ কশ্চিৎপুরুষো বিবক্ষিতঃ। কিন্তু ববর ইতি শব্দানুকৃতিঃ। তথা সতি ববরেতি শব্দং কুর্ব্বন্ বায়ুরভিধীয়তে। স চ প্রাবাহণিঃ। প্রকর্ষেণ বহনশীলঃ। এবমন্যত্রা-পূ্যহনীয়ং। তদেবং কস্যচিদপি দোষস্যাসম্ভবাদ্বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ স্বার্থপ্রকাশনায়ৈব প্রয়োক্তব্যাঃ॥ নন্বর্থপ্রকাশনার্থত্বে সতি দৃষ্টং প্রয়োজনং লভ্যতইতি যুক্তিমাত্রমিদমুচ্যতে। ন ত্বেতদুপোদ্বলকং কিঞ্চিচ্ছ্রৌতং লিঙ্গং পশ্যাম ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

---

কার যাস্ক, "জর্ভরী" শব্দের অর্থ ভর্ত্তা অর্থাৎ ধারণকারী এবং "তুর্ফরী" শব্দের অর্থ হত্যাকারী,—এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সেইরূপ "অম্যক্ সাত" ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ এক একটা সঙ্গত অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রমগন্দাদি (রাজা) অনিত্যার্থ প্রতিপাদক বলিয়া তৎপরবর্ত্তী কালভূত মন্ত্রের অনাদিত্ব হইবে কেন?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর "উক্তশ্চানিত্যসংযোগঃ" সূত্র দ্বারা করিতেছেন। প্রথম পাদের শেষাধিকরণে সেই অনিত্যসংযোগ দোষ উক্ত হইয়াছে এবং পরিত্যক্তও হইয়াছে। সেস্থলে প্রশ্নকারী বলিয়াছেন যে, কঠশাখাধ্যায়ী ও কলাপজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত শাস্ত্র যেমন কাঠক ও কালাপকরূপে অভিহিত হয়; সেইরূপ বেদও কঠকলাপাভিজ্ঞবৎ কোনও একজন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পৌরুষেয় হইবে না কেন? এইরূপ প্রশ্নের "অনিত্যদর্শনাচ্চ" এই সূত্র দ্বারা অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিলেন"। এস্থলে অনিত্য ববরাদি পদার্থকে যখন বেদই প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন ববরাদির পরে বেদ,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অনিত্যের পরবর্ত্তী বলিয়া বেদ যখন নিত্য নয়, তখন পৌরুষেয় (পুরুষ-রচিত)—এই আশঙ্কায় "পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রং" এই সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন। প্রবচন (উত্তম বচন) জন্য কাঠকাদি এইরূপ নাম হইয়াছে। কঠরচিত বলিয়া "কাঠক" হয় নাই। পরে যে ববরাদি অনিত্য পদার্থের দর্শন বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা একটি সাধারণ শব্দমাত্রকে বুঝাইতেছে। সেস্থলে ববর নামক কোনও অনিত্য পুরুষ অভীষ্ট নহে। কিন্তু ববর শব্দ একটি শব্দের অনুকরণ মাত্র। তাহা হইলে 'ববর' এইরূপ শব্দকরণশীল বায়ুই অভিহিত হইতেছে। সেই ববর নামক বায়ু প্রাবাহণি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল অর্থাৎ গতিশীল। এইরূপ অন্য স্থলেও অর্থ-যোজনা করিতে হইবে। সুতরাং কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই মন্ত্রসমূহ অভীষ্টার্থপ্রদ এবং স্বীয় অভীষ্টার্থ প্রকাশের

লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবদিতি ॥ ২২॥ আগ্নেয্যাগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠেতেতি শ্রূয়তে। তস্যায়মর্থঃ অগ্নির্দেবতা যস্যা ঋচঃ সেয়মাগ্নেয়ী। তয়াগ্নীধ্রস্থানমুপতিষ্ঠেতেতি। অত্র হ্যুপস্থানমুপদিশদ্‌-ব্রাহ্মণ অগ্নে নয়েত্যনয়োপতিষ্ঠেতেতি মন্ত্রপ্রতীকং পঠিত্বা নোপদিশতি। যদা তস্যামৃচ্যগ্নিঃ প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে তদা তস্যাঋচোঽগ্নির্দেবতা ভবতি। তথা সত্যাগ্নেয্যেতি দেবতাবাচি তদ্ধিতান্তনির্দ্দেশাদুপপদ্যতে। তস্মাদয়মুপদেশস্তন্মন্ত্রবাক্যমর্থবদিতি বোধয়তি। অতো বিবক্ষিতার্থত্বাদর্থপ্রত্যয়নার্থং প্রয়োগকালে মন্ত্রোচ্চারণং ॥ তস্মিন্নেব বিবক্ষিতার্থত্বে লিঙ্গান্তরং সূত্রয়তি ॥

ঊহইতি ॥ ২৩ ॥ প্রকৃতাবাম্নাতস্য মন্ত্রস্য বিকৃতৌ সমবেতার্থত্বায় তদুচিতপদান্তরস্য প্রক্ষেপেণ পাঠ ঊহঃ। তদ্‌যথা। অন্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতা ন ভ্রাতেতি প্রাকৃতঃ পশুবিষয়ো মন্ত্রপাঠঃ। তস্য চ মন্ত্রস্য বিকৃতৌ পশুদ্বয়ে সত্যন্বেতৌ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ। পশুবহুত্বে সতি অন্বেতান্ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ কর্ত্তব্যঃ। এতন্মন্ত্রব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। ন মাতা বর্দ্ধতে ন পিতেতি। তত্রেদং চিন্তনীয়ং। কিমত্র শরীরবৃদ্ধির্নিষিধ্যতে।

---

জন্যই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি অর্থ-প্রকাশের নিমিত্তই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রোচ্চারণ যে দৃষ্ট প্রয়োজন (যাহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে), ইহা পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এরূপ কথা যুক্তিমাত্র। কারণ, কোনও বৈদিক কারণ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাই না;—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবৎ" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

"আগ্নেয়ী দ্বারা অগ্নীধ্রস্থানে উপস্থান করিবে"—এইরূপ বাক্য শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—যে ঋকের দেবতা অগ্নি, তাহাকে আগ্নেয়ী কহে। সেই আগ্নেয়ী (ঋক্) দ্বারা অগ্নীধ্র স্থানে (অগ্নি-গৃহে) উপাসনা করিবে। এস্থলে ব্রাহ্মণ (বেদের ব্রাহ্মণভাগ) উপাসনার উপদেশক হইলেও, "অগ্নে নয়," "অনয়া উপতিষ্ঠেত" ইত্যাদিরূপ মন্ত্রের একদেশ মাত্র পাঠ করিয়া উপদেশ করিতেছেন না। যখন অগ্নি সেই ঋকে প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইতেছেন, তখন অগ্নিই তাহার দেবতা। তাহা হইলে, অগ্নি শব্দের উত্তর দেবতার্থে 'ষ্ণেয়' এই তদ্ধিত প্রত্যয় ও স্ত্রীত্বে 'ঙীপ' করিয়া "আগ্নেয়ী" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য এই উপদেশে, উক্ত মন্ত্র-বাক্য যে অর্থযুক্ত, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। সুতরাং, মন্ত্র বিবক্ষিতার্থ (অভীষ্টার্থ প্রকাশক) বলিয়া, অর্থবোধের জন্য, প্রয়োগকালে মন্ত্রোচ্চারণ করা হইয়া থাকে। মন্ত্র যে বিবক্ষিতার্থ, "ঊহঃ" সূত্র-দ্বারা তদ্বিষয়ে হেত্বন্তর সূত্রিত হইতেছে।

প্রকৃতভাবে পঠিত মন্ত্রের অর্থ, যদি বিকৃতপাঠেও সমবেত থাকে, তাহা হইলে তদুপযুক্ত অন্যপদ সংযোগ করিয়া যে পাঠ করা যায়, তাহাকে "ঊহ" বলে। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"অন্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতা ন ভ্রাতা"—এই মন্ত্র প্রকৃতভাবে পশুবিষয়ে পঠিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র যখন পশুদ্বয়ে বিকৃতভাবে পঠিত হইবে, তখন "অন্বেনৌ মাতা মন্যতাং" এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠের 'ঊহ' করিতে হইবে। বহু পশুবিষয়ে "অন্বেনান্ মাতা মন্যতাং" এইরূপ বহুবচনের ঊহ করিতে হইবে। উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণভাগে) এইরূপ

আহোস্বিচ্ছব্দবৃদ্ধিরিতি। একবচনান্তস্য মাতৃশব্দস্য মাতরাবিতি দ্বিবচনান্তত্বেন বা মাতর ইতিবহুবচনান্তত্বেন বা প্রয়োগঃ শব্দবৃদ্ধিঃ। ন তাৎচ্ছরীরবৃদ্ধির্নিষেদ্ধুং শক্যতে। বাল্য-কৌমারযৌবনাদিবয়োঽনুসারেণ তদ্‌বৃদ্ধেঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ শব্দবৃদ্ধিনিষেধ এব শিষ্যতে। মাতৃশব্দপিতৃশব্দয়োর্বিশেষাকারেণ বৃদ্ধিনিষেধাদিতরস্যৈনমিতিশব্দস্যার্থানুসারিণী বৃদ্ধিঃ সূচিতা ভবতি। তত্র যদ্যর্থো ন বিবক্ষ্যতে তদা পশুদ্বিত্বে দ্বিবচনং পশুবহুত্বে বহুবচনং চ কথমূহ্যতে। তস্মাদ্ বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ। তস্মিন্নেবার্থে লিঙ্গান্তরং সূত্রয়তি॥

বিধিশব্দাচ্চেতি॥ ২৪॥ মন্ত্রব্যাখ্যানরূপো ব্রাহ্মণগতঃ শব্দো বিধিশব্দ ইত্যুচ্যতে। স চৈবমাম্নায়তে। শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি জীব্যাস্মেত্যেবৈতদাহেতি। তত্র শতং হিমা ইত্যেতদ্ব্যাখ্যেয়মন্ত্রস্যপ্রতীকং। অবশিষ্টন্তু তস্য তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং। মন্ত্রস্যাবিবক্ষিতার্থত্বে তু কিং নাম তাৎপর্য্যং মন্ত্রে ব্যাখ্যায়তে। তস্মাদ্বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ প্রয়োগকালে স্বার্থপ্রকাশ-নায়ৈবোচ্চারয়িতব্যাঃ॥

তত্র সংগ্রহশ্লোকৌ।

মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ।
যাগেষূত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ॥ ১॥
ব্রাহ্মণেনাপি তদ্‌ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ।
ন তদ্ভানস্য দৃষ্টত্বাদ্দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ॥ ২॥

---

কথিত হইয়াছে; যথা,—"মাতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, পিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।" এস্থলে চিন্তা করা উচিত যে, এখানে কি তাহাদের শরীর-বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হইতেছে?—অথবা, মাতৃপিতৃ এই শব্দ-বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হইতেছে? একবচনান্ত মাতৃ শব্দের "মাতরৌ" এইরূপ দ্বিবচন এবং "মাতরঃ" এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ হইলে শব্দবৃদ্ধি হয়। শরীরবৃদ্ধির নিষেধ করিতেও পারা যায় না। কেন-না, বাল্য-কৌমার-যৌবনাদি বয়সানুসারে শরীরের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং অবশেষে শব্দ-বৃদ্ধিরই নিষেধ হইল। মাতৃপিতৃ শব্দের বিশেষভাবে বৃদ্ধি-নিষেধ-হেতু "এনং"—এই অন্য একটি শব্দের অর্থানুসারে বৃদ্ধি সূচিত হইতেছে। সেস্থলে যদি অর্থ বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে পশু-দ্বিত্বে দ্বিবচন এবং পশু-বহুত্বে বহুবচনের কিরূপ 'উহ' হয়। অতএব মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ,—ইহা স্থির নিশ্চয়। এই জন্যই "বিধিশব্দাচ্চ" সূত্র-দ্বারা অন্য কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।

মন্ত্রব্যাখ্যারূপ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী শব্দকে বিধি-শব্দ বলে। সেই বিধি-বাক্য, "শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি জীব্যাস্মেত্যেবৈতদাহেতি"—এইরূপভাবে পঠিত হয়। এ স্থলে "শতং হিমাঃ" এই যে অংশ, এটিতে যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, তাহারই প্রতীক অর্থাৎ একদেশ। উক্ত মন্ত্রের অবশিষ্টভাগে (শতং বর্ষাণি জীব্যাস্ম" এই অংশে) উহার তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা আছে। সে তাৎপর্য্য এই,—আমরা শত শত বৎসর জীবিত থাকি। মন্ত্রের অর্থ যদি অবিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রে কি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতে পারে? অতএব মন্ত্রসমূহ বিবক্ষিতার্থ। মন্ত্রপ্রয়োগ-সময়ে সেই স্বীয় বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করিবার জন্যই মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোক বিদ্যমান আছে। যথা,—

সমস্ত মন্ত্রভাগস্ত প্রামাণ্যং। ব্রাহ্মণভাগস্ত তু ন তদ্যুজ্যতে। তথাহি। দ্বিবিধং ব্রাহ্মণং। বিধিরর্থবাদশ্চেতি। তথা চাপস্তম্বঃ। কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি। ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদ ইতি। বিধিরপি দ্বিবিধঃ। অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনমজ্ঞাতজ্ঞাপনং চেতি। আগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্বপতি দীক্ষণীয়ায়ামিত্যাদ্যাঃ কর্ম্মকাণ্ডগতবিধয়োঽপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তকাঃ। আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীদিত্যাদয়ো ব্রহ্মকাণ্ডগতা অজ্ঞাতজ্ঞাপকাঃ॥ তত্র কর্ম্মকাণ্ডগতানাং জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদ্গবীধুকযবাগ্বা বেত্যাদিবিধীনাং নাস্তি প্রামাণ্যং। প্রবৃত্ত্যযোগাদ্দ্রব্যবিধানেন সম্যগনুভবসাধনত্বাভাবাৎ। অযোগ্যত্বং চ বাক্যশেষে সমাম্নাতং। অনাহুতির্বৈ জর্ত্তিলাশ্চ গবীধুকাশ্চেতি তত্র হি আরণ্যতিলানামারণ্যগোধূমানাং চাহুতিদ্রব্যত্বং নিষিদ্ধং। তস্মাদ্বাধিতো জর্ত্তিলাদিবিধিরপ্রামাণ্যং। এবমৈতরেয়তৈত্তিরীয়াদিব্রাহ্মণেষু তত্তন্নাদৃত্যং তত্তথা ন কার্য্যমিতি বাক্যাভ্যাং বহবো বিধয়ো নিষিদ্ধাঃ। অপি চৈতরেয়ব্রাহ্মণেঽনুদিতহোমং বহুধা নিন্দিত্বা তস্মাদুদিতে হোতব্যমিত্যসকৃন্নিগমিতং। তৈত্তিরীয়াশ্চ তথৈবামনন্তি। যদনুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াৎ উভয়মেবাগ্নেয়ং স্যাৎ। উদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহোতীতি। পুনরপি ত এবোদিতহোমে দোষমামনন্তি। যদুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াদ্ যথাতিথয়ে প্রক্রতায় পশূনপায়াবসথায়াহার্য্যং হরন্তি তাদৃগেব তদিতি। তথৈবাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতীতি বিধির্নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতীতি নিষেধেন বাধ্যতে। জ্যোতিষ্টোমাদিষ্বণানুষ্ঠানানন্তরমেব চ স্বর্গাদিফলং নোপলভ্যতে। ন হি ভোজনানন্তরং তৃপ্তেরনুপলম্ভোঽস্তি। তস্মাৎ কর্ম্মবিধিষু প্রামাণ্যং দুঃসম্পাদং॥

---

"মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ। যাগেষূত পুরোড়াশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ॥ ১॥ ব্রাহ্মণেনাপি তদ্ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ। ন তদ্ভানস্ত দৃষ্টত্বাদ্দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ"॥ ২॥ ইহাদের অর্থ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

"উরুপ্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহ কি অদৃষ্টার্থমূলক?—অথবা, যজ্ঞে পুরোডাশ প্রথনের ব্যঞ্জক? ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র-সমূহের পুরোডাশ প্রথনাদি অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া মন্ত্র-পাঠে যে পুণ্য হয়, তাহাও বলা যায় না। কেন-না, মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে তাহার প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদৃষ্ট-প্রয়োজন অপেক্ষা দৃষ্ট-প্রয়োজন অঙ্গীকার করা ভাল। সুতরাং, অর্থবোধের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করা হইয়া থাকে,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উচ্চারণ-মাত্রই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ উপলব্ধ হয় বলিয়া, যদি মন্ত্রভাগ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিধি ও অর্থবাদ ভেদে ব্রাহ্মণভাগ দ্বিবিধ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ কর্ম্মের বিধিই ব্রাহ্মণ-সমূহ এবং উক্ত ব্রাহ্মণ-সমূহের শেষভাগই অর্থবাদ। বিধিও আবার দ্বিবিধ; যথা,—অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তন ও অজ্ঞাতজ্ঞাপন। "দীক্ষণীয়েষ্টিতে (যজ্ঞ-বিশেষে) অগ্নিদেবতা ও বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ নির্ব্বপন (হবির্দান) করিবে।" কর্ম্মকাণ্ডগত এইরূপ বিধি-সকল অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তক নামে অভিহিত হয়। "সর্ব্বাগ্রে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র আত্মরূপেই ছিল"—ইত্যাদি ব্রহ্মকাণ্ডগত বিধি সমূহকে অজ্ঞাত জ্ঞাপক বিধি কহে। জর্ত্তিল যবাগূ (বনজাত তিলমিশ্রিত যবমণ্ড) দ্বারা হোম করিবে," "গবীধুক যবাগূ (আরণ্যগোধূম-মিশ্রিত যবমণ্ড) দ্বারা হোম করিবে" ইত্যাদি

অজ্ঞাতজ্ঞাপকেষু ব্রহ্মবিধিষপি পরস্পরবিরোধান্নাস্তি প্রামাণ্যং। আত্মা বা ইদমেক-এবাগ্র আসীদিত্যৈতরেয়িণ আমনন্তি। অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি তৈত্তিরীয়কাঃ। সোহয়ং বিরোধঃ। তস্মাদ্বেদে বিধিভাগঃ সর্ব্বোহপ্যপ্রমাণমিতিপ্রাপ্তে ব্রূমঃ॥

অস্ত্বেব জর্ত্তিলাদিবিধেরপ্রামাণ্যং তদর্থস্যানমুষ্ঠেয়ত্বাৎ। অনুষ্ঠেয়স্ত্বর্থ উপরিতনেহ-জাক্ষীরেণ জুহোতীতি বাক্যে বিধীয়তে। তৎপ্রশংসার্থমত্র জর্ত্তিলাদিকমনূদ্য নিন্দ্যতে। যথা গবামশ্বানাংচ প্রশংসার্থমপশবো বা অন্যে গোহশ্বেভ্য ইতি বাক্যেনার্থবাদরূপেণ অজাদীনাং পশুত্বং নিন্দ্যতে তদ্বৎ। এবং তর্হ্যজাদের্যথা বস্তুতঃ পশুত্বমস্তি তথা জর্ত্তি-লাদিবিধিরত্র নিন্দ্যমানোহপি কচিচ্ছাখান্তরে ভবেদিতি চেৎ। ভবতু নাম প্রামাণ্যমপি

---

কর্ম্মকাণ্ডগত বিধির প্রামাণ্য নাই। কারণ, এস্থলে প্রবৃত্তির অযোগ্য দ্রব্যের বিধান হইয়াছে বলিয়া সম্যক্-জ্ঞান সাধিত হইতেছে না। উহা যে কোনও প্রবৃত্তির যোগ্য নয়, তাহা বিধিবাক্যের শেষে কথিত হইয়াছে। জর্ত্তিল ও গবীধূক আহুতিযোগ্য দ্রব্য নহে; যেহেতু, সে স্থলে জর্ত্তিল শব্দের অর্থ, আরণ্য তিল এবং গবীধূক শব্দের অর্থ, আরণ্য-গোধূম হওয়ায় তাহারা আহুতি দ্রব্য হইতে পারে না। তজ্জন্য সেই জর্ত্তিলাদি দ্বারা—আহুতি প্রদান বাধিত হইতেছে বলিয়া, উক্ত বিধির প্রামাণ্য নাই। এইরূপ ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ "তাহা আদরণীয় নহে" ও তাহা সেইরূপ করা কর্ত্তব্য নয়" এই দুইটি বাক্য দ্বারা বহু বিধির নিষেধ করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও বলিয়াছেন যে; "সূর্য্য উদিত না হইলে হোম করা বহুধা নিন্দনীয়। "সুতরাং সূর্য্যোদয় হইলেই হোম করিবে",—এইরূপ অর্থ পুনঃ পুনঃ অবগত হওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণও সেইরূপ বলিয়াছেন যে "প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যে হোম করিবে", "প্রাতঃকালে অনুদিতসূর্য্যে হোম করিবে"। উক্ত বাক্যদ্বয়ে এতদুভয়বিধ হোমই আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি-সম্পর্কীয়। সেই তৈত্তিরীয়গণই পুনরায় উদিত সূর্য্যে হোমের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যে হোম করা নিন্দনীয়। প্রত্যাখ্যাত হইয়া পলায়িত অতিথির জন্য ভিক্ষাদি আহার্য্য-দ্রব্য লইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করা যেরূপ নিন্দাজনক; সেই মন্ত্রে ঐ উদিত-সূর্য্যে হোমকরণ সেইরূপ নিন্দাজনক। এইরূপ "অতিরাত্রে ষোড়শী (সোমরসযুক্ত যজ্ঞপাত্রবিশেষ) গ্রহণ করে" এই বিধি, "অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করে না"—এই নিষেধ দ্বারা বাধিত হইয়াছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেও অনুষ্ঠানের পরই স্বর্গাদি-রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন আহারান্তে তৃপ্তি-লাভ করা যায়; তদ্রূপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানান্তেই স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যাউক,—এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম-বিধিতে প্রামাণ্য-সম্পাদন করা অতীব দুরূহ। পরস্পর বিরোধ থাকার কারণ, অজ্ঞাতজ্ঞাপক ব্রহ্মবিধিরও প্রামাণ্য নাই। ঐতরেয়িগণ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বপ্রথমে এই জগৎ আত্মা (ব্যাপক) রূপে ছিল।" তৈত্তিরীয়গণ বলেন—"অগ্রে এই জগৎ অসৎ (অনিত্য) ভাবে ছিল। এস্থলে একটী বিরোধ উপস্থিত হইল। এই জন্য বেদে, বিধিভাগ-সমূহই অপ্রামাণ্য এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলিতে পারা যায়,—জর্ত্তিলবিধি সম্পাদন জন্য, জর্ত্তিলাদি দ্রব্য দ্বারা হোমকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া, জর্ত্তিলাদি-বিধি অপ্রামাণ্য হউক। কিন্তু

তচ্ছাখাধ্যায়িনং প্রতি ভবিষ্যতি। যথা গৃহস্থাশ্রমে নিষিদ্ধমপি পরান্নভোজনমাশ্রমান্তরেষু প্রামাণিকং তদ্বৎ। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বত্র পরস্পরবিরুদ্ধৌ বিধিনিষেধৌ পুরুষভেদেন ব্যবস্থাপনীয়ৌ যথা মন্ত্রেষু পাঠভেদঃ। শাখাভেদেন ব্যবস্থিত্বাৎ তৈত্তিরীয়া বায়বস্থোপায়বস্থেতি মন্ত্রমামনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু অপায়বস্থেত্যেতং ভাগং নামনন্তি। প্রত্যুত শতপথব্রাহ্মণে স ভাগোহনূদ্য নিরাকৃতঃ। তথা সূক্তবাগ্‌মন্ত্রে শাখান্তরপাঠং নিরাকৃত্য পাঠান্তরং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি যদ্ব্রূয়াৎ সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চেতি প্রমাযুক্তো যজমানঃ স্যাদিতি নিরাকরণং। সূপচরণা চ স্বধিচরণা চেত্যেবং ব্রূয়াদিতি পাঠান্তরোপদেশঃ। তত্রানুষ্ঠাতৃপুরুষভেদেন ব্যবস্থা। তদ্বিধিষু দ্রষ্টব্যং ষোড়শিগ্রহণাদিদূষণং তু অশ্রুতমীমাংসাবৃত্তান্তস্য তত্রৈব শোভতে। পূর্ব্বমীমাংসায়াং দশমাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণবিকল্পো নির্ণীতঃ। দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমপাদে কালান্তরভাবিফলসিদ্ধ্যর্থমপূর্ব্বং নির্ণীতং। তদ্বদুত্তরমীমাংসায়াং প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেরিত্যস্মিন্ সূত্রে জগৎকারণে পরমাত্মনি শ্রুতের্বিপ্রতিপত্তির্নিরাকৃতা। দ্বিতীয়স্যা-

---

"অজাক্ষীর দ্বারা হোম করিবে"—এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যে অনুষ্ঠেয় হোম-কার্য্যের বিধান করা হইয়াছে। অজাক্ষীরের প্রশংসার জন্যই, এখানে জর্ত্তিলাদির নিন্দা হইতেছে। যেমন গো এবং অশ্বের প্রশংসা করিতে হইলে, গো এবং অশ্ব ভিন্ন অপর পশুগুলি অ-পশু, এই অর্থবাদ-বাক্য দ্বারা ছাগাদির পশুত্বের নিন্দা করা হয়; তদ্রূপ এখানে জর্ত্তিলাদি সম্বন্ধেও সেই বিধি জানিতে হইবে। তাহা হইলে ছাগাদির যেমন বাস্তবপক্ষে পশুত্ব আছে; সেইরূপ জর্ত্তিলাদি-বিধি এস্থলে নিন্দনীয় হইলেও, কোন-না কোনও শাখায় তাহার প্রামাণ্য আছে;—যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই শাখাধ্যায়ীর নিকটই তাহা প্রামাণ্য হইবে।

যেমন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পরান্নভোজন নিষিদ্ধ হইলেও ভিক্ষাদি অন্য আশ্রমে প্রামাণিক বলিয়া কথিত হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ। এই নিয়মানুসারে সর্ব্বত্রই পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধি ও নিষেধ পুরুষভেদে ব্যবস্থিত হইবে —যেমন শাখাভেদে মন্ত্রের পাঠ-ভেদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ "বায়বস্থোপায়বস্থঃ"—এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাজসনেয়িগণ "উপায়বস্থঃ"—এই মন্ত্রাংশ পাঠ করেন না। প্রত্যুত শতপথ-ব্রাহ্মণে ঐ অংশটি উদ্ধৃত করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়গণও সূক্তবাক্-মন্ত্রে শাখান্তরীয় পাঠকের নিরাকরণ করিয়া পাঠান্তর করিয়া থাকেন। "সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চ"—"এইরূপ বলিলে যজমান ভ্রান্তিশূন্য-জ্ঞানযুক্ত হইবে", এই বাক্য দ্বারা ঐ পাঠের নিরাকরণ হয়। আবার "সূপচরণা চ স্বধিচণা চ"—এইরূপ পাঠান্তরের উপদেশ আছে। সেস্থলে সেই বিধির অনুষ্ঠানকরণশীল পুরুষভেদে ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা হইলে যিনি কখনও মীমাংসা বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার নিকটেই বিধিবাক্যে দৃষ্ট ষোড়শিগ্রহণাদি দূষণীয় বলিয়া শোভা পায়। পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থের দশমাধ্যায়ের অষ্টম পাদে, ষোড়শী গ্রহণের ও অগ্রহণের বিকল্প অর্থাৎ সংশয় নির্ণয় করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ, এককালে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি-কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইলে, অন্য কালে তাহার ফলসিদ্ধি হয়।

ধ্যায়স্য প্রথমপাদারম্ভণাধিকরণে ত্বসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতিসূত্রে তৈত্তিরীয়বাক্যগতস্যাসচ্ছব্দস্য ন শূন্যপরত্বং কিন্ত্বব্যক্তাবস্থাপরত্বমিতিনির্ণীতং। তথা জৈমিনিশ্চোদনাসূত্রে বিধিবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং ইতি প্রতিজ্ঞায়ৌৎপত্তিকসূত্রং তৎপ্রামাণ্যং সমর্থয়ামাস। ব্যাসোঽপি শাস্ত্রযোনিত্বসূত্রে বেদান্তানাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং প্রতিজ্ঞায় তত্ত্ব্-সমন্বয়াদিত্যাদিসূত্রৈঃ সমর্থয়ামাস। তস্মাদমীমাংসকস্য তব পূর্ব্বোক্তস্থানে এবং বিধন্যায়ো দুষ্পরিহরঃ। অতো বিধিভাগস্য প্রামাণ্যং সুস্থিতং। অর্থবাদভাগস্য প্রামাণ্যং মহতা প্রযত্নেন জৈমিনিঃ সমর্থয়ামাস। তৎসূত্রাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে। তত্র পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি॥

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যত" ইতি॥ ( ১ )॥ আম্নায়স্য সর্ব্বস্য ক্রিয়াপ্রতিপাদনায় প্রবৃত্তত্বাদক্রিয়াপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাং নাস্তি কশ্চিদ্বিবক্ষিতঃ স্বার্থঃ। তে চার্থবাদা এবমাম্নায়ন্তে। সোঽরোদীদ্‌যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং। স আত্মনো-বপামুদখিদৎ। দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্নিতি। যস্মাদীদৃশস্য বাক্যস্য বিবক্ষিতার্থঃ কশ্চিদপি নাস্তি তস্মাদিদং বাক্যমনিত্যমুচ্যতে। যদ্যপ্যনাদিত্বাৎ স্বরূপেণানি-

---

এইজন্যই "অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট'' ইহার নির্ণয় করা হইয়াছে। তদ্রূপ উত্তর-মীমাংসা গ্রন্থেও প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ"--এই সূত্রে 'জগৎকারণে পরমাত্মনি' অর্থাৎ জগতের হেতুভূত পরমাত্মা—এই শ্রুতির বিরোধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে আরম্ভণাধিকরণে "অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ"—এই সূত্রে তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণের বাক্যমধ্যস্থ অসৎ শব্দ শূন্যার্থ নহে। উহার অর্থ—অব্যক্তাবস্থা, সেস্থলে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। জৈমিনিও "চোদনা" এই সূত্রে বিধিবাক্যই ধর্ম্মে প্রমাণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঔৎপত্তিক সূত্রে তাহার প্রামাণ্য-সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাসদেবও "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে ব্রহ্মেই বেদান্তশাস্ত্র-সমূহের প্রামাণ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং মীমাংসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তুমি পূর্ব্বে যেরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছ, অতিকষ্টেও তাহার পরিহার করা যায় না। তাহা হইলে এখন বেদের অন্তর্গত বিভাগের প্রামাণ্য সুন্দররূপে স্থিরীকৃত হইল। জৈমিনি অতি যত্নসহকারে অর্থবাদ-ভাগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। সেই সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। সেস্থলে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে।

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যত"—এই সূত্রের অর্থ এই যে, সমস্ত আম্নায় অর্থাৎ বেদ; কর্ম্মপ্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত বলিয়া, অক্রিয়াপ্রতিপাদক অর্থবাদ স্বকীয় কোনও বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করিতে পারে না। সেই সমর্থবাদ এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে; যথা—সে রোদন করিয়াছিল। রোদন করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ( রুদ্রের ) রুদ্রত্ব। সে নিজের বপা অর্থাৎ মেদ উন্মুলিত করিয়াছিল। দেবগণ, দেবযজনকার্য্যে উদ্যোগী হইয়া দিকসমূহ জ্ঞাত হয়েন নাই। এইরূপ বাক্যের কোনও বিবক্ষিতার্থ নাই বলিয়া, বাক্য অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। দেববাক্য অনাদি বলিয়া, ঈদৃশ বাক্যের স্বরূপতঃ অনিত্যতা

ত্যত্বং নাস্তি তথাপি ধর্ম্মাববোধনলক্ষণস্য নিত্যকার্য্যস্যাভাবাদনিত্যৈঃ কাব্যালাপৈঃ সমান-ত্বাদপ্রমাণমিত্যর্থঃ। ননূদাহৃতানামর্থবাদানামনুষ্ঠেয়ে ধর্ম্মে প্রামাণ্যাভাবেঽপি স্বার্থপ্রামাণ্যমস্তু তৎপ্রত্যায়কত্বেন স্বতঃপ্রামাণ্যস্যাপবদিতুমশক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যান্যেষু কেষুচিদর্থবাদেষু মানান্তর-বিরোধদর্শনাদপ্রামাণ্যে সতি তদ্দৃষ্টান্তেন সর্ব্বেষামপ্যর্থবাদানামপ্রামাণ্যমিত্যভিপ্রেত্য সূত্রয়তি ॥

"শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চেতি" ॥ (২) ॥ শাস্ত্রবিরোধো দৃষ্টবিরোধঃ শাস্ত্রাদৃষ্টবিরোধ ইতি ত্রিবিধোঽর্থবাদেষূপলভ্যতে। তথাহি। স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনী বাগিত্যত্র শ্রূয়মাণং মানসং চৌর্য্যং বাচিকমনৃতবদনং চ প্রতিষেধশাস্ত্রেণ বিরুদ্ধং। তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চ্চিস্তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূম ইত্যত্র দৃষ্টবিরোধঃ। তথা ন চৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বাস্মোঽব্রাহ্মণা বেত্যত্রাপি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। কোহি তদ্বেদ যদমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা ন বেত্যত্র শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধঃ। স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি শাস্ত্রেহ্যামুষ্মিকং ফলং দৃশ্যতে। তস্মাদ্বিরোধাদর্থবাদানামপ্রামাণ্যং। নহু সোঽরোদীদিত্যাদীনাং নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ স্তেনং মন

---

না থাকিলেও, অর্থবাদ বাক্যসমূহ হইতে-ধর্ম্মজ্ঞান-লক্ষণ নিত্যকর্ম্ম সঞ্জাত হয় না। এ কারণ উহা অনিত্য কাব্যালাপের তুল্য। অতএব তাহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা যায় না। উদাহৃত অর্থবাদবাক্যসমূহ, অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মে প্রামাণ্য না হয়, না হউক্; কিন্তু স্ব স্ব অর্থে তো উহাদের প্রামাণ্য আছে! কারণ, স্বীয় অর্থ-বোধ করায় বলিয়া, উহাদের স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর বাধা দেওয়া যায় না। এই আশঙ্কা করায় অন্য কতকগুলি অর্থবাদ-বাক্যে প্রমাণা-ন্তরের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে তাহারা অপ্রামাণ্য হইলে, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত অর্থবাদ বাক্য অপ্রামাণ্য হইতে পারে,—এইরূপ বলিতে পারা যায়। সেই অভিপ্রায়েই "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ" সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

অর্থবাদ-বাক্যসমূহের মধ্যে শাস্ত্রবিরোধ দৃষ্টবিরোধ এবং শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ,—এই বিরোধ-ত্রয়ের উপলব্ধি হয়। উহাদের উদাহরণ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"চৌর মন, মিথ্যাবাদিনী বাক্।" এস্থলে যে মনের চৌর্য্য এবং বাচক মিথ্যাকথন শ্রুতিগোচর হইতেছে, নিষেধ-শাস্ত্রের সহিত তাহার বিরোধ জন্মিতেছে। সুতরাং ইহা শাস্ত্রবিরোধ। "দিবায় অগ্নির ধূম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নিশিখা বা জ্যোতিঃ দেখা যায় না।" সেইরূপ, রাত্রিতে অগ্নির শিখাই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ধুম দেখা যায় না। এস্থলে দৃষ্ট-বিরোধ। "আমরা ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ—তাহা জানি না।" এখানেও প্রত্যক্ষবিরোধ হইতেছে, সুতরাং দৃষ্টবিরোধ। "যাহা পরলোকে আছে বা নাই, তাহা কে জানে?" এস্থলে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ। "স্বর্গকামী যাগ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রেও পারত্রিক ফল দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং বিরোধ থাকার জন্য অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। "সে রোদন করিয়া-ছিল" ইত্যাদি (অর্থবাদ) বাক্যের কোনও প্রয়োজন নাই। পরন্তু "স্তেয় মন" ইত্যাদি বাক্যেও বিরোধ বর্ত্তমান। সুতরাং তাহারা অপ্রামাণ্য হইলেও, ফলোৎপাদক অর্থবাদ বাক্য-সমূহের প্রাগুক্ত উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, তাহাদের প্রমাণ্য স্বীকার করা

ইত্যাদীনাং চ বিরোধাদপ্রামাণ্যেঽপি ফলপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাং তদুভয়বৈলক্ষণ্যাদস্তু প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"তথাফলাভাবাদিতি" ॥ (৩) ॥ যথা মানান্তরবিরুদ্ধমর্থবাদৈরুক্তং তথা ফলমপ্যবিদ্যমানমেব তৈরুচ্যতে। তথা হি গর্গত্রিরাত্রং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদেতি। দর্শপূর্ণমাসয়োর্বেদাভিমর্শনং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। আস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদেতি। ন চ বয়ং বেদিতৄণাং তৎফলমুপলভামহে ॥ নন্বৈহিকফলবাক্যানাং বিসম্বাদাদপ্রামাণ্যেঽপ্যামুষ্মিকফলবাক্যানামস্তু প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"অন্যানর্থক্যাদিতি ॥ (৪) ॥ এবং হি শ্রূয়তে। পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি। পশুবন্ধযাজী সর্ব্বাংল্লোকানভিজয়তি। তরতি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে। য উ চৈনমেবং বেদেতি। তত্রাগ্ন্যাধেয়গতয়া পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বকামপ্রাপ্তেরন্যান্যগ্নিহোত্রাদীন্যুত্তরকালীনান্যনর্থকানি স্যুঃ। তথা নিরূঢ়পশুবন্ধানুষ্ঠানেন সর্ব্বলোকা-

---

হউক ;—এই আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া "তথাফলাভাবাৎ", এই সূত্র করিতেছেন। অর্থবাদ যেমন প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ অর্থকে বলিয়া দেয়; তদ্রূপ যাহাতে কোনও ফল নাই, এরূপ বাক্যকেও বুঝাইয়া থাকে।

বেদে গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে এইরূপ জানে ( অবগত হয় ), তাহার মুখ শোভিত হয়। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে মুখ শোভা পায় না। এ হিসাবে উক্ত বাক্যফল মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য। দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যাবিহিত যাগত্রয়ে এবং পূর্ণমাস অর্থাৎ পূর্ণিমাবিহিত যাগত্রয়ে বেদসংস্পর্শে শুনিতে পাওয়া যায়,—যে ইহা জানে, তাহার সন্তান-সন্ততিগণ পরাক্রমশালী হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা জ্ঞাপকদিগের সেরূপ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। ঐহিক-ফলদায়ক বাক্যসমূহের বিচ্ছেদ-হেতু প্রামাণ্য না থাকিলেও পারত্রিক ফলদায়ক ( অর্থবাদ ) বাক্য-সমূহের প্রামাণ্য পরিগৃহীত হউক ;—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া, "অন্যানর্থক্যাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ণাহুতি দ্বারা সমস্ত কামনা লাভ করা যায়। পশুবন্ধ-যাগকারী সকল লোককে সম্যক্‌রূপে জয় করিয়া থাকেন। যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি মৃত্যুর কবলে পতিত হন না। তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। সে স্থলে অগ্নিস্থাপনান্তর্গত পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল কামনা লাভ করিতে পারিলে, তৎপরবর্ত্তী অগ্নিহোত্রাদি অন্য কার্য্যকলাপ নিরর্থক হয়। রূঢ়্যর্থ-প্রতিপন্ন পশুবন্ধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল লোককে জয় করিতে পারা যায় বলিয়া, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানও বৃথা হইয়া পড়ে। বেদাধ্যয়ন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় ;—এই হেতু কর্ম্মকালে পুনরায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বৃথা হইয়া যায়। সুতরাং পারত্রিক ফলদায়ক ( অর্থবাদ ) বাক্য-সমূহেরও প্রামাণ্য নাই। আচ্ছা, ফলপ্রদ বাক্য-সকলের প্রামাণ্য না থাকে, না থাকুক ; কিন্তু নিষেধ-বাক্যগুলির মধ্যে বিরোধ না থাকায় তাহাদের প্রামাণ্য

ভিজয়াজ্জ্যোতিষ্টোমাদীনামানর্থক্যং। অধ্যয়নকালীনেনৈবাশ্বমেধবেদনেন ব্রহ্মহত্যাদিতরণাত্তদনুষ্ঠানং ব্যর্থং স্যাৎ। তস্মাদামুষ্মিকফলবাক্যানামপ্যপ্রামাণ্যং॥ ননু মাভূৎ ফলবাক্যানাং প্রামাণ্যং। তথাপি নিষেধবাক্যেষু বিরোধানুপলম্ভাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

"অভাগিপ্রতিষেধাদিতি"॥ (৫)॥ ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরীক্ষে ন দিবীত্যত্রান্তরীক্ষস্য চ দিবশ্চ প্রতিষেধভাগিত্বং নাস্তি তত্র চয়নপ্রসঙ্গস্যৈবাভাবাৎ। মাভূত্তর্হি নিষেধানাং প্রামাণ্যং। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যাদীনাং পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্তাভিধায়িনাং বিরোধানুপলম্ভাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

"অনিত্যসংযোগাদিতি"॥ (৬)॥ ববরাদিস্বরূপেণ অনিত্যত্বেনার্থেন সংযোগে সত্যস্য বাক্যস্য ততঃ পূর্ব্বাভাবাৎ কালিদাসাদিবাক্যবৎ পৌরুষেয়ত্বং প্রসজ্যেত। কিং বহুনা। সর্ব্বথাপি নাস্ত্যেবার্থবাদানাং প্রামাণ্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি। "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যু" রিতি॥ (৭)॥ তু শব্দোঽর্থবাদানামপ্রামাণ্যং বারয়তি। বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেত্যেবমাদীনামর্থবাদানাং বায়ব্যং

---

আছে, এ কথা বলা যাউক;—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "অভাগিপ্রতিষেধাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা হইতেছে।

"পৃথিবীতে অগ্নি-সংগ্রহ করিবে না, অন্তরীক্ষেও নহে, দ্যুলোকেও নহে" প্রভৃতি নিষেধবাক্যে অন্তরীক্ষাদির প্রতি নিষেধভাগিতা আরোপিত হয় নাই। সে সকল স্থলে অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে অগ্নি সংগ্রহের প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং সে সকল স্থলে নিষেধাদেশ বৃথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়,—বেদান্তর্গত অর্থবাদ অংশের নিষেধ-বাক্য-সমূহের প্রামাণ্য না আছে, ক্ষতি নাই; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্তাধিকারী "প্রবাহণের পুত্র প্রাবাহণি ববর কামনা করিয়াছিলেন,"—এই বাক্যে কোনও বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না; সুতরাং তাহা প্রামাণ্য। এতৎসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে "অনিত্যসংযোগাৎ" সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

ববরাদিস্বরূপ অনিত্যার্থের সহিত (নিত্যস্বরূপ) এই বেদ-বাক্যের সংযোগ আছে। সেইজন্য তাহার পূর্ব্বে বেদবাক্য ছিল না বলিয়া, কালিদাসাদি বাক্যের ন্যায় বেদবাক্য পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষরচিত,—এইরূপ আপত্তি উত্থিত হয়। অধিক কথার প্রয়োজন কি? সর্ব্বতোভাবেই বেদের অর্থবাদিতার প্রামাণ্য নাই। এস্থলে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

অতঃপর "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা হইতেছে। সূত্রস্থ তু শব্দ দ্বারা অর্থবাদের অপ্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতেছে। "বায়ুদৈবত শ্বেত ছাগল আলম্ভন করিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্যের সহিত, "বায়ুই ক্ষিপ্রগামী দেবতার মধ্যে প্রধান" ইত্যাদিরূপ অর্থবাদবাক্য-নিচয়ের একবাক্যত্ব আছে বলিয়া, উহাদের (অর্থবাদ বাক্য-সমূহের) ধর্ম্মে প্রামাণ্য আছে। অর্থবাদ বাক্য-সমূহের অপেক্ষা না রাখিয়া বিধিবাক্যের পদান্বয় সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থবাদ বাক্য-সমূহের উপযোগিতা নাই,—এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। কেন-না, সেই অর্থবাদ বাক্য-সমূহ পুরুষেচ্ছাসাপেক্ষ বিধি-বাক্যসমূহের স্তুতি-ব্যাপারে উপযোগী হয়। পুরুষ স্তুতি দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বিধি-

শ্বেতমালভেতেত্যাদিনা বিধিনা সহৈকবাক্যত্বাদস্তি ধর্ম্মে প্রামাণ্যং। ন চ বিধিবাক্যস্থার্থবাদনৈরপেক্ষ্যেণ পদান্বয়সম্পূর্ত্তেস্তত্রার্থবাদানাং নাস্ত্যপযোগ ইতি শঙ্কনীয়ং। তে হ্যর্থবাদাঃ পুরুষপ্রবৃত্তিমাকাঙ্ক্ষতাং বিধীনাং স্তুত্যর্থত্বেনোপযুক্তাঃ স্যুঃ। স্তুত্যা চ প্রলোভিতঃ পুরুষস্তত্র প্রবর্ত্ততে। নন্বর্থবাদানাং প্রমাদপঠিতত্বেনোপেক্ষণীয়ত্বাৎ কিমনেনৈকবাক্যতা প্রয়াসেনেত্যাশঙ্ক্যাহ॥

"তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকমিতি" ॥ (৮) ॥ অনধ্যায়বর্জ্জনাদিনিয়মপুরঃসরং গুরুসম্প্রদায়াদধ্যয়নং যৎ তৎসাম্প্রদায়িকং। তচ্চ বিধীনামর্থবাদানাং চ সমানং। তস্মাদ্বিধিবদেতেষামপিপ্রমাদপাঠো ন ভবতি। নহু শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চেত্যেবমর্থবাদেম্বনুপপত্তিরুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ॥

"অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত" ইতি ॥ (৯) ॥ তন্ত্রবার্ত্তিকে ত্বেতৎসূত্রমধ্যাহৃত্য ত্রিধা ব্যাখ্যাতং। অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং। অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ। অপ্রাপ্তং চানুপপত্তিমিতি। স্তেয়ং মন ইত্যাদৌ শাস্ত্রবিরোধাদনুপপত্তিরপ্রাপ্তা প্রয়োগস্যানুক্তত্বাৎ। প্রয়োগে হি স্তেয়াদীনামুচ্যমানে শাস্ত্রবিরোধঃ স্যাৎ। ন চাত্র স্তেয়ং

---

বোধিত কার্য্যে—প্রবৃত্ত হন। প্রমাদ-পাঠ-হেতু অর্থবাদ বাক্যসমূহ উপেক্ষার্হ; সুতরাং বিধি ও অর্থবাদের একবাক্যতা নিষ্পন্ন করিবার প্রয়াস পাওয়ার আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, "তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকং এই সূত্রদ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইতেছে। অনধ্যায় দিবসে পাঠ নিষেধ ইত্যাদিরূপ নিয়ম পূর্ব্বক গুরুসম্প্রদায় হইতে যে অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বলে। উহা বিধি ও অর্থবাদের সমান। সেই হেতু বিধি-বাক্যের ন্যায় অর্থবাদ বাক্যের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ হইতে পারে না। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ-হেতু অর্থবাদ বাক্যসমূহে অনুপপত্তি কথিত হইয়াছে। কিন্তু তদুত্তরে কিরূপ যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে,—এই আশঙ্কায়, অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত"—এই সূত্র-দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইতেছে।

তন্ত্রবার্ত্তিকে এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং "অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং" "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ" ও "অপ্রাপ্তং চানুপপত্তিং"—এইরূপ ত্রিবিধ পাঠ পরিগৃহীত হইয়াছে। "স্তেয়ং মনঃ" ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগের উক্তি না থাকায় শাস্ত্র-বিরোধ-হেতু অনুপপত্তির প্রাপ্তি হয় নাই। স্তেয়াদির প্রয়োগ উক্ত হইলে, শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। এস্থলে "স্তেয়ং কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ "চুরি করিবে"—এরূপ প্রয়োগ বলা হয় নাই। কিন্তু স্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্য শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে। স্তেয় শব্দার্থ প্রয়োগভূত নহে। সুতরাং কেবলমাত্র শব্দার্থ-কথন দ্বারা শাস্ত্রীয় বিরোধ সঙ্ঘটিত হয় না। সেই হেতু অর্থবাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল। অর্থবাদ-সমূহ, বিধিসমূহের স্তুত্যর্থরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এরূপ বলিলে, বৈয়ধিকরণ্য দোষ হইয়া পড়ে। "বেতসশাখা (বেত্রশাখা) ও অবকা (শেওলা) দ্বারা বিকর্ষণ করিতেছে" এবং "জল প্রসন্ন ও মঙ্গলবিধায়ক" ইত্যাদি স্থলে বেতস ও অবকা'র বিধান এবং জলের

কর্ত্তব্যমিতি প্রয়োগ উচ্যতে কিন্তু স্তেনশব্দার্থ এবোচ্যতে। ন চ শব্দার্থঃ প্রয়োগভূতঃ। তস্মাচ্ছব্দার্থবচনমাত্রেণ শাস্ত্রবিরোধাভাবাদয়মর্থবাদ উপপন্ন এব। নমু স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিতি যদুক্তং তদসদ্বৈয়ধিকরণ্যাৎ। বেতসশাখয়া চাবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষত্যাপো বৈ শান্তাং ইত্যত্র বেতসাবকে বিধীয়েতে আপশ্চ স্তূয়ন্ত ইতি বৈয়ধিকরণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

"গুণবাদস্ত্বিতি" ॥ (১০)॥ তু শব্দো বৈয়ধিকরণ্যদোষং বারয়তি। গুণবাদোহত্র বিবক্ষিতঃ। যথা লোকে কাশ্মীরাভিজনো দেবদত্তঃ কাশ্মীরদেশেষু স্তূয়মানেষু স্তুতমাত্মানং মন্যতে। এবমত্রাপ্যদ্ভ্যো জাতে বেতসাবকে অপ্সু স্তুতাসু স্তুতে এব ভবতঃ। শান্তাভ্যোহদ্ভ্যো জাতত্বাদ্বেতসাবকে স্বয়মপি শান্তে সত্যৌ যজমানস্যানিষ্টং শময়ত ইত্যেতাদৃশস্য গুণস্য বাদোহত্রাভিপ্রেতঃ। সোহরোদীদিত্যত্রাপি রজতস্য পতিতাশ্রুরূপত্বাদ্রজতদানে গৃহেহর্পি রোদনপ্রসঙ্গাদ্ বর্হিষি রজতং ন দেয়মিতি তন্নিষেধেন বিধেয়েনার্থবাদস্যৈকবাক্যত্বং। তত্র রজতদানাভাবে রোদনাভাবরূপো গুণোহত্র বিবক্ষিতঃ। তেন চ গুণেন রজতদাননিবারণরূপো বিধিঃ স্তূয়তে। যদ্যপি রজতস্যাশ্রুপ্রভবত্বমত্যন্তমসৎ। তথাপি যথোক্তরীত্যা বিধেঃ স্তুতিঃ সম্পদ্যতে। যঃ প্রজা-

---

স্তুতি করা হইতেছে; সুতরাং বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়,—এই আশঙ্কা করিয়া, "গুণবাদস্তু" সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা সমর্থিত হইতেছে।

সূত্রস্থ তু শব্দ বৈয়ধিকরণ্য দোষ নিবারণ করিতেছে। এস্থলে গুণবাদই বক্তব্যরূপে অভীষ্ট। লৌকিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়—কাশ্মীর-দেশ স্তুতি-প্রাপ্ত হইলে কাশ্মীর-দেশে সঞ্জাত দেবদত্ত যেমন আপনাকে স্তুত বলিয়া মনে করে; সেইরূপ জল স্তুতি প্রাপ্ত হইলে জলজাত বেতস এবং অবকাও স্তুতি প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, তাহারা স্তুতি-বিষয়ীভূত নির্ম্মল জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেতস ও অবকা প্রভৃতি নিজে শান্ত অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়া, যজমানের অনিষ্ট নিবারণ করে, ইত্যাকার গুণবাদ অর্থাৎ প্রশংসাকথন এস্থলে অভিপ্রেত। "সে রোদন করিয়াছিল";—এস্থলেও পতিতাশ্রুই রজতের রূপ বলিয়া, রজতদান করিলে গৃহেও রোদনের প্রসক্তি (সম্ভাবনা) হয়। এই জন্য "অগ্নিতে রজত দেওয়া উচিত নয়"—এই নিষেধ-বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইতেছে। সেস্থলে রজত দানের অভাব-হেতু রোদনাভাবরূপ গুণ অভীষ্ট হইতেছে। সেই গুণ-দ্বারাই রজতদান-নিষেধরূপ বিধি স্তুত অর্থাৎ প্রশংসিত হইতেছে। যদি বল, রোদনকালীন অশ্রু হইতে রজত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ খুব স্থূল কথা; তাহা হইলেও যথোক্তরীতি অনুসারে বিধির স্তুতি সম্পন্ন হইতেছে। "যে সন্তান-সন্ততি কামনা করিবে এবং যে পশুকামনা করিবে, সে এই প্রজাপতি-দেবতা-সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ ছাগপশু আলম্ভন অর্থাৎ বধ করিবে"—এই বিধি "প্রজাপতি নিজের মেদ উৎপাটিত করিয়াছিলেন" তদ্দ্বারা স্তুত হইতেছে। যেহেতু, প্রজাপতি নিজের মেদ উৎপাটন পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করায়, তাহা হইতে উত্তম পবিত্র ছাগপশু সঞ্জাত হয়। সেই ছাগকে নিজের জন্য আলম্ভন (হত্যা) করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সন্তান সন্ততি ও পশু লাভ করিয়া ছিলেন। সেই হেতু, এই তূপর শব্দ প্রজা ও পশ্বাদির

কামঃ পশুকামঃ স্যাৎ স এনং প্রাজাপত্যমজং তূপরমালভেতেত্যয়ং বিধিঃ প্রজাপতিবপোৎ-খেদেন স্তূয়তে। যস্মাৎ প্রজাপতিঃ স্ববপামপ্যুৎখিদ্যাগ্নৌ প্রহৃত্য ততো জাতং তূপরমজমা-অর্থমালভ্য প্রজাঃ পশূংশ্চ লব্ধবান্ তস্মাৎ প্রজাদিসম্পাদকোঽয়ং তূপর ইতি তূপরগুণস্য বাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুরিত্যেষ বিধির্দিশো ন প্রাজানন্নিত্যনেন দিগ্‌মোহেন স্তূয়তে। যদীয়মদিতির্দেবতা দিগ্‌মোহনমপনীয় দিগ্বিশেষং জ্ঞাপয়তি। তথা বহুবিধ-কর্ম্মসমুদায়রূপে সোমযাগেঽনুষ্ঠানবিষয়ং ভ্রমমপনয়তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যেবমদিতিদেবতা-গতস্য গুণস্য বাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। স্বকীয়বপোৎখেদো দেবযজনাধ্যবসানমাত্রেণ দিগ্‌মোহ-শ্চেত্যুভয়মস্তু বা মা বা। সর্ব্বথাপি স্তুতিপরত্বমভ্যুপগচ্ছতামস্মাকং ন কিঞ্চিদ্ধীয়তে। শিখা তে বর্দ্ধতে বৎস গুড়ূচীং শ্রদ্ধয়া পিবেত্যাদাববিদ্যমানেনাপ্যর্থেন লোকে স্তুতিদর্শনাৎ। অথ পূর্ব্বপক্ষিণা শাস্ত্রবিরোধং দর্শয়িতুং যমুদাহৃতং স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনী বাগিতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

---

সম্পাদক হইতেছে। এইভাবে এস্থলে তূপর শব্দের গুণকথন বিবক্ষিত (সিদ্ধ) হইতেছে। "দিক্‌সকলকে জ্ঞাত হয়েন নাই" ইত্যাকার দিগ্বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অর্থবাদ দ্বারা, আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুঃ "অদিতি দেবতার চরু আরম্ভ করিবে" এই বিধি স্তুত হইতেছে। যেমন এই অদিতি দেবতা দিগ্বিষয়ক অজ্ঞানতার নিরাকরণ করিয়া, দিগ্বিশেষকে জানাইবার জন্য তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রদান করিতেছেন; তেমনি তিনি বহুবিধ কর্ম্মের সমবায়রূপ সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ক ভ্রম যে অপনয়ন করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ, অদিতি দেবতা যে সকল গুণে গুণান্বিত, তাহার সেই সকল গুণ-কথনই এস্থলে অভীপ্সিত। স্বকীয় মেদ-উৎপাটন এবং দেবযজন-কার্য্যে ঐকান্তিকতার আতিশয্য-হেতু যে দিগ্‌ভ্রম,—এই উভয়বিধ ব্যাপার সম্ভাবিত হউক, আর নাই হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরন্তু যদি সর্ব্বতোভাবে অর্থবাদের স্তুতিপরত্ব স্বীকার করিয়া লই, তাহাতেও কোনও ক্ষতি-সম্ভাবনা দেখি না "হে বৎস! তোমার শিখা বর্দ্ধিত হইয়াছে; অতএব শ্রদ্ধাসহকারে গুলঞ্চরস পান কর;"—ইত্যাদি স্থলে, অর্থ (শিখাবৃদ্ধিরূপ) বিদ্যমান না থাকিলেও, মানব-মাত্রেই গুলঞ্চরস পানের প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা, অর্থবাদে শাস্ত্র-বিরোধ দেখাইতে গিয়া, "স্তেনং মনঃ," "অনৃতবাদিনী বাক্" প্রভৃতি যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, "রূপাৎ প্রায়াৎ" সূত্রদ্বারা, উহার উত্তর সমর্থিত হইতেছে।

"হস্তে স্বর্ণ হইলে পরে গ্রহণ করিবে"—এই বিধির স্তুতির জন্যই, অর্থবাদ কথিত হইতেছে। লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায়,—"ঋষিতে দরকার কি? দেবদত্তকে পূজা কর;" এস্থলে যেমন দেবদত্ত-পূজার স্তুতি বা প্রাধান্য-খ্যাপন জন্যই ঋষি পূজায় ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য উপন্যস্ত বা প্রদর্শিত হইয়াছে;—কিন্তু ঋষির পূজ্যত্বের অর্থাৎ ঋষি যে পূজার্হ, উপাসনার সামগ্রী, তাহা যেমন নিষেধ করা হইতেছে না; সেইরূপ এখানেও হস্তে হিরণ্য গ্রহণের প্রশংসা-খ্যাপন জন্য মনের চৌর্য্য এবং বাক্যের মিথ্যাবাদিত্ব উপন্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইতেছে না। সে স্থলে গুণকথন দ্বারা শব্দার্থ যোজনা করা বিধেয়। ঔচৌর্য্য

"রূপাৎপ্রায়াদিতি" ॥ (১১) ॥ হিরণ্যং হস্তে ভবত্যথ গৃহ্লাতীত্যেতং বিধিং স্তোতুমর্থবাদ উচ্যতে। যথা লোকে কিমৃষিণা দেবদত্ত এব পূজয়িতব্য ইত্যত্র দেবদত্তপূজাং স্তোতুমেবৌ-দাসিন্যমৃষাবুপন্যস্যতে ন তু পূজ্যত্বমৃষের্বারয়িতুং। এবমত্রাপি হস্তে হিরণ্যগ্রহণং প্রশংসিতুং মনসঃ স্তেয়রূপত্বং বাচোঽনৃতবাদিনীত্বং চোপন্যস্যতে। তত্র গুণবাদেন শব্দার্থো যোজনীয়ঃ। যথা স্তেনাঃ প্রচ্ছন্নরূপা এবং মনোঽপীতি প্রচ্ছন্নরূপত্বমত্র গুণঃ। প্রায়েণ বাগনৃতং বক্তীতি-প্রায়িকত্বং তত্র গুণঃ। হস্তস্তু ন প্রচ্ছন্নঃ নাপ্যনৃতবাহুল্যঃ। অতো হস্তে হিরণ্যধারণং প্রশস্তমিতি স্তূয়তে। যদপি দৃষ্টবিরোধায় ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশ ইত্যাদিকমুদাহৃতং তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"দূরভূয়স্ত্বাদিতি" ॥ (১২) ॥ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। সূর্য্যো-জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতরিত্যেতৌ বিধী স্তোতুং সোঽর্থবাদঃ। যস্মাদর্চ্চির্দিবা ন দৃশ্যতে তস্মাৎ সূর্য্যমন্ত্র এব প্রাতঃ প্রয়োক্তব্যঃ। যস্মাদ্রাত্রাবর্চ্চিরেব দৃশ্যতে তস্মাদগ্নিমন্ত্রো রাত্রৌ প্রয়োক্তব্যঃ সূর্য্যমন্ত্রশ্চ দিবেত্যেবং তয়োর্মন্ত্রয়োঃ স্তুতিঃ। ধূমার্চ্চিষোরদর্শনোপন্যাসস্তু

---

ক্রিয়াবৎ মানসিক বৃত্তি সমূহও প্রচ্ছন্নরূপ অর্থাৎ গোপনীয়। সুতরাং এখানে প্রচ্ছন্ন-রূপত্বই গুণ। "প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে"—এস্থলে প্রায়িকত্বই গুণ। হস্ত প্রচ্ছন্ন নয় অথবা মিথ্যা বাহুবিশিষ্টও নয়। অতএব হস্তে হিরণ্যধারণ প্রশস্ত,—এই ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে। অর্থবাদস্থলে দৃষ্টবিরোধ প্রদর্শন জন্য "দিনে অগ্নির ধূম দেখা যায়"—ইত্যাকার যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, "দূরভূয়স্ত্বাৎ" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে।

"অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র দ্বারা সন্ধ্যাকালে হোম করিবে; "সূর্য্যো-জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র-দ্বারা প্রাতঃকালে হোম করিবে;—এবম্বিধ বিধি কথিত হইয়াছে। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতির ( প্রশংসার ) জন্য, সেই ( দৃষ্টবিরোধরূপ ) অর্থবাদ কথিত হইয়াছে। যেহেতু দিনে অগ্নি-শিখা দেখা যায় না বলিয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য-মন্ত্রের প্রয়োগ করা উচিত। রাত্রিতে অগ্নি-শিখা দেখা যায়। সেইজন্য রাত্রিতে অগ্নিমন্ত্রের এবং দিবসে সূর্য্য মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রকারে সেই মন্ত্রদ্বয়ের স্তুতি সুসম্পন্ন হইতেছে। বহুদূরত্ব হেতু অগ্নিতে ও ধূমে অদর্শনের আরোপ করা যাইতেছে। বহুদূরবর্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত বৃক্ষাদি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু তৃণগুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া, উহাদের উপর দৃষ্টির অভাব মাত্র আছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের বিশ্লেষণে এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, তাহা জানি না,"—অন্য দৃষ্টবিরোধ দেখাইবার জন্য প্রশ্নকর্ত্তা ইত্যাকার যে উদাহরণ দিয়াছেন; "স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাৎ"—এই সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে। প্রবর অর্থাৎ গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির নাম বলিতে হইলে, "দেবগণই পিতা এইরূপ বলিবে।" এই বিধির স্তুতি-কারক অর্থবাদ বাক্য—"আমরা জানি না"। "দেবগণ পিতা" ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা যজমান যদি প্রবরের অনুমন্ত্রণ ( পশ্চাদুল্লেখ ) করেন, তাহা হইলে সে সময়ে অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইবেন। এই ভাবে সে অনুমন্ত্রণের স্তুতি করা

দুরভূয়স্ত্বগুণনিমিত্তঃ। ভূয়সি হি দূরে পর্ব্বতাগ্রে বৃক্ষাদয়োঽপি ন বিস্পষ্টং দৃশ্যন্তে। কিন্তু তৃণসাদৃশ্যেন তেষাং দর্শনাভাস এব তদ্বদত্রাপি। যদপ্যন্যদ্দৃষ্টবিরোধায়ৈবোদাহৃতং নচৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বা স্মোঽব্রাহ্মণা বেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাদিতি" ॥ (১৩) ॥ প্রবরে প্রব্রিয়মাণে ব্রূয়াদ্দেবাঃ পিতর ইত্যস্য বিধেস্তাবকোঽয়মর্থবাদঃ। যদি যজমানো দেবাঃ পিতর ইত্যাদিমন্ত্রেণ প্রবরমনুমন্ত্রয়েত্তদানীমব্রাহ্মণোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেদিত্যনুমন্ত্রণস্য স্তুতিঃ। নচৈতদ্বিদ্ম ইত্যেতদজ্ঞানবচনং দুর্জ্ঞানত্বগুণেন তত্র প্রযুজ্যতে। যত্র স্ত্রিয়োঽপরাধো ভবতি তত্র কর্ত্তুরুৎপাদয়িতুর্জারস্যাপি পুত্রো দৃশ্যতে। অতঃ পত্যুপপত্যোরুভয়োঃ পুত্রদর্শনাৎ স্বকীয়জন্ম কীদৃশমিতি দুর্জ্ঞানং। অনেনাভিপ্রায়েণ প্রযুক্তত্বান্নাস্তি তত্র দৃষ্টবিরোধঃ। নহি তত্র দৃশ্যমানং স্বব্রহ্মণ্যমপবদিতুং নচৈতদ্বিদ্ম ইত্যুপন্যস্তং। যদপি শাস্ত্রীয়দর্শনবিরোধায়োদাহৃতং কোহি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা নবেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"আকালিকেপ্সেতি" ॥ (১৪) ॥ দিক্ষ্বতীকাশান্ করোতীতিপ্রাচীনবংশস্য দ্বারবিধিঃ। তস্য শেষোঽয়ং কো হি তদ্বেদেতি। ধূমাদ্যুপদ্রবপরিহারেণ প্রত্যক্ষেণ ফলেন দ্বারবিধিঃ স্তূয়তে। স্বর্গপ্রাপ্তিরূপং তু ফলমাকালিকং। অকালে ভবমাকালিকং বিপ্রকৃষ্টকালীনং নত্বিদানীন্তনমিত্যর্থঃ। তস্যেপ্সা তস্য প্রাপ্তুমিচ্ছা। সা চ কো হি তদ্বেদেত্যনিশ্চয়োপন্যাসে কারণং। যথা ভাবিকালীন-পৌত্রপ্রপৌত্রাদিবৃত্তান্তো নিশ্চেতুং ন শক্যতে। তদ্বৎ স্বর্গ

---

হইতেছে। সহজে জ্ঞান হয় না বলিয়া, সেখানে "আমরা জানি না" ইত্যাকার অজ্ঞান-কথনের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেখানে স্ত্রীর অপরাধ অর্থাৎ দোষ থাকে, সেখানে উৎপাদনকারী উপপতির পুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পতি এবং উপপতি উভয়েরই পুত্র দেখা যায় বলিয়া, নিজের জন্ম যে কিরূপ, তাহা জানা অতীব কষ্টকর। এই অভিপ্রায়েই "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" অর্থাৎ ইহা আমরা জানি না—এই যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টবিরোধ নাই। সেখানে এই দৃশ্যমান নিজের ব্রাহ্মণত্বের নিষেধকরণ-মানসে "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" এইরূপ প্রয়োগ উপন্যস্ত হয় নাই। শাস্ত্রীয় দৃষ্টবিরোধ জন্য "পরলোকে কি আছে বা নাই, তাহা কে জানে"—প্রশ্নকর্ত্তা এইরূপ যে উদাহরণ দিয়াছেন, "আকালিকেপ্সা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে।

"চতুর্দ্দিকে অতীকাশ করিতেছে" এই বাক্য দ্বারা পুরাতন বাঁশের দ্বার প্রস্তুতকরণ বুঝাইতেছে। "কে তাহা জানে"—এই অর্থবাদ বাক্য, সেই দ্বার প্রস্তুতকরণবিধির অবশিষ্টাংশ। ধূমাদি উপদ্রবরহিত প্রত্যক্ষ ফল দ্বারা দ্বারবিধান স্তুত হইতেছে। স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফল আকালিক। অকালে অর্থাৎ অনেক পরে হইবে, এখন হইবে না—এই অর্থে আকালিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঈপ্সা শব্দের অর্থ—প্রাপ্তির ইচ্ছা। আকালিকের ঈপ্সা—এই অর্থে আকালিকেপ্সা হইয়াছে। সেই ঈপ্সাই "কে তাহা জানে"—এইরূপ সংশয়-পূর্ণ বিষয়-কথনের হেতু। যেমন ভবিষ্যৎকালীন পৌত্র প্রপৌত্রাদির বিবরণ নিশ্চয়রূপে জানিতে পারা যায় না, তেমনি ভবিষ্যতে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে কি না তাহা কে জানে?—

প্রাপ্তির্ভাবিকালীনেতি গুণযোগাদনিশ্চয়োপন্যাসঃ। ধূমাদিপরিহারস্তু প্রত্যক্ষত্বান্নিশ্চিত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ যদপ্যন্যদ্দৃষ্টবিরোধায়োদাহৃতং শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

"বিদ্যাপ্রশংসেতি"॥ (১৫)॥ সোঽয়ং গর্গত্রিরাত্রবিধেঃ শেষঃ। তদ্বিষয়ং বেদনমপি মুখশোভাহেতু কিমুতানুষ্ঠানমিতি স্তূয়তে। যথা কর্ণাভরণাদিনা মুখং শোভিতং ভবত্যেবং বেদিতুরুৎসাহেনৈব বিকসিতং বদনং শোভিতমিব শিষ্যৈরুদ্বীক্ষ্যতে। অতঃ শোভাসাদৃশ্যগুণযোগাৎ শোভিত ইত্যুচ্যতে। যদপ্যন্যদ্বিরোধায়োদাহৃতমাস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদেতি সোঽপি বেদানুমন্ত্রণবিধেঃ শেষঃ। অত্রাপি কৈমুতিকন্যায়েন স্তুতিঃ পূর্ব্ববদ্‌-যোজনীয়া। বেদিতুঃ পুত্রঃ পিতৃশিক্ষয়া স্বয়মপি বিদ্বান্ ভবতি। ততঃ প্রতিগ্রহেণান্নং প্রাপ্নোতি। তস্মাদীদৃশং গুণমভিপ্রেত্য বাজী জায়ত ইত্যুক্তং। যদপ্যন্যদানর্থক্যায়োদাহৃতং পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতীতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

"সর্ব্বত্বমাধিকারিকমিতি"॥ (১৬)॥ পূর্ণাহুতিং জুহুয়াদিত্যস্য বিধেঃ শেষোঽয়ং।

---

এইরূপ সংশয় আরোপিত হইতেছে। কিন্তু ধূমাদির পরিহার প্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহার ফল নিশ্চিত—ইহাই অভিপ্রায়। অর্থবাদে অন্য দৃষ্টবিরোধ দোষ দেখাইবার জন্য; "শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদেতি" অর্থাৎ "যে ইহা জানে, তাহার মুখ শোভিত হয়,"—ইত্যাকার উদাহরণচ্ছলে যে প্রশ্ন করিয়াছেন; "বিদ্যাপ্রশংসা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে। সে তাহা জানে, ইহা সেই গর্গত্রিরাত্র বিধির শেষ ভাগ। তদ্বিষয়ক জ্ঞানই মুখ-শোভার হেতু। অনুষ্ঠান যে মুখ-শোভার হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই হেতু, ইহা স্তুত হইতেছে। কর্ণাভরণাদি পরিধান করিলে যেমন মুখের শোভা-বৃদ্ধি হয়; সেরূপ সেই জ্ঞানিজনের উৎসাহ প্রফুল্ল-বদন, শিষ্যগণ শোভিত-ভাবেই দেখিয়া থাকেন। সুতরাং শোভার সাদৃশ্যরূপ গুণযোগ আছে বলিয়া "শোভতে অর্থাৎ শোভা পায়"—এই কথা বলা হইয়াছে। অন্য বিরোধ প্রদর্শনের জন্য "যে ইহা জানে, তাহার পুত্র অন্নবান্ হয়"—এই যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও 'বেদানুমন্ত্রণ' বিধির শেষভাগ। এস্থলেও কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় স্তুতি বুঝাইতেছে,—ইহা জানিতে হইবে। (কৈমুতিক ন্যায় যে কি তাহা বিস্তৃত ভাবে বলা হইতেছে,—যে ইহা জানে, তার পুত্র যদি অন্নযুক্ত হয়; তাহা হইলে যে ইহার অনুষ্ঠান করে, তার পুত্র যে অন্নযুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এইরূপ ব্যাপারই কৈমুতিক ন্যায় বলিয়া কথিত হয়।) জ্ঞানিলোকের পুত্র পিতৃশিক্ষা দ্বারা নিজেই বিদ্বান্ হন। অতঃপর দেয় বস্তু স্বীকার করিলে, অন্ন প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং এইরূপ গুণাভিপ্রায়েই "বাজী জায়তে অর্থাৎ অন্নযুক্ত হয়েন,"—এই কথা বলা হইয়াছে। "পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল কামনাই লাভ হয়,"—এই কথা বলিলে, পূর্ণাহুতিদান ভিন্ন অন্য কর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রশ্নরূপে গ্রহণ করিয়া, উত্তররূপে "সর্ব্বত্বমাধিকারিকং"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

সর্ব্বকামাবাপ্তিহেতুত্বাৎ প্রশস্তেয়মাহুতিরিতিস্তূয়তে। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইত্যত্র সর্ব্বত্বং স্বগৃহাগতব্রাহ্মণবিষয়ং। এবং পূর্ণাহুত্যা কর্ম্মসাঙ্গত্বে যৎফলং তস্মিন্নধিকারে প্রস্তাবে সম্ভাবিতং তদ্বিষয়মেব সর্ব্বত্বং দ্রষ্টব্যং। পূর্ণাহুতেরভাবে সত্যাধানরূপং কর্ম্মাঙ্গবিকলং ভবতি। তচ্চ বৈকল্যং পূর্ণাহুত্যা সমাধীয়ত ইত্যেকঃ কামঃ। তস্মিন্ সমাহিতে সত্যাহবনীয়াদ্যগ্নয়োঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসু যোগ্যা ভবন্তীত্যয়মন্যঃ কামঃ। তৈশ্চ কর্ম্মভিস্তত্তৎ ফলং প্রাপ্যত ইতি কামান্তরং। ঈদৃশী সর্ব্বকামাবাপ্তিরাহুত্যন্তরেষ্বপি বিদ্যত ইতি চেৎ। বিদ্যতাং নাম। কিং নশ্ছিন্নং। ন খল্বেতাবতা পূর্ণাহুতিস্তুতেঃ কাচিদ্ধানিরস্তি॥ নন্বু পূর্ণাহুতেরঙ্গস্বভাবত্বাত্তদীয়ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বেন বাস্তবকত্বং ভবতু। দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতি-

---

সূত্রান্তর্গত 'সর্ব্ব' শব্দ বিচার্য্য-বিষয়ের পূর্ণত্ব-জ্ঞাপক। উহা "পূর্ণাহুতি দান করিবে,"—এই বিধিবাক্যের শেষাংশ। পূর্ণাহুতিদানে সকল কামনা পূর্ণ হয়। এই জন্য, উহা প্রশস্ত। সুতরাং এস্থলে আহুতি স্তুত হইতেছে। "সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে",—এই কথা বলিলে, যেমন নিজের গৃহে নিমন্ত্রিতভাবে আগত যে ব্রাহ্মণসমূহ, মাত্র তাহাদিগকেই বুঝায়, পরন্তু সমস্ত ব্রাহ্মণজাতিকে বুঝায় না; সেইরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, যে যে ফলোদ্দেশ্যে ঐ কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে, পূর্ণাহুতিদান করিলে কেবল সেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরই মাত্র ফললাভ করা যায়। অনারব্ধ অন্য কর্ম্মের সমস্ত ফল বা কামনা কদাচ লাভ করা যাইতে পারে না। অর্থবাদ অংশের মূল লক্ষ্য—স্তুতি। যদি পূর্ণাহুতি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নিস্থাপনরূপ কর্ম্মাঙ্গের সুসমাপ্তি সঙ্ঘটিত হয় না; পরন্তু উহা বিফল হইয়া যায়। পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, আর তাহাতে বিফলতারূপ অন্তরায় নিবারিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাও একটি কামনা। সেই অগ্নিস্থাপন-কার্য্যের সমাধান হইলে, আহবনীয়-প্রমুখ অগ্নিসমূহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপযোগী কাম্যফল প্রদান করে। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় কামনা। সেই কর্ম্ম দ্বারা মনের অভিলষিত তত্তৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা তৃতীয় কামনা। যদি বল, অন্য আহুতি দ্বারা সর্ব্বকামনা পূর্ণ হইতে পারে, তবে সকল কামনা-প্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়া পূর্ণাহুতির এত গৌরব করি কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—অন্য আহুতির সর্ব্বকামনা সিদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তদ্দ্বারা পূর্ণাহুতির স্তুতির (উপাদেয়ত্বের) কোনরূপ বাধা জন্মাইতেছে না, অথবা তাহার শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইতেছে না। পূর্ণাহুতি—যজ্ঞকর্ম্মের একটি অঙ্গ। অঙ্গকর্ম্মের প্রাধান্য কদাচ সিদ্ধ হয় না। অঙ্গকর্ম্মে যে ফল উৎপাদিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অর্থবাদ। সুতরাং পূর্ণাহুতির ফলশ্রুতি অর্থবাদ মধ্যে গণ্য। দ্রব্যসংস্কার-কার্য্য হয় বলিয়া, "ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ" (দ্রব্যসংস্কার কার্য্যে ফলশ্রুতিই অর্থবাদ)—এই সূত্র দ্বারা অর্থবাদের যাথার্থ্য নির্ণীত হইয়াছে। পশুবন্ধবাক্য মুখ্যকর্ম্মের বিধায়ক এবং সর্ব্বলোক জয় করা তাহার মুখ্য ফল। সুতরাং 'পশুবন্ধযাজী সর্ব্বলোকে বিজয়ী হন'—এতাদৃশ বাক্য, পশুবন্ধযাগের প্রশংসা বা অর্থবাদ বলিয়া মানিতে পারা যায় না। পশুবন্ধযাগানুষ্ঠানে, সর্ব্বলোক জয় ও সর্ব্বকামনা লাভ হইলে, অন্য যাগানুষ্ঠান যে নিরর্থক হইয়া যায়, ইহা

রর্থবাদ ইতি সূত্রেণ নির্ণীতত্বাৎ। পশুবন্ধবাক্যস্ত তু কর্ম্মবিধায়কত্বাৎ সর্ব্বলোকাভিজয়স্ত মুখ্যফলত্বাদস্যানর্থক্যং দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতোবা ফলবিশেষঃ স্যাদিতি" ॥ (১৭) ॥ পৃথিব্যন্তরীক্ষদ্যুলোকেম্বন্যতমলোকাভিজয়রূপং ফলং পশুবন্ধকর্ম্মণা নিষ্পাদ্যতে। তেষাং চ পৃথিব্যাদীনাং ফলানাং কর্ম্মান্তরেণ পরিমাণাধিক্যং সারত্বং বা সম্পাদ্যতে। ততঃ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি নাস্ত্যানর্থক্যং। লোকবদিত্যুক্তার্থে দৃষ্টান্তঃ। যথা লোকে নিষ্কেণ খারীপরিমিতান্ ব্রীহীন্ বিক্রীয় নিষ্কান্তরেণ পুনঃ ক্রয়ে সতি পরিমাণাধিক্যং ভবতি। যথা বা নিষ্কেণ বস্ত্রমাত্রং লভ্যতে নিষ্কদ্বয়েন তু সারভূতং দুকূলং। তথা ভোগাধিক্যং ভোগসারত্বং বা কর্ম্মান্তরেণ দ্রষ্টব্যং। ব্রহ্মহত্যায়া অপি মানস্যাস্বল্পায়াবেদনমাত্রেণ তরণং। কায়িক্যাস্ত মহত্যা অশ্বমেধনেতি নাস্ত্যানর্থক্যং ॥ যোঽপি নান্তরীক্ষে ন দিবীত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধ উদাহৃতঃ। যথা ববরঃ প্রাবাহণিরিত্যনিত্যসংযোগ উদাহৃতস্তত্রোভয়োত্তরং সূত্রয়তি ॥

---

দুর্নিবার। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাৎ" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

কর্ম্মানুষ্ঠানে কাম্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ম্ম-দ্বারা ফল-নিষ্পত্তি হইলে, সেই ফলসমূহের পরিমাণ, উৎকর্ষ, এবং বিশেষত্ব ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাই উল্লিখিত সূত্রের অর্থ। পশুবন্ধযাগরূপ কর্ম্ম দ্বারা, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোনও একটি লোকজয়করণরূপ ফল নিষ্পাদিত হয়। কিন্তু অন্য কর্ম্ম দ্বারা সেই পৃথিব্যাদিলোকজয়রূপ ফলের পরিমাণাধিক্য বা ঔৎকর্ষ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে ফলের বিশেষত্ব হইতেছে বলিয়া, অর্থবাদ অনর্থক হইতে পারিল না। সূত্রান্তর্গত "লোকবৎ" শব্দের অর্থ— ইহলোকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কথিত অর্থে সূত্রের এই অংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হয়। লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও লোক একটী সুবর্ণমুদ্রা-দ্বারা খারী (অর্থাৎ সার্দ্ধদ্রোণ্য) পরিমিত ধান্যাদি শস্য ক্রয় করিল। অন্য এক স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা সে যদি আরও কিছু শস্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বক্রীত ধান্যের সহিত একত্র রাখে, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বক্রীত ধান্যাদি শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী; অথবা, যেমন একটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা একখানি বস্ত্র পাওয়া গেলে, দ্বিগুণ স্বর্ণমুদ্রায় সারভূত দুকূল অর্থাৎ পট্ট বস্ত্র পাওয়া যায়; সেইরূপ কর্ম্মফলের ভোগাধিক্য এবং ভোগোৎকর্ষ অন্য কর্ম্ম দ্বারা সম্ভাবিত হইতে দেখা যায়। "ব্রহ্মহত্যা করিতেছি,"—মনে যদি এইরূপ ভাবের উদয় হয়; তাহা হইলে তজ্জনিত সঞ্জাত-পাপ তত গুরুতর নয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিষয় স্মরণ করিবামাত্রই সে স্বল্প পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু হস্তে অস্ত্রশস্ত্রাদিরধারণরূপ কায়িকবৃত্তি দ্বারা সত্য সত্য ব্রহ্মহত্যা করিলে, সে পাপ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। সে গুরুপাপখণ্ডনের জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়; সুতরাং যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবামাত্রই ফললাভ হইলে, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন,—এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। অগ্নিচয়ন-প্রসঙ্গে তন্নিষেধজ্ঞাপক "অন্তরীক্ষে নয়, স্বর্গে নয়"—ইত্যাকার

"অন্ত্যয়োর্যথোক্তমিতি" ॥ ( ১৮ ) ॥ অন্ত্যয়োরুদাহরণয়োরুত্তরং পূর্ব্বোক্তমেব দ্রষ্টব্যং। অন্তরীক্ষাদৌ চয়ননিন্দারূপোঽর্থবাদো হিরণ্যং নিধায় চেতব্যমিত্যস্য বিধেঃ শেষঃ। অতোঽত্র স্তুত্যর্থে বিধীনাং স্যুরিত্যুক্তমেবোত্তরং। অন্তরীক্ষে চয়নপ্রশক্ত্যভাবাত্তন্নিন্দা নিত্যানুবাদোঽস্তু। তেনাপি বিধিঃ স্তোতুং শক্যতে। নিত্যসিদ্ধার্থানুবাদিনা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বেন পশুবিধেঃ স্তুতত্বাৎ। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যত্রাপি ববরনামকঃ কশ্চিদনিত্যঃ পুরুষো মনুষ্যো ন বিবক্ষিতঃ। কিন্তু ববরধ্বনিযুক্তঃ প্রকর্ষেণ বহনশীলো বায়ুর্ব্যবহারদশায়াং নিত্য এবার্থো বিবক্ষিত ইত্যেতদুত্তরং প্রথমপাদস্যান্তিমাধিকরণে প্রোক্তং। তস্মাৎ সম্ভাবিতদোষাণাং পরিহৃতত্বাদর্থবাদানামস্তি প্রামাণ্যং ॥ অত্র সংগ্রহশ্লোকাঃ। বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা। ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিম্বাসৌ তত্র বিদ্যতে ॥ ( ১ ) ॥ বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ। নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ ॥ ( ২ ) ॥ বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ। তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা ॥ ( ৩ ) ॥

---

অপ্রস্তাবিত বা অনিত্যপ্রতিষেধে নিষেধরূপ দোষ আরোপিত হইয়াছে। আবার "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল"—এস্থলে, বেদে অনিত্যসংযোগরূপ দোষ উদাহৃত হইয়াছে। এই সকল দোষ নিরাকরণার্থ "অন্ত্যয়োর্যথোক্তং" সূত্রের অবতারণায় তাহার উত্তর সমর্থিত হইতেছে।

শেষোক্ত উদাহরণদ্বয়ের উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অন্তরীক্ষাদিতে অগ্ন্যাদিচয়ন নিষেধরূপ যে অর্থবাদ, তাহা "স্বর্ণ স্থাপন করিয়া চয়ন করিবে"—এই বিধিবাক্যের শেষাংশ। অতএব, অর্থবাদবাক্য বিধিবাক্যের স্তুতি-জন্য প্রযুক্ত,—এইরূপ পূর্ব্বকথিত উত্তরই এস্থলে সঙ্গত। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়নের কোনরূপ অর্থসঙ্গতি নাই। সুতরাং, তাহার নিন্দা বা নিষেধানুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ নিত্যপ্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এ হিসাবে তাহাতেও বিধির স্তুতি করা যায়। প্রকৃতিবিধানে যাহা নিত্যবর্ত্তমান, তাহাতেও বিধি স্তুত হইতে পারে। বায়ুর ক্ষিপ্রগামিতা নিত্যসিদ্ধ। অতএব, তাহার উল্লেখ দ্বারাও বায়ুসম্পর্কীয় পশুবিধির স্তুতি করা হয়। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল।" এস্থলেও ববর নামধেয় কোনও অনিত্য ( মর্ত্ত্য ) পুরুষ উদ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক প্রথায় "ববর" ইত্যাকার শব্দবিশিষ্ট এবং প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল নিত্য বায়ুর প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ উত্তর, উত্তর-মীমাংসার প্রথম-পাদের শেষাধিকরণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলসমূহে যে সকল দোষ-কল্পনার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল দোষ সর্ব্বপ্রকারে পরিহৃত হইল। এ কারণ, বেদান্তর্গত অর্থবাদ-অংশের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে কয়েকটী সংগ্রহ শ্লোক আছে। শ্লোক কয়টী এই ; যথা,—

( ১ ) বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা।<br>
ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিম্বাসৌ তত্র বিদ্যতে ॥

( ২ ) বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ।<br>
নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ ॥

তদেবং বেদে বিদ্যমানানাং ত্রয়াণাং মন্ত্রবিধ্যর্থবাদভাগানামপ্রামাণ্যে কারণাভাবাদ্বোধকানাং তেষাং প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বাঙ্গীকারাৎ কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য প্রামাণ্যং সিদ্ধং। নন্বেবমপি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বেন বিপ্রলম্ভকবাক্যবদপ্রামাণ্যং স্যাৎ। পৌরুষেয়ত্বং চ প্রথমপাদে পূর্ব্বপক্ষত্বেন জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস॥

"বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যেতি" ॥ (১) ॥ একে বাদিনো বেদান্ প্রতি সন্নিকর্ষং মন্যন্তে। কালিদাসাদিভির্নির্ম্মিতানাং রঘুবংশাদিগ্রন্থানাং সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। তে হ্যত্র দৃষ্টান্ততয়া সমুচ্চীয়ন্তে। যথা রঘুবংশাদয় ইদানীন্তনাস্তথা বেদা অপি, ন তু বেদা অনাদয়ঃ। অত এব বেদকর্ত্তৃত্বেন পুরুষা আখ্যায়ন্তে। বৈয়াসিকং ভারতং বাল্মীকীয়ং রামায়ণ মিত্যত্র যথা ভারতাদিকর্ত্তৃত্বেন ব্যাসাদয় আখ্যায়ন্তে তথা কাঠকং কৌথুমং তৈত্তিরীয়

---

(৩) বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ।
তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা॥

শ্লোক তিনটীর অর্থ; যথা,—বিধেয় ধর্ম্মে "বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা," ইত্যাদিরূপ অর্থবাদ প্রামাণ্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কি না? অথবা সেই বিধেয় অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম সেই অর্থবাদে বিদ্যমান আছে কি না? পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া বিধেয় ধর্ম্মে বিধি ও অর্থবাদ শব্দের একবাক্যতা নাই; সুতরাং প্রামাণ্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?—দ্বিতীয় শ্লোকে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। বিধিঘটিত কর্ম্ম প্রশস্ত—ইহা বোধ হইলে, তদর্থ-উপলব্ধি হেতু পুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং বিধি ও অর্থবাদ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ; অতএব বিধেয়ধর্ম্মে অর্থবাদ-বাক্যসমূহের প্রামাণ্য আছে;—এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল। বেদান্তান্তর্গত বিধিভাগে পুরুষার্থ উপলব্ধ হয়। অর্থবাদ অংশে প্রশস্ততা বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। আবার বিধি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মানুমোদিত। এই সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে যজমান সোৎসাহে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হন। তাহা হইলে, বেদান্তর্গত মন্ত্রভাগ, বিধিভাগ ও অর্থবাদভাগের অপ্রামাণ্য বিষয়ে কোনরূপ কারণ বর্ত্তমান না থাকায় এবং তত্তদর্থবোধক ভাগত্রয়ের প্রামাণ্য-স্বীকার স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র বেদের প্রামাণ্য স্থির হইল।

এস্থলে একটী বিতর্ক উপস্থাপিত হইতেছে। বেদ পৌরুষেয় (পুরুষরচিত) বলিয়া প্রতারকগণের প্রতারণা বাক্যের ন্যায় অপ্রমাণ হউক। কেন-না জৈমিনি ঋষি মীমাংসা দর্শনের প্রথম পাদে বেদের পৌরুষেয়ত্বকে লক্ষ্য করিয়া, পূর্ব্বপক্ষরূপে "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা''—এই সূত্র করিয়াছেন।

আপত্তিকারিগণের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—রচয়িতার সহিত বেদের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্পর্ক আছে। সূত্রে যে "চ-কার" আছে, সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক সেই 'চ'-কার দ্বারা কালিদাসাদি মহাকবি-বিরচিত রঘুবংশাদি কাব্যগ্রন্থ সমূহকে বুঝাইতেছে। সুতরাং "চ-কার" এখানে সমুচ্চয়ার্থ-বোধক। এস্থলে সেই সমুচ্চিত রঘুবংশাদি কাব্য দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত হইতেছে। রঘুবংশাদি কাব্য গ্রন্থ যেমন আধুনিক, বেদ-সমূহও সেইরূপ আধুনিক। বেদ অনাদি অর্থাৎ নিত্য নহে; অতএব বেদের কর্ত্তা অর্থাৎ রচয়িতারূপ পুরুষের নির্দ্দেশ হইতেছে। বৈয়াসিক

মিত্যেবং তত্তদ্বেদশাখাকর্ত্তৃত্বেন কাঠাদীনামাখ্যাতত্বাদ্বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ॥ নন্থ নিত্যানামেব সতাং বেদানামুপাধ্যায়বৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকত্বেন কাঠকাদিসমাখ্যা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য যুক্ত্যন্তরং সূত্রয়তি॥

"অনিত্যদর্শনাচ্চেতি"॥ (২)॥ অনিত্যা জননমরণবন্তো ববরাদয়ো বেদার্থে শ্রূয়ন্তে। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত। কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়তেতি। তথা সতি ববরাদিভ্যঃ পূর্ব্বমভাবাদনিত্যা বেদাঃ। বিমতং বেদবাক্যং পৌরুষেয়ং বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদিবাক্যবদিত্যাদ্যনুমানসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ॥

সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি। "উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বমিতি"॥ (৩)॥ তুশব্দো বেদানামনিত্যত্বং বারয়তি। শব্দস্য বেদরূপস্য কঠাদিপুরুষেভ্যঃ পূর্ব্বত্বমনাদিত্বং প্রাচীনৈশ্চ সূত্রৈরুক্তং। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইত্যস্মিন্ সূত্রে ঔৎপত্তিকশব্দেন সর্ব্বেষাং শব্দানাং বেদানাং তদর্থানাং

---

ভারত (মহাভারত) এবং বাল্মীকীয় রামায়ণ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ মহাভারতাদির রচয়িতা বলিয়া ব্যাসাদির আখ্যা হইতেছে; সেইরূপ কাঠক, কৌথুম ও তৈত্তিরীয় ইত্যাদিস্থলে, সেই সেই বেদ-শাখার রচয়িতা বলিয়া, কঠাদি পুরুষের আখ্যা হইতেছে। সুতরাং বেদসমূহ পৌরুষেয়। কঠাদি ঋষি অধ্যাপকের ন্যায়, নিত্য ও সনাতন বেদের অংশ-বিশেষের উপদেশ দেন। তাঁহারা সেই সেই বেদাংশ প্রচার করেন বলিয়া, সেই সেই অংশের কাঠকাদি নাম হইয়াছে। কিন্তু রচয়িতার নাম অনুসারে ঐরূপ নাম হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "অনিত্যদর্শনাৎ" সূত্রের অবতারণায় অন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

অনিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিধ্বংসশীল ববরাদি শব্দ, বেদের অর্থে শ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা হইলে, বেদে যখন অনিত্য শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বেদও অনিত্য। "ববর-প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল", "কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকি কামনা করিয়াছিল,"—এইরূপ বেদার্থে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ববরাদির পূর্ব্বে বেদ ছিল না। এ কারণ, বেদ অনিত্য। বেদবাক্য—পৌরুষেয়, এ বিষয়েও মতান্তর আছে। কারণ, বেদ যখন বাক্য, তখন কালিদাসাদি-রচিত বাক্যের ন্যায়, উহা পৌরুষেয় ও অনিত্য না হইবে কেন?—ইত্যাদিরূপ অনুমানসমুচ্চয়, সূত্রস্থ "চ-কার" দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে। "উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ বেদসমূহের অনিত্যতার বিরোধী হইতেছে। 'বেদ'—এই শব্দ, অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ হিসাবে কঠাদি পুরুষ যে তাহার বহু পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা এ বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দার্থেন সম্বন্ধঃ" সূত্রান্তর্গত ঔৎপত্তিক শব্দের একটি বিশেষত্ব আছে। ঐ শব্দের দ্বারা, সকল শব্দের, সকল বেদের, তাহাদের অর্থের, বেদ ও অর্থের সম্বন্ধের এবং উহাদের নিত্যত্বের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আবার যদি শব্দাধিকার বা বাক্যাধিকার দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে

তদুভয়সম্বন্ধানাং চ নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়োত্তরাভ্যাং শব্দাধিকরণবাক্যাধিকরণাভ্যামুপপাদিতত্বাৎ কা তর্হি কাঠকাদ্যাখ্যায়িকায়া গতিরিত্যাশঙ্ক্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাৎ সেয়মুপপদ্যত ইত্যুত্তরং সূত্রয়তি॥

"আখ্যাপ্রবচনাদিতি" ॥ (৪)॥ অস্ত্বিয়মাখ্যায়িকায়া গতিঃ। ততঃপরং ববরাদ্যনিত্যদর্শনং যদুক্তং তস্য কিমুত্তরমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

"পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রমিতি" ॥ (৫)॥ যৎপরং ববরাদিকং তচ্ছব্দসামান্যমেব ন তু মনুষ্যো ববরনামকোঽত্র বিবক্ষিতঃ। ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবাহণস্বভাবস্য বায়োরত্র বক্তুং শক্যত্বাৎ॥ নতু বেদে ক্বচিদেব শ্রূয়তে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত সর্পাঃ সত্রমাসতেতি। তত্র বনস্পতীনামচেতনত্বাৎ সর্পাণাং চেতনত্বেঽপি বিদ্যারহিতত্বান্ন তদনুষ্ঠানং সম্ভবতি। অতো জরদ্গবো গায়তি মদ্রকাণীত্যাদ্যুন্মত্তবালবাক্যসদৃশত্বাৎ কেনচিৎ কৃতো বেদ ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

"কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাদিতি" ॥ (৬)॥ যদি জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যং

---

কাঠকাদি আখ্যায়িকা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে, যে অর্থে কাঠকাদি নামকরণ হইয়াছে, তাহার সার্থকতা কোথায়?—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। সেই আশঙ্কা দূরীকরণে সম্প্রদায় (গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ) এবং প্রবর্ত্তন (প্রচার) করেন বলিয়া ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে; এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণোদ্দেশ্যে "আখ্যাপ্রবচনাৎ" সূত্রের অবতারণায় তাহার উত্তর করা হইতেছে।

আখ্যায়িকা সম্বন্ধে এবম্প্রকার গতি বা সিদ্ধান্ত হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু অতঃপর "ববরাদির" যে অনিত্য দর্শন উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রং" সূত্রের উল্লেখে তাহার উত্তর করিতেছেন।

পরে যে ববরাদির কথা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণ শব্দকেই বুঝায়। এস্থলে ববর নামক কোনও মনুষ্যকে বুঝাইতেছে না। ববরধ্বনিবিশিষ্ট, প্রবাহণ অর্থাৎ গতিশীল বায়ুই এখানে প্রতিপাদ্য,—ইহা বলিতে পারা যায়। বেদের কোনও কোনও স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়, "বনস্পতিগণ (বিনাপুষ্পে ফলবান্ বৃক্ষসকল) যজ্ঞ করিয়াছিল," "সর্পগণ যজ্ঞ করিয়াছিল" ইত্যাদি। বনস্পতিগণ অচেতন; সুতরাং তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারে না। আর সর্পগণ অচেতন হইলেও তাহারা বিদ্যাহীন; সুতরাং সর্পগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে "জরদ্গব মদ্রক গান করিতেছে" ইত্যাদি বেদ-বাক্য, উন্মত্ত ও বালকের বাক্যের ন্যায় প্রলাপবাক্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বেদ কোনও লোক-কর্ত্তৃক রচিত—এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় "কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ" এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

বেদ-বাক্য, কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত হইলে, তদুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-কর্ম্ম স্বর্গলাভের হেতুভূত বলিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, স্বর্গ ও যজ্ঞের সাধ্যসাধনভাব পুরুষের জানিবার শক্তি নাই। অথচ, জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞে স্বর্গলাভ হয়, এতদুক্তি শ্রুত হইয়া

কেনচিৎ পুরুষেণ ক্রিয়েত। তদানীংকৃতে তস্মিন্ বাক্যে স্বর্গসাধনত্বে জ্যোতিষ্টোমস্য বিনিয়োগো ন স্যাৎ। সাধ্যসাধনভাবস্য পুরুষেণ জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। শ্রূয়তে তু বিনিয়োগঃ। জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেতি। ন চৈতদুন্মত্তবাক্যসদৃশং লৌকিকবিধিবাক্য-বদ্ভাব্যকরণেতিকর্ত্তব্যতারূপৈস্ত্রিভিরংশৈরুপেতায়া ভাবনায়া অবগমাৎ। লোকে হি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি বিধৌ কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৃপ্তিমুদ্দিশ্যৌদনেন দ্রব্যেণ শাকসূপাদিপরিবেষণপ্রকারেণেতি যথোচ্যতে জ্যোতিষ্টোমবিধাবপি স্বর্গমুদ্দিশ্য সোমেন দ্রব্যেণ দীক্ষণীয়াদ্যঙ্গোপকার প্রকারেণেত্যুক্তে কথমুন্মত্তবাক্যসদৃশং ভবেদিতি বনস্পত্যাদি-সত্রবাক্যমপি ন তৎসদৃশং তস্য সত্রকর্ম্মণো জ্যোতিষ্টোমাদিনা সমত্বাৎ। যৎপরো হি শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়বিদ আহুঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যস্য বিধায়কত্বাদনুষ্ঠানে তাৎপর্য্যং। বনস্পত্যাদিসত্রবাক্যস্যার্থবাদত্বাৎ প্রশংসায়াং তাৎপর্য্যং। সা চাবিদ্যমানেনাপি কর্ত্তুং শক্যতে। অচেতনাঃ অবিদ্বাংসোঽপি সত্রমনুষ্ঠিতবন্তঃ। কিংপুনশ্চেতনাঃ বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ইতি সত্রস্তুতিঃ। চকারঃ পূর্ব্বপক্ষোক্তস্য বাক্যত্বহেতোঃ কর্ত্তুরনুপলম্ভেন পরাহতিং সমুচ্চিনোতি। তস্মান্নাস্তি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং।

---

থাকে। "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা যে স্বর্গ সাধিত হয়, এই বিধি-বাক্যে তাহার বিনিয়োগ ব্যাখ্যাত হইতেছে। আরও "স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে"—এই বাক্য উন্মত্ত ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় নহে; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ বিধিবাক্যের ন্যায়, এ বাক্যে ভব্য অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতা করণ অর্থাৎ সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ কার্য্য-প্রণালীরূপ অংশত্রয়সমন্বিত ভাবনার উপলব্ধি হইতেছে। লৌকিক প্রথায় বলা হয়,—"ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে"। এইরূপ বিধিতে কি উদ্দেশ্য সূচিত হয়? কিসের দ্বারা এবং কি প্রকার?—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির উদ্দেশে যেমন বলা হয়,—ওদন অর্থাৎ অন্ন দ্রব্য দ্বারা, শাকসূপাদি পরিবেশন প্রকারে (প্রণালীতে)। তেমনি, জ্যোতিষ্টোম বিধিতে কিসের দ্বারা এবং কি প্রকারে,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে তাহার তৃপ্তির জন্য বলিতে হয়,—স্বর্গলাভ উদ্দেশ্যে সোমদ্রব্য দ্বারা এবং দীক্ষণীয়াদি যজ্ঞাঙ্গের উপকার প্রকারে। এরূপ উত্তর উন্মত্ত বাক্যের ন্যায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? বনস্পত্যাদির যজ্ঞানুষ্ঠান-বাক্যও উন্মত্তবাক্যের ন্যায় হইতে পারে না। কারণ, সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ-কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদির তুল্য। যে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অথবা যে তাৎপর্য্যে শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ,—নৈয়ায়িকগণ এ কথা বলিয়া থাকেন। জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্য স্বর্গবিধান করে বলিয়া, অনুষ্ঠানে তাহার তাৎপর্য্য। বনস্পত্যাদি সত্রবাক্যের অর্থবাদনিবন্ধন তাহার প্রশংসা করাই সে বাক্যের তাৎপর্য্য। অবিদ্যমান বস্তুর উল্লেখেও সে প্রশংসা করা যাইতে পারে। অচেতন ও বিদ্যাশূন্য, বনস্পতি ও সর্পগণও যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন সচেতন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। ইহাই তো সত্রস্তুতি (যজ্ঞ-প্রশংসা)। কর্ত্তার উপলব্ধি হইতেছে না বলিয়া, সূত্রস্থিত 'চ'-কার, প্রশ্নোক্ত বাক্যত্ব-হেতুর অসামর্থ্য

অত্রৈতৌ সংগ্রহশ্লোকৌ।

পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥ ১ ॥
সমাখ্যানং প্রবচনাদ্বাক্যত্বন্তু পরাহতং।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥ ২ ॥

নন্নু ভগবতা বাদরায়ণেন বেদস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বং সূত্রিতং। "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" ॥ (৭) ॥ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রকারণত্বাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞমিতি সূত্রার্থঃ। বাঢ়ং। নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনির্ম্মিতত্বাভাবাৎ। ঈদৃশমপৌরুষেয়ত্বমভিপ্রেত্য ব্যবহারদশায়ামাকাশাদিবন্নিত্যত্বং বাদরায়ণেনৈব দেবতাধিকরণে সূত্রিতং। "অতএব চানিত্যত্বমিতি" ॥ (৮) ॥ শ্রুতিস্মৃতী চাত্র ভবতঃ। বাচা বিরূপনিত্যয়েতি শ্রুতিঃ। অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবেতি স্মৃতিঃ। তস্মাৎ কর্তৃদোষশঙ্কায়া অনুনয়ান্মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকস্য বেদস্য নির্ব্বিঘ্নঃ প্রামাণ্যঃ সিদ্ধঃ।

---

প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং বেদ যে পৌরুষেয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা,—

"পৌরুষেয়ং না বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥ ১ ॥
সমাখ্যানং প্রবচনাদ্ বাক্যত্বন্তু পরাহতং।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ।॥ ২ ॥

শ্লোকদ্বয়ের বিশদার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। বেদবাক্য পৌরুষেয় কিনা? ইহার উত্তরে প্রশ্নাকারে বলা হইতেছে,—কাঠকাদি সমাখ্যান এবং অন্য বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব-ধর্ম্ম আছে বলিয়া, বেদ পৌরুষেয় হইবে না কেন? প্রবচন (বেদার্থজ্ঞান) জন্যই, সমাখ্যান অর্থাৎ কাঠকাদি নাম হইয়াছে। কর্ত্তার উপলব্ধি হয় না বলিয়া বাক্যত্বও পরাভূত হইতেছে; সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও পুরুষ-রচিত নহে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে,—ভগবান্ ব্যাসদেব "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রদ্বারা "বেদ ব্রহ্মকার্য্য"—এই কথা যে বলিয়াছেন, তাহার কি? ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। কিন্তু ইহা দ্বারা বেদ যে পৌরুষেয়, তাহা বলা যায় না। কারণ, বেদ কোনও মনুষ্য কর্তৃক নির্ম্মিত বা রচিত হয় নাই। বেদের এবম্প্রকার অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মহর্ষি ব্যাসদেব, দেবতাধিকরণে "অতএব চ নিত্যত্বং" এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ব্যাবহারিক প্রথায় আকাশাদির ন্যায় উহার (বেদের) নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "বাচা বিরূপনিত্যয়া" অর্থাৎ "রূপবিবর্জ্জিত নিত্য বাক্য দ্বারা"—এই শ্রুতি-বাক্য, এবং ব্রহ্মা অনাদি ও ধ্বংসরহিত বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন"—এই স্মৃতি-বাক্য, বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। তাহা হইলেই "বেদের রচয়িতা আছে"—ইত্যাকার দোষ তিরোহিত হইয়া মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের প্রামাণ্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইল। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই জন্য—"বেদমন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক," এরূপ কথা যুক্তিসঙ্গত নয়;—এরূপও বলা যাইতে পারে না কেন-না,

নমু মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকত্বং বেদস্য ন যুক্তং। তয়োঃ স্বরূপস্য নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ। নৈবং। দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে সপ্তমাষ্টময়োরধিকরণয়োর্নির্ণীতত্বাৎ। সপ্তমাধিকরণমারচয়তি॥

অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ॥ ১॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥ ২॥

আধান ইদং আম্নায়তে। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়েতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি। অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ। বিহিতার্থাভিধায়কো মন্ত্র ইত্যুক্তে বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত ইত্যস্য মন্ত্রস্য বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ। মননহেতুর্মন্ত্র ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণেঽতিব্যাপ্তিঃ। এবমসিপদান্তো মন্ত্র উত্তমপুরুষান্তো মন্ত্র ইত্যাদিলক্ষণানাং পরস্পরমব্যাপ্তিরিতি চেৎ। নৈবং।

---

পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদান্তর্গত সপ্তম ও অষ্টম অধিকরণে তাহাদের (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের) স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। সপ্তমাধিকরণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ। ১॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥ ২॥"

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে।" অর্থাৎ—'হে বুধ্নিয়, আমার মন্ত্র রক্ষা কর'—এই মন্ত্রের কোনও লক্ষণ আছে কি না? এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হয়,—লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইলে লক্ষীভূত পদার্থে লক্ষণের প্রাপ্তি থাকা আবশ্যক। আরও অন্যান্য স্থলেও যদি সে লক্ষণের প্রাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্যস্থলে লক্ষণের অপ্রাপ্তি এবং অলক্ষ্যস্থলে লক্ষণের প্রাপ্তিরূপ দোষ পরিহার করিতে পারা যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের কোনও লক্ষণ নাই,—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অব্যাপ্তি (লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া রূপ) দোষের নিষেধ করা যায় না বলিয়া, উহার লক্ষণ নাই। যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্ররূপ সমাখ্যানে সমাখ্যাত করেন, তাহাই মন্ত্র। এইরূপ লক্ষণ করিলে কোনও দোষ হয় না। তাঁহারা (যাজ্ঞিকগণ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান-স্মরণ বিষয়ে স্মারক-বাক্যাদিকেই মন্ত্র-রূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "অহে বুধ্নিয়! আমার মন্ত্র রক্ষা কর"—এই মন্ত্র অগ্নিস্থাপন-কার্য্যে পঠিত হয়। সে স্থলে মন্ত্রের লক্ষণ নাই; কারণ, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষের নিষেধ করিতে পারা যায় না। বিহিত অর্থকে বলিয়া দেয় বা জানাইয়া দেয়,—ইহাই যদি মন্ত্রের লক্ষণ হয়; তাহা হইলে, "বসন্তকালের নিমিত্ত চাতকপক্ষী বা তিত্তিরপক্ষী হত্যা করিবে" এই মন্ত্র বিধিস্বরূপ বলিতে হইবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে কথিত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। মনন (বোধন) হেতু মন্ত্র,—মন্ত্রের যদি এইরূপ লক্ষণ বলা যায়; তাহা হইলে ব্রাহ্মণে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ, ব্রাহ্মণেরও মনন সম্ভবপর। তাহা

যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দোষলক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমাখ্যানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। উরুপ্রথস্বেত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। ইষেত্বেত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। অগ্ন আয়াহি বীতয় ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। অগ্নীদগ্নীন্ বিহরেত্যাদয়ঃ প্রৈষরূপাঃ। অধঃস্বিদাসী৩দুপরিস্বিদাসী৩দিত্যাদয়ো বিচাররূপাঃ। অম্বে অম্বাল্যম্বিকে নমানয়তি কশ্চনেত্যাদয়ঃ পরিদেবনরূপাঃ। পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যা ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নরূপাঃ। বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যা ইত্যাদয় উত্তররূপাঃ। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যং। ঈদৃশেষত্যন্তবিজাতীয়েষু সমাখ্যানমন্তরেণ নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্ম্মোঽস্তি যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। লক্ষণস্য চোপযোগঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতঃ। ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিত ইতি॥ তস্মাদভিযুক্তানাং মন্ত্রোঽয়মিতি সমাখ্যানং লক্ষণং॥ অষ্টমাধিকরণমারচয়তি।

নাস্ত্যেতদ্ ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথ বা।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ॥ ১॥

---

হইলেই লক্ষ্য যে মন্ত্র, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্য ব্রাহ্মণেও লক্ষণ সংক্রামিত হইতেছে। এই জন্য, উক্তবিধ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। সেইরূপ, যাহার অন্তে অসিপদ আছে, তাহাই মন্ত্র। আর উত্তম পুরুষের বিভক্ত্যন্ত পদই মন্ত্র। এইরূপ লক্ষণ করিলে, পরস্পর অব্যাপ্তি-দোষ পড়ে,—এ কথাও বলা যায় না। কেন-না, যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্রের নির্দ্দোষ লক্ষণ। যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যাসিদ্ধ মন্ত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়াই অনুষ্ঠানের স্মারকাদিরূপ বাক্যসমূহ মন্ত্রপর্য্যায়ভুক্ত। "উরু প্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের স্মারক। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র স্তুতিরূপ। "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে "ত্বা" এই পদ আছে। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র আমন্ত্রণযুক্ত অর্থাৎ এই সকল মন্ত্রে সম্বোধন করা হইতেছে। "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি মন্ত্র অনুজ্ঞাবোধক। "অধঃস্বিদাসী৩দুপরিস্বিদাসী৩ৎ" ইত্যাদি মন্ত্র বিচারস্বরূপ। "অম্বে অম্বাল্যম্বিকে নমানয়তি কশ্চন" ইত্যাদি মন্ত্র বিলাপরূপ। "পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উত্তরস্বরূপ। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। অত্যন্ত বিজাতীয় ঈদৃশ মন্ত্রে সমাখ্যা ভিন্ন এরূপ অন্য কোনও অনুগত ধর্ম্ম নাই,—যাহা লক্ষণ বলিয়া কথিত হইতে পারে। সুতরাং যাজ্ঞিকেগণের সমাখ্যানই মন্ত্র লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণের লক্ষণের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিত॥" অর্থাৎ—ঋষিরাও পৃথক্‌ভাবে পদার্থ-নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ পদার্থের নির্ব্বাচন অর্থাৎ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং, বৈদিক কর্ম্মে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্রের লক্ষণ। যেরূপে অষ্টমাধিকরণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা—

মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণঞ্চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্‌ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণং ॥ ২ ॥

চাতুর্ম্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে॥ (৯)॥ এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষীতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন। ব্রাহ্মণভাগেষ্বন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রভাগ একঃ। ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তুং সংগৃহীতানি। হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনেতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়ত ইতি হেতুঃ। তদ্দধ্নো দধিত্বমিতি নির্ব্বচনং। অমেধ্যা বৈ মাষা ইতি নিন্দা। বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেতি প্রশংসা। তদ্ব্যচিকিৎস জুহবানী৩মাহৌষা৩মিতিসংশয়ঃ। যজমানেন সম্মিতৌদুম্বরী ভবতীতি বিধিঃ। মাষানেব মহ্যং পচন্তীতি পরকৃতিঃ। পুরা ব্রহ্মণা অভৈষুরিতি পুরাকল্পঃ। যাবতোঽশ্বান্ পরিগৃহ্ণীয়াত্তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি বিশেষাবধারণকল্পনা। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যং। ন চ হেত্বাদীনামন্যতমং ব্রাহ্মণমিতি লক্ষণং। মন্ত্রেষ্বপি হেত্বাদিসদ্‌ভাবাৎ। ইন্দবো বামুষন্তি হীতি হেতুঃ। উদানিষুর্ম্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যত ইতি নির্ব্বচনং। মোঘমন্নংবিন্দতে অপ্রচেতা ইতি নিন্দা। অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃককুদিতি

---

"নাস্ত্যেতদ্‌ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ ॥ ১ ॥
মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ আছে কি না? ইহাতে প্রশ্নকারী বলিতেছেন যে, বেদের এতগুলি ভাগ আছে,—ইহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, ব্রাহ্মণভাগের কোনও লক্ষণ নাই। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, বেদের এই দুইটি ভাগ; মন্ত্র ভিন্ন অপর ভাগকে ব্রাহ্মণ কহে,—ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। চাতুর্মাস্য ব্রতে "এতদ্‌ব্রহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি"—এইরূপ পঠিত হয়। সেখানে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই; কেন-না, বেদের যে কতগুলি ভাগ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কাজেকাজেই ব্রাহ্মণ-ভাগে এবং অন্য ভাগে লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষের সংশোধন করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রভাগ এক। পূর্ব্বাচার্য্যগণ—হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প ও ব্যবধারণকল্পনা,—এই কয়েকটিকে বেদ-ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়োবিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥" যথাক্রমে প্রত্যেকের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—"তদ্দ্বারা অন্ন কৃত হয়;"—ইহা হেতু। "তাহাই দধির দধিত্ব;"—ইহা নির্ব্বচন। "অপবিত্র মাষ;—ইহা নিন্দা। "বায়ু ক্ষিপ্রগামি-দেবতা;"—ইহা প্রশংসা। "হোম করিব কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিল;"—ইহা সংশয়। "যজমান-সদৃশ ঔদুম্বর অর্থাৎ উড়ুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি;"—ইহা বিধি। "আমার জন্য মাষ পাক করিতেছে;"—ইহা পরক্রিয়া। আগে ব্রাহ্মণগণ ভয় পাইয়াছিলেন;"—ইহা পুরাকল্প। "যে সংখ্যায়

প্রশংসা। অধঃস্বিদাসী৩দুপরিস্বিদাসী৩দিতি সংশয়ঃ। বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত ইতি বিধিঃ। সহস্রমযুতং দদামীতি পরকৃতিঃ। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা ইতি পুরাকল্পঃ। ইতিকরণবহুলং ব্রাহ্মণমিতিচেৎ। ন। ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েদিত্যো-তস্মিন্ ব্রাহ্মণেন গাতব্যে মন্ত্রেঽতিব্যাপ্তেঃ। ইত্যাহেত্যনেন বাক্যেনোপনিবদ্ধং ব্রাহ্মণং ইতি চেৎ। ন। রাজাচিত্তং ভগং ভক্ষীত্যাহ। যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহেত্যনয়োর্মন্ত্রয়োরতিব্যাপ্তেঃ। আখ্যায়িকারূপং ব্রাহ্মণমিতি চেৎ। ন। যমযমীসম্বাদসূক্তাদাবতিব্যাপ্তেঃ। তস্মান্নাস্তি ব্রাহ্মণস্য লক্ষণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ। মন্ত্র-ব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারান্মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্ব্বমভিহিতত্বাদবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণমিত্যেতল্লক্ষণং ভবিষ্যতি। তদেতল্লক্ষণদ্বয়ং জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস। "তচ্চোদকেষু-

---

অশ্বগ্রহণ করিবে, সেই পরিমাণে বরুণ-দেবতা সম্পর্কীয় হবির্দ্দান করিবে;"—ইহা বিশেষরূপ অবধারণের (নিশ্চয়ের) কল্পনা। এইরূপ ভাবে অন্যান্য উদাহরণও দেওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত, হেতু প্রভৃতি নয়টী বেদ-ভাগের মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ যে কোনও একটিই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের এরূপ লক্ষণও হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্রভাগেও হেত্বাদি-ভাগের সদ্ভাব (বিদ্যমানতা) রহিয়াছে। মন্ত্রভাগে হেত্বাদির সদ্ভাব যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে;—"চন্দ্র-কিরণ, আমাদের উভয়কে কান্তিযুক্ত করিতেছে;"—ইহা হেতু। "পৃথিবীকে উন্ন (ক্লিন্ন) করিয়াছিল বলিয়া, উহাকে উদক বলে;"—ইহা নির্ব্বচন। "বরুণ ভিন্ন দেবতা বৃথা অন্ন লাভ করে;"—ইহা নিন্দা। "অগ্নিই স্বর্গের মস্তক এবং যজ্ঞরূপ বৃষের ককুৎপতি;"—ইহা প্রশংসা। "নীচে ছিল কি উপরে ছিল;"—ইহা সংশয়। "বসন্তকালের জন্য চাতক পক্ষী বা তিত্তির" পক্ষী বধ করিবে;—ইহা বিধি। "সহস্র বা অযুত মুদ্রা দান করিতেছে;"—ইহা পরক্রিয়া। "দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন;"—ইহা পুরাকল্প। যদি বল, যাহাতে বহু বার "ইতি" শব্দ আছে, তাহাকেই বাহ্মণ বলিব; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, "ইত্যদদাঃ" (এইরূপ দান করিয়াছিলে) "ইত্যযজথাঃ" (এইরূপ যজন করিয়াছিলে), "ইত্যপচঃ" (এইরূপে পাক করিয়াছিলে) এবং "ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ" (ব্রাহ্মণের এইরূপে গান করা উচিত) ইত্যাদি বাক্যে 'ইতি' শব্দের বাহুল্য রহিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গেয় ঐ সকল মন্ত্রে অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়াছে। আবার যদি বল, "ইত্যাহ" অর্থাৎ এইরূপ বলেন—এই বাক্য দ্বারা রচিত বেদভাগই ব্রাহ্মণ; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, "রাজাচিত্তং ভগং ভক্ষীত্যাহ", "যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ", "যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ" প্রভৃতি মন্ত্রে 'ইত্যাহ' শব্দের বাহুল্য-হেতু অতিব্যাপ্তি হয়; যেহেতু এগুলি "ইত্যাহ" বাক্য দ্বারা উপনিবদ্ধ অর্থাৎ রচিত। কিন্তু ইহারা মন্ত্র;- ব্রাহ্মণ নহে। আখ্যায়িকা অংশকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। সেরূপ লক্ষণও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যমযমীসংবাদ সূক্তাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের কোনও লক্ষণ নাই, ইহাই স্থির হইল।

প্রশ্নকারীর পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা-কল্পে উত্তর বিবৃত হইতেছে; যথা,—

মন্ত্রাখ্যা। শেষে ব্রাহ্মণশব্দ ইতি। তচ্চোদকেষু তদভিধায়কেষু বাক্যেষু মন্ত্র ইতি সমাখ্যা সম্প্রদায়বিদ্‌ভির্ব্যবহ্রিয়তে। মন্ত্রানধীমহ ইতি। মন্ত্রব্যতিরিক্তভাগে তু ব্রাহ্মণশব্দস্তৈর্ব্যবহৃত ইত্যর্থঃ।

মনু ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তা ইতিহাসাদয়ো ভাগা আম্নায়ন্তে। যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি। নৈবং। বিপ্রপরিব্রাজকন্যায়েন ব্রাহ্মণান্তবান্তরভেদানামেবেতিহাসাদীনাং পৃথগভিধানাৎ। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃপ্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণং। কল্পস্বারুণকেতুকচয়নপ্রকরণে সমাম্নায়ত ইতি মন্ত্রাঃ কল্পোঽত উর্দ্ধং যদি বলিং হরেদিতি। অগ্নিচয়নে সাম গাথাভিঃ পরিগায়তীতি বিহিতা মন্ত্রবিশেষা গাথাঃ। মনুষ্যবৃত্তিপ্রতিপাদকা ঋচো নারাশংস্যঃ। তস্মাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তভাগাভাবান্মন্ত্রব্রাহ্মণস্বরূপস্য লক্ষিতত্বাদুভয়াত্মকত্বং বেদস্য সুস্থিতং॥

---

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রূপ ভাগদ্বয়ের কথা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে; মন্ত্রের লক্ষণাদির বিষয়ও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে, মন্ত্রভাগের অবশিষ্ট বেদভাগকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সেইরূপ লক্ষণই সিদ্ধ। "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" এবং "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ"—মহর্ষি জৈমিনি এই দুইটি সূত্র দ্বারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। "তচ্চোদকেষু" প্রভৃতি কতকগুলি অভিধায়ক বাক্যের দ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, মন্ত্র শব্দের সমাখ্যা বা নামকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সেই অভিধায়ক বাক্যসমূহই মন্ত্র। "আমরা মন্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি"—এবম্বিধ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহারা মন্ত্রভাগের অতিরিক্ত অংশ বা ভাগ সমূহকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

অতঃপর আপত্তি উত্থিত হইতেছে,—'ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী প্রভৃতি বেদের ভাগ-সমূহ পঠিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে কি হইবে?' তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রকার আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ, বিপ্রপরিব্রাজক ন্যায় দ্বারা ব্রাহ্মণাদির অন্তর্গত তাহাদের অবান্তরভেদ ইতিহাসাদির বিষয় পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্র এবং পরিব্রাজক—এই কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেও পরিব্রাজক যেমন বিপ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়; সেইরূপ ইতিহাসাদির বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইলেও তাহারাও বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসাদির উদাহরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে—"দেববৃন্দ ও অসুরগণ যুদ্ধনিরত ছিলেন", ইত্যাদি বাক্যনিচয় বেদান্তর্গত ইতিহাস। "সর্ব্বাগ্রে এই জগতের কিছুই ছিল না," এইরূপ জগতের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-সম্পাদক বাক্য-সকল পুরাণ। আরুণকেতুকচয়ন-প্রকরণে কল্প বলিয়া যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তাহাদিগকে কল্প কহে। 'অতঃপর যদি বলিদান করে এবং অগ্নিস্থাপনকার্য্যে সাম গান করে" ইত্যাকার মন্ত্র-বিশেষকে গাথা কহে। যে ঋকে মনুষ্য-বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই ঋক্‌ই নারাশংসী বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন বেদের অপর ভাগ নাই বলিয়া, বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণস্বরূপ,

মন্ত্রাবান্তরবিশেষশ্চ তস্মিন্নেব পাদ ইত্থং বিচারিতঃ। নর্গ্সামযজুষাং লক্ষ্মসাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠ ইত্যন্ত্যাসঙ্করঃ।

ইদমাম্নায়তে। অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায় যমৃষয়ন্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজুংষীতি ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ। ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাঃ। তে চ যং মন্ত্রভাগ-মৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহুস্তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। সাঙ্কর্য্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেঋগ্বেদাদিষু পঠিতো মন্ত্র ইতি হি লক্ষণং বক্তব্যং। তচ্চ সঙ্কীর্ণং। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্ব্বেদসম্প্রতিপন্নযজুষাং মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি তদ্‌ব্রাহ্মণে সাবিত্র্যর্চ্চেত্যৃক্‌ত্বেন ব্যবহৃতত্বাৎ। এতৎসামগায়ন্নাস্ত ইতি প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সাম যজুর্ব্বেদে গীতং। অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি ত্রীণি যজূংষি সাম-বেদে সমাম্নাতানি। তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। তস্মান্নাস্তি

---

ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। পূর্ব্বমীমাংসার সেই পাদেই মন্ত্রের অবান্তর-ভেদের বিচার করা হইয়াছে। সে বিচারে,—ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি বেদত্রিতয়ের কোনও লক্ষণ থাকিতে পারে না। সেরূপ কোনও লক্ষণ থাকিলে পরস্পরের লক্ষণ পরস্পরে সংক্রামিত হয়। আর তাহাতে সাঙ্কর্য্য-দোষ আসিয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া, তৎসিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে,—পাদসংশ্লিষ্ট মন্ত্র ঋক্, গানাত্মক মন্ত্র সাম এবং প্রশ্লিষ্ট অর্থাৎ অনেকার্থবাচক মন্ত্র যজুঃ, এইরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিলে, সাঙ্কর্য্যদোষ তিরোহিত হইতে পারে। সুতরাং আশঙ্কান্তরের আর কোনও কারণ থাকে না।

এইরূপ কথিত আছে যে,—'অহে বুধ্নিয়! আমার মন্ত্র রক্ষা কর।" সে স্থলে, সেই ত্রৈবিদ (বেদত্রয় অধ্যয়নকারী) ঋষিগণ, যে মন্ত্র-ভাগকে ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি বিভাগত্রিতয়ে বিভক্ত করিয়াছেন; তাহার সহিত "এই মন্ত্র রক্ষা কর," এইটি যোজনা করিতে হইবে। সেই ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদ-ত্রিতয়ের কোনও ব্যবস্থিত লক্ষণ নাই। সেরূপ কোনও লক্ষণ কল্পনা করিলে সাঙ্কর্য্য-দোষ পরিহার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অথবা, কেন নাই,—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে,—কোনও লক্ষণ থাকিলে পরস্পর সাঙ্কর্য্যদোষ সঙ্ঘটিত হয়। সে দোষ পরিহার কিরূপে করা যাইতে পারে? ঋক্ বেদে পঠিত মন্ত্র ঋক্ সামবেদে পঠিত মন্ত্র সাম এবং যজুর্ব্বেদে পঠিত মন্ত্র যজুঃ,—ইত্যাকার গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাকেই যদি ঋগাদির লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলেও সাঙ্কর্য্য-দোষ রহিয়া যায়। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র, যজুর্ব্বেদ-সম্পাদিত যজুর্ম্মন্ত্রের মধ্যে পঠিত হয়। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের যজুত্ব নাই। কারণ, সেই ব্রাহ্মণে, সাবিত্রী-পূজার ঋক্ বলিয়া উহার ব্যবহার হইয়াছে। "এই সাম গান করিতেছে,—"এইরূপে, প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছু কিছু সাম-মন্ত্র যজুর্ব্বেদেও গীত হইয়াছে। "অক্ষিতমসি," "অচ্যুতমসি" এবং "প্রাণসংশিতমসি" এই যজুত্রয়, সামবেদে পঠিত হয়। এইরূপ, গীয়মান সামের আশ্রয়স্বরূপ ঋক্ (মন্ত্র) সামবেদে পঠিত হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের

লক্ষণমিতিচেৎ। ন। পাদাদীনামসঙ্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ। পাদেনার্দ্ধর্চ্চেনোপেতা বৃত্তবদ্ধমন্ত্রা ঋচঃ। গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি। বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রাঃ যজূংষীত্যুক্তে ন ক্বাপি সঙ্করঃ। তদেতত্ত্রৈবিধ্যং জৈমিনিনা সূত্রত্রয়েণ লক্ষিতং। তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃশব্দ ইতি। এতমেব মন্ত্রাবান্তরবিশেষমুপজীব্য বেদানামৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি ত্রৈবিধ্যং সম্পন্নং।

তেষাং চ বেদানাং সর্ব্বেষামন্যতমস্য বা স্বপ্রজ্ঞানুসারেণাধ্যয়নমুপনীতেন কর্ত্তব্যং। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্মরতি। "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমমিতি। একবেদপক্ষে পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত এব বেদোঽধ্যেতব্য ইত্যভিপ্রেত্য "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি স্বশব্দ আম্নাতঃ। তচ্চাধ্যয়নং ন কাম্যং কিন্তু নিত্যং। অতএব পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং॥

বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাদিতি। পাতিত্যং চৈবমাম্নায়তে। অপহত-পাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবঃ। পবিত্রং বা এতৎ তুং যোঽনুস্বজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।

---

স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই। কিন্তু ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতির কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ আছে বলিয়া, এতৎসিদ্ধান্তও নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্রপাদ ও মন্ত্রার্দ্ধের লক্ষণ পরস্পর সঙ্কীর্ণ দোষে দুষ্ট নহে। পাদযুক্ত ও ঋগর্দ্ধযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র-সমূহকে ঋক্ বলে। ঋগন্তর্গত গাথাত্মক মন্ত্র—সাম এবং প্রশ্লিষ্ট-পঠিত ছন্দঃ ও গান বর্জ্জিত অনেকার্থযুক্ত মন্ত্র—যজুঃ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে লক্ষণে কদাপি সঙ্কীর্ণতা দোষ বর্ত্তিতে পারে না। "তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা," "গীতিষু সামাখ্যা" এবং "শেষে যজুঃ শব্দঃ"—এই তিনটি সূত্র দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি, ঋক্, সাম ও যজুর ত্রিবিধ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্র-ত্রিতয়ে তিনি বলিয়াছেন,—মন্ত্রার্থ হিসাবে যাহাতে পদব্যবস্থা হয়, তাহাই ঋক্; আর গীতিমন্ত্র সাম নামে অভিহিত। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট মন্ত্র-সমূহ যজুঃ-পর্য্যায়ভুক্ত। মন্ত্রের এইরূপ অবান্তর-ভেদ লইয়াই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ—বেদের এইরূপ ত্রিবিধ নামকরণ হইয়াছে॥

বুদ্ধির প্রাথর্য্যানুসারে উপনীত ব্যক্তির সমস্ত বেদ অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোনটী অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিবেদ, দ্বিবেদ কিম্বা একবেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে,—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন; যথা,—

"বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপিযথাক্রমং।" ইত্যাদি

একবেদ অধ্যয়ন পক্ষে, পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করা উচিত—ইহাই অভিপ্রায়। আর সেই অভিপ্রায়েই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (অর্থাৎ নিজের বেদ অধ্যয়ন করা উচিত) সূত্রে 'স্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও কামনা-সিদ্ধির জন্য বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উহা দ্বিজাতির নিত্যকর্ম্ম। এই ভাবেই বেদ অধীত হইয়া থাকে। এই জন্য, পুরুষার্থশাসনে সূত্র করা হইয়াছে,—"বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাৎ।" বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতিগণের নিত্য কর্ম্ম। উপবীত গ্রহণের পর যথাবিধি বেদা-

ত্তদেষাভুাক্তা। যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি। যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্য ইতি। অধ্যেতারং পুরুষং তদীয়প্রায়াসাভিজ্ঞানেন সখিবৎপালয়তীতি সখিবিদ্বেদঃ। বহুদ্রব্য-প্রায়াসসাধ্যক্রতুফলস্যাধ্যয়নমাত্রেণ সম্পাদনং তৎপালনং। তদপি আম্নায়তে। যং যং ক্রতুমধীতে তেনাস্যেষ্টং ভবত্যগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। যদ্যপ্যেতদ্ব্রহ্ম-যজ্ঞস্বাধ্যায়ফলং তথাপি গ্রহণার্থাধ্যয়নমন্তরেণ ব্রহ্মযজ্ঞাসম্ভবাৎ তদীয়ফলমপি ন সম্পদ্যতে। ঈদৃশং সখিবিদং বেদরূপং সখায়ং যঃ পুমানধ্যয়নং মা কৃত্বা পরিত্যজতি। তস্য বাচ্যপি ভাগ্যং নাস্তি। ফলে ভাগ্যং নাস্তীতি কিমু বক্তব্যং। সকলদেবতানাং ধর্ম্মস্য পরব্রহ্মতত্ত্বস্য চ প্রতিপাদকং বেদমনুচ্চার্য্য পরনিন্দানৃতকলহহেতুং লৌকিকং বার্ত্তাং সর্ব্বত্রোচ্চারয়তঃ স্পষ্ট এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ॥ অতএব আম্নায়তে। নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি। যদ্যপ্যসৌ কাব্যনাটকং শৃণোতি তথাপি নিরর্থকমেব তচ্ছ্রবণং।

---

ধ্যয়ন না করিলে পাতিত্য দোষ সঙ্ঘটিত হয়। বেদাধ্যয়ন না করিলে যে পাতিত্য দোষ ঘটে, তাহাও বেদেই কথিত হইয়াছে; যথা,—

"তাপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবঃ। পবিত্রং বা এতৎ
যোহনুস্হজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।
তদেষাভ্যুক্তা যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি।"

অর্থাৎ,—পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করিলে, সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। বেদ দেবতাস্বরূপ। এবম্ভূত পবিত্র বেদকে যে ত্যাগ করে, তাহার বাক্যে কোনরূপ ভাগ্যের উদয় হয় না। ভাগ্যোদয় হওয়া দূরের কথা; যে ব্যক্তি সকল দেবতা, ধর্ম্ম ও পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদ চর্চ্চা না করিয়া পরনিন্দা, মিথ্যাবাক্য ও কলহের নিদানভূত লৌকিক কথাবার্ত্তা দ্বারা বৃথা সময় অতিবাহিত করে, তাহার বাক্যে যে ভাগ্যোদয় হইবে না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না করিয়া বহুশব্দসমন্বিত অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, কেবল বাক্যের গ্লানি উপস্থিত করা হয় মাত্র। যথা,—"নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥" তজ্জন্যই বলা হইয়াছে যে, যে দ্বিজাতি নিজের সখার ন্যায় পরমহিতৈষী বেদকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন না করে), তাহার বাক্যে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন না। বেদাধ্যয়ন করিবামাত্রই বহুদ্রব্য ও প্রযত্নসাধ্য যজ্ঞফল সম্পাদন হওয়ার নাম—পালন। সুতরাং বেদপালনকারী এ কথা বলিতে পারা যায়। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, যে যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করা যায়, তদ্দ্বারাই মনের অভীষ্ট লাভ হয়, এবং অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের সাযুজ্য অর্থাৎ সাম্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এই ব্রহ্মযজ্ঞের ফল স্বাধ্যায় (স্ববেদ) হয়, তাহা হইলেও উহা অধ্যয়ন না করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলও সুসম্পন্ন হয় না। সে যদি কাব্যনাটকাদি অন্যান্য শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহা নিরর্থক হয়। কেন না, তাহা হইতে পুণ্যকর্ম্মের

ত্তেন সুকৃতমার্গজ্ঞানাভাবাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয় ইতি। এবমন্যান্যপি বহূনি বচনান্যত্রোদাহর্ত্তব্যানি॥

নন্বধীতে বেদে পশ্চাদধ্যয়নবিধ্যর্থজ্ঞানং। জ্ঞানে সতি পশ্চাদধ্যয়নপ্রবৃত্তিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় ইতি চেৎ। বাঢ়ং। অত এব গুরুমতানুসারিণ আচার্য্যকর্ত্তৃকাধ্যাপনপ্রবৃত্তিং মাণবকাধ্যয়নস্য মহতা প্রয়াসেন সম্পাদয়ন্তি। মতান্তরানুসারিণস্তু প্রকাশাত্মাদয়োঽধ্যয়নাৎ প্রাগেব সন্ধ্যাবন্দনাদিবিধিজ্ঞানবৎ পিত্রাদিভ্যোঽধ্যয়নবিধিজ্ঞানং বর্ণয়ন্তি। যদ্বধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তিঃ। যদি বা স্ববিধিপ্রযুক্তিঃ। সর্ব্বথাপ্যুপনীতৈরধ্যেতব্য এব বেদঃ।

---

পথ জানিতে পারা যায় না। সুতরাং, বেদ নিত্য অধ্যয়ন করা দ্বিজাতির একান্ত কর্ত্তব্য। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে,—"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য পরিশ্রম করে, সে জীবদ্দশাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ, এস্থলে অন্যান্য বহু শাস্ত্র-প্রবচন প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

এস্থলে একটী সংশয়প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বেদের মধ্যেই বেদাধ্যয়নের বিধি-সমূহ নিবদ্ধ রহিয়াছে। বেদাধ্যয়ন করিলে সে সকল বিধি-সম্বন্ধে সম্যক্-জ্ঞান লাভ হয়। আর সেই জ্ঞান লাভ হইলে, বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং বেদাধ্যয়নের জ্ঞান ব্যতীত যখন বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তির উদয় হয় না; তখন তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িল। বিষয়টী নিম্নে বিশদীকৃত হইতেছে; যথা,—এস্থলে দেখা যাইতেছে, অধ্যয়ন ও জ্ঞান পরস্পর-সাপেক্ষ। একটীর অভাবে যখন অপরটী হইতে পারে না, তখন উভয়েই আশ্রয়বিহীন। সুতরাং স্বাধীনভাবে কোনটীই হইতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণ জন্য সিদ্ধান্তবাদে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে; যথা,—একটীর অভাবে যখন অপরটীর জ্ঞান জন্মে না, তখন সেইজন্যই গুরুমতাবলম্বিগণ, আচার্য্য কর্ত্তৃক যথাবিধি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, প্রযত্ন-সহকারে যদি মাণবককে বেদাধ্যয়নে নিরত করেন, তাহা হইলেই বেদাধ্যয়নে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। উপনীত দ্বিজ-সন্তানকে "আচার্য্য বেদ অধ্যয়ন করাইবেন,"—এইরূপ অধ্যাপনা-বিধি-সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইলেই মাণবক বেদাধ্যয়ন নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন; আর তাহাতেই বেদাধ্যয়নে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। যদি বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে অন্য বিধির আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বেদাধ্যয়ন বিহিত-বিধি নহে;—উহা নিত্যকর্ম্ম। ভিন্নমতাবলম্বী প্রকাশাত্মাদি আচার্য্যগণ আবার অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন,—বেদাধ্যয়নের উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেও যেমন পিত্রাদির নিকট হইতে সন্ধ্যাবন্দনাদি বেদবিহিত বিধি শিক্ষা করা যায়; সেইরূপ উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন-শিক্ষার পূর্ব্বেও তাঁহাদেরই নিকট হইতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান

তস্য চাধ্যয়নস্য দৃষ্টার্থত্বমক্ষরগ্রহণান্তত্বং চ পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং। তানি সূত্রাণি তদ্বৃত্তিং চোদাহরামঃ। অধ্যয়নস্য দৃষ্টার্থত্বং সাধয়িতুং পূর্ব্বপক্ষয়তি॥

"অদৃষ্টার্থা ত্বধীতির্বিহিতত্বাদিতি" ॥ (১)॥ দৃষ্টফলসাধনে ভোজনাদৌ বিধ্যদর্শনাদ্বিহিত-মধ্যয়নমদৃষ্টার্থমবগন্তব্যং॥ অদৃষ্টবিশেষো ন শ্রুত ইতি চেত্তত্রাহ॥

"ঘৃতকুল্যাগুতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং বেতি" ॥ (২)॥ ব্রহ্মযজ্ঞজপাধ্যয়নার্থবাদং নিত্যাধ্যয়নে-ঽতিদিশ্য তত্রত্যাং ঘৃতকুল্যাদিকং রাত্রিসত্রন্যায়েন ফলত্বেন কল্পনীয়ং। যে ত্বর্থবাদাতিদেশং নেচ্ছন্তি তৈর্বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গঃ কল্পনীয়ঃ॥ দৃষ্টফলয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যোঃ সম্ভবে কথমদৃষ্ট-কল্পনেত্যত আহ।

---

হওয়া সম্ভবপর। ফল কথা, বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তি, অধ্যাপনা-বিধি জন্যই হউক আর আপন প্রবৃত্তিজনিতই হউক, উপনীত ব্রাহ্মণ-সন্তানের বেদাধ্যয়ন যে একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ। অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিয়া, বেদ-পাঠ শেষ করিতে হয়,—ইহাই পুরুষার্থানুশাসনে কথিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই সূত্রগুলির ও তাহাদের বৃত্তির উদাহরণ দিব। অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ, তাহা দেখাইবার জন্য, "অদৃষ্টার্থা ত্বধীতির্বিহিতত্বাৎ"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন।

বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন অপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহার বিধান হইয়াছে;—ইহাই সূত্রের অর্থ। ভোজনাদি ব্যাপারে (ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ) প্রত্যক্ষ ফল সাধিত হয় বলিয়া, সেস্থলে যেমন বিধি নিষ্প্রয়োজন হয়; তদ্রূপ বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ হইলে তৎসম্বন্ধেও বিধি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই বেদাধ্যয়ন যখন বিধিবিহিত, তখন ইহার প্রয়োজন অদৃষ্টার্থ,—ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে।

বেদাধ্যয়নের অদৃষ্টার্থতা সম্বন্ধে কোনও শ্রুতি-প্রমাণ নাই; পরন্তু কোনও শ্রুতির দ্বারাই তাহার অদৃষ্টার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে না। এরূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলা যায়,—"ঘৃতকুল্যাতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং।" অর্থাৎ, তাহা হইলে উহাতে ঘৃতকুল্যাদি অর্থবাদের আরোপ অথবা স্বর্গের কল্পনা হইতে পারে। কেন-না, ব্রহ্ম-যজ্ঞজপের জন্য অধ্যয়নরূপ অর্থবাদ নিত্যবেদাধ্যয়নে আরোপিত হওয়ায়, রাত্রিসত্রন্যায়ানু-সারে ঘৃতকুল্যাদি সেই অর্থবাদের ফলরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। রাত্রিসত্র নামে যে যাগ আছে, তাহাতে বিধিবিহিত বাক্যের কোনও ফলশ্রুতি নাই। পরন্তু সে স্থলে অর্থবাদোক্ত ফলের অতিদেশ-করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে "রাত্রিসত্র ন্যায়" কহে। কিন্তু যাঁহারা অর্থবাদের অতিদেশ ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা "বিশ্বজিৎ" ন্যায়ানুসারে স্বর্গ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে বিধির ও অর্থবাদের কোনও উল্লেখ নাই। সেস্থলে উক্ত আছে, যজ্ঞমাত্রেরই সাধারণ ফল—স্বর্গলাভের কামনা। স্বর্গ-লাভরূপ সাধারণ ফল ঐ যজ্ঞের উদ্দিষ্ট বলিয়া উহা "বিশ্বজিৎ" ন্যায় নামে অভিহিত হইয়াছে। সংস্কার ও প্রাপ্তি—বেদাধ্যয়নের এই দুইটী প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং বেদাধ্যয়নের উক্ত প্রত্যক্ষ ফল-

"অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তীতি॥ (৩)॥ সংস্কৃতস্বাধ্যায়স্য কচিৎক্রতৌ বিনিয়োগাদর্শনাৎ প্রাপ্তেঃ স্বয়মপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ। স্বাধ্যায়প্রাপ্তিরর্থপ্রতিপত্তিহেতুতয়া পুরুষার্থ ইত্যাশঙ্ক্য বিষয়নির্হরণাদিকার্য্যবিনিযুক্তমন্ত্রবদধ্যয়নাঙ্গতয়া বিনিযুক্তানাং জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যানাং ন স্বার্থে প্রামাণ্যমিত্যাহ॥

"অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকমিতি"॥ (৪)॥ অধ্যয়নবিধায়কং তু বাক্যং স্ববিহিতাধ্যয়নস্যৈবাঙ্গ-মিতিকৃত্বা স্বার্থে প্রমাণমিত্যাহ॥

"অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গমিতি"॥ (৫)॥ নন্বেবমদৃষ্টার্থত্বে কর্ম্মকারকভূতস্বাধ্যায়গতফলা-ভাবাদধ্যেতব্য ইতি কর্ম্মবাচী তব্যপ্রত্যয়ো বিরুধ্যেতেত্যত আহ॥

"সক্তুবৎকরণপরিণাম ইতি"॥ (৬)॥ সক্তূন্ জুহোতীত্যত্র কর্ম্মত্বেন প্রধানভূতান্ সক্তূনুদ্দিশ্য হোমসংস্কারবিধানে প্রতীয়মানেঽপি হোমসংস্কৃতানাং ভস্মীভূতানাং সক্তূনামন্যত্র

---

দ্বয় থাকিতে (স্বর্গাদিরূপ) অদৃষ্ট ফল কল্পনা করিতে যাই কেন?—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু "অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তী"—এই সূত্র দ্বারা সে আশঙ্কা নিরস্ত হইতেছে।

বেদাধ্যয়ন-বিষয়ে সংস্কার ও প্রাপ্তি থাকা অসম্ভব,—ইহাই উল্লিখিত সূত্রের অর্থ। কোনও যজ্ঞেই সংস্কার-সম্পন্ন স্বকীয় বেদ-মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই জন্য বেদা-ধ্যয়ন সংস্কার-সঙ্গত নহে। প্রাপ্তিরও নিজের কোনও পুরুষার্থ বা অর্থবোধ নাই। এ কারণ, প্রাপ্তিও উহাতে সঙ্গত হইতে পারে না। কেন-না, ইহার কোনও ফল নাই। যদি বল,—স্বাধ্যায়প্রাপ্তি অর্থবোধের হেতু বলিয়া পুরুষার্থ হইতেছে; তাহা হইলে এইরূপ ভাবে তাহার সমাধান করিতে হইবে; যথা,—বিষনিবারণাদি কার্য্যে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ হইলে সেই মন্ত্র যেমন নিজের কোনও অর্থ বিষনিবারণে প্রতিপাদন করে না; সেইরূপ বেদাধ্যয়নের অঙ্গস্বরূপ বিনিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-বোধক কোনও বাক্যের প্রয়োগ হইলে, সেই বাক্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের নিজার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। এই জন্যই "অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকং"—এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

একের অঙ্গ অপরের অর্থ প্রমাণ করাইতে পারে না'—ইহাই সূত্রের অর্থ। যে বাক্যের দ্বারা অধ্যয়ন-বিধি কথিত হয়, সেই বাক্য স্বীয় অধ্যয়ন-বিধির অঙ্গ। সুতরাং, তাহা কেবল নিজার্থই প্রকাশ করিতে পারে; অন্যের অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই জন্য "অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গং"; অর্থাৎ,—অধ্যয়ন-বিধি-ব্যঞ্জক বাক্য অপরের অঙ্গ হইতে পারে না,—এই সূত্র করিয়াছেন।

আচ্ছা, যদি বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন অদৃষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফল অপ্রত্যক্ষ; তাহা হইলে, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যং" বাক্যের "স্বাধ্যায়" পদটি কর্ম্মকারক হয়। কিন্তু তাহাতে কর্ম্মগত ফল না থাকায়, "অধ্যেতব্য" স্থলে কর্ম্মবাচ্যে "তব্য" প্রত্যয় হওয়ার পক্ষে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

এই জন্যই "সক্তুবৎকরণপরিণামঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন। যেমন "সক্তূন্ জুহোতি" অর্থাৎ সক্তু (ছাতু) দ্বারা হোম করিবে। এস্থলে কর্ম্মপ্রধান সক্তুকে উদ্দেশ্য

বিনিয়োগাভাবাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যং হিত্বা সক্তুভির্জ্জুহোতীতি করণপরিণামঃ কৃতঃ। এবমত্রাপি কর্ম্মগতয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যোরসম্ভবাৎ স্বাধ্যায়েনাধীয়েতেতি বাক্যপরিণামঃ কর্ত্তব্যঃ। ইদানীং দৃষ্টফলে সত্যদৃষ্টফলং ন কল্প্যমিতি" সিদ্ধান্তয়তি ॥

"দৃষ্টে তু নাদৃষ্টমিতি" ॥ (৭) ॥ কিং তৎ দৃষ্টফলমিতি তদাহ ॥

"দৃষ্টৌ প্রাপ্তিসংস্কারাবিতি" ॥ (৮) অক্ষরপ্রাপ্তেঃ পরম্পরয়া পুরুষার্থত্বমাহ ॥

"প্রাপ্ত্যার্থবোধ ইতি" ॥ (৯) ॥ জায়ত ইতি শেষঃ। ন চ ভোজনাদিবদন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাদ্ বিধিবৈয়র্থ্যমিতিশঙ্কনীয়ং। অবঘাতাদিবন্নিয়মাদৃষ্টায় বিধ্যুপপত্তেরিত্যাহ ॥

"বিধিনিষ্পত্ত্যেতি" ॥ (১০) ॥ যত্তূক্তং সংস্কৃতস্য স্বাধ্যায়স্য বিনিয়োগাদর্শনান্ন সংস্কার ইতি তত্রাহ ॥

সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাদিতি" ॥ (১১) ॥ ক্রতুবিধয়ো বিষয়াবোধমপেক্ষমাণাঃ তদববোধে স্বাধ্যায়ং বিনিযুঞ্জতে। অধ্যয়নবিধিশ্চ লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্ত্যাধ্যয়ন-

---

করিয়া, হোমসংস্কার বিধিই উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু যখন হোমসংস্কৃত সক্তু ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, তখন উহা কোনও কার্য্যেরই উপযোগী হইতে পারিবে না। এ কারণ, তাহার কর্ম্ম-প্রাধান্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সক্তুভি র্জুহোতি" অর্থাৎ সক্তুদ্বারা হোম করিবে,—এইরূপ করণ পরিণাম করা হইয়াছে। এইরূপ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে। এস্থলেও "স্বাধ্যায়" পদে সংস্কারফল ও প্রাপ্তিফল না থাকায়, "স্বাধ্যায়েনাধীয়েত" অর্থাৎ স্বাধ্যায় দ্বারা অধ্যয়ন করিবে—এই বেদবাক্যেরও করণপরিণাম করিতে হইবে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন যে অদৃষ্টফল-প্রদানকারী, তাহা সুস্থির হইতেছে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

অধুনা, "দৃষ্টে তু নাদৃষ্টং"—এই সূত্র দ্বারা দৃষ্টফল থাকিতে অদৃষ্ট কল্পনা করা উচিত নয়, তাহার সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

"বেদাধ্যয়নে কি দৃষ্ট-ফলের সম্ভাবনা? সে দৃষ্টফল কিরূপ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে "দৃষ্টৌ প্রাপ্তিসংস্কারৌ" সূত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নে, দৃষ্ট ও প্রাপ্তি—এই দুইটী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলেন,—বেদাধ্যয়নে অক্ষর-জ্ঞানরূপ দৃষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদুত্তরে "প্রাপ্ত্যার্থবোধঃ" এই সূত্র করিয়াছেন। অক্ষরপ্রাপ্তি অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান হইলে, যথাক্রমে অর্থবোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে। "যেমন আহার করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয়, কিন্তু আহার না করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না; সেইরূপ, বেদ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান লাভ হয়, বেদ অধ্যয়ন না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না।" এবম্প্রকার অন্বয়ব্যতিরেক ন্যায়ই বলবান্। সুতরাং, বিধি অনাবশ্যক—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যেমন মুষলাঘাত ব্যতীত অন্য প্রকারে ধান্য হইতে তণ্ডুল বহিষ্করণের সম্ভাবনা থাকিলেও অবঘাত-নিয়ম অদৃষ্টার্থ বলিয়া নিরর্থক হয় না; সেইরূপ "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে" বলিলে বিধির সঙ্গতি নষ্ট হয় না। এইজন্যই "বিধিনিষ্পত্ত্যা",—সূত্র করিয়াছেন। সংস্কার-সিদ্ধ স্বাধ্যায়ের প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া যে সংস্কার প্রত্যক্ষফলপ্রদ তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এইরূপ, সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা

সংস্কৃতত্বং স্বাধ্যায়স্য গময়তি। অত উভয়োপাদানাত্তত্সিদ্ধিঃ॥ ননু সংস্কারো নামাদৃষ্টাতিশয়ঃ। স চ ন স্বাধ্যায়গতঃ। তব্যপ্রত্যয়েন স্বপদোপাত্তপ্রকৃত্যর্থভূতাধ্যয়নোপরক্তায়া ভাবনায়া অপূর্ব্বাভিধানাৎ। ততঃ কথং স্বাধ্যায়স্য সংস্কৃতত্বমিতি তত্রাহ॥

"তব্যঃ কর্ম্ম বাদৃষ্টবাচীতি" ॥ (১২) ॥ অত্র তব্যপ্রত্যয়স্য কর্ম্মাভিধায়িতয়া কর্ম্মকারকস্য স্বাধ্যায়স্য তব্যপ্রত্যয়ং প্রতি প্রকৃত্যর্থাদধ্যয়নাদপি প্রত্যাসন্নত্বাৎ স্বাধ্যায়গতমেবাপূর্ব্বং তব্যপ্রত্যয়ো বক্তি। অপূর্ব্বস্য ধাত্বর্থজন্যত্বনিয়মেঽপি তদুপরক্তত্বানিয়মাদিতি ভাবঃ। যচ্চোক্তং অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকমিত্যদৃষ্টান্তরং তদসৎ। যক্তো মন্ত্রাণাং স্বতন্ত্রাদৃষ্টশেষাণাং তথাত্বং যুজ্যতে। ইহ তু স্বাধ্যায়াশ্রিতমদৃষ্টং। তস্য চ স্বাধ্যায়গতাক্ষরসামর্থ্যসিদ্ধার্থাববোধে ফলে সতি ফলান্তরকল্পনাযোগাৎ প্রামাণ্যস্যোপবৃংহকমেবাদৃষ্টং ন তু প্রতিবাধকমিত্যাহ॥

"স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতিবধ্যত ইতি" ॥ (১৩)॥ সক্তুন্যায়েন কর্ম্মকারকপ্রাধান্যে পরিত্যক্তে স্বতন্ত্রাদৃষ্টমেবাত্রাপি স্যাদিত্যত্রাহ॥

---

বলা হইয়াছে, "সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাৎ" সূত্র দ্বারা সেই সংস্কারের অসম্ভবত্ব নিরাকৃত হইতেছে।

যজ্ঞবিধি তদ্বিষয়ক জ্ঞান সাপেক্ষ। সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, সেই যজ্ঞ-জ্ঞানবিষয়ে স্বাধ্যায়েরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর লিখিতরূপ পাঠ ব্যতীত যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিলে, স্বাধ্যায়ের সংস্কারসিদ্ধি হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকারেই স্বাধ্যায়ের সংস্কারসিদ্ধ হইতেছে। অদৃষ্টাতিশয়ই সংস্কার নামে অভিহিত হয়,—যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সংস্কার স্বাধ্যায়গত হইতে পারে না; কারণ, অধি পূর্ব্বক ইঙ্ ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয় করিয়া "অধ্যেতব্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অধি পূর্ব্বক ইঙ্ ধাতুর অর্থ অধ্যয়ন করা। সেই অধ্যয়ন দ্বারা যে ভাবনার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই সংস্কার বলা যাইতেছে। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে "স্বাধ্যায়" সংস্কার-সম্পন্ন—এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে "তব্যঃ কর্ম্মবাদৃষ্টবাচী" সূত্র করিতেছেন।

তব্য প্রত্যয় কর্ম্মকে বা অদৃষ্টকে বুঝাইতেছে,—ইহাই এই সূত্রের অর্থ। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ সূত্রের 'অধ্যেতব্যঃ' পদে যে তব্য প্রত্যয় আছে, তাহা কর্ম্মের (কারকের) বাচক বলিয়া 'স্বাধ্যায়ঃ' এই পদটী কর্ম্মকারক। কিন্তু ধাতুগতার্থ অধ্যয়ন (অধি—ইঙ) অপেক্ষা, তব্য প্রত্যয়ের অর্থ প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটস্থ সেইজন্য তব্য প্রত্যয় দ্বারা স্বাধ্যায়-গত অদৃষ্টেরই উপলব্ধি হইতেছে। ধাত্বর্থ হইতে অদৃষ্ট সঞ্জাত হয়,—এইরূপ নিয়ম থাকিলেও, তদর্থবোধে উপরত হয়,—এরূপ নিয়ম কদাপি নাই। অপিচ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে,—একের অঙ্গ অন্যের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, মন্ত্র-সকলের অবশিষ্ট ভাগ পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ না হইলে, ঐরূপ দোষ হয় বটে। কিন্তু এখানে স্বাধ্যায়াশ্রিত অদৃষ্টের ফল যদি স্বাধ্যায়ান্তর্গত বর্ণের শক্তি অনুসারে অর্থ-বোধ জন্মাইয়া দেয়; তাহা হইলে সেই ফল ব্যতীত অন্য ফলের কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, অদৃষ্ট, প্রামাণ্যের প্রতিবন্ধক হয় না।

"যথাশ্রুতোপপত্তের্ন সক্তুন্যায় ইতি" ॥ (১৪)॥ সক্তুষু গত্যন্তরাভাবাচ্ছ্রুতং পরিত্যজ্যাশ্রুতং কল্প্যতাং নাম। নেহ তদযুক্তং প্রদর্শিতত্বাদিত্যর্থঃ॥

ইত্থমধ্যয়নবিধের্দৃষ্টার্থত্বং প্রসাধ্যার্থাববোধপর্য্যন্ততাং নিরাকর্ত্তুং পূর্ব্বপক্ষয়তি॥

"বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরুবিধেঃ পুমর্থাবসানাদিতি ॥ (১)॥ সর্ব্বত্র বিধেঃ পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বনিয়মাদত্রাপি পুরুষার্থভূতং ফলবদর্থনিশ্চয়মধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তং ভট্টগুরু মন্যেতে। নমু সকৃদধ্যয়নাদাবৃত্তিসহিতাদ্বার্থনিশ্চয়ো নোপলভ্যত ইত্যাশঙ্ক্য। তথা সতি তৎসিদ্ধয়ে সোঽধ্যয়নবিধিরর্থনিশ্চয়হেতুং বিচারং কল্পয়িষ্যতীত্যাহ॥

"স বিচারমাক্ষিপেদিতি" ॥ (২)॥ নমু স্ববিধেয়তদুপকারিণোরেব বিধিঃ প্রযোজক ইতি সর্ব্বত্র নিয়মঃ। তথা সত্যেতাদৃশং কথমত্রাধ্যয়নবিধিরাক্ষেপ্স্যতীত্যত আহ॥

---

এই জন্যই "স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতিবধ্যতে", অর্থাৎ যদি অদৃষ্টভাগকে স্বতন্ত্রভাবে মানা যায়, তাহা হইলে নিজার্থ-বোধের উপর কোনরূপ বাধা পড়ে না,—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

সক্তুন্যায় দ্বারা কর্ম্মকারকের প্রাধান্য পরিত্যক্ত হইলে এখানে আবার স্বতন্ত্র অদৃষ্ট মানিতে হয়। এইরূপ সংশয় দূরীকরণ জন্যই "যথাশ্রুতোপপত্তের্ন সক্তুন্যায়ঃ", অর্থাৎ শ্রুত্যনুসারে আবহমানকাল হইতে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ অর্থবোধ হয় বলিয়া "সক্তুন্যায়" স্বীকার্য্য নহে,— এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

সক্তুতে কর্ম্মকারকের অর্থবোধের অভাব হেতু, শ্রুতার্থ ( কর্ম্মপ্রাধান্য ) পরিত্যাগ করিয়া যদি অশ্রুতার্থের ( করণ-প্রাধান্যের ) কল্পনা করা যায়। তাহাও এস্থলে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই কর্ম্মকারকের অর্থাবগতি দেখান হইয়াছে। এইরূপে অধ্যয়ন-বিধির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সমাধান করিয়া, বেদাধ্যয়ন যে অর্থবোধ পর্য্যন্ত নহে—তাহা দেখাইবার জন্য, "বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরুবিধেঃ পুমর্থাবসানাৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভট্ট ( কুমারীল ) এবং গুরু ( প্রভাকর ) বলেন যে, সকল স্থানেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্য বিধিবিহিত বাক্যের সমাপ্তি হয়। এই নিয়ম অনুসারে অর্থ-নির্ণয় করিতে হইলে, অধ্যয়নবিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে। আচ্ছা, যদি অধ্যয়নবিধিই অর্থ-সিদ্ধি-বিষয়ে কারণ-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে একবার পাঠ করিলে অথবা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলেও তো কৈ অর্থজ্ঞান হয় না? তা হয় না,—এ কথা সত্য বটে; কিন্তু অর্থজ্ঞানসিদ্ধির জন্য "পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নবিধিই অর্থ-নির্ণয়ের কারণ"—এইরূপ বিচারের কল্পনা করিতে হইবে। সেই জন্যই "স বিচারমাক্ষিপেৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

অধ্যয়নবিধি বিচারের অপেক্ষা করে,—ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অর্থ। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে, যে বিষয় বিধির বিধেয় ( উদ্দেশ্য ) সাধন জন্য উপকারী হইতে পারে, বিধি তাহারই প্রযোজক হয়। যদি এই নিয়মই প্রকৃতপক্ষে স্বীকার

"অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবদিতি" ॥ (৩) ॥ ব্রীহীনবহন্তীত্যত্রাবঘাতমাত্রং বিধেয়ং ন তু তদাবৃত্তিঃ। তস্যা ধাত্বর্থত্বাৎ। নাপি সা বিধেয়োপকারিণী। অন্তরেণাবৃত্তিং সকৃন্মুষলাঘাতাদবঘাতসিদ্ধেঃ। তথাপি তণ্ডুলনিষ্পত্তিফলসিদ্ধয়ে স বিধিরাবৃত্তিং যদ্বদাচিক্ষেপ তদ্বৎ প্রকৃতেঽপ্যবগন্তব্যং ॥

নম্নু বেদমাত্রাধ্যায়িনোঽর্থাববোধানুদয়েঽপি ব্যাকরণাদ্যঙ্গসহিতবেদাধ্যায়িনস্তদুদয়সদ্ভাবাৎ তং প্রতি ব্যর্থং বিচারং বিধির্ন কল্পয়েদিত্যাশঙ্ক্যার্থগতবিরোধপরিহারায়াপেক্ষিত এব বিচার ইত্যাহ ॥

"সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদ্ভাবে বিচারো বিরোধাপনুদিতি" ॥ (৪) ॥ সিদ্ধান্তয়তি।

"প্রাপ্তেস্ত গবাদিবৎ পুনর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্ত ইতি" ॥ (৫) ॥ যথা ফলভূতস্য ক্ষীরাদের্হেতবো-

---

করা যায়; তাহা হইলে এ স্থলে অধ্যয়ন-বিধি কিরূপে এতাদৃশ বিচারের কল্পনা বা অপেক্ষা করিবে? এই জন্যই "অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবৎ",—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

যাহা, বিধির বিধেয় ও উপকার-যোগ্য নয়, তাহাও পুনঃ পুনঃ অবঘাতের ন্যায় আক্ষিপ্ত বা কল্পিত হইতে পারে,—ইহাই ঐ সূত্রের অর্থ। "ব্রীহীনবহন্তি" অর্থাৎ ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্পত্তি জন্য মুষলাঘাত করিতেছে। এস্থলে অবঘাত অর্থাৎ মুষলাঘাত মাত্র বিধেয় হইয়াছে, আবৃত্তি অর্থাৎ পৌনঃপুন্য বিধেয় নহে। কারণ, আবৃত্তি হইলে ধাতুর অর্থ হইতেই তাহার উপলব্ধি হইত। সেই আবৃত্তি বিধেয়ের উপকারও করিতে পারে না; কেন না, পুনঃপুনঃ মুষলাঘাত না করিয়া, একবারমাত্র মুষলাঘাত করিলেও অবঘাত নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তণ্ডুল-নিষ্পত্তিরূপ ফল-সিদ্ধির জন্য যেমন অবঘাত-বিধিতে আবৃত্তির স্বয়ংই উপলব্ধি হয়; সেইরূপ অধ্যয়ন বিধিতে আবৃত্তির কথা না বলিলেও উহা আপনিই আসিয়া পড়ে; নচেৎ, ফলসিদ্ধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ না হইলে ব্যাকরণাদি ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিলেও তো অর্থবোধ হইতে পারে? আচ্ছা, তাহা না হয় হইল; কিন্তু তাহা হইলে বিচারের কোনও আবশ্যক করে না। কারণ, মীমাংসিত অর্থের উপলব্ধির জন্যই বিচার করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ অর্থবোধ যদি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াই হয়, তাহা হইলে বিচার-কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়ে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বেশ, তাই না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু বিচার বলিয়া যে কথা বা বিষয় আছে, তাহার গতি কি হইবে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতে হয় যে, অর্থগত বিরোধ-পরিহারের জন্য বিচারের অপেক্ষা। এই জন্যই "সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদ্ভাবে বিচারো বিরোধাপনুৎ"—এই সূত্র উদাহৃত হইয়াছে।

অঙ্গাদি-সহ বেদ অধ্যয়ন হেতু অর্থবোধ হইলেও যদি তাহার বিচার করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত বিরোধেরই অপনোদন (খণ্ডন) হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের বিশদার্থ।

"প্রাপ্তেস্ত গবাদিবৎ পুনর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্তঃ,"—এই সূত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত

গবাদয়োঽপি পুরুষৈরর্থ্যন্তে। তথা ফলবদর্থাববোধহেতোরক্ষরপ্রাপ্তেরপি ; পুরুষার্থত্বাৎ অধ্যয়নবিধিরক্ষরপ্রাপ্ত্যবসানোঽবগন্তব্যঃ॥ নন্বক্ষরপ্রাপ্তেঃ পুরুষার্থত্বং ফলবদর্থাববোধ প্রযুক্তং চেৎ তর্হি তদ্‌বোধস্য মুখ্যপুরুষার্থত্বাদ্‌বোধান্ত এব বিধিঃ কিং ন স্যাদিত্যত আহ॥

"ফলবদ্‌বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকার্ৎস্ন্যমিতি :॥ (৬)॥ বোধস্য হি ফলং কর্ম্মানুষ্ঠানং। তথা সতি যস্য ব্রাহ্মণাদের্যস্মিন্ বৃহস্পতিসবাদাবধিকারস্তস্য তদ্বাক্যমাত্রাধ্যয়নং স্যাৎ। ন তু রাজসূয়াদিবাক্যাধ্যয়নং। তত্র প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ। স্বপক্ষে তু নায়ং দোষ ইত্যাহ।

"কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থেতি"॥ (৭)॥ ন চাবোধকত্বেঽর্থাববোধ এব ন সিদ্ধ্যেদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রমাণস্য প্রমেয়বোধকত্বস্বাভাব্যাৎ। লৌকিকাপ্তবাক্যানামন্তরেণৈব বিধিবোধকত্বদর্শনাদিত্যাহ॥

---

হইতেছে। যেমন পুরুষগণ ফলরূপ দুগ্ধাদির হেতু গবাদির প্রার্থনা করে, সেইরূপ ফলবিশিষ্ট অর্থবোধের হেতুস্বরূপ বর্ণজ্ঞানও তাহাদের কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বর্ণজ্ঞান হইলেই অধ্যয়ন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে,—ইহা বুঝা উচিত। যদি ফলবিশিষ্ট অর্থবোধের নিমিত্ত বর্ণজ্ঞানই প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে অর্থবোধ প্রধান-রূপে প্রার্থনীয় হওয়া উচিত। সুতরাং, অধ্যয়ন-বিধিতে অর্থবোধ পর্য্যন্ত হইবে না কেন?

অর্থবোধ পর্য্যন্তই যদি বেদাধ্যয়ন বিধি হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করার আবশ্যক হয় না ; বেদের কোনও এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ সঞ্জাত হইলেও সমগ্র বেদাধ্যয়নের ফল হইতে পারে। এই জন্যই "ফলবদ্ বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকার্ৎস্ন্যং,"—এই সূত্র করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানই বোধের ফল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, যে বার্হস্পত্য যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণের অধিকার, তিনি যদি সেই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় বেদবাক্য মাত্র অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেই তো তাঁহার কার্য্য-নিষ্পত্তি হইয়া গেল? সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে রাজসূয়াদি যজ্ঞদ্যোতক বেদবাক্য অধ্যয়ন করিতে হয় না। কারণ, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিজনক কোনও ফল নাই। ক্ষত্রিয়েরই রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য,—এরূপ বলা যায় বটে ; কিন্তু "কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থা", অর্থাৎ জপের জন্যই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়,—যদি এইরূপ মীমাংসা করা যায় ; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। জপের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদ অধ্যয়নের তাৎপর্য্য এই যে, রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নিজের কোনও অভীষ্ট ফল সিদ্ধ না হউক, কিন্তু ক্ষত্রিয় কর্তৃক রাজসূয়-যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞাঙ্গীভূত জপাদিরূপ সমস্ত ক্রিয়া পুরোহিতরূপে ব্রাহ্মণকেই শেষ করিতে হয়। সুতরাং, তাহার অনুষ্ঠান-প্রণালী যদি পূর্ব্বে অধ্যয়ন করা না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের উপযোগিতা থাকে না। এই জন্য সম্পূর্ণ বেদই ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা একান্ত দরকার। বেদাধ্যয়ন যদি বোধজনক না হয়, তাহা হইলে বেদ-মন্ত্রের অর্থবোধও হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। কারণ, প্রমেয়কে জানাইয়া দেওয়াই প্রমাণের একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য পণ্ডিতগণের বাক্য ব্যতীতও বিধির নিজেরই বোধকত্ব ধর্ম্ম আছে, ইহা লৌকিক জগতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

"লোকবত্তেভ্যো বোধ ইতি" ॥ (৮)॥ নন্থ বোধস্ত বিধিফলত্বে বোধকামমুদ্দিশ্য বিধাতুং শক্যত্বাৎ ;সুলভোঽধিকারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্তিপক্ষেঽপি প্রাপ্তিকাম উপনীতাষ্টবর্ষব্রাহ্মণোবা-ধিকারী সুলভ এবেতি পরিহারং স্পষ্টত্বাদুপেক্ষ্য বোধস্য কাম্যত্বং দূষয়তি ॥

"সোঽকাম্যঃপ্রাগ্‌বোধ্যভানাভানয়োরিতি" ॥ (৯)॥ বোধ্যস্যাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণবেদার্থস্যাধ্য-য়নাৎপ্রাক্‌ সন্ধ্যোপাসনাদিবৎ পিত্রাদ্যুপদেশত এব ভানে সিদ্ধত্বাদেব সোঽর্থবোধো ন কাম্যঃ ; অভানে কাময়িতুমশক্যঃ। জ্ঞাত এব বিষয়ে কামতানিয়মাৎ॥ নন্থ সামান্যতো জ্ঞাতে বিশেষতো বুভুৎসা সম্ভবতি। যদ্বা বিশেষতোঽপি পিত্রাদ্যুপদেশাদবগতে সত্যৌপদেশিকজ্ঞানস্য প্রামাণ্যনির্ণয়ায় পুনর্ব্বোধকামনা যুক্তৈবেত্যাশঙ্ক্যৈবমপ্যর্থাববোধমুদ্দিশ্যাধ্যয়নবিধানং ন সম্ভবতীত্যাহ ॥

---

এই জন্যই "লোকবত্তেভ্যো বোধঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন। স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে জ্ঞান, যেমন উপদেশ ব্যতীত আপনা আপনিই হইয়া থাকে ; তেমনই বিধির বোধকত্ব, আপ্ত (ভ্রমপ্রমাদশূন্য) পণ্ডিতগণের উপদেশপূর্ণ বাক্য ব্যতীতও স্বয়ংই উদ্ভূত হয়। ইহাই ঐ পূর্ব্বোক্ত সূত্রের নিগূঢ় বা মীমাংসিত অর্থ। যদি বোধ, বিধির ফল বা পরিণাম হয় ; তাহা হইলে যে ব্যক্তি বোধ (অর্থ) জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্যই কেবল বেদাধ্যয়নের বিধান করা যাইতে পারে। এরূপ ভাবের অধিকারীও দুর্ল্লভ নয়। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহার মীমাংসা করা হইতেছে ; যথা,—অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষে অষ্টমবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন হইবামাত্রই অধ্যয়নের প্রাপ্তি জ্ঞান কামনা করে। এরূপ অধিকারী সুলভই বটে ;—দুর্ল্লভ নহে। কিন্তু এ উত্তরটি সুস্পষ্ট হইলেও, তাহার আদর না করিয়া, যাহারা বোধকে কাম্য বলে, "সোঽকাম্যঃ-প্রাগ্‌বোধ্যভানাভানয়োঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহাদের মতের উপর দোষ দিতেছেন।

সেই বোধ কাম্য নহে। কারণ, কোনও বিষয় অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান বা অজ্ঞান হইয়া থাকে। অধ্যয়নের পূর্ব্বে পিত্রাদির উপদেশ অনুসারে যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদির জ্ঞান বা বোধ হয় ; সেইরূপ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণসমন্বিত বেদ-মন্ত্রেরও অর্থবোধ হইয়া থাকে। অতএব সেই অর্থবোধকে কিরূপে কাম্য বলা যাইতে পারে ? যদি অর্থবোধের পূর্ব্বে বোধ-বিষয়ক জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ের কামনাও তো হইতে পারে না ! কেন-না, কোনও বিষয়ের তথ্য বা মর্ম্ম জানিতে পারিলে, তবে সে বিষয়ের কামনা সিদ্ধ হয়। এইরূপ নিয়মই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আচ্ছা, কোনও বিষয় সামান্যভাবে জানা থাকিলে, সেটি বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছাও তো হইতে পারে ? কিম্বা পিত্রাদির উপদেশ অনুসারে কোনও বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইলেও, পিত্রাদি যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন কি ভুল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়াও তো সম্ভবপর !—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় বলিয়াই অর্থবোধের জন্য অধ্যয়ন-কার্য্যের বিধান হয় নাই, ইহা বুঝা যাইতেছে।

"উদ্দেশাযোগাদিতি" ॥ (১০) ॥ অগ্নিহোত্রাদিবিশেষজ্ঞানানাং ন তাবদেকবুদ্ধ্যা বিশেষা-কারেণোদ্দেশঃ সম্ভবতি। অনন্তত্বাৎ সামান্যাকারেণোদ্দেশে সামান্যমেব বিধিফলং স্যান্ন তু জ্ঞানবিশেষঃ। ততো নোদ্দেশো যুক্তঃ। নন্বর্থাববোধমুদ্দিশ্যোচ্চারণাভাবে বেদস্য স্বার্থে তাৎপর্য্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোপক্রমাদিলিঙ্গগম্যং তাৎপর্য্যং শব্দবলাদেব সিধ্যতীত্যাহ ॥

"তাৎপর্য্যং শব্দাদিতি" ॥ (১১) ॥ তর্হ্যর্থজ্ঞানমুদ্দিশ্য শব্দোচ্চারণং লোকে ব্যর্থং স্যাদিতি চেৎ ন। পুরুষসম্বন্ধকৃতদোষাখ্যপ্রতিবন্ধপরিহারার্থত্বাদিত্যাহ ॥

"উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং বৈ লোক ইতি" ॥ (১২) ॥

নন্বধ্যয়নবিধের্বোধান্তত্বাভাবে বিচারশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তেত প্রযোজকাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

"বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদ্যত ইতি" ॥ (১৩)॥ ক্রতুবোধবিধয়ঃ সাঙ্গবেদাধ্যয়-

---

এই কারণেই "উদ্দেশাযোগাৎ—এই সূত্র করিয়াছেন। কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদ্দেশ যোগ্য নহে,—ইহাই এস্থলে সূত্রার্থ। এক জনের বুদ্ধি দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিশেষ জ্ঞান নির্দ্দিষ্টভাবে উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান অনন্ত। যদি সামান্যভাবে উদ্দেশ করা যায়, বিধিবিহিত ফলও সামান্য হয়। তদ্দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং, এরূপ ক্ষেত্রে অর্থবোধের বিশেষ উদ্দেশও উপযুক্ত নয়, সামান্য উদ্দেশও উপযুক্ত নয়। তাহা হইলেই, অর্থবোধের উদ্দেশ জন্য যদি বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ না হয়, তবে বেদের স্বার্থে কোনরূপ তাৎপর্য্য থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই বলিতেছেন,—"উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তিরূপ ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা যে তাৎপর্য্য বোধগম্য হয়, সেই তাৎপর্য্য শব্দের বল অনুসারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কারণে, "তাৎপর্য্যং শব্দাৎ" অর্থাৎ মন্ত্রান্তর্গত শব্দ হইতে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে;—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

আচ্ছা, শব্দের বল অনুসারে যদি তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই জগতে যত লোক অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ্যে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাদের সে শব্দোচ্চারণ বৃথা হইয়া যায়! এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—'না, তাহা বৃথা হইতে পারে না; কেন-না, পুরুষ-সম্বন্ধীয় দোষ বাক্যে সংক্রমিত হইলে, সেই বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করাইবার পক্ষে, প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।' সেই প্রতিবন্ধকীভূত দোষ পরিহারের জন্যই "উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং বৈ লোকঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন।

লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থবোধের জন্য উচ্চারণ করিলে সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

আরও এক কথা,—যদি বেদাধ্যয়ন বিধিতে বোধ পর্য্যন্তই না হয়, তাহা হইলে বিচার-শাস্ত্রে প্রবৃত্তি আসে না। কারণ, যাহা লইয়া বিচার হইবে, সে বিষয়ের প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কিরূপে বিচার-মূলক শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই "বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদ্যতে",—এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ত্বাদাপাতপ্রতিপন্নাবিরোধপরিহারেণ প্রতিষ্ঠিতং নির্ণয়জ্ঞানমন্তরেণানুষ্ঠাপয়িতুমশক্যং বস্তুতং নির্ণয়ায় ক্রতুবিচারং প্রযোজয়ন্তি। শ্রবণবিধিস্ত সাক্ষাদেব ব্রহ্মবিচারং বিধত্তে। এবং চ সতি শ্রবণবিধেঃ স্ববিধেয়প্রয়োজকত্বং ক্রতুবিধীনাং চ বিধেয়োপকারিপ্রযোজকত্বমিত্যুপপন্নতেতরাং। অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তিপক্ষে তু তদ্বিধেঃ ক্রতুদ্বারা স্বর্গসিদ্ধিপর্য্যন্তত্বাৎ ক্রত্বনুষ্ঠানস্যাপি তৎপ্রযুক্তৌ ক্রতুবিধিবৈয়র্থ্যমাপদ্যেত॥

নন্বধ্যয়নবিধেস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রং প্রতি নিত্যত্বাৎ তৎপ্রযুক্তৌ বিচারস্যাপি তল্লভ্যেত নান্যথেতিচেৎ। ক্রতুবিচারস্য ত্রৈবর্ণিকমাত্রেঽপি নিত্যত্বসিদ্ধিঃ কিং বা ব্রহ্মবিচারস্য। তত্রাদ্যোঽস্মন্মতেঽপি সম ইত্যাহ॥

"অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্যেতি" ॥(১৪)॥ যতোঽকরণে প্রত্যবায়-শ্রবণাৎ ক্রতবস্ত্রৈবর্ণিকানাং নিত্যা অত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োঽনিষ্ট ইত্যাহ॥

---

যাহাতে পরবর্ত্তী বিধির প্রযুক্তি আছে, তাহাকেই বিচার বলে। ইহাই সূত্রের পর্য্যবসিত অর্থ। শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলে, যজ্ঞজ্ঞান-সংক্রান্ত বিধি-সমূহের আপাততঃ প্রতিপত্তি অর্থাৎ বোধ হয় বটে; কিন্তু বিরোধ অর্থাৎ পুরুষ-সংক্রান্ত সন্দেহরূপ দোষ পরিহার-পূর্ব্বক নিশ্চয়-জ্ঞান না হইলে, সে প্রতিপত্তি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তাহার নির্ণয় জন্যই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শ্রবণ-বিধি প্রত্যক্ষভাবেই ব্রহ্মবিচার বিধান করিয়া থাকে। তাহা হইলে, এখন শ্রবণ-বিধির স্ববিধেয় প্রযোজকত্ব এবং যজ্ঞ-বিধি-সমূহের বিধেয়োপকারীর প্রযোজকত্ব সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হইল। অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নের অর্থ-বোধ পর্য্যন্তই যদি মানা যায়, তাহা হইলেও উহা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। এই জন্যই বিচারের আবশ্যক হইতেছে, ইহা বেশ বুঝা গেল। "বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতির একান্ত কর্ত্তব্য"—এবম্প্রকার বিধি-পক্ষই যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অধ্যয়ন বিধি হইতেই স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত যখন সম্ভবপর হইতে পারে, তখন যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আর আবশ্যক হইতেছে না। কারণ, অধ্যয়ন দ্বারা সুলভে যদি স্বর্গলাভ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কষ্টভোগ করি কেন?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পক্ষেই বেদাধ্যয়ন-বিধি নিত্য। সুতরাং বিধি লইয়া বিচার করিলেও, তাহাই (নিত্যত্বই) পাওয়া যায়, কদাপি তাহার অন্যথা হয় না;—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েই ক্রতু-বিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতু হইবে? না,—ব্রহ্ম-বিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতু হইবে? এরূপ সন্দেহে প্রথমটি (ত্রৈবর্ণিক মাত্রেই যজ্ঞবিচারের নিত্যতা-সিদ্ধ বিষয়ে হেতুত্ব স্বীকার) আমাদের মতেও তুল্য; অর্থাৎ ইহাতে কোনও মতান্তর নাই। এই জন্যই "অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্য"—এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণেরই যজ্ঞ-বিচার নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং, উহা একান্ত

"ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈবেতি" ॥ (১৫) ॥ নিত্যোঽনুষঙ্গ ইতি।

ননূক্তরীত্যাধ্যয়নস্যাক্ষরগ্রহণান্তত্বেঽর্থজ্ঞানমবিহিতং স্যাৎ। নৈবং। বাক্যান্তরেণ তদ্বিধানাৎ। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি তদ্বিধিঃ। তত্র নিষ্কারণশব্দেনাধ্যয়নজ্ঞানয়োঃ কাম্যত্বং নির্ব্বার্য্যতে। অর্থজ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তিকরং বচনদ্বয়ং শাখান্তরগতং নিরুক্তকারো যাস্ক এবমুদাজহার। অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ।

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥
যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিদিতি॥"

---

কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন না করিলে, পাতক সঙ্ঘটিত হইবে। ইহাই সূত্রের অর্থ। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকেই নিত্য বলা যায়। সে জন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতিরই যজ্ঞানুষ্ঠান নিত্যরূপে একান্ত করণীয়,—ইহাই মীমাংসিত অর্থ। দ্বিতীয়টি (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় মাত্রেই, ব্রহ্মবিচারের নিত্যতা সিদ্ধি বিষয়ে হেতু স্বীকার) বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই "ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈব" এই সূত্র করিয়াছেন। পরমহংসেরই ব্রহ্ম-বিচার নিত্য কর্ত্তব্য;—ইহাই সূত্রের অর্থ। আচ্ছা, এই প্রকারে বেদাধ্যয়নে যদি বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্তই হয়, তাহা হইলে "বেদের অর্থজ্ঞান"—এ কথার একেবারেই বিধান হইতে পারে না। এরূপ বিতণ্ডা যুক্তিযুক্ত নহে; কেন-না, অন্যবাক্য দ্বারা বেদার্থজ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। সেই বিধান এইরূপে হইয়াছে,—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিষ্কাম ধর্ম্ম জানা উচিত এবং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত বাক্যগত "নিষ্কারণ" শব্দ দ্বারা অধ্যয়ন ও জ্ঞানের কাম্যত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি শাখান্তরগত দুইটি বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন। তদ্দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের প্রবৃত্তি আসিতে পারে। এমন কি, সেই বাক্যদ্বয়ে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা আছে। সেই দুইটি বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের বিশদার্থ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা,—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূ-
দধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা" ॥ (১)

অর্থাৎ,—যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথচ অর্থ জানে না, সে স্থাণু অর্থাৎ নিঃশাখ বৃক্ষের ন্যায় কেবল ভারই বহন করিয়া থাকে। যে অর্থ জানে, সে সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপকে ধ্বংস করিয়া স্বর্গে গমন করে।

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥ ২॥

অস্মিন্ মন্ত্রদ্বয়ে যোঽর্থজ্ঞ ইত্যনেনৈবার্দ্ধেন বেদার্থজ্ঞানং প্রশস্যতে। ইতরেনার্দ্ধত্রয়েণ জ্ঞানরাহিত্যং নিন্দ্যতে। যো বেদার্থং জানাতি সোঽস্মিন্নিহ লোকে সকলং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি। তথা তেন জ্ঞানেন পাপক্ষয়ে সতি মৃতঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতি। তদেতদৈহিকমামুষ্মিকং চ জ্ঞানফলং তৈত্তিরীয়া মন্ত্রোদাহরণেন তদীয়তাৎপর্য্যাভিধায়িব্রাহ্মণেন চ স্পষ্টীচক্রুঃ। "তদেষাভ্যুক্তা। যে অর্ব্বাঙুতবা পুরাণোবেদবিদ্বাংসমভিতো বদন্ত্যাদিত্যমেবঃতে পরিবদন্তি। সর্ব্বেঽগ্নিং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং চ হংসমিতি। যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যো বেদবিদ্‌ভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যান্নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েদেতা এব দেবতাঃ প্রীণাতীতি।" বেদং বিদ্বানর্থাভিজ্ঞঃ পুরুষঃ। স চ দ্বিবিধঃ। অর্ব্বাচীনকালে

---

যে স্থলে অগ্নি নাই, সে স্থলে শুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ) নিক্ষেপ করিলেও যেমন জ্বলে না, সেইরূপ অর্থ না জানিয়া কথা দ্বারা কেবল বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, তদ্দ্বারা কোনও ফলই সিদ্ধ হয় না।

উল্লিখিত এই মন্ত্রদ্বয়ে "যে অর্থ জানে" এই অর্দ্ধাংশ দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং অপরাংশ দ্বারা জ্ঞান-রাহিত্যের নিন্দা করা হইয়াছে। যে বেদার্থ জানে, সেই ব্যক্তিই ইহজগতে সর্ব্ববিধ শুভ বা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই বেদার্থের জ্ঞান-নিবন্ধন তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইলে মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। বেদের অর্থজ্ঞান হইলে, ঐহিক ও পারত্রিক ফল লাভ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ একটি মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া থাকেন। আর সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য-বোধক ব্রাহ্মণ-বাক্য দ্বারা উহা আরও স্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—

> "তদেষাভ্যুক্তা। যে অর্ব্বাঙুত বা পুরাণো বেদং বিদ্বাংসমভিতো
> বদন্ত্যাদিত্যমেব তে পরিবদন্তি। সর্ব্বেঽগ্নিং দ্বিতীয়ং চ তৃতীয়ং হংসমিতি।
> যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো
> বেদবিদ্‌ভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যান্নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েদেতা এব দেবতাঃ প্রীণাতীতি।"

অর্থাৎ,—মন্ত্রদ্বয়ে বলা হইতেছে, যাহারা প্রাচীন বেদবিৎ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারা সকলে সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-দেবের নিন্দা করিয়া থাকে, দ্বিতীয়ে অগ্নির নিন্দা করে, তৃতীয়ে হংসের নিন্দা করে। কারণ, এই জগতে যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ নমস্কার করিবে, তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিবে না, এবং তাঁহাদের নিন্দা ঘোষণা করিবে না। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপভাবে সদ্ব্যবহার করে, তাহার প্রতি সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন। কোনও ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। এবম্বিধ বিদ্বান দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধ বিদ্বানের লক্ষণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। ইদানীন্তন-কালোৎপন্ন "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

সমুৎপন্নশ্চতুর্দশবিদ্যাস্থানকুশলঃ কশ্চিদুপাধ্যায়ঃ পুরাতনকালে সমুৎপন্নো ব্যাসাদিশ্চ। তমেতমুভয়বিধং বিদ্বাংসং বিদ্যামদধনমদকুলমদোপেতাঃ পণ্ডিতম্মন্যা যে পুরুষা অভিতো বিদ্যাদিষু দূষয়ন্তি তে সর্ব্বেহপ্যাদিত্যমেব প্রথমং দূষয়ন্তি। আদিত্যাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মগ্নিং দূষয়ন্তি। তদুভয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং হংসং দূষয়ন্তি। হন্তি সদা গচ্ছতীতি হংসো বায়ুঃ। অগ্ন্যাদিরূপত্বং চ বেদবিদ আম্নাতং। অগ্নের্ব্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। ন কেবলং মেতদ্দেবতাত্রয়ং কিন্তু সর্ব্বা অপিদেবতা বেদবিদি বসন্তি। ব্রাহ্মণান্ বেদবিদো দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা বা প্রতিদিনং নমস্কুর্য্যান্ন তু তস্মিন্ বিদ্যমানমপি দোষং কীর্ত্তয়েৎ। এবং সতি তত্র মন্ত্রার্থ ভূতাঃ সর্ব্বা অপি দেবতা বেদার্থবিদা স্মর্য্যমাণতয়া তদীয়হৃদয়েহবস্থিতা অয়ং নমস্কর্ত্তা তোষয়তি। নচৈতদধ্যয়নস্যৈব ফলমিতি শঙ্কনীয়ং। বিদ্বাংসমিত্যাম্নাতত্বাৎ। অন্যথা বেদমধীয়ানমিত্যাম্নায়েত। তস্মাৎ সর্ব্বদেবতাবুদ্ধ্যা প্রাণিভিঃ পূজ্যস্য বেদার্থবিদো লোকদ্বয়েঽপি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। যস্তু বেদমধীত্যার্থং ন বিজানাতি সোঽয়ং পুমান্ ভারমেব

---

ধর্ম্মশাস্ত্রঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেত্যাশ্চতুর্দশ" লক্ষণবিশিষ্ট এবং চতুর্দ্দশবিধ বিদ্যাস্থান-কুশল বিদ্বান্, তন্মধ্যে এক প্রকার। আর অপর প্রকার হইতেছে,—প্রাচীনকালে সমুৎপন্ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি আচার্য্য। বিদ্যামদ, ধনমদ ও কুলমদে মত্ত, স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানী যে ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বিদ্যাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে অর্থাৎ নিন্দা করে, তাহারা সর্ব্বপ্রথমে আদিত্যকে দূষিত করে। তার পর অগ্নিকে আদিত্যের অপেক্ষা দূষিত করে। অতঃপর আদিত্য ও অগ্নি অপেক্ষা তৃতীয়ে হংসকে দূষিত করে। গমনার্থ হন্ ধাতু হইতে হংস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই জন্য হংস শব্দে বায়ুকে বুঝাইতেছে;— "হন্তি গচ্ছতীতি হংসো বায়ুঃ"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "যং যং ক্রতুমধীতে তেনাস্যেষ্টং ভবত্যগ্নের্ব্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি"—এই যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে; তাহাতেই অগ্ন্যাদির স্বরূপ বিবৃত রহিয়াছে। কেবল যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য—এই দেবতাত্রয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে অবস্থান করেন, এমত নহে। পরন্তু সকল দেবতাই ঐ বেদবিৎ ব্রাহ্মণে অবস্থান করেন। সুতরাং, প্রতিদিন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র নমস্কার করিবে। যদি কোনও কারণবশতঃ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের দর্শন না ঘটে, এমন কি স্মরণ করিয়াও নমস্কার করিবে। তাঁহাতে কোনও দোষ থাকিলেও, সে দোষের কীর্ত্তন বা ঘোষণা করিবে না। এইরূপ করিলে সেই নমস্কর্ত্তা বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণের ধ্যানযোগে তদীয় হৃদয়ে অবস্থিত মন্ত্রার্থস্বরূপ সকল দেবতাকেই পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এবম্বিধ পূর্ব্বোক্ত ফল, বেদাধ্যয়ন করিলেই যে হয়, এরূপ ভাবনা করা উচিত নহে। বেদাধ্যয়নকারীকে নমস্কার করিবে,— বাক্যের যদি এইরূপ উদ্দেশ্য হইত; তাহা হইলে "বেদমধীয়ানং" এইরূপ বলিলেই চলিতে পারিত। "বেদং বিদ্বাংসং" অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা বিদ্বান্ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে,—এরূপ বলার কোনও আবশ্যক ছিল না। তাহা হইলে, বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবতাময়,—এইরূপ জ্ঞানে তিনি সকল জীবেরই পূজ্য। অতএব তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে

হরতি ধারয়তি। স্থাণুরিতি দৃষ্টান্তঃ। ছিন্নশাখং শুষ্কং বৃক্ষমূলং স্থাণুশব্দেনোচ্যতে। স চ যথেন্ধনার্থমেবোপযুজ্যতে ন তু পুষ্পফলার্থং। তথা কেবলপাঠকস্য ব্রাত্যত্বং ন ভবতীত্যে-তাবদেব। নহ্যনুষ্ঠানং স্বর্গাদিফলসিদ্ধির্ব্বাস্তি। কিলেত্যনেন লোকপ্রসিদ্ধিদ্যোত্যতে। লোকেঽপি পাঠকস্য যাবতী ধনাদিপূজা ততোঽপ্যধিকা বিদুষি দৃশ্যতে। কিঞ্চ যদ্বেদবাক্য-মাচার্য্যাদ্‌গৃহীতমর্থজ্ঞানরহিতং পাঠরূপেণৈব পুনঃ পুনরুচ্চার্য্যতে। তৎকদাচিদপি ন জ্বলতি ন প্রকাশয়তি। যথাগ্নিরহিতপ্রদেশে প্রক্ষিপ্তং শুষ্ককাষ্ঠং ন জ্বলতি তদ্বৎ। তথা সতি তস্য বাক্যস্য বেদত্বমেব মুখ্যং ন স্যাৎ। অলৌকিকং পুরুষার্থোপায়ং বেত্ত্যনেনেতি বেদশব্দনির্ব্বচনং। তথাচোক্তং। প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্‌বেদস্য বেদতেতি। অতো মুখ্যবেদসিদ্ধয়ে জ্ঞাতব্য এব তদর্থঃ। কিঞ্চাত্র যাস্কেন কাচিদন্যাপ্যৃগুদাহৃতা।

---

অণুমাত্র সন্দেহ নাই,—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে অথচ তাহার অর্থ বুঝে নাই, সে কেবলমাত্র স্থাণুর ন্যায় ভারই বহন করিয়া থাকে। স্থাণু শব্দের দ্বারা শাখা-প্রশাখা-বিহীন শুষ্কবৃক্ষের কাণ্ড বা গুঁড়িকে বুঝায়। সেই ছিন্নশাখ বৃক্ষকাণ্ড যেমন কেবলমাত্র ইন্ধনার্থ (জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য) ব্যবহৃত হয়, তাহাতে যেমন কোনও পুষ্প বা ফল উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ অর্থ না বুঝিয়া বেদপাঠ করিলে ব্রাত্যত্ব (পাতিত্য) দোষ সঙ্ঘটিত হয় না বটে; কিন্তু বেদাধ্যয়ন দ্বারা প্রতিপন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সে যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ করিতে পারা যায় না। মন্ত্রে যে "কিল" শব্দ আছে, তাহা দ্বারা লোকপ্রসিদ্ধি অর্থ বুঝাইতেছে। লৌকিকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল মাত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া যে পরিমাণে ধনাদি উপার্জ্জন হয় এবং জনসমাজে সম্মানলাভ করিতে পারা যায়, বেদার্থে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর ধনাদি উপার্জ্জনে ও সম্মানলাভে অধিকারী হওয়া যায়। আরও এক কথা, যাঁহারা বেদবাক্য গুরুর নিকট হইতে কেবল মাত্র শুনিয়া অথচ অর্থবোধ না করিয়া পাঠাভ্যাসরূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট, সেই বেদ-বাক্য কদাপি প্রজ্বলিত হয় না অর্থাৎ স্বার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অগ্নি-শূন্য প্রদেশে শুষ্ক-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রজ্বলিত হয় না, সে বেদবাক্যও তাঁহাদের নিকট সেইরূপ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উত্তম দৃষ্টান্ত। যদি এইরূপই বলা যায়, তাহা হইলে ঐ বাক্যে বেদত্বের মুখ্যার্থ তিরোহিত হইয়া গৌণার্থ প্রকাশিত হয়; কেন-না, অলৌকিক পুরুষার্থোপায় ইহা দ্বারা জানা যায় বলিয়া, ইহাকে বেদ বলে। "বেত্ত্যনেনেতি বেদঃ"—অর্থাৎ "ইহা দ্বারা জানা যায়," ইহাই বেদ শব্দের নির্ব্বচনার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥" ইহার অর্থ এই যে, যে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপায় জানা যায় না; তাহা বেদদ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানিতে সমর্থ হন। এইজন্যই বেদের বেদত্ব অর্থাৎ সার্থকতা। সুতরাং, বেদের মুখ্যার্থ সিদ্ধির জন্যই বেদার্থ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এস্থলে মহর্ষি যাস্ক, অন্য একটি ঋকের পৃথক্‌ভাবে উদাহরণ দিয়াছেন।

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা ইতি।

তত্র পূর্ব্বার্দ্ধস্য তাৎপর্য্যং স এব দর্শয়তি। অপ্যেকঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি বাচমপি চ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনামিত্যবিদ্বাংসমাহার্দ্ধমিতি। অস্যায়মর্থঃ। যঃ পুমানর্থং ন বেত্তি তং প্রতি পূর্ব্বার্দ্ধেন মন্ত্রো ব্রূতে। একঃ পুরুষঃ পাঠমাত্রপর্য্যবসিতো বেদরূপাং বাচং পশ্যন্নপি ন সম্যক্ পশ্যতি। একবচনবহুবচনবিবেকাভাবে পাঠশুদ্ধেরপি কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। স এবৈনং ভূতিং গময়তি। আদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। ত এবৈনং ভূতিং গময়ন্তীত্যাদাবব্যুৎপন্নঃ কথং পাঠং নিশ্চিনুয়াৎ। অন্যঃ কশ্চিদর্থজ্ঞানায় ব্যাকরণাদ্যঙ্গানি শৃণ্বন্নপি মীমাংসারাহিত্যাদেনাং বেদরূপাং বাচং ন সম্যক্ শৃণোতি। যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি। অত্র ব্যাকরণমাত্রেণ

---

সেই ঋকৃটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ইতি। এই ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের তাৎপর্য্যসূচক অর্থ, যাস্ক মহর্ষি, বক্ষ্যমান প্রকারে বিবৃত করিয়াছেন; যথা, কোনও এক ব্যক্তি বেদ-বাক্য, দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এই ঋগর্দ্ধ তাহাকে অবিদ্বান্ বলিতেছে। বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও যে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, সেই ব্যক্তিই বেদবাক্য সম্বন্ধে দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা অবলম্বন করে। ইহাই ঋগর্দ্ধের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বকথিত অর্থ বিস্তৃতভাবে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে;—বেদার্থানভিজ্ঞ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঋঙ্মন্ত্র-প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, এক জন লোক কেবলমাত্র পাঠ করিয়াই বেদ শেষ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অর্থবোধ করেন নাই। সুতরাং সেই ব্যক্তি বেদরূপ বাক্য দেখিয়াছে বটে, কিন্তু সম্যক্‌ভাবে দেখে নাই। বেদার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কাজেকাজেই দেখার মত না দেখিলে, কোন্‌টিই বা একবচন আর কোন্‌টিই বা বহুবচন, সে বিষয়ে জ্ঞান হয় না। বচন-জ্ঞান না হইলে, বিশুদ্ধভাবে বেদ পাঠও করিতে পারা যায় না। মনে কর যে ব্যক্তি বেদার্থে ব্যুৎপন্ন নয়; "বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। স এবৈনং ভূতিং গময়তি। আদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। ত এবৈনং ভূতিং গময়ন্তি" ইত্যাদিস্থলে সেই ব্যক্তি কিরূপে পাঠ নিশ্চয় করিবে? আবার এমন লোকও আছে, যে অর্থবোধের জন্য গুরুসন্নিধানে যথানিয়মে ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছে; তাহার মীমাংসা-শাস্ত্রে কিন্তু আদৌ জ্ঞান জন্মে নাই। সে ব্যক্তি বেদবাক্য শুনিয়াও শুনে নাই,—এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যায়? উদাহরণচ্ছলে একটি বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তাহার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো-বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেৎ।" অর্থাৎ,—যতগুলি অশ্ব প্রতিগ্রহ করিবে, ততগুলি বরুণ-দেবতা সম্বন্ধীয় চতুষ্কপাল (পাত্রচতুষ্টয়ে সংস্কৃত পৈষ্টচরু) নির্ব্বপণ (আহুতিদান) করিবে। এস্থলে ব্যাকরণ দ্বারা, যে অশ্ব প্রতিগ্রহ (স্বীকার বা গ্রহণ) করে, তাহারই

প্রতিগৃহীতুরিষ্টিঃ প্রতীয়তে। মীমাংসায়াং তু ন্যায়েন দাতুরিতি নির্ণীতং। তস্মাদুভয়বিধমপ্যবিদ্বাংসং প্রত্যেবমাহেতি।

তৃতীয়পাদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি। অপ্যেকস্মৈ তন্বং বিসস্রে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে জ্ঞানং প্রকাশনমর্থস্তাহানয়া বাচেতি। অস্যায়মর্থঃ। অপিশব্দপর্য্যায় উতোশব্দঃ। স চ পূর্ব্বোক্তানভিজ্ঞবৈলক্ষণ্যায়াত্র প্রযুক্তো নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। যঃ পুমান্ ব্যাকরণাদ্যঙ্গৈঃ স্বশব্দার্থমীমাংসয়া তাৎপর্য্যং শোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তস্মা একস্মৈ বেদঃ স্বকীয়াং তনুং বিসস্রে। স্বমত্যাদিকং পদব্যাখ্যানং। জ্ঞানমিত্যাদিকং তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং। বেদার্থপ্রকাশনং সম্যগ্‌জ্ঞানমনয়া তৃতীয়পাদরূপয়া বাচা মন্ত্র আহেতি॥

চতুর্থপাদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি। উপমোত্তময়া বাচা জায়েব পত্যে কাময়মানা সুবাসা ঋতুকালেষু সুবাসাঃ কল্যাণবাসাঃ কাময়মানা ঋতুকালেষু যথা স এনাং পশ্যতি শৃণোতীত্যর্থজ্ঞ-

---

চতুষ্কপাল নির্ব্বপণযোগ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত,—এই অর্থ উপলব্ধ হয়। কিন্তু মীমাংসা-শাস্ত্রে ন্যায় দ্বারা, যে অশ্ব দান করে, তাহারই ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য,—মীমাংসা শাস্ত্রে এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ উভয়বিধ অর্থ যে জানে না, তাহারই প্রতি এইরূপ বলিয়াছেন।

মন্ত্রের তৃতীয় পাদের তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। "অপ্যেকস্মৈ তন্বং বিসস্রে" অর্থাৎ কোন এক জনের নিকট; বেদবাক্য, তনু অর্থাৎ নিজের আত্মাকে বিবৃত করে। এতদুক্তির তাৎপর্য্য কি? ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায়, এই বাক্য দ্বারা অর্থজ্ঞান প্রকাশিত হয়, ঋষি এই কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থ আরও স্পষ্টভাবে বলা যাইতেছে। মন্ত্র বাক্যে, যে "উতো" শব্দ আছে, তাহা এবং "অপি" শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একার্থবোধক। সুতরাং, ঐ "উতো" শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ,—অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য এবং উভয়ের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বলিবার উদ্দেশ্য "উতো' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে "উতো" শব্দটি নিপাত অর্থাৎ অব্যয়। সুতরাং, নিপাত অনেকার্থ বলিয়া, "উতো" শব্দের অর্থ এস্থলে 'অপি' বলিয়া ধরিতে হইবে। ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, বেদান্তর্গত শব্দের মীমাংসা দ্বারা পরিশুদ্ধভাবে যে ব্যক্তি তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, একমাত্র সেই ব্যক্তির নিকটই বেদ স্বীয় তনু (শরীর) প্রকাশ করে। "স্বীয় তনু প্রকাশ করে"—এইটী হইল পদানুযায়ী ব্যাখ্যা; আর "অর্থজ্ঞান প্রকাশ করে"—এইটী হইল তাৎপর্য্যগত ব্যাখ্যা। মন্ত্র, এই তৃতীয় পাদ-রূপ বাক্য দ্বারা বেদার্থ-প্রকাশোপযোগী সম্যক্ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে।

এক্ষণে চতুর্থ পাদের তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় একটী সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। উত্তম বাক্যদ্বারা বলা যাইতেছে যে, ঋতুকালে পত্নী মঙ্গলীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পতিকে কামনা করিলে, পতি যেমন তাহাকে দর্শন করেন, তেমনি বেদমন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও তাহার অর্থ শ্রবণ করে। সুতরাং

প্রশংসেতি। অস্যায়মর্থঃ। উত্তময়া চতুর্থপাদরূপয়া বাচা তৃতীয়পাদার্থস্যোপমোচ্যতে। উশতীত্যেতস্য ব্যাখ্যানং কাময়মানেতি। যদ্যপ্যহি গৃহকৃত্যবেলায়াং মলিনবাসাস্তথাপি সম্ভোগকালেষু কল্যাণবাসা ভবতি। তত্র হেতুঃ। কাময়মানা ঋতুকালেষ্বিতি। যথা স পতিরেনাং জায়াং সাকল্যেনাদরযুক্তঃ পশ্যতি কিঞ্চ তয়োক্তার্থং হিতবুদ্ধ্যা শৃণোতি। তথায়ং চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানপরিশীলনোপেতঃ পুরুষো বেদার্থরহস্যং সম্যক্ পশ্যতি। বেদোক্তঞ্চ ধর্ম্মং ব্রহ্মরূপমর্থং হিতবুদ্ধ্যা স্বীকরোতি। সেয়মুক্তা বেদার্থাভিজ্ঞস্য প্রশংসেতি॥

পুনরপ্যৃগন্তরং যাস্ক উদাজহার। তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায়।

উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।

অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাং অফলামপুষ্পামিতি॥

অয়মর্থঃ। পূর্ব্বোদাহৃতায়া উত ত্বঃ পশ্যন্নিত্যাদিকায়া ঋচোঽনন্তরমেষাম্নাতা তস্য পূর্ব্বোক্তমন্ত্রস্যার্থস্য ভূয়সে নির্ব্বচনায় সম্পদ্যতে। তমর্থমতিশয়েন প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতি। কথমিতিচেৎ। তদুচ্যতে। অপি ত্বৈকং চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানকুশলং পুরুষং বেদরূপায়া বাচঃ সখ্যে স্থিত্বা স্থৈর্য্যেণ বেদোক্তার্থামৃতপানযুক্তমাহুঃ। অভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি। সখিবিদং সখায়ং

---

ইহা দ্বারা বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তির প্রশংসা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে বিবৃত হইতেছে। মন্ত্রের চতুর্থ পাদরূপ উত্তম বাক্য দ্বারা তৃতীয় পাদান্তর্গত বাক্যার্থের উপমা কথিত হইতেছে। "উশতী" পদের অর্থ কাময়মানা, (কামনাকারিণী) স্ত্রীলোক দিবাভাগে যখন গৃহকার্য্যে নিযুক্তা থাকে, তখন মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও পতিসম্ভোগকালে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে। তাহার হেতু বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে পতিকামনাই এ বিষয়ে হেতু। সেই পতি তৎকালে এবম্ভূতা পত্নীকে যেমন সম্পূর্ণ আদরের সহিত দর্শন করেন এবং তৎকথিত সমস্ত বিষয়ই হিতকর বলিয়া শ্রবণ করেন; সেইরূপ যিনি চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাস্থান সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি বেদার্থের রহস্যময় গূঢ়তত্ত্ব-সমূহ সম্যক্‌রূপে দেখিতে পান; আর বেদোক্ত অর্থ ধর্ম্মস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ,—ইহা হিতবুদ্ধিতে স্বীকার করেন। তজ্জন্যই বেদার্থাভিজ্ঞ পুরুষের প্রশংসা কথিত হইয়াছে।

যাস্ক, পুনরায় "উতত্বং সখ্যে" ইত্যাদি অন্য একটি ঋকের উদাহরণ দিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি, পূর্ব্বোক্ত ঋকের পরবর্ত্তী। ভূয়ঃপরিমাণে নির্ব্বচনার্থ-প্রকাশের জন্য উহা উদাহৃত হইয়াছে। ঐ ঋকের বিশদার্থ বিবৃত হইতেছে; যথা,—পূর্ব্বে "উত ত্বঃ পশ্যন্" ইত্যাদিরূপ যে ঋক্ উদাহৃত হইয়াছে, এই ঋক্‌টি তাহারই পরবর্ত্তী বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেয়, পরন্তু অতিশয়রূপে (বিশেষভাবে) প্রতিপন্ন করাইতে সক্ষম। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইজন্যই বলা হইতেছে যে, যিনি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানে সুনিপুণ; তিনিই বেদরূপ বাক্যের সখাভাবে অবস্থিত হইয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বেদোক্তার্থরূপ অমৃত পান করিয়া থাকেন। প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই কথা বলেন। "সখিবিদং সখায়ং" এই মন্ত্রে বেদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বেদের মিত্রতা আছে—এই কথা বলা হইয়াছে। কিম্বা, বেদমন্ত্রের অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদগণের সখারূপে স্বর্গলোকে অবস্থিত হইয়া অত্যধিক

ইতি মন্ত্রে বেদস্য সখিত্বমুদাহৃতং। যদ্বা স্বর্গলোকে বেদানাং সখ্যে স্থিত্যাতিশয়েন পীতামৃতমাহুঃ। বাচামিনা ঈশ্বরাঃ সভাসু প্রগল্ভা বা বাদিনাঃ। তেষু মধ্যেঽপ্যেনং বেদার্থকুশলং চোদয়িতুং ন হিন্বন্তি ন কেঽপি প্রাপ্নুবন্তি। তেন সহ বিবদিতুমসমর্থত্বাৎ। যস্তুঃ পাঠমাত্রপরঃ পুষ্পফলরহিতাং বাচং শুশ্রুবান্ ভবতি। পূর্ব্বকাণ্ডোক্তস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানং পুষ্পং। উত্তরকাণ্ডোক্তস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং ফলং। যথা লোকে পুষ্পং ফলস্যোৎপাদকং তথা বেদানুবচনাদিধর্ম্মজ্ঞানমনুষ্ঠানদ্বারা ফলাত্মকব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাং জনয়তি। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনেতি শ্রুতেঃ। যথা চ ফলং তৃপ্তিহেতুস্তথা ব্রহ্মজ্ঞানং কৃতকৃত্যত্বহেতুঃ। যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতীতি শ্রুতেঃ। তাদৃশপুষ্পফলরহিতবেদপাঠকঃ স এষ পুমানধেন্বা মায়য়া সহ চরতি। নবপ্রসূতিকা ক্ষীরদোগ্ধ্রী গৌঃ প্রীতিহেতুত্বাদ্ধিনোতীতি ব্যুৎপত্ত্যা ধেনুরিত্যুচ্যতে। পাঠমাত্রপরং প্রতি বেদরূপা বাগ্ ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানরূপং ক্ষীরং ন দোগ্ধীত্যধেনুঃ অতএবাসৌ মায়া কপটরূপা ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিতগোসদৃশগোরূপত্বাৎ। তয়া মায়য়া সহ চরন্নয়ং পরমপুরুষার্থং ন লভত ইত্যর্থঃ। ইত্থং যাস্কেন জ্ঞানস্তুত্যজ্ঞাননিন্দোদাহরণস্য প্রপঞ্চিতত্বাদ্ যচ্চ স্তূয়তে তদ্বিধীয়ত ইতিন্যায়েনাধ্যয়নবদর্থজ্ঞানস্যাপি বিধিরভ্যুপগন্তব্যঃ॥

---

পরিমাণে অমৃত পান করিয়া থাকেন,—এইরূপ কথিত হয়। যাহারা সভাস্থলে স্বকীয় প্রগল্ভতার পরিচয় দান করিতে সক্ষম; তাহাদের মধ্যে কেহই এবম্ভূত বেদার্থনিপুণ ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে না; কেন-না, তাঁহার সহিত বিচারমূলক কথোপকথন করিতে তাহারা সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদ পাঠ করিয়া যায়, সে ফলপুষ্পবিহীন বাক্যই শুনিয়া থাকে। পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মজ্ঞানই পুষ্প এবং উত্তরকাণ্ডোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই ফল। লোকে বলিয়া থাকে যে, যেমন পুষ্পই ফলের উৎপাদক অর্থাৎ পুষ্প হইতেই ফল উৎপন্ন হয়; সেইরূপ বেদানুশাসনাদিরূপ ধর্ম্মজ্ঞানই অনুষ্ঠান দ্বারা ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপন্ন করায়। সে বিষয়ে "তমেতংবেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। ফল যেমন তৃপ্তির হেতু, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনই কৃতকার্য্যতার হেতু। যিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়, সেই ব্রহ্মই আমি,—ইত্যাকার জ্ঞান হইলেই কৃতকৃত্য হয়।" এটী শ্রুতিবাক্য। তাদৃশ ফলপুষ্পরহিত বেদপাঠক ব্যক্তি অধেনু (বৃথা) মায়ার সহিত বিচরণ করে। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধদান করে বলিয়া প্রীতির কারণ হয়। সুতরাং "ধীনোতি" অর্থাৎ প্রতিদান করে যে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা "ধেনু" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থবোধ না করিয়া যে কেবলমাত্র বেদপাঠ করিয়া থাকে, বেদবাক্য তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞানরূপ দুগ্ধ দান করে না; সুতরাং, কেবলমাত্র বেদপাঠকারীর পক্ষে বেদবাক্য অধেনুস্বরূপ। অতএব সেই মায়া, ঐন্দ্রজালিক-নির্ম্মিত গবীর আকারসদৃশী কপটরূপা মাত্র। এবম্ভূত মায়ার সহিত বিচরণ করিতে করিতে, বেদার্থে অনভিজ্ঞ সেই পুরুষ, পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না,—ইহাই বিশদার্থ। এইরূপে, জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা যাস্ক কর্তৃক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। "যাহা প্রশংসিত হইয়া থাকে, তাহাই বিহিত হয়।" এই ন্যায়ানুসারে বেদার্থজ্ঞানেরও বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

কিঞ্চ নক্ষত্রেষ্টিকাণ্ডে প্রতীষ্টিফলবাক্যং যাগতদ্বেদনয়োঃ সমানমেবাম্নায়তে। যথা হ বা অগ্নির্দেবানামন্নাদঃ এবং হ বা এষ মনুষ্যাণাং ভবতি। য এতেন হবিষা যজতে য উ চৈতদেবং বেদেতি। অতো যাগবৎ ফলায় স্ববেদনমপি বিধীয়তে। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বেষ্বপি ব্রাহ্মণেষু বেদনবিধয়ো দ্রষ্টব্যাঃ। নন্বু বিদ্যাপ্রশংসেতি সূত্রে বেদনফলানাং প্রশংসারূপত্বং জৈমিনিনা সূত্রিতমিতি চেৎ। অস্তু নাম। বিদ্যমানেনাপি ফলেন প্রশংসিতুং শক্যত্বাৎ। দর্শযাগস্য পূর্ণমাসযাগস্য চাতিপাতে সতি প্রায়শ্চিত্তরূপং বৈশ্বানরেষ্টিং বিধাতুং বিদ্যমানেনৈব স্বর্গফলেন স্তুতিঃ ক্রিয়তে। সুবর্গায় লোকায় দর্শপূর্ণমাসাবিজ্যেতে ইতি। এতচ্চাচার্য্যৈর্ব্রহ্মজ্ঞান-ফলবাক্যস্য স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুমুদাহৃতং। ইচ্ছামোবার্থবাদত্বং বচসোঽন্যপরত্বতঃ যথাবস্থিতধায়িত্বান্নত্বভূতার্থবাদতা। ইজ্যেতে স্বর্গলোকায় দর্শাদর্শৌ যথা তথা। ন ত্বভূতার্থ-বাদত্বং পাপশ্লোকা শ্রুতির্যথেতি॥ ন চ বেদনমাত্রেণ ফলসিদ্ধাবনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যমিতি শঙ্কনীয়ং

---

কিন্তু নক্ষত্রেষ্টি কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি যজ্ঞের ফলবাক্য, যজ্ঞ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সমান। তাহা "যথা হ বা অগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে,—"অগ্নি, যেমন দেবগণের অন্নাদ অর্থাৎ হবীরূপ অন্নগ্রহণকারক, সেইরূপ মনুষ্যগণেরও অন্নবিধায়ক। যে ব্যক্তি এই হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ করে এবং উহা দেবগণের অন্নস্বরূপ—ইহা জানে, অগ্নিদেবতার অনুগ্রহে, তাহাদেরই অন্নসংস্থান হয়। সে হিসাবে, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ের ফল সমান, ইহাই বিহিত হইতেছে। এই ন্যায়ানুসারে সমগ্র ব্রাহ্মণ-বাক্যেই (অর্থ) জ্ঞানবিধি-সকল দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি জৈমিনি, "বিদ্যাপ্রশংসা" সূত্রে যাগযজ্ঞাদিতে অভিজ্ঞতারূপ জ্ঞানফলের যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য কি? তাহার উত্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ফল বিদ্যমান থাকিলে তাহার দ্বারা প্রশংসা করা যাইতে পারে। অমাবস্যায় করণীয় যাগ ও পূর্ণিমায় করণীয় যাগ যদি কালাতিপাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালাতিপাত জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বৈশ্বানর-যজ্ঞ বিধানের প্রয়োজন। আর বর্ত্তমান স্বর্গফলের দ্বারা তাহার স্তুতি করা আবশ্যক। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, স্বর্গলোক-প্রাপ্তির (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনোপায়) জন্য, দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞ করিবে। ব্রহ্ম-জ্ঞানজনিত ফলবাক্যের স্বার্থেও তাৎপর্য্য আছে,—ইহা দেখাইবার জন্য আচার্য্যগণ কর্তৃক "ইচ্ছামোবার্থবাদত্বং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে,—তাহাদের অর্থ করা যাইতেছে;—বেদমন্ত্রান্তর্গত বাক্যের অন্যপরত্ব অর্থাৎ অন্যার্থতা আছে বলিয়া, তাহার অর্থবাদ-বিষয়ক অর্থ বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু প্রকৃতার্থের বাচক বলিয়া, অভূতার্থবাদতা বলিতে ইচ্ছা করি না। স্বর্গলোক-প্রাপ্তির জন্য দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দর্শপৌর্ণমাস-যাগে যে স্বর্গফল বর্ত্তমান আছে, বৈশ্বানর যজ্ঞেও সেই ফল আছে। নচেৎ, উহাদের প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার অনুষ্ঠান কথিত হইত না। সুতরাং উহারা প্রশংসিত হইতেছে। পাপশ্লোক শ্রুতও হয় না; পরন্তু যাগ-বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেই ফলসিদ্ধি হইতে পারে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার আর আবশ্যক হয় না,—এরূপ কথাও বলা যায় না। কেন না, যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানজনিত ফল অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত ফলই অধিক কল্যাণকর

ফলভূয়স্ত্বেন পরিহৃতত্বাৎ। উদাহৃতং চাত্র জৈমিনিসূত্রং। ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাদিতি। এতচ্চাস্মাভিস্তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ ইত্যুদাহরণেন ব্যাখ্যাতং। ছন্দোগাশ্চ কেবলাদনুষ্ঠানাদ্ বিদ্যাসহিতেঽনুষ্ঠানে ফলাতিশয়মামনন্তি। তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যাচ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি। যদ্যপি অঙ্গাববদ্ধোপাস্তিরত্র বিদ্যাশব্দেন বিবক্ষিতা। তথাপি ন্যায়ঃ সর্ব্বাস্বপি বিদ্যাসু সমানঃ ॥

কুতস্তবৈতাবতী বেদনে ভক্তিরিতি চেৎ। কুতো বা তবৈষোঽত্র দ্বেষঃ। প্রশংসাস্মাভির্ভূয়সী দর্শিতা। নিন্দাং তু ন ক্বাপ্যুপলভামহে। কিন্তু কর্ম্মজন্যমপূর্ব্বং যথামরণাদূর্দ্ধং জীবেন সহ গচ্ছতি। তথা বিদ্যাজন্যমপ্যপূর্ব্বং গচ্ছতি। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি। তস্মাদধ্যয়নবদর্থজ্ঞানস্যাপি বিহিতত্বাদর্থজ্ঞানায় বেদো ব্যাখ্যাতব্যঃ।

বিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধাধিকারিজ্ঞানমন্তরেণ শ্রোতৃপ্রবৃত্ত্যভাবাদ্ বিষয়াদয়ো নিরূপ্যন্তে।

---

হয়। সেইজন্য "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি জৈমিনি সূত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে উত্তীর্ণ হয়; এবং যে অশ্বমেধ যজ্ঞ জানে, সেও উক্তরূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়;—উদাহরণচ্ছলে এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বেও করিয়া আসিয়াছি। "তেনোভৌ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারাই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা বিদ্যা (অর্থজ্ঞান) সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বেশী, ছান্দোগ-শাখান্তর্ভুক্ত সামবেদিগণ এই কথা বলিয়াছেন। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে,—"যে ইহা জানে বা যে ইহা না জানে, তাহারা উভয়েই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে, উপনিষৎ ও বিদ্যা দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে।" যদিও এখানে বিদ্যা শব্দ দ্বারা সাঙ্গ উপাসনা বুঝাইতেছে, তাহা হইলেও ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাতেই সমান।

বেদার্থজ্ঞান বিষয়ে তোমার এরূপ ভক্তিই বা কোথা হইতে আসে? আর সে বিষয়ে তোমার এরূপ বিদ্বেষ-ভাবই বা কোথা হইতে আসে? অর্থবোধের প্রশংসা আমরা বহুবার দেখাইয়াছি; কিন্তু অর্থবোধ যে নিন্দনীয়, এ কথা কুত্রাপি উপলব্ধ করিতে পারি নাই। যেমন মৃত্যুর পর; কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট, জীবের সহগামী হয়, সেইরূপ বিদ্যা-জন্য অদৃষ্টও জীবসহগামী হইয়া থাকে। সুতরাং, বাজসনেয়-শাখাধ্যায়িগণ "তং বিদ্যাকর্ম্মণী" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য বলিয়া থাকেন। ঐ শ্রুতি-বাক্যের অর্থ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত স্ব স্ব বিদ্যা, কর্ম্ম ও জ্ঞান, পুরুষমাত্রেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং, বেদাধ্যয়নের ন্যায় বেদার্থ-জ্ঞান বিহিত বলিয়া, বেদার্থবোধের জন্য বেদের ব্যাখ্যা করা উচিত।

বিষয়-জ্ঞান, প্রয়োজন-জ্ঞান, সম্বন্ধ জ্ঞান ও অধিকারিজ্ঞান না জন্মিলে শ্রোতার বেদ-ব্যাখ্যা-শ্রবণে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য বেদব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরূপিত

ব্যাখ্যানস্য ব্যাখ্যেয়ো বেদো বিষয়ঃ। তদর্থজ্ঞানং প্রয়োজনং। ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবঃ সম্বন্ধঃ। জ্ঞানার্থী চাধিকারী। যদ্যপ্যেতাবৎ প্রসিদ্ধং তথাপি বেদস্য বিষয়াদ্যভাবে ব্যাখ্যানস্যাপি পরমবিষয়াদিকং ন স্যাৎ। অতো বেদস্য চতুষ্টয়মুচ্যতে। বেদে পূর্ব্বোত্তরকাণ্ডয়োঃ ক্রমেণ ধর্ম্মব্রহ্মণী বিষয়ঃ। তয়োরনন্যলভ্যত্বাৎ। তথা চ পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং। ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে ইতি। জৈমিনীয়ে চ দ্বিতীয়সূত্রে চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণং চোদনাপ্রমাণমেবেতি নিয়মদ্বয়ং সম্প্রদায়বিদ্ভিরভিহিতং। চোদনৈবেত্যমুমর্থমুপপাদয়িতুং চতুর্থসূত্রে প্রত্যক্ষবিষয়ত্বং ধর্ম্মস্য নিরাকৃতং। প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাদিতি। অনুষ্ঠানাদূর্দ্ধমুৎপৎস্যমানস্য ধর্ম্মস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানত্বান্ন প্রত্যক্ষযোগ্যতাস্তি। উত্তরকালেঽপি রূপাদিরাহিত্যান্নেন্দ্রিয়ৈরবগম্যতে॥ অতএবাদৃষ্টমিতি সর্ব্বৈরভিধীয়তে। লিঙ্গরাহিত্যান্নানুমানবিষয়ত্বমপ্যস্তি। সুখদুঃখে ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্লিঙ্গমিতি চেৎ। বাঢ়ং। অয়মপি লিঙ্গলিঙ্গিভাবো বেদেনৈবাবগম্যতে। ততশ্চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণং॥

---

হইতেছে। ব্যাখ্যেয় বেদই ব্যাখ্যানের বিষয়, বেদার্থজ্ঞানই প্রয়োজন, ব্যাখ্যানব্যাখ্যায় তাহার সম্বন্ধ, আর জ্ঞানার্থীই বেদব্যাখ্যা-শ্রবণে অধিকারী,—যদিও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে; কিন্তু তথাপি বেদের বিষয়াদির অভাব হেতু বেদব্যাখ্যারও পরম বিষয়াদি নাই। তজ্জন্যই বেদের বিষয়াদিপ্রবৃত্তিকারণরূপ প্রয়োজন চতুষ্টয় উল্লিখিত হইতেছে; বেদের পূর্ব্বকাণ্ডের বিষয়—ধর্ম্ম এবং উত্তরকাণ্ডের বিষয়—ব্রহ্ম। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বেদে নিত্য-বিরাজিত। বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। পুরুষার্থানুশাসনে "ধর্ম্মব্রহ্মণী" প্রভৃতি সূত্র দ্বারা সেই অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইয়াছে। চোদনা অর্থাৎ বেদবিধির প্রেরণাই ধর্ম্মে প্রমাণ এবং প্রমাণই প্রেরণা,—সম্প্রদায়াভিজ্ঞগণ জৈমিনীয় দ্বিতীয় সূত্রে এই দুইটি বিধি বিবৃত করিয়াছেন। 'চোদনাই' যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত "প্রত্যক্ষমনিমিত্তং" ইত্যাদি চতুর্থ সূত্রে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্ভবে না। এই নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রতক্ষ্যযোগ্যতা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকে না। কারণ, ধর্ম্মের কোনও রূপ নাই বা তাহার কোনও আকার নাই। এইজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। (চক্ষুরিন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে, তাহারই জ্ঞান জন্মে। তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়। কিন্তু যাহা চক্ষুর অগোচর, তাহা অপ্রত্যক্ষ। ধর্ম্মের অগোচর; সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানাতীত।) এই সকল কারণে, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্মের কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই। এইজন্য ধর্ম্ম অনুমানযোগ্যও নহে। সুখদুঃখই ধর্ম্মাধর্ম্মের লিঙ্গ—এতৎসিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু এই লিঙ্গলিঙ্গিভাব, বেদ দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। অতএব বেদের প্রেরণাই ধর্ম্মে প্রমাণ,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। (বিষয়টী একটু বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, সুখী, আর অধার্ম্মিক দুঃখী—এতৎসিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। ধর্ম্মই সুখের হেতুভূত। সুতরাং, যিনি ধর্ম্মানুসারী

বৈয়াসিকস্ত তৃতীয়সূত্রস্য দ্বিতীয়বর্ণকে ব্রহ্মণঃ সিদ্ধবস্তুনোঽপি শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বং ভাষ্যকৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতং। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায় ইতি শ্রুতিশ্চ ভবতি। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিতি। তত্রোপপত্তিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈরেবমুদীরিতা। রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্ন মানান্তরযোগ্যতেতি। তস্মাদনন্যলভ্যত্বাদস্তি ধর্ম্মব্রহ্মণোর্ব্বেদবিষয়ত্বং। তদুভয়জ্ঞানং বেদস্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনং। ন চ তস্য জ্ঞানস্য সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাঽসৌ গচ্ছতীত্যাদিজ্ঞানবদপুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বং শঙ্কনীয়ং ধর্ম্মপ্রযুক্তস্য পুরুষার্থস্য স্তূয়মানত্বাৎ। ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি। উদ্দণ্ডস্য

---

এ সংসারে তিনিই সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; আর অধার্ম্মিক জন চিরকাল দুঃখভোগ করে। এতৎসিদ্ধান্তে এইরূপে ধর্ম্মের অনুমান করা যায়। এদিকে আবার দেব-জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; সুতরাং সুখ অধিগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব এস্থলে সিদ্ধান্ত হইতেছে,—সুখের হেতুভূত যে ধর্ম্ম, বেদজ্ঞান ভিন্ন তাহা অধিগত হয় না। তাই ধর্ম্ম-বিষয়ে বেদবিধিই যে প্রমাণ-স্বরূপ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।)

ব্যাস-কথিত তৃতীয় সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকে ভাষ্যকারগণ, শাস্ত্রের সহিত সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মের একবিষয়ত্ব আছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতেই তাঁহার এই স্বরূপ উপলব্ধ হয়। এইজন্য ভাষ্যকারগণ পূর্ব্ব প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে "নাবেদবিন্মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যমান আছে। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি এতাদৃশ বৃহৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপে তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। রূপ এবং লিঙ্গ নাই বলিয়া ব্রহ্মের অন্য কোনও উপমা বা প্রমাণের যোগ্যতা নাই, অর্থাৎ কোনও উপমা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝান যায় না; অথবা প্রমাণ দ্বারাও তাঁহার স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং একমাত্র বেদ ভিন্ন অন্য কিছুতেই ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বেদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন (অর্থাৎ ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য; আর বেদজ্ঞান অধিগত হইলেই সেই স্বরূপ উপলব্ধ হওয়া সম্ভবপর।) 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' এবং 'এই রাজা যাইতেছেন' ইত্যাদি জ্ঞান যেমন অপুরুষার্থ, তেমনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানও অপুরুষার্থ,—এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষার্থই (জগতে) স্তূয়মান হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্ম্মেই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা। (ধর্ম্ম ভিন্ন এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। সুতরাং ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠার মূলীভূত।) এই জগতে সমস্ত লোকই ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গমন করে। ধর্ম্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়। ধর্ম্মে সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্য ধর্ম্মই সকলের শ্রেষ্ঠ,—পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, উদ্ধত-প্রকৃতি রাজার নিয়ন্তা; অর্থাৎ ধর্ম্মই ঔদ্ধত্যের শাস্তিবিধাতা। বিবাদকারী দুই জনের মধ্যে দুর্ব্বল (ধার্ম্মিক) ব্যক্তি রাজার (ন্যায় বিচারের)

রাজ্ঞো নিয়ামকত্বাদ্‌বিবদমানয়োঃ পুরুষয়োর্মধ্যে দুর্বলস্যাপি রাজসাহায্যবজ্জয়হেতুত্বাচ্চ ধর্ম্মঃ পুরুষার্থঃ। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সৃষ্টিপ্রকরণে সমামনন্তি। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্‌ধর্ম্মাৎপরং নাস্ত্যথোঽবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে। ধর্ম্মেণ যথৈব রাজ্ঞৈবমিতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তরতি শোকমাত্ম-বিদিত্যাদিশ্রুতিষু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ পুরুষার্থঃ প্রসিদ্ধঃ। তদুভয়জ্ঞানার্থী বেদেঽধিকারী। স চ ত্রৈবর্ণিকঃ পুরুষঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্ত সত্যামপি জ্ঞানাপেক্ষায়ামুপনয়নাভাবেনাধ্যয়নরাহিত্যাদ্ বেদেঽধিকারঃ প্রতিবিদ্ধঃ। ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানং তু পুরাণাদিমুখেনোৎপাদ্যতে। তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকপুরুষাণাং বেদমুখেনার্থজ্ঞানেঽধিকারঃ। সম্বন্ধস্তু বেদস্য ধর্ম্মব্রহ্মভ্যাং সহ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ। তদীয়জ্ঞানেন সহ জন্যজনকভাবঃ। ত্রৈবর্ণিকপুরুষৈঃ সহোপকার্য্যোপকারকভাবঃ। তদেবং বিষয়াদ্যনুবন্ধচতুষ্টয়মবগত্য সমাহিতধিয়ঃ শ্রোতারো বেদব্যাখ্যানে প্রবর্ত্তন্তাং।

---

সাহায্যে যেমন বলবান্‌কে (অধর্ম্মকে) পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ জয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্মই পুরুষার্থ। ধর্ম্ম-সংসৃষ্ট না হইলে পুরুষার্থ, প্রকৃত পুরুষার্থপদবাচ্য হইতে পারে না। সৃষ্টি প্রকরণে বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণও বলিয়া থাকেন—শ্রেয়ঃস্বরূপ সেই ধর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষাত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ কিছুই নাই। যেমন রাজার সাহায্য-বলে দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবান্‌কে পরাজয় করিতে পারে, সেইরূপ ধর্ম্মবলেও দুর্ব্বল ব্যক্তি সবলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। "ব্রহ্মজ্ঞ পরম পদ প্রাপ্ত হন," "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান," "যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" এই সকল শ্রুতি-বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-সমন্বিত হইলেই পুরুষার্থ সমাদৃত হয়,—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্য-সমূহে তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। সেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই বেদে অধিকারী। ত্রৈবর্ণিক পুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতিত্রয়ই বেদের সেই অধিকারী। যাহাদের উপনয়ন নাই, বেদাধ্যয়ন তাহাদের নিষিদ্ধ। উপনয়ন না হইলে, বেদাধ্যয়ন হয় না। সেইজন্য স্ত্রী ও শূদ্রগণের বেদে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রৈবর্ণিক পুরুষের বেদে অধিকার থাকিলেও, তাঁহাদের স্ত্রীজাতিগণের এবং শূদ্রগণের বেদে অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি বেদজ্ঞানার্থী হন, তাহা হইলেও তাঁহারা সে অধিকার প্রাপ্ত হন না কেন? উপনয়নাভাবই তাহার একমাত্র কারণ। স্ত্রী জাতির এবং শূদ্রগণের উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা বেদপাঠে অনধিকারী। তবে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্ত্রী ও শূদ্রগণ ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষগণেরই বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থজ্ঞান লাভের অধিকার আছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের সহিত বেদের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ; আর সেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সহিত বেদের জন্যজনকভাব সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষের সহিত বেদের উপকার্য্য-উপকারক ভাব সম্বন্ধ। সুতরাং, অধিকারি-বিষয়-সম্বন্ধ প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধ চতুষ্টয় অবগত হইয়া, সমাহিতবুদ্ধি শ্রোতৃগণ বেদ-ব্যাখ্যা করিবেন।

অতিগম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং শিক্ষাদীনি ষড়ঙ্গানি প্রবৃত্তানি। অতএব তেষামপরবিদ্যারূপত্বং মুণ্ডকোপনিষদ্যাথর্ব্বণিকা আমনন্তি। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তঞ্ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যত ইতি। সাধনভূতধর্ম্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গসহিতানাং কর্ম্মকাণ্ডানামপরবিদ্যাত্বং। পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মজ্ঞানহেতুত্বাদুপনিষদাং পরবিদ্যাত্বং।

বর্ণস্বরাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্রোপদিশ্যতে সা শিক্ষা। তথাচ তৈত্তিরীয়া উপনিষদারম্ভে সমামনন্তি। শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরো মাত্রা বলং সাম সন্তান ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায় ইতি। বর্ণোঽকারাদিঃ। স চাঙ্গভূতশিক্ষাগ্রন্থে স্পষ্টমুদীরিতঃ। ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্ব্বা বর্ণাঃ সম্ভবতো মতাঃ। প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবেত্যাদিনা। স্বর উদাত্তাদিঃ। সোঽপি তত্রোক্তঃ। উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয় ইতি। মাত্রা হ্রস্বাদিঃ। সাপি তত্রোক্তা হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচীতি। বলং স্থানপ্রযত্নৌ। তত্রাষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামিত্যাদিনা স্থানমুক্তং। অচোঽস্পৃষ্টা যণস্ত্বীষদিত্যাদিনা প্রযত্ন উক্তঃ।

---

অতীব দুরূহ বেদের অর্থবোধের জন্য, শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব শিক্ষাদি অপরাবিদ্যা-পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মুণ্ডকোপনিষদে অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য পাঠ করিয়া থাকেন। সেই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, পরা ও অপরা ভেদে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিদ্যার দুইটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদাথিগণের ঐ উভয়বিধ বিদ্যায়ই অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। যথা,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরাবিদ্যা; আর যদ্দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা। সাধনভূত ধর্ম্মজ্ঞানের হেতু বলিয়া ষড়ঙ্গসহিত কর্ম্মকাণ্ড অপরাবিদ্যা; আর পরমপুরুষার্থসাধন স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বলিয়া উপনিষদাবলী পরাবিদ্যা নামে অভিহিত।

যাহাতে বর্ণের ও স্বরাদির উচ্চারণ-প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে,—তাহাকে শিক্ষা বলে। উপনিষদের প্রারম্ভে তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলিয়াছেন,—শিক্ষার ব্যাখ্যা করিব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান ও সন্ধি যাহাতে আছে, তাহাকেই শিক্ষাধ্যায় বলা যায়। অকারাদিকে বর্ণ কহে। বেদাঙ্গস্বরূপ শিক্ষাগ্রন্থে সেই বর্ণ সুস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।-সেই অকারাদি বর্ণ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় সম্ভবতঃ ৬৩টি কিম্বা ৬৪টি—এই কথা স্বয়ম্ভু স্বয়ংই বলিয়াছেন। উদাত্তাদিকে স্বর কহে। তাহাও ঐ শিক্ষাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে স্বর ত্রিবিধ। হ্রস্বাদিকে মাত্রা কহে। তাহাও শিক্ষাগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অচ্‌ পরে থাকিলে, কাল অনুসারে মাত্রা—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত হয়। স্থান ও প্রযত্নকে বল কহে। বর্ণ-সমূহের আটটি স্থান আছে। ইহা দ্বারা স্থান উক্ত হইল। অচ্‌ অর্থাৎ স্বরবর্ণসমূহ অস্পৃষ্ট এবং যণ্‌ (য ব র ল) ঈষৎস্পৃষ্ট ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বর্ণসমূহের উচ্চারণের প্রযত্ন উক্ত হইয়াছে। "সাম" শব্দ দ্বারা শিক্ষার সাম্য কথিত

সামশব্দেন সাম্যমুক্তং। অতিক্রুতাতিবিলম্বীতগীত্যাদিদোষরাহিত্যেন মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তং স্বেনোচ্চারণং সাম্যং। গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পীত্যাদিনোপাংশুদষ্টং ত্বরিতমিত্যাদিনা চ দোষা উক্তাঃ। মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিরিত্যাদিনা গুণা উক্তাঃ। সন্তানঃ সংহিতা। বায়বায়াহীত্যত্রা-বাদেশঃ। ইন্দ্রাগ্নীআগতমিত্যত্র প্রকৃতিভাবঃ। এতচ্চ ব্যাকরণে অভিহিতত্বাচ্ছিক্ষায়ামু-পেক্ষিতং। শিক্ষ্যমাণবর্ণাদিবৈকল্যে বাধস্তত্রোদাহৃতঃ। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাদিতি। ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেত্যস্মিন্ মন্ত্র ইন্দ্রস্য শত্রুর্ঘাতক ইত্যস্মিন্ বিবক্ষিতেঽর্থে তৎপুরুষসমাসঃ সমাসস্যেতি সূত্রেণ তৎপুরুষত্বাদন্তোদাত্তেন ভবিতব্যং। আদ্যুদাত্তস্তু প্রযুক্তঃ। তথা সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাদিন্দ্রো ঘাতকো যস্যেত্যর্থঃ সম্পন্নঃ। তস্মাৎ স্বরবর্ণাদ্য-পরাধপরিহারায় শিক্ষাগ্রন্থোঽপেক্ষিতঃ॥

কল্পস্ত্বাশ্বলায়নাপস্তম্ববৌধায়নাদিসূত্রং। কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ।

---

হইয়াছে। অতিক্রুত, অতিবিলম্বিত গীতিদোষরহিত অথচ মাধুর্য্যাদি গুণযুক্ত উচ্চারণকে সাম্য কহে। গানস্বরে পাঠ, শীঘ্রপাঠ, শিরঃকম্পন পূর্ব্বক পাঠ, অন্যের শ্রুতিগোচর না হয় এরূপভাবে নিঃশব্দে পাঠ, পাঠকালে ওষ্ঠদংশন এবং ত্বরিতভাবে পাঠ—এই গুলি পাঠের দোষ। এবংবিধ দোষ-রাহিত্য, মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তত্ব এবং উচ্চারণসাম্যত্ব—পাঠের গুণ-মধ্যে পরিগণিত। ঐরূপ দোষরহিত পাঠকে সাম্য বলা যায়। সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা (সন্ধি)। যেমন "বায়বায়াহি"। এস্থলে "ও" স্থানে 'অব্' আদেশ হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী আগতং"। এস্থলে ঈকার দ্বিবচননিষ্পন্ন বলিয়া সন্ধি হইল না,—প্রকৃতি-ভাবই রক্ষিত হইল। এ কথা ব্যাকরণে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া, শিক্ষায় (শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে) তত বাহুল্যভাবে বিবৃত হয় নাই। শিক্ষার যোগ্য বর্ণসমূহ বিকল হইলে তাহাতে যে দোষ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে উক্ত হইয়াছে; যথা,—উচ্চারণকালে মন্ত্র যদি স্বরহীন বা বর্ণহীন হইয়া অপ্রকৃত-ভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত অর্থবোধ করাইতে পারে না। যেমন "ইন্দ্রশত্রুঃ" বাক্যের স্বর বিকৃত হইলে উহার প্রকৃত অর্থ যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ স্বর ও বর্ণ হীন মন্ত্রবাক্যও বজ্রতুল্য হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে। এই অর্থ আরও বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" মন্ত্রে, ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ ঘাতক—এই অর্থে যদি তৎপুরুষ সমাস করা যায়; তাহা হইলে (তৎপুরুষসমাস হইয়াছে বলিয়া) "সমাসস্য" সূত্র দ্বারা উহার অন্ত্য-স্বর উদাত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু উহা আদ্যুদাত্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু "ইন্দ্র হইয়াছেন শত্রু অর্থাৎ ঘাতক যার"—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হইল। ফলে, 'শত্রু ইন্দ্রকে বিনাশ কর'—এইরূপ অর্থ না হইয়া, 'ইন্দ্র, শত্রুগণকে বিনাশ কর'—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইল। এইজন্য স্বর ও বর্ণাদি সম্বন্ধীয় দোষপরিহারার্থ শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ গ্রন্থ অপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব শিক্ষাগ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়নাদি সূত্র-সমন্বিত গ্রন্থই কল্প অর্থাৎ কল্প-নামক বেদাঙ্গ। কল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয় যাগযজ্ঞের প্রয়োগ ইহাতে, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "কল্প" শব্দ নিষ্পন্ন

ন্বাশ্বলায়নঃ কিং মন্ত্রকাণ্ডমনুসৃত্য প্রবৃত্তঃ কিং বা ব্রাহ্মণমনুসৃত্য। নাদ্যঃ। দর্শপূর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যেবং তেনোপক্রান্তত্বাৎ ন হ্যগ্নিমীলে ইত্যাদয়ো মন্ত্রা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ ক্বচিদ্‌বিনিযুক্তাঃ। ন দ্বিতীয়ঃ আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং পুরোডাশং নির্বপন্তি দীক্ষণীয়ায়ামিত্যেবং দীক্ষণীয়েষ্টের্ব্রাহ্মণে প্রক্রান্তত্বাৎ। অত্রোচ্যতে মন্ত্রকাণ্ডো ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমেণ প্রবৃত্তো ন তু যাগানুষ্ঠানক্রমেণ। ব্রহ্মযজ্ঞশ্চৈবং বিহিতঃ। যৎস্বাধ্যায়মধীয়ীতৈকামপ্যৃচং যজুঃ সাম বা তদ্‌ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। সোঽয়ং ব্রহ্মযজ্ঞজপোঽগ্নিমীলে ইত্যাম্নায়ক্রমেণৈবানুষ্ঠেয়ঃ। তথা সর্ব্বা ঋচঃ সর্ব্বাণি যজূংষি সর্ব্বাণি সামানি বাচ স্তোমে পারিপ্লবং শংসতীতি বিধীয়ন্তে। তথাশ্বিনে সম্পংস্যমানে সূর্য্যো নোদিয়াদপি সর্ব্বা দাশতয়ীরনুব্রূয়াদিতি বিধীয়তে তথাতিরিচ্যতে ইব বা এষপ্রেবরিচ্যতে। যো যাজয়তি যো বা প্রতিগৃহ্লাতি যাজয়িত্বা প্রতিগৃহ্য বানশ্নন্ ত্রিঃ স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ীতেতি প্রায়শ্চিত্তরূপং বেদপারায়ণং বিহিতং। ইত্যাদিষু কৃৎস্নমন্ত্রকাণ্ডবিনিয়োগেষু সম্প্রদায়পারম্পর্য্যাগত এব ক্রম আদরণীয়ঃ। বিশেষবিনিয়োগস্তু মন্ত্রবিশেষাণাং শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি প্রমাণান্যুপজীব্যাশ্বলায়নো দর্শয়তি। অতো মন্ত্রকাণ্ডক্রমঃ-

---

হইয়াছে। মহর্ষি আশ্বলায়ন, মন্ত্রকাণ্ড অনুসারে কল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?—না, ব্রাহ্মণানুসারে কল্প-রচনায় উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন; এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—মন্ত্রকাণ্ড অনুসারে তিনি কল্পরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। "দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞের প্রথমেই ব্যাখ্যা করিব"—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তিনি কল্পসূত্র আরম্ভ করিয়াছেন। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ হইতে পারে না। বেদের ব্রাহ্মণভাগ অনুসারেও কল্প রচিত হয় নাই। কেন না, "দীক্ষণীয় যজ্ঞে অগ্নি ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় একাদশ কপাল চরু নির্ব্বপণ অর্থাৎ দান করিবে," ইহা ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত হইয়াছে। দীক্ষণীয়া দ্বারাই উহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে। এস্থলে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমে মন্ত্রকাণ্ড প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানক্রমে উহা প্রবৃত্ত হয় নাই। ব্রহ্মযজ্ঞের বিধান এইরূপভাবে উক্ত হইয়াছে,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের মধ্যে যেটী পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাপ্রাপ্ত স্বকীয় বেদ, সেইটী অধ্যয়ন করার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত যে কোনও একটী ঋক্ অধ্যয়ন করিলেই ব্রহ্মযজ্ঞ করা হয়। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করিয়া, ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকলের একীকরণ বা সমবায় প্রশংসনীয় বলিয়া, বাচস্তোম যজ্ঞে সকল ঋক্ মন্ত্রের, সমস্ত যজুর্ম্মন্ত্রের এবং সমস্ত সামমন্ত্রের বিধান করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ 'আশ্বিন' সম্পন্ন হইলেও যদি সূর্য্যোদয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত 'দাশতয়ী' মন্ত্র পাঠ করিবার বিধান আছে। "তথা রিচ্যত ইব বা এষ প্রেবরিচ্যতে" যাজন এবং প্রতিগ্রহ করিয়া অভুক্তাবস্থায় স্বাধ্যায় বেদ বারত্রয় অধ্যয়ন করিবে, প্রায়শ্চিত্তরূপ বেদপারায়ণের ইহাই বিধান। এবম্প্রকারে সমস্ত মন্ত্রকাণ্ডের বিনিয়োগ হইলে, গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত ক্রমই আদরণীয় হয়। মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োগ স্থলে, মহর্ষি আশ্বলায়ন মন্ত্র-সমূহের শ্রুতিসিদ্ধ ও ব্যাকরণানুমোদিত প্রমাণ-পরম্পরা অনুসারেই তাহাদের বিশেষ বিনিয়োগ

ভাবেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ইষে ত্বেত্যাদিমন্ত্রাস্ত ক্রত্বনুষ্ঠানক্রমেণৈবাম্নাতা ইত্যাপস্তম্বাদয়স্তেনৈব ক্রমেণ সূত্রনির্ম্মাণে প্রবৃত্তাঃ। আম্নাতত্বাদেব জপাদিষ্বপি স এব ক্রমঃ। যদ্যপি ব্রাহ্মণে দীক্ষণীয়েষ্টিরুপক্রান্তা। তথাপি তস্যা ইষ্টের্দর্শপূর্ণমাসবিকৃতিত্বেন তদপেক্ষত্বাদাশ্বলায়নস্যাদৌ তদ্ব্যাখ্যানং যুক্তং। অতঃ কল্পসূত্রং মন্ত্রবিনিয়োগেন ক্রত্বনুষ্ঠানমুপদিশ্যোপকরোতি। তর্হি প্র বো বাজা ইত্যাদীনাং সামিধেনীনামৃচামেব বিনিয়োগমাশ্বলায়নো ব্রবীতু। নমঃ প্রবক্ত্র ইত্যাদয়স্ত্বনাম্নাতাঃ। কুতো বিনিযুজ্যন্ত ইতি চেৎ। নায়ং দোষঃ। শাখান্তরসমাম্নাতানাং ব্রাহ্মণান্তরসিদ্ধস্য বিনিয়োগস্য গুণোপসংহারন্যায়েনাত্র বক্তব্যত্বাৎ। সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম্মেতি ন্যায়বিদঃ। তস্মাচ্ছিক্ষেব কল্পোঽপ্যপেক্ষিতঃ।

ব্যাকরণমপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যুপদেশেন পদস্বরূপতদর্থনিশ্চয়ায়োপযুজ্যতে। তথা চৈন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি। সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত ইতি। অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদিবাক্ পূর্ব্বস্মিন্ কালে পরাচী সমুদ্রাদি-

---

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, মন্ত্রকাণ্ডের ক্রমাভাব থাকিলেও তাহাতে কোনও বিরোধ বা দোষ পরিকল্পিত হইতে পারে না। যজ্ঞের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রম ক্রমেই "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। আপস্তম্বাদি মুনিগণ সেই ক্রম অবলম্বন করিয়াই সূত্র নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব জপাদির অনুষ্ঠানেও সেই ক্রম অবলম্বন করা বিধেয়। যদিও ব্রাহ্মণের প্রথমেই দীক্ষণীয়া ইষ্টির আরম্ভ আছে; কিন্তু তাহা হইলেও সেই ইষ্টি (যাগ) দর্শপূর্ণমাস যাগের বিকৃতি মাত্র। সেই জন্য উহাকে দর্শ ও পূর্ণমাস যজ্ঞের অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং প্রথমেই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি আশ্বলায়ন যথার্থ কার্য্যই করিয়াছেন। অতএব মন্ত্রবিনিয়োগ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদানে কল্পসূত্র উপকার করিয়া থাকে; তাহা হইলে "প্র বো বাজা" ইত্যাদি সামিধেনী ঋক্গুলি আম্নাত (পঠিত) হইয়াছে বলিয়া, আশ্বলায়ন ঋষি উহাদের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু "নমঃ প্রবক্ত্রঃ" প্রভৃতি ঋক্গুলি তো আর পঠিত হয় নাই? তবে তাহাদের বিনিয়োগ তিনি কিরূপে সিদ্ধ করেন? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উত্তরে বলা যায়,—তাহাতে কোনও দোষ নাই। কারণ, অন্য শাখায় যে সকল ঋক্ সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে এবং অন্য ব্রাহ্মণে যে ঋক্গুলির বিনিয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, গুণোপসংহার ন্যায় দ্বারা, সেই ঋক্গুলি এখানে বলিতে পারা যায়। এক শাখায় কোনও কর্ম্মের গুণ উপদিষ্ট হইয়া অন্য শাখায় তাহার সমাপ্তি হইলে, তাহাকেই "গুণোপসংহার ন্যায়" বলে। ন্যায়বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, সকল শাখাতেই এক কর্ম্মেরই প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষার (বেদাঙ্গের) ন্যায় কল্প-সূত্রেও অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

বেদের অন্যতম অঙ্গ ব্যাকরণ—প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা পদের স্বরূপ নির্দ্ধারণে এবং পদার্থ-নির্ণয়ে বিশেষ উপযোগী। ঐন্দ্রবায়বগ্রহ-ব্রাহ্মণেও, "বাগ্বৈ" ইত্যাদি ঋক্ পঠিত

ধ্বনিবদেকাত্মিকা সতী। অব্যাকৃতা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ পদং বাক্যমিত্যাদিবিভাগকারিগ্রন্থ-রহিতাসীৎ। তদানীং দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্দ্রঃ একস্মিন্নেব পাত্রে বায়োঃ স্বস্য চ সোমরসস্য গ্রহণ-রূপেণ বরেণ তুষ্টস্তামখণ্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিভাগং সর্ব্বত্রাকরোৎ॥ তস্মাদিয়ং বাগিদানীমপি পাণিন্যাদিমহর্ষিভির্ব্যাকৃতা সর্ব্বৈঃ পঠ্যত ইত্যর্থঃ। তস্যৈতস্য ব্যাকরণস্য প্রয়োজনবিশেষো বররুচিনা বার্ত্তিকে দর্শিতঃ। রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজন-মিতি। এতানি রক্ষাদিপ্রয়োজনানি প্রয়োজনান্তরাণি চ মহাভাষ্যে পতঞ্জলিনা স্পষ্টীকৃতানি রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণং। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞোহি সম্যগ্বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি বেদার্থঞ্চাধ্যবস্যতি॥ উহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ন সর্ব্বাভির্বিভক্তিভির্ব্বেদমন্ত্রা নিগদিতাঃ। তে চাবশ্যং যজ্ঞাঙ্গত্বেন যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি বিপরিণম-য়িতুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ আগমঃ খল্বপিব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো-বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানং চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণং। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ

---

হইয়াছে। তাহার বিশদার্থ প্রকাশিত হইতেছে,—পুরাকালে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" প্রভৃতি বাক্য, সমুদ্রধ্বনি-জ্ঞাপক শব্দের ন্যায়, এ আত্মক ছিল। প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ ও বাক্যাদি বিভাগকারী কোনও গ্রন্থেই উহার সন্নিবেশ ছিল না। সেই সময়ে, দেবগণ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে,—আপনি প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ করিয়া বেদ-বাক্যের ব্যাখ্যা করুন।' দেবগণ কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে, ইন্দ্রদেব তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন,—যেন বায়ুর এবং তাঁহার নিজের জন্য একই পাত্রে সোমরস গ্রহণ করা হয়। দেবগণ তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রদেব সেই অখণ্ড বেদবাক্যকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং সর্ব্বত্র প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ করিয়া দেন। ইদানীং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সহযোগে পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই বেদবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া, সকলেই উহা পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপন বার্ত্তিক গ্রন্থে বররুচি এই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাকরণে রক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহের বিশেষ প্রয়োজন। এই রক্ষাদি প্রয়োজন-সমূহের ও অন্যান্য প্রয়োজনের কথা মহাভাষ্য গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ-সমূহের রক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা লোপ, আগম ও বর্ণের বিকার অবগত আছেন, তাঁহারাই বেদ-সমূহকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতে সমর্থ হন; আর তাঁহারাই বেদার্থ অবগত হইতে পারেন। ইহাই ব্যাকরণের রক্ষা নামক প্রয়োজন। অতঃপর উহ প্রয়োজনের বিষয় কথিত হইতেছে। সকল লিঙ্গ ও সকল বিভক্তি দ্বারা বেদমন্ত্র-সমূহ কথিত হয় নাই। সুতরাং যজ্ঞাঙ্গরূপে যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ লিঙ্গ ও বিভক্তির বিপরিণাম অর্থাৎ ব্যত্যয় করিতে হইবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ না হইলে, মন্ত্রের বিপরিণামে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্যই ব্যাকরণ-পাঠ একান্ত আবশ্যক। "ব্রাহ্মণ, নিয়াম ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবে," এবম্বিধ বিধিবিষয়ক শাস্ত্রের নাম—আগম। বেদের ছয়টি

ফলবান্ ভবতি॥ লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণং। বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। বৃহস্পতিশ্চ বক্তা। ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা। দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালঃ॥ অন্তং চ ন জগাম। অদ্য তু পুনর্যদি পরমায়ুর্ভবতি স বর্ষশতং জীবতি। তত্র কুতঃ প্রতিপদপাঠেন সকলপদাবগমঃ। কুতস্তরাং প্রয়োগেণ॥ অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণং। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেতেতি। তত্র ন জ্ঞায়তে কিং স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সা স্থূলপৃষতী। কিংবা স্থূলা চাসৌ পৃষতী স্থূলপৃষতীতি। তান্নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি সমাসান্তোদাত্তত্বং তদা কর্ম্মধারয়ঃ। অথ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ততো বহুব্রীহিরিতি॥ ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানীতি তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতং যস্তু প্রযুঙ্ক্তে। অবিদ্বাংসঃ বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যো বা ইমাং। চত্বারি। উত ত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীং। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অসি বরুণেতি। তেঽসুরাঃ। তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি

---

অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান অঙ্গ। প্রধান অঙ্গে যত্ন করিলে ফল হইয়া থাকে। লঘু অর্থাৎ অনায়াসে অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারা যায় বলিয়া, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রতিপাদোক্ত শব্দের শব্দপারায়ণ (অর্থাৎ প্রত্যেক পদে যত শব্দার্থ থাকিতে পারে, তাহা) বলিয়াছিলেন। বৃহস্পতি বক্তা। ইন্দ্র অধ্যয়নকারী। অধ্যয়নকালের পরিমাণ—দিব্য সহস্র বৎসর। বৃহস্পতির ন্যায় গুরুর নিকট এত দীর্ঘকাল শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াও ইন্দ্র, শব্দপারায়ণে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। অধুনা দীর্ঘ-পরমায়ু-বিশিষ্ট ব্যক্তির আয়ুঃ-পরিমাণ এক শত বৎসরের অধিক হইতে দেখা যায় না। সে ক্ষেত্রে, দিব্য সহস্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও যে ইন্দ্রদেব শব্দার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন নাই; এই শত বৎসরের মধ্যে শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া মানুষের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং, সাধারণ মানুষ, শত বর্ষ মাত্র পরমায়ু লাভ করিয়া, প্রতিপদ-পাঠের দ্বারা সকল পদের অর্থবোধ কিরূপে করিবে?—কিরূপে সেই সমস্ত পদের প্রয়োগই বা করিতে সমর্থ হইবে? ইহাই ব্যাকরণের "লঘু" প্রয়োজন। সন্দেহ নিরাকরণের জন্যও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাজ্ঞিকগণ "স্থূলপৃষতী" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। স্থূলপৃষতী (স্থূল শ্বেতবিন্দু-চিহ্ন বিশিষ্টা) অগ্নি ও বরুণ দেবতা সম্বন্ধীয় গাভী আলম্ভন করিবে,—ইহাই ঐ মন্ত্রের অর্থ। এস্থলে স্থূল হইয়াছে পৃষৎ যাহার (যে গাভীর), এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা "স্থূলপৃষতী" শব্দ সিদ্ধ হইবে?—না, স্থূলা এমন পৃষতী—এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে? ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে তাহা বুঝা যায় না। সমাসান্ত স্বর উদাত্ত হইলে, কর্ম্মধারয় এবং প্রকৃতিস্বর পূর্ব্বপদে থাকিলে বহুব্রীহি সমাস হইবে। এই সকল বাক্যে পুনরায় শব্দানুশাসনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা শব্দানুশাসনের প্রয়োজন বিবৃত হইতেছে। "তেঽসুরাঃ" অর্থাৎ সেই অসুরগণ "হেলয়ো

কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছা হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং। দুষ্টঃ শব্দঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতোবর্ণতোবা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাদিতি। দুষ্টাংশ্চব্দান্ মা প্রযুঙ্ক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ যদধীতং। যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ। অবিজ্ঞাতমনর্থকমাধ্যগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্‌ব্যবহারকালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ। কঃ। বাগ্‌যোগবিদেব যো হি শব্দান্ জানাতি॥ অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব শব্দজ্ঞানে চ ধর্ম্মঃ এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। যথা

---

হেলয়ঃ" এইরূপ নিকৃষ্ট ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছভাষা এবং নিকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিবে না। ম্লেচ্ছভাষা এবং অপকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। এইজন্যও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "দুষ্টশব্দঃ" অর্থাৎ স্বরদুষ্ট ও বর্ণদুষ্ট হইয়া শব্দ যদি যথানিয়মে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সে শব্দ তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু তাহাতে তাহার বিপরীত অর্থই প্রকাশ পায়। স্বর-বর্ণ-দুষ্ট-শব্দ-সমন্বিত বাক্য বজ্রতুল্য হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। স্বরদোষ হেতু 'ইন্দ্রশত্রুঃ' এই শব্দ প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই। (বৈদিক কর্ম্ম যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকালে যে সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সেই সকল মন্ত্র, যথাবিধি সর্ব্বদোষপরিশূন্যরূপে উচ্চারিত না হইলে, প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু অনেক স্থলে তাহার বিরুদ্ধ বিপরীত অর্থই সূচিত হইয়া থাকে। বিপরীত অর্থ সূচিত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানে দোষ জন্মে। তাহাতে যজমানের অনিষ্ট ঘটে।) ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা থাকিলে দুষ্ট শব্দ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। দুষ্ট শব্দের প্রয়োগ নিবারণ জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। অর্থ না বুঝিয়া 'কেবলমাত্র অধ্যয়ন' করা, আর বৃথা শব্দ করা—উভয়ই সমান। তাহাতে কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কেন-না, যে স্থলে অগ্নি নাই, সে স্থলে শুষ্ক কাষ্ঠ-খণ্ড কখনই প্রজ্বলিত হয় না। অর্থ অবগত না হইয়া অধ্যয়ন করিলে সে অধ্যয়নও সেইরূপ নিরর্থক হয়। সুতরাং, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে," অর্থাৎ যে সুনিপুণ ব্যক্তি যথাসময়ে যথাযথরূপে শব্দ-সমূহের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি পরলোকে জয়যুক্ত হন। যিনি বাগ্‌যোগ অবগত আছেন, তাঁহার নিকট অপকৃষ্ট শব্দ নিশ্চয়ই দোষাবহ। সেই বাক্‌যোগবিৎ কে? যিনি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয়বিধ শব্দই অবগত আছেন, এবং যিনি শব্দ ও তাহার প্রয়োগ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই সেই বাগ্‌যোগবিৎ। উৎকৃষ্ট শব্দ জানিলে যেমন ধর্ম্মলাভ হয়, অপকৃষ্ট শব্দ জানিলে সেইরূপ অধর্ম্ম প্রাপ্তি ঘটে। অথবা, অপকৃষ্ট শব্দ জানিলে অধিক পরিমাণে অধর্ম্মই হইয়া থাকে। (এ সংসারে) সাধুবাক্যের পরিমাণ অতি অল্প। কিন্তু অসাধু-বাক্যের পরিমাণ অনেক অধিক। এক একটী শব্দের আবার বহু অপভ্রংশ

গৌরিত্যেতস্য শব্দস্য গাবীগোণীগোপোতলিকেত্যেবমাদয়ঃ। অথ যোহবাগ্‌যোগবিদজ্ঞানং তস্য শরণং। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তমজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যো হ্যজানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোহপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি কঃ। অবাগ্‌যোগবিদেব। অথ যঃ বাগ্‌যোগবিজ্‌জ্ঞানং তস্য শরণং॥ অবিদ্বাংসঃ। অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেদিতি। স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কর্ত্তব্যা ইতি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ যো বা ইমাং। যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোহক্ষরশোবর্ণশোবা বাচং বিদধাতি। স আর্ত্বিজীনো ভবতি। আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ চত্বারি। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ॥ চত্বারি শৃঙ্গা। চত্বারি পদজাতানি। নামাখ্যাতোপসর্গ-নিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃ কালাঃ। দ্বে শীর্ষে। সুপস্তিঙশ্চ। সপ্তহস্তাসো

---

আছে; যেমন—গাবী, গোণী এবং গোপোতলিকা। এই সকল শব্দ গো শব্দের অপভ্রংশ। যে ব্যক্তি বাগ্‌যোগজ্ঞ নহে, অজ্ঞানই তাহার শরণ বা আশ্রয়। এইরূপ বাক্যোপক্রমে বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে। কেন-না, অত্যন্তজ্ঞান কোনও ব্যক্তির শরণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা-বশতঃ ব্রহ্মহত্যা বা সুরাপান করে, তাহাকেও পতিত বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে এইরূপ (পতিত) হয় কে? অবাগ্‌যোগবিদ্ই এই দোষে দোষী হইয়া থাকে। অতএব যে বাগ্‌যোগবিৎ, জ্ঞানই তাহার শরণ বা আশ্রয়। "অবিদ্বাংসঃ" অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ, নামকথনে তাহার প্লুতস্বর অবগত নহে। তাহাদের মধ্যে একজন বিপ্র অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকিলেও, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কথা বলিতে পারেন যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে আমি একজন পুরুষ আছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্লুতাদি স্বরবিশিষ্ট বেদার্থ যাহারা অবগত নহে, তাহারা স্ত্রীলোকবৎ; পরন্তু তাহারা পুরুষপদবাচ্য নহে। সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে স্ত্রীলোকের ন্যায় মূর্খভাবে অবস্থান করিতে হয়। এ কারণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি" অর্থাৎ প্রযাজ-সমূহ বিভক্তি-সংযুক্ত করিবে,—এই কথা যাজ্ঞিকগণ বলিয়া থাকেন। ব্যাকরণ ব্যতীত প্রযাজ-সকলকে বিভক্তি-বিশিষ্ট করিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। "যো বা ইমাং" অর্থাৎ যিনি বাক্যসমূহের প্রত্যেকটীর স্বর, বর্ণ ও অক্ষর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ, তিনিই আর্ত্বিজীন অর্থাৎ ঋত্বিক্ কর্ম্মের যোগ্য। ঋত্বিক্ কর্ম্মে অধিকারী হইতে হইলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ ও সপ্তহস্তবিশিষ্ট, ত্রিধাবদ্ধ, অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ রবকারী, বৃষভ, মহোদেব মর্ত্ত্যলোকে আবিষ্ট হইলেন। ইহার মর্ম্মার্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত রূপ পদ-চতুষ্টয়ই তাহার চারি শৃঙ্গ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে; বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ই তাঁহার তিনটি পদ; সুপ্ এবং তিঙ্ই তাঁহার দুইটি শীর্ষতুল্য।

অস্য সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধা বদ্ধঃ। ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধঃ। উরসি কণ্ঠে শিরসি। বৃষভো বর্ষণাৎকামানাং। রোরবীতি। রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ। মহতা দেবেন নস্তাদাত্ম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ অথবা চত্বারি। চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। যে মনীষিণো মনস ঈষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি। ন চেষ্টন্তে ন নিমিষন্তি। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং হ বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে॥ উত ত্বঃ। উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনাং। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধং। ত্বস্মৈ অন্যস্মৈ তন্বং বিসস্রে। তনুং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্ বাগ্‌বিদে স্বামাত্মানং বিবৃণুতে। বাগ্ নো বিবৃণুয়াদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ সক্তুমিব। তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত। অত্রাসখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি। সক্তুঃ সচতের্দ্ধাবো ভবতি। কসতের্বা স্যাদ্বিপরীতস্য বিকসিতো ভবতি। তিতউ পারিপবনং ভবতি।

---

প্রথমাদি সপ্ত বিভক্তি তাঁহার সপ্ত হস্ত; এবং উরু কণ্ঠ ও মস্তক তিন স্থানে তিনি বদ্ধ। কামনা (মনোঽভীষ্ট) বর্ষণ করে বলিয়া ইহাকে বৃষভ বলা যায়। রোরবীতি অর্থাৎ শব্দকারী মহো অর্থাৎ তেজোবিশিষ্ট মহোদেব মর্ত্ত্যলোকে আবিষ্ট হইলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে মহোদেবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ ঘটে না। তাঁহার সহিত অভিন্ন হইতে হইলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। অথবা সেই মনীষি ব্রাহ্মণগণ বাক্‌পরিমিত যে পদ-চতুষ্টয় জ্ঞাত আছেন, তাহাই চতুঃশৃঙ্গস্বরূপ; অথবা চতুর্বাক্‌পরিমিত পদই চারিটী শৃঙ্গ নামে অভিহিত হয়। মনীষি ব্রাহ্মণগণ তাহা অবগত আছেন। গুহাত্রয়নিহিত ত্রিবিধ পদই তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মানবজাতির মধ্যে যে যে তুরীয় পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাই চতুর্থ প্রকারের বাক্য। কোনও ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়াও দেখে না এবং ইহার বিষয় শুনিয়াও শুনে না,—এই বাক্যার্দ্ধ দ্বারা তাহাকে অবিদ্বান্ অর্থাৎ মূর্খ বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট (অর্থাৎ যে ভাল করিয়া দেখে বা শুনে, তাহার নিকটই) বাক্য আত্ম প্রকাশ করে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—যেমন—পত্নী, পত্যুপভোগকামনায় উত্তম বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পতিসমীপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেইরূপ বেদবাক্যও বেদবাক্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে বেদবাক্য প্রকাশিত হয় না; সেই জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "সক্তুমিব" ইত্যাদির অর্থ বিবৃত হইতেছে। "সচতে" অর্থাৎ অতিকষ্টে পরিষ্কৃত হইয়া ধবলতা প্রাপ্ত হয় যে, এই অর্থে "সচ" ধাতু হইতে সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা বিকসিতার্থ "কস" ধাতুর বর্ণ-বিপর্য্যয় করিয়া, যাহা শ্বেতবর্ণে বিকসিত হয়, এই অর্থেও সক্তু শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। 'তিতউ' শব্দের অর্থ চালনী অর্থাৎ যাহা দ্বারা সূক্ষ্ম চূর্ণ চালিয়া লওয়া যায়। তিতউ দ্বারা সম্যক্‌ভাবে পবন (পবিত্রীকরণ অর্থাৎ পরিষ্করণ) হয়, এই অর্থে

ততবদ্বা তুন্নবদ্বা ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তো ধ্যানবন্তো মনসা প্রজ্ঞানেন বাচমক্রত। বাচমকৃষত॥ অত্রাসখ্যায়ঃ সখ্যানি জানতে। সযুজ্যানিজানতো কএষ দুর্গমো মার্গ একগম্যো বাগ্‌বিষয়ঃ। কে পুণস্তে বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ। ভদ্রৈষাংবাচিনিহিতাধি বাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি॥ সারস্বতীং। সারস্বতীং যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি। প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং। দশম্যাং পুত্রস্য। দশম্যাং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবাদ্যন্তরন্তস্থমভি-নিষ্ঠানান্তং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা। কৃতং নাম কুর্য্যাৎ। ন তদ্ধিতান্তমিতি। নচান্তরেণ

---

পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলেই সচ্‌ ধাতুর 'চ' স্থানে 'ক' করিয়া সক্‌ হইল। আবার তাহার সহিত "তিতউ" শব্দের ত্‌ এবং উ-কার যোগ করিয়া কিম্বা "কস্" ধাতুর বর্ণ বিপর্য্যয়-দ্বারা প্রাপ্ত "সক্"-এর সহিত "তিতউ" শব্দের ত্‌ এবং উকার যোগ করিয়া "সক্তু" শব্দ নিষ্পন্ন হইল। অথবা, পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্বয়ের সহিত বিস্তৃতার্থ 'তত' শব্দের "ত্‌"-কার যোগ করিয়া তাহার উত্তর অস্ত্যার্থে "উ"-কার করিয়া "সক্তু" শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্বয়ের ব্যথিতার্থ তুদ্‌ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন "তুন্ন" শব্দের "তু"-কার যোগ করিয়াও সক্তু শব্দে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ধীর অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্‌ বা ধ্যান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা বাক্য সম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বেদ যাহাদের সখা নয়, তাহাদের নিকট সখ্যত্ব প্রতিশ্রুত থাকে। স্থিরবুদ্ধি প্রজ্ঞাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ যে বাক্য পবিত্র জ্ঞানে উচ্চারণ করেন, সে স্থলে সেই বাক্যের সহিত তাঁহাদের সখ্যভাব সংস্থাপিত হয়। এই দুর্গম মার্গটি কি? একের বোধবিষয়ীভূত বাক্যবিষয়ই সেই দুর্গম মার্গ। তাঁহারা অর্থাৎ ধীর বা প্রজ্ঞাবান্‌ কে, ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—বৈয়াকরণগণ। সেই সখিত্ব কোথা হইতে আসে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তাঁহাদের (বৈয়াকরণগণের) বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মী-দেবী সন্নিহিতা থাকেন। "সারস্বতীং" অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ "সারস্বতীং" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ—যদি অপকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সারস্বতী ইষ্টি (যাগ) নির্ব্বাহ করা উচিত। অপকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহাতে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে না হয়, তজ্জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "দশম্যাং পুত্রস্য" অর্থাৎ জাতাহের দশম দিবসীয় রাত্রিতে পুত্রের নামকরণ করা বিধেয়। নামের আদ্যক্ষর ঘোষবৎ, মধ্যবর্ণ অন্তস্থ এবং অন্ত্যবর্ণ অভিনিষ্ঠান হইবে। সেই নাম দ্ব্যক্ষর বা চতুরক্ষর বিশিষ্ট এবং কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত হওয়া উচিত। কদাচ তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত নাম করিবে না। (পূর্ব্বে যে ঘোষবৎ প্রভৃতি তিনটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের অর্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে; যথা,—কলাপ-ব্যাকরণের মতে গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ, এই কয়টি বর্ণকে ঘোষবৎ বলে। কলাপের সূত্রও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—ঘোষবন্তোহন্যে। (কলাপ ১।১।১২।)। য র ল ব এই চারিটিকে অন্তস্থ বর্ণ বলে এবং অভিনিষ্ঠান শব্দের অর্থ বিসর্গ।) ব্যাকরণ ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় বা তদ্ধিত

র্ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং। সুদেবো অসি। সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব। সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ককুজ্জিহ্বা। সাস্মিন্ বিদ্যত ইতি কাকুদং তালুঃ॥ সূর্ম্মিঃ স্থূণা লোহপ্রতিমেতি। এবং সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাদি বার্ত্তিকোক্তান্যত্রাপি প্রয়োজনান্যনুসন্ধেয়ানি॥

অথ নিরুক্তপ্রয়োজনমুচ্যতে। অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তং। গৌঃগ্মাজ্মাক্ষ্মাক্ষা ক্ষমেত্যারভ্য বসবঃ বাজিনঃ দেবপত্ন্যো দেবপত্ন্য ইত্যন্তো যঃ পদানাং সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতস্তস্মিন্ গ্রন্থে পদার্থাববোধায় পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে। এতাবন্তি পৃথিবীনামান্যেতাবন্তি হিরণ্যনামানীত্যেবং তত্র তত্র বিস্পষ্টমভিহিতত্বাৎ। তদেতন্নিরুক্তং ত্রিকাণ্ডং। তচ্চানুক্রমণিকাভাষ্যে দর্শিতং॥ আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা। তৃতীয়ং দৈবতং চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা মতঃ॥ গৌরাদ্যপারপর্য্যন্তমাদ্যং নৈঘণ্টুকং মতং। জহাদ্যুল্বমৃবীসান্তং নৈগমং সংপ্রচক্ষতে॥ অগ্ন্যাদিদেবপত্ন্যন্তং দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে। অগ্ন্যাদিদেবী

---

প্রত্যয় জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "সুদেবোঽসি", অর্থাৎ, হে বরুণদেব! আপনি শ্রেষ্ঠ দেবতা। কারণ, অগ্নি হইতে ধূম-তরঙ্গরাজি যেমন সুন্দরভাবে উত্থিত হয়, অথবা যেমন লৌহস্তম্ভ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা হইতে সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত করা যায়, কিংবা যেমন সুষির হইতে সূর্ম্মা বা তরঙ্গ সঞ্জাত হয়; সেইরূপ আপনার কাকুদ হইতে সপ্তসিন্ধুরূপা সপ্তবিভক্তি অনুক্ষণ ক্ষরিত হইতেছে। ককুৎ শব্দের অর্থ—জিহ্বা। সেই জিহ্বা আছে যাহাতে, এই অর্থে কাকুদ্ শব্দে তালুকে বুঝায়। সূর্ম্মি শব্দে উর্ম্মিমালা বা তরঙ্গ বুঝায়; আর স্থূণা অর্থে লৌহনির্ম্মিত সুষিরময় স্তম্ভ। এইরূপ অবস্থায়, "শব্দার্থ সম্বন্ধ" ইত্যাদি যে বার্ত্তিকোক্ত প্রয়োজন উল্লিখিত আছে, সেগুলি এস্থলে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিরুক্ত-প্রয়োজন কথিত হইতেছে। যে শাস্ত্রে অর্থবোধের নিরপেক্ষ পদসমূহ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে নিরুক্ত শাস্ত্র বলে। নিরুক্ত-গ্রন্থে গোঃ, গ্মা, জ্মা, ক্ষ্মা, ক্ষা এবং ক্ষমা হইতে আরম্ভ করিয়া বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ন্যো এবং দেবপত্ন্য পর্য্যন্ত সকল পদের পাঠ উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে পদার্থ-বোধের জন্য অপরের অপেক্ষা নাই। কারণ, এইগুলি পৃথিবীর নাম এবং এইগুলি হিরণ্যের নাম, তাহা সেই সেই স্থলে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। সেই নিরুক্ত শাস্ত্রের মধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে। তাহা অনুক্রমণিকাভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। আদ্যকাণ্ডকে নৈঘণ্টুক কাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ডকে নৈগম কাণ্ড এবং তৃতীয় কাণ্ডকে দৈবতকাণ্ড বলে। গো শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অপার শব্দ পর্য্যন্ত নিরুক্ত শাস্ত্রের আদ্যকাণ্ড, নিঘণ্টু-কাণ্ড নামে অভিহিত হয়। জহাদি উল্বমৃবীস পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কাণ্ডকে নিগম-কাণ্ড বলে; আর অগ্নি হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত তৃতীয় কাণ্ডকে দেবতা-কাণ্ড বলা হয়। ঐ দেবতা কাণ্ডের মধ্যে আবার অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবী উর্জ্জাহুতি পর্য্যন্ত যত দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা

উর্জাহুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো গণঃ। বায়্বাদয়ো ভগান্তাঃ স্থারন্তরীক্ষস্থদেবতাঃ। সূর্য্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থানা দেবতা ইতি। গবাদিদেবপত্ন্যং সমাম্নায়মধীয়ত ইতি।

একার্থবাচিনাং পর্য্যায়শব্দানাং সংঘো যত্র প্রায়েণোপদিশ্যতে। তত্র নিঘণ্টুশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ। তাদৃশেষমরসিংহবৈজয়ন্তীহলায়ুধাদিষু দশনিঘণ্টব ইতি ব্যবহারাৎ। এবমত্রাপি পর্য্যায়শব্দসংঘোপদেশাদাদ্যকাণ্ডস্য নৈঘণ্টুকত্বং। তস্মিন্ কাণ্ডে ত্রয়োঽধ্যায়াঃ। তেষু প্রথমে পৃথিব্যাদিলোকদিক্‌কালাদিদ্রব্যবিষয়াণি নামানি। দ্বিতীয়ে মনুষ্যতদবয়বাদিদ্রব্যবিষয়াণি। তৃতীয়ে তদুভয়দ্রব্যগতত্বনুবহুত্বহ্রস্বত্বাদি ধর্ম্মবিষয়াণি নিগমশব্দো বেদবাচী যাস্কেন তত্র তত্রাপি নিগমো। ভবতীত্যেবং বেদবাক্যানামবতারিতত্বাত্তস্মিন্ নিগম এব প্রায়েণ বর্ত্তমানানাং শব্দানাং চতুর্থাধ্যায়রূপে দ্বিতীয়স্মিন্ কাণ্ড উপদিষ্টত্বাত্তস্য কাণ্ডস্য নৈগমত্বং॥ পঞ্চমাধ্যায়রূপস্য তৃতীয়কাণ্ডস্য দৈবত্বং বিস্পষ্টং। পঞ্চাধ্যায়রূপকাণ্ডত্রয়াত্মক এতস্মিন্ গ্রন্থে পরনিরপেক্ষতয়া পদার্থস্যোক্তত্বাৎ তস্য গ্রন্থস্য নিরুক্তত্বং। তদ্ব্যাখ্যানং চ। সমাম্নায়ঃ সমাম্নাত ইত্যারভ্য তস্যাস্তস্যাস্তাদ্ভাব্যমনুভবত্যনুভবতীত্যন্তৈর্দ্বাদশভিরধ্যায়ৈর্যাস্কো নির্ম্মমে। তদপি নিরুক্তমিত্যুচ্যতে একৈকস্য পদস্য সম্ভাবিতা অবয়বার্থস্তত্র নিঃশেষেণোচ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তত্র হি

---

মর্ত্ত্যবাসী; বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া ভগ পর্য্যন্ত যত দেবতা, তাঁহারা অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। সূর্য্য হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেবতা আছেন, তাঁহাদের অবস্থিতি-স্থান—স্বর্গ। সুতরাং, গো শব্দ হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত সমাম্নায় অর্থাৎ বেদকে নিরুক্ত শাস্ত্র কহে।

একার্থবাচক পর্য্যায়শব্দ-সমূহের ইহাতে উপদেশ পাওয়া যায় বলিয়া—নিঘণ্টু শব্দ প্রসিদ্ধ। সেইরূপ অমরসিংহ, বৈজয়ন্তী এবং হলায়ুধাদি দশ খানি নিঘণ্টুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে, এখানেও (নিরুক্তশাস্ত্রে) পর্য্যায়-শব্দ-সমূহের উপদেশ আছে বলিয়া, আদ্যকাণ্ডের নৈঘণ্টুকত্ব সিদ্ধ হইল। সেই নৈঘণ্টুক কাণ্ডে আবার তিনটি অধ্যায় আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে, পৃথিব্যাদি লোক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি দ্রব্যের নাম বর্ত্তমান। দ্বিতীয়াধ্যায়ে মনুষ্য এবং তদবয়বাদি দ্রব্যের নাম দৃষ্ট হয়। তৃতীয়াধ্যায়ে সেই উভয়বিধ দ্রব্য এবং তাহাদের অল্পত্ব বহুত্ব ও হ্রস্বত্বাদি সম্বন্ধীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় আছে। নিগম শব্দ বেদবাচক। সেই সেই স্থলে "নিগম আছে"—এইরূপভাবে যাস্ক কর্ত্তৃক বেদ-বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব সেই নিগমে যে সকল শব্দ প্রায়ই আছে, সেই সকল শব্দ চতুর্থাধ্যায়-রূপ দ্বিতীয় কাণ্ডে উপদিষ্ট হওয়ায়, ঐ কাণ্ডের নৈগমকত্ব সিদ্ধ হইল। পঞ্চমাধ্যায়রূপ তৃতীয় কাণ্ডের দৈবত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই গ্রন্থ পঞ্চাধ্যায়রূপ কাণ্ডত্রয়ে সম্পূর্ণ এবং অপরের নিরপেক্ষ পদার্থ ইহাতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নিরুক্ত হইয়াছে। "সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ"—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্যাস্তস্যাস্তাদ্ভাব্যমনুভবত্যনুভবতি" পর্য্যন্ত বারটি অধ্যায় দ্বারা যাস্ক ঋষি তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাকেও নিরুক্ত বলে। এক একটি পদের সম্ভাবিত সমবেত অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে নিঃশেষরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা নিরুক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতেচোপসর্গনিপাতাশ্চেতি প্রতিজ্ঞায়োচ্চাবচের্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতস্বরূপং নিরুচ্যৈবমুদাহৃতং। নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়ামুভয়মন্বধ্যায়ং নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয় ইতি। দুর্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয় ইতি চ। তচ্চ লোকে কেবলপ্রতিষেধার্থীয়স্যাপি নকারস্য বেদে প্রতিষেধোপমালক্ষণোভয়ার্থোদাহরণমস্মিন্ গ্রন্থেঽবগম্যতে। এবং গ্রন্থকারেণোক্তাস্তত্তৎপদনির্ব্বচনবিশেষাস্তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যানাবসর এবাস্মাভিরুদাহরিষ্যন্তে। ন চ নির্ব্বচনানাং নির্মূলত্বং শঙ্কনীয়ং। এতদ্ব্যুৎপত্ত্যর্থমেব ব্রাহ্মণেষু পদনির্ব্বচনানাং কেষাংচিদুক্তত্বাৎ। তদাহুতীনামাহুতিত্বমিতি। তদিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষত ইতি। যদপ্রথয়ৎ তৎ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীত্বমিতি চ। গ্রন্থকারোঽপি তত্র তত্র স্বোক্তনির্ব্বচনমূলভূতব্রাহ্মণান্যুদাহরিষ্যতি। কেষাংচিৎ নির্ব্বচনানাং ব্যাকরণবলেন সিদ্ধাবপি ন সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরস্তি। অতএব গ্রন্থকার আহ। "তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকংচেতি" তস্মাৎ বেদার্থাববোধায়োপযুক্তং নিরুক্তং॥

তথা ছন্দোগ্রন্থোঽপ্যুপযুজ্যতে। ছন্দোবিশেষাণাং তত্র তত্র বিহিতত্বাৎ। তস্মাৎ সপ্তচতুরুত্তরাণি ছন্দাংসি প্রাতরনুবাকেঽনূচ্যন্ত ইতি হ্যাম্নাতং। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতী-

---

সে স্থলে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই পদ-চতুষ্টয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়া, বেদাঙ্গস্বরূপ নিরুক্ত-গ্রন্থ বহুবিধ অর্থে নিপতিত ও প্রযুক্ত হয়। এই জন্য ইহার নাম নিপাত হইয়াছে। সেই নিপাত নিশ্চয়ভাবে নিরূপণ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। "ন"—এই শব্দটী ভাষায় প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বেদে উহা উভয়ার্থদ্যোতক। "নেন্দ্রং দেব মমংসত"। এস্থলে ন শব্দটি প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ নিষেধার্থ। "দুর্মদাসো ন সুরায়াং।" এখানে ন শব্দ উপমার্থ। সেই হেতু লৌকিক ভাষায় নিষেধার্থীয় ন-কার বেদে নিষেধ ও উপমা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিরুক্ত-গ্রন্থে তাহার উদাহরণ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার যে সকল পদ নির্ব্বচনের কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রব্যাখ্যা সময়ে আমরা তাহাদের উদাহরণ প্রদর্শন করিব। এই নির্ব্বচনসমূহ, নির্ম্মূল অর্থাৎ মিথ্যা,—এরূপ আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণ-সমূহে কতকগুলি পদের নির্ব্বচন কথিত হইয়াছে; যথা—"তাহাই আহুতির আহুতিত্ব", "ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে ইন্দ্র বলে" এবং "যেহেতু ইহা প্রার্থিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব"। গ্রন্থকর্ত্তাও সেই সেই স্থলে স্ব-কথিত নির্ব্বচনের মূলীভূত ব্রাহ্মণ-সমূহের উদাহরণ দিয়াছেন। ব্যাকরণবিধি অনু-সারে কতকগুলি নির্ব্বচন সিদ্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল নির্ব্বচনই যে সিদ্ধ হইবে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। এইজন্যই গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, এই নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গেই বিদ্যার স্থান, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পরিণতি এবং স্বকীয়ার্থবোধ। সুতরাং বেদার্থ উপলব্ধির জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদার্থ উপলব্ধির জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের ন্যায় ছন্দোগ্রন্থেরও আবশ্যকতা অঙ্গীকৃত হয়। সেইজন্য স্থল-বিশেষে বিশেষ বিশেষ ছন্দের বিধান করা হইয়াছে। তজ্জন্য গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই সাতটি ছন্দ প্রাতরনুবাকে কথিত

পঙ্‌ক্তিস্ত্রিষ্টুব্‌জগতীত্যেতানি সপ্ত ছন্দাংসি। চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততোঽপি চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকাষ্টাবিংশত্যক্ষরোষ্ণিক্। এবং উত্তরোত্তরাধিকা অনুষ্টুবাদয়োঽবগন্তব্যাঃ। তথান্যত্রাপি শ্রূয়তে। গায়ত্রীভির্ব্রাহ্মণস্যাদধ্যাৎ। ত্রিষ্টুব্‌ভীরাজন্যস্য। জগতীভির্বৈশ্যস্যেতি। তত্র মগণযগণাদিসাধ্যঃ গায়ত্র্যাদিবিবেকশ্ছন্দোগ্রন্থমন্তরেণ ন সুবিজ্ঞেয়ঃ। নিশ্চ যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাহধ্যাপয়তি বা। স্থাণুং বর্চ্ছতি। গর্ত্তে বা পাত্যতে। প্রবামীয়তে পাপীয়ান্ ভবতি। তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি শ্রূয়তে। তস্মাত্তদ্বেদনায় ছন্দোগ্রন্থ উপযুজ্যতে॥

জ্যোতিষস্য প্রয়োজনং তস্মিন্নেব গ্রন্থেঽভিহিতং। যজ্ঞকালার্থসিদ্ধয় ইতি। কাল-বিশেষবিধয়শ্চ শ্রূয়ন্তে। সংবৎসরমেতদ্ব্রতংচরেৎ সংবৎসরমুখ্যং ভৃত্বেত্যেবমাদয়ঃ সম্বৎসর-বিধয়ঃ। বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত। গ্রীষ্মে রাজন্য আদধীত। শরদি বৈশ্য আদধীতেত্যাদ্যা

---

হইয়াছে। সেই ছন্দগুলি যথাক্রমে ও ক্রমানুসারে চতুরক্ষর অধিক। গায়ত্রীচ্ছন্দে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর আছে, উষ্ণিক্ ছন্দে তদপেক্ষা চারি অক্ষর বেশী আছে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক অক্ষর আছে। এইরূপ অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দেও উত্তরোত্তর চারিটি করিয়া অক্ষর বেশী, ইহা জানিতে হইবে। অর্থাৎ, গায়ত্রী ছন্দে চব্বিশটী, উষ্ণিক্ ছন্দে আটাইশটী, অনুষ্টুপ্ ছন্দে বত্রিশটী, বৃহতী ছন্দে ছত্রিশটী, পংক্তি ছন্দে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীছন্দে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় কার্য্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা, ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয় কার্য্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ দ্বারা, বৈশ্য-সম্বন্ধীয় কার্য্যে জগতীছন্দ দ্বারা সংস্কৃত বহ্নি স্থাপন করা বিধেয়। ইহাও অন্যস্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গায়ত্র্যাদি ছন্দোজ্ঞান 'ম'-গণ ও 'য'-গণাদি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ছন্দোগ্রন্থ ভিন্ন উহা আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। তিনটি গুরুস্বরবিশিষ্ট বর্ণকে 'ম'গণ বলে; আর আদ্যবর্ণ লঘুস্বরবিশিষ্ট ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণদ্বয় গুরুস্বরবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে 'য'-গণ কহে। ছন্দোগ্রন্থ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সুন্দররূপে জানিতে পারা যায় না। আরও এক কথা। বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে; অথচ সেই মন্ত্র দ্বারা যাজন বা অধ্যাপন করে; তাহার বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পর সে গর্ত্তে অর্থাৎ নরকে পতিত হয়। সে মহাপাপী। সুতরাং প্রতি মন্ত্রেই ছন্দঃ অবগত হওয়া আবশ্যক। ছন্দঃ জানিতে হইলে ছন্দঃ গ্রন্থের প্রয়োজন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন সেই গ্রন্থেই অভিহিত হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময় জানিবার জন্য উক্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আবশ্যকতা। এইকালে এই বিধি আচরণ করিবে, তাহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। "সম্বৎসর ধরিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।" এস্থলে উখ্য অর্থাৎ স্থালীপাকবিশিষ্ট হইয়া সম্বৎসরকাল ব্রতাচরণ করিবে। ইহাই সম্বৎসর বিধি। ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নিস্থাপন করিবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্থাপন করিবে এবং বৈশ্য শরৎকালে অগ্নিস্থাপন করিবে। এইগুলি ঋতুবিষয়ক বিধি।

ঋতুবিষয়ঃ। মাসি মাসি সত্র পৃষ্ঠান্যুপযন্তি। মাসিমাস্যতিগ্রাহ্যা গৃহ্যন্ত ইতি মাসবিষয়ঃ। যং কাময়েত বসীয়ান্ স্যাদিতি তং পূর্ব্বপক্ষে যাজয়েদিত্যাদ্যাঃ পক্ষবিষয়ঃ। একাষ্টকায়াং-দীক্ষেরন্ ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্নিত্যাদ্যাস্তিথিবিষয়ঃ। প্রাতর্জুহোতি সায়ং জুহোতীত্যাদ্যাঃ প্রাতঃকালাদিবিষয়ঃ। কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীতেত্যাদ্যা নক্ষত্রবিষয়ঃ। অতঃ কালবিশেষানব-গময়িতুং জ্যোতিষমুপযুজ্যতে॥

এতেষাং বেদার্থোপকারিণাং ষণ্ণাং গ্রন্থানাং বেদাঙ্গত্বং শিক্ষায়ামেবমুদীরিতং॥

ছন্দঃপাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্র-মুচ্যতে। শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ইতি॥

ষড়ঙ্গবৎ পুরাণাদীনামপি বেদার্থজ্ঞানোপযোগো যাজ্ঞবল্ক্যেন স্মর্যতে। পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশেতি। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিত্যন্যত্রাপি স্মর্যতে। ঐতরেয়-

---

মাসে মাসে যজ্ঞের চরম সীমার অনুষ্ঠান করিবে, মাসে মাসে অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করিবে।—এই সকল মাসবিধি। কোনও লোক বশীভূত হউক,—এইরূপ কামনা থাকিলে, কামনা করার এক পক্ষ পূর্ব্বে তাহার দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করাইতে হইবে। এইটী পক্ষবিধি। একাষ্টকায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষিত হইবে (আশ্বিন, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই মাস-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনও মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে কিম্বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে)। এ সকল স্থলে তিথিবিধি বা তিথি-বিশেষে দীক্ষাগ্রহণের বিধি কথিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে হোম করিতে হইবে বা সায়ংকালে হোম করিতে হইবে। এ সকল প্রাতঃকালাদি বিধি। কৃত্তিকা নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করিবে। এই সকল নক্ষত্রবিধি। সুতরাং যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ কাল উপলব্ধির জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদার্থজ্ঞানের উপকারী এই ছয়টি গ্রন্থ শিক্ষা নামক বেদাঙ্গেই বক্ষ্যমাণরূপে বেদাঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

ছন্দঃ—বেদের পদদ্বয়স্বরূপ, কল্প—হস্তদ্বয়স্বরূপ, জ্যোতিষ—চক্ষুঃস্বরূপ, নিরুক্ত—কর্ণ-স্বরূপ, শিক্ষা—নাসিকাস্বরূপ, এবং ব্যাকরণ—মুখস্বরূপ। সুতরাং এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকেও পূজা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদার্থ জানিতে হইলে শিক্ষাদি ছয়টী অঙ্গের যেমন আবশ্যক হয়, সেইরূপ পুরাণাদিরও আবশ্যক হয়,—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) এবং ষড়ঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ—সর্ব্বসমেত এই চতুর্দ্দশটী বিদ্যাসমূহের ও ধর্ম্মের স্থান। ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদ সর্ব্বতোভাবে প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে' বলিয়া অল্পশ্রুত অর্থাৎ অত্যল্প-জ্ঞানী ব্যক্তিকে বেদ ভয় করে। (যাহারা অল্পধী এবং বেদার্থানভিজ্ঞ, তাহারা বেদমর্ম্ম সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না।

তৈত্তিরীয়কাঠকাদিশাখাসূক্তানি হরিশ্চন্দ্রনাচিকেতাদ্যুপাখ্যানানি ধর্ম্মব্রহ্মাববোধোপযুক্তানি তেষু তেষু ইতিহাসগ্রন্থেষু স্পষ্টীকৃতানি। উপনিষদুক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদয়ো ব্রাহ্মপাদ্মবৈষ্ণবাদি-পুরাণেষু স্পষ্টীকৃতাঃ। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি। সৃষ্ট্যাদেঃ পুরাণপ্রতিপাদ্যত্বাবগমাৎ। ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্তাদীনাং ষোড়শপদার্থানাং নিরূপণাৎ তদনুসারেণেদং বাক্যমস্মিন্নর্থে প্রমাণং ভবতি নেতরদিতি নির্ণয়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে। পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োর্বেদার্থোপযোগো-ঽতিস্পষ্ট এব। মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদিপ্রোক্তাসু স্মৃতিষু বেদোক্তসন্ধ্যাবন্দনাদিবিধয়ঃ প্রপঞ্চিতাঃ। তদ্ধহ বা এতে ব্রহ্মবাদিনঃ পূর্ব্বাভিমুখাঃ সন্ধ্যায়াং গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতা অপ ঊর্দ্ধং বিক্ষিপন্তী-ত্যাদিকঃ সন্ধ্যাবন্দনবিধিঃ। পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততং প্রতায়ন্ত ইত্যাদিকো মহাযজ্ঞ-বিধিঃ। এবং বিধ্যন্তরাণি দ্রষ্টব্যানি। উক্তপ্রকারেণ পুরাণাদীনাং বেদার্থজ্ঞানোপযোগাদ্-বিদ্যাস্থানত্বং যুক্তং। এতৈঃ পুরাণাদিভিশ্চতুর্দ্দশভির্বিদ্যাস্থানৈরুপবৃংহিতায়া বিদ্যায়া গ্রহণে-ঽধিকারিবিশেষঃ শাখান্তরগতৈশ্চতুর্ভির্মন্ত্রৈরুপদর্শিতঃ। তাংশ্চ মন্ত্রান্ যাস্ক উদাজহার।

---

ষড়ঙ্গে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে এবং বেদার্থে জ্ঞান না থাকিলে, বেদ পাঠ করা-না-করা, উভয়ই সমান। পরন্তু সে স্থলে বেদের যথেচ্ছ-ব্যবহারই হইয়া থাকে। সেইজন্য অজ্ঞান পাঠার্থিগণের যথেচ্ছ-ব্যবহাররূপ প্রহারের ভয়ে, বেদ ভীত হন,—এস্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) অন্যস্থলে স্মৃতিতেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং কাঠকাদি শাখাসমূহে হরিশ্চন্দ্র-নাচিকেতাদি যে উপাখ্যানসমূহ বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী। এই জন্য সেই সেই ইতিহাস গ্রন্থে উপাখ্যান সমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদে যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কথা উক্ত আছে, তাহা যথাক্রমে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণাদিতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সর্গ (ব্রহ্মার সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (দক্ষাদি কৃত পৃথক্ পৃথক সৃষ্টি), বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত (বংশসম্ভূত রাজন্যবর্গের চরিত্রবর্ণন),—এই-পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট শাস্ত্রই পুরাণ নামে অভিহিত। সুতরাং পুরাণ হইতে সৃষ্ট্যাদি প্রতিপন্ন হয়, ইহা উপলব্ধি হইতেছে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন ও দৃষ্টান্তাদি ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ ন্যায়-শাস্ত্রে করা হইয়াছে। তদনুসারে এই বাক্য এই অর্থে প্রামাণ্য হয়, অপরটি হয় না—ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসায় বেদার্থের উপযোগিতা অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। মনু, অত্রি, বিষ্ণু ও হারিতাদি প্রবর্ত্তিত স্মৃতিসমূহে বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধি বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে। "এই ব্রহ্মবাদিগণ সন্ধ্যোপাসনা সময়ে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন"—এইরূপ বিধিকে সন্ধ্যাবন্দন বিধি কহে। "এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সততই-প্রতিপালন করিবে,"—এবম্ভূত বিধিকে মহাযজ্ঞবিধি বলে। এইরূপ অপরাপর বিধিও নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুরাণাদির, বেদার্থজ্ঞানের উপযোগিতা বর্ত্তমান থাকায়, উহাদিগকে বিদ্যাস্থান বলাও সঙ্গত হইতে পারে। এই পুরাণাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান দ্বারা 'বহু' উপবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যাগ্রহণে অধিকারীর

তত্রায়ং প্রথমো মন্ত্রঃ। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যামিতি॥

বিদ্যাভিমানিনী দেবতা ব্রাহ্মণমুপদেষ্টারমাচার্য্যমাজগাম। আগত্য চৈবং প্রার্থয়ামাস। হে ব্রাহ্মণ মামনধিকারিণেঽনুপদিশ্য পালয়। তবাহং নিধিবৎ পুরুষার্থহেতুরস্মি। তাদৃশ্যাং ময়ি মদুপদেষ্টরি ত্বয়ি চ যোঽসূয়াং করোতি। যশ্চার্জবেন বিদ্যাং নাভ্যস্যতি। যোঽপি স্নানাচমনাদ্যাচারনিয়তো ন ভবতি। তাদৃশেভ্যঃ শিষ্যাভাসেভ্যো মাং ন ব্রূয়াঃ। তথা সতি ত্বদ্‌বৃদ্ধয়ে স্থিত্বা ফলপ্রদা ভবেয়ং॥

অথ দ্বিতীয়োমন্ত্রঃ। য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন্। তং মন্যেত পিতরং মাতরং চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহেতি॥

পূর্ব্বস্মিন্ মন্ত্র আচার্য্যস্য নিয়মমভিধায়াস্মিন্ মন্ত্রে শিষ্যস্য নিয়মোঽভিধীয়তে। বিতথমনৃতমপুরুষার্থভূতং লৌকিকং বাক্যং। তদ্বিপরীতং সত্যং বেদবাক্যমবিতথং। তাদৃশেন বাক্যেন য আচার্য্যঃ শিষ্যস্য কর্ণাবাতৃনত্তি। সর্ব্বতস্তর্দ্দনং পূরণং করোতি। উপসর্গবশাদৌচিত্যাচ্চ তৃণত্তিধাতোরর্থান্তরে বৃত্তিঃ। সর্ব্বদা বেদং যঃ শ্রাবয়তীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্। ন দুঃখং কুর্ব্বন্। মন্দপ্রজ্ঞস্য মাণবকস্যাদাবর্দ্ধর্চ্চমৃচং বা গ্রহীতুমশক্তস্য যথা দুঃখং ন ভবতি

---

বিশেষত্ব শাখান্তরগত মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা নিরূপিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রসমূহকে, মহাত্মা যাস্ক ক্রমে উদাহৃত করিয়াছেন।

তদ্বিষয়ক প্রথম মন্ত্র এই,—আচার্য্যস্বরূপ উপদেষ্টৃ ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া, বেদবিদ্যাভিমানিনী দেবতা এইরূপভাবে প্রার্থনা জানাইলেন,—'হে ব্রাহ্মণ, যদি আমাকে পালন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অনধিকারী ব্যক্তিকে বেদজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিও না। তাহা হইলে আমি নিধির ন্যায় তোমার পুরুষার্থের হেতু হইব।' তাদৃশ আমাতে এবং মদুপদেষ্টা তোমাতে যে ব্যক্তি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবে, তাহার নিকট আমার স্বরূপ প্রকাশ করিও না। আরও যে ব্যক্তি সরলতার সহিত বিদ্যাভ্যাস না করিবে, কিংবা স্নানাচমনাদি আচার-বিশিষ্ট না হইবে, তাদৃশ অসৎ শিষ্যের নিকটও আমাকে প্রকাশ করিও না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আমার আদেশ পালন করিলে, আমি তোমার অভ্যুদয়ের জন্য অবস্থিত হইয়া তোমার পক্ষে ফলপ্রদা হইব।

দ্বিতীয় মন্ত্র; যথা,—পূর্ব্ব মন্ত্রে আচার্য্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম কথিত হইয়াছে। আর এই মন্ত্রে শিষ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম বিবৃত হইতেছে। বিতথ শব্দে অপুরুষার্থভূত লৌকিক মিথ্যা বাক্য বুঝায়। বিতথের বিপরীত সত্য। বেদ-বাক্য—অবিতথ অর্থাৎ সত্য। তাদৃশ বাক্য দ্বারা যে আচার্য্য শিষ্যের উভয় কর্ণ সর্ব্বতোভাবে তর্দ্দন অর্থাৎ পূরণ করেন,, (আ এই উপসর্গবশে যুক্তি হেতু হিংসার্থ তৃদ্ ধাতুর অর্থান্তরে প্রয়োগ সম্পন্ন হইল) অর্থাৎ যে গুরু, সর্ব্বদা বেদ শ্রবণ করান। কি করিয়া শ্রবণ করান্? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—দুঃখ না করিয়া। অল্পপ্রজ্ঞ মাণবক প্রথমে সমস্ত মন্ত্র বা মন্ত্রার্দ্ধ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেও যাহাতে তাহার

তথা পাদং পাদৈকদেশং বা গ্রাহয়ন্। কিঞ্চ। অমৃতং সংপ্রযচ্ছন্। অমৃতত্বস্য দেবত্বজন্মনো মোক্ষস্য বা প্রাপকত্বাদমৃতং বেদার্থঃ। তস্য প্রদানং কুর্ব্বন্। তং তাদৃশমাচার্য্যং সচ্ছিষ্যো মুখ্যমাতাপিতৃরূপং মন্যেত। পূর্ব্বসিদ্ধৌ তু মাতাপিতরাবধমস্য মনুষ্যস্য শরীরস্য প্রদানাদমুখ্যৌ। তস্মৈ মুখ্যমাতাপিতৃরূপায়াচার্য্যায়ৈকমপি দ্রোহং ন কুর্য্যাৎ॥

অথ তৃতীয়োমন্ত্রঃ। অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা। যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়াস্তথৈব তান্ ন ভুনক্তি শ্রুতংতদিতি॥

যেত্বধমা বিপ্রা গুরুণা অধ্যাপিতাঃ সন্তো বিনয়োক্ত্যা তদীয়হিতচিন্তনেন শুশ্রূষয়া বা গুরুং নাদ্রিয়ন্তে। আদররহিতাস্তে শিষ্যাভাসা গুরোর্ন ভোজনীয়াঃ। অনুভবযোগ্যা ন ভবন্তি। নহি তেষু গুরুঃ কৃপাং করোতি। যথৈব গুরুণা তে ন পালনীয়াস্তথৈব তানধমাঞ্ছিষ্যান্ তচ্ছ্রুতং গুরূপদিষ্টং বেদবাক্যং ন পালয়তি। ফলপ্রদং ন ভবতীত্যর্থঃ॥

অথ চতুর্থোমন্ত্রঃ। যমেববিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্যোপপন্নং। যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মাব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্নিতি॥

হে আচার্য্য যমেব মুখ্যশিষ্যং শুচিত্বাদিগুণোপেতং জানীয়াঃ। কিঞ্চ যো মুখ্যশিষ্যস্ত্বভং-কদাচিদপি ন দ্রুহ্যেৎ তস্মৈ তু মুখ্যশিষ্যায় ত্বদীয়নিধিপালকায় ব্রহ্মন্ বেদরূপাং মাং বিদ্যাং ব্রূয়াঃ। ইত্থং বিদ্যাদেবতয়া প্রার্থিতত্বাদাচার্য্যেণ মুখ্যশিষ্যায় বেদবিদ্যোপদেষ্টব্যা। তদর্থং

---

কোনরূপ কষ্ট না হয়, এরূপভাব মন্ত্রপাদের বা পদের একদেশের উপদেশ দিয়া থাকেন। এমন কি, অমৃত দান করিয়া থাকেন। গুরুকর্তৃক যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে, শিষ্য, দেবত্ব কিম্বা মোক্ষত্ব লাভ করিতে পারে। বেদার্থই অমৃত। সৎশিষ্য তদমৃতদানকারী আচার্য্যকে প্রধান পিতৃমাতৃরূপে মান্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বসিদ্ধিতে অর্থাৎ জন্মদান এবং গর্ভে ধারণ জন্য যথাক্রমে পিতামাতা সিদ্ধ হইয়াছেন। অধম মনুষ্য-শরীর মাত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অমুখ্য অর্থাৎ অপ্রধান। সেই মুখ্যপিতৃমাতৃস্বরূপ আচার্য্যের প্রতি কোনরূপ দ্রোহ আচরণ করিবে না, অথবা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবেন না।

তৃতীয় মন্ত্র; যথা,—যে নরাধম বিপ্রগণ, গুরু কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, বিনয়পূর্ণ বাক্য দ্বারা, তদীয় হিতচিন্তা দ্বারা, অথবা শুশ্রূষা দ্বারা, অধ্যাপক গুরুর আদর না করে, সেই আদররহিত শিষ্যাভাস (অসৎশিষ্য), গুরুর অনুভবযোগ্য হয় না অর্থাৎ গুরু তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন না। গুরু যেমন সেই অসৎ শিষ্যকে প্রতিপালন করেন না, সেইরূপ গুরূপদিষ্ট বেদ-বাক্যও সেই অধম শিষ্যকে প্রতিপালন করেন না। অর্থাৎ, গুরূপদিষ্ট বেদবাক্যও তাহাদের প্রতি ফলপ্রদ হয় না।

চতুর্থ মন্ত্র; যথা—হে আচার্য্য! আপনি যে মুখ্য শিষ্যকে শুচিত্বাদি গুণান্বিত অর্থাৎ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন, আর যে সৎশিষ্য কখনও আপনার উপর বিদ্রোহাচরণ করিবে না বলিয়া বুঝিয়াছেন, হে ব্রহ্মন্! ভবদীয় বিধি প্রতিপালক সেই মুখ্য শিষ্যের নিকট আপনি বেদ-রূপ বিদ্যা—আমাকে—প্রকাশ করিবেন। বেদ-বিদ্যা কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্য কর্তৃক মুখ্যশিষ্যকেই বেদবিদ্যার উপদেশ দেওয়া উচিত।

ঋগ্বেদোঽস্মাভিঃ ষড়ঙ্গানুসারেণ ব্যাখ্যায়তে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকে বেদে ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রব্যাখ্যানোপযোগিত্বাদাদৌ ব্রাহ্মণমারণ্যকাণ্ডসহিতং ব্যাখ্যাতং। অথ তত্র তত্র ব্রাহ্মণোদাহরণেন মন্ত্রাত্মকঃ সংহিতাগ্রন্থো ব্যাখ্যাতব্যঃ॥

স চ অগ্নিমীল ইত্যারভ্য যথা বঃ। সুসহাসতীত্যন্তেঽষ্টকাষ্টৈর্দশমণ্ডলৈশ্চতুঃষষ্ট্যধ্যায়ৈরীষদধিকসহস্রসূক্তৈরীষদধিকদ্বিসহস্রবর্গৈরীষদধিকাভির্দশসহস্রসংখ্যাভির্ঋগ্‌ভিশ্চোপেতঃ। তস্য চ গ্রন্থস্য কৃৎস্নস্যাপ্যাম্নাতক্রমেণৈব সামান্যবিনিয়োগো ব্রহ্মযজ্ঞজপাদৌ পূর্ব্বমেবাভিহিতঃ। বিশেষবিনিয়োগস্তু তত্তৎক্রতৌ সূত্রকারেণ প্রদর্শিতঃ। স চ ত্রিবিধঃ। সূক্তবিনিয়োগস্তৃচাদিবিনিয়োগ একৈকস্যা ঋচো বিনিয়োগশ্চেতি। তত্রাগ্নিমীল ইতি সূক্তং প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ বিনিযুক্তং। স বিনিয়োগ আশ্বলায়নেন চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশে খণ্ডে সূত্রিতঃ। অবা নো অগ্ন ইতি ষলগ্নিমীলেঽগ্নিং দূতমিতি। তত্র হীনপাদগ্রহণাৎ সূক্তনিশ্চয়ঃ। সূক্তং সূক্তাদৌ হীনে পাদে॥ পা০ আ০ ১।১ ॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমায়া ঋচো দ্বিতীয়স্যাং পবমানেষ্টৌ স্বিষ্টকৃতো যাজ্যাত্বেন বিনিয়োগঃ। স চ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডে সূত্রিতঃ। সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজোঽগ্নিমীলে পুরোহিতমিতি

---

সেই জন্যই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গানুসারে আমরা ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছি। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদে ব্রাহ্মণের মন্ত্র-ব্যাখ্যানোপযোগিতা আছে বলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আরণ্যকাণ্ড সহিত ব্রাহ্মণভাগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর সেই সেই ব্রাহ্মণভাগের উদাহরণের ক্রমানুসারে মন্ত্রাত্মক সংহিতা-গ্রন্থের ব্যাখ্যা আরম্ভ করা যাইবে।

"অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সেই সংহিতা গ্রন্থের আরম্ভ আর "যথাবঃ সুসহাসতি" ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার পরিসমাপ্তি। ইহাতে আটটী কাণ্ড, দশটি মণ্ডল, চৌষট্টিটী অধ্যায়, কিঞ্চিদধিক এক হাজার সূক্ত, কিঞ্চিদধিক দুই হাজার বর্গ এবং কিঞ্চিদধিক দশ হাজার ঋক্ আছে। ব্রহ্মজজ্ঞপাদিতে পূর্ব্বেই ক্রমপাঠের উল্লেখ ব্যপদেশে সেই সমগ্র গ্রন্থের সামান্য বিনিয়োগ মাত্র কথিত হইয়াছে। তাহার বিশেষ বিনিয়োগের বিষয়, সেই সেই যজ্ঞে সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থলভেদে সেই বিনিয়োগও আবার তিন প্রকার। যথা,—প্রথম—সূক্ত-বিনিয়োগ, দ্বিতীয়—তৃচাদি বিনিয়োগ, এবং তৃতীয়—এক একটি ঋকের বিনিয়োগ। "অগ্নিমীলে"—এই সূক্তটি প্রাতরণুবাকে আগ্নেয়-যজ্ঞে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহর্ষি আশ্বলায়ন, চতুর্থাধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে "অবা নো অগ্ন ইতি ষলগ্নিমীলেঽগ্নিং দূতং",—এই সূত্রে সেই বিনিয়োগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেস্থলে হীনপাদগ্রহণ জন্য সূক্তের বিনিয়োগের বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "সূক্তং সূক্তাদোহীনে পাদে" (পা০ আ০ ১।১) অর্থাৎ পাদহীন স্থলে সূক্তের কোনও পাদ না থাকিলে তাহাকে সূক্তই বলিবে; এইরূপ পরিভাষা আছে। সেই সূক্তে প্রথম ঋকের পবমান ইষ্টিতে দ্বিতীয় ঋকের পরিবর্ত্তে স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নির) যাজ্যায় (যাগ-মন্ত্ররূপে) বিনিয়োগ হইয়াছে। তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে "সাহ্বান বিশ্বা অভিযুজো" ইত্যাদি সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। সেস্থলে সমস্ত পাদ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ঋকের বিনিয়োগই জানিতে হইবে। যেহেতু "ঋচং পাদ

সংযাজ্যে ইতি। তত্র কৃৎস্নপাদগ্রহণাদৃগিত্যবগম্যতে। ঋচং পাদগ্রহণে॥ আ॰ ১১॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ। তথা সংযাজ্যে ইত্যুক্তে সৌবিষ্টকৃতী প্রতীয়াৎ॥ আ॰ ১২॥ ইতি পারিভাষিতত্বাৎ স্বিষ্টকৃৎসম্বন্ধনিশ্চয়ঃ। তত্রাপি দ্বিতীয়মন্ত্রত্বেনোদাহৃতত্বাদ্যাজ্যাত্বং। যদ্যপি সাহ্বানিত্যনয়া পুরোনুবাক্যয়ৈব দেবতায়া অনুস্মরণরূপঃ সংস্কারঃ সিদ্ধঃ। তথাপি যাজ্যানুবাক্যয়োঃ সমুচ্চয়ো দ্বাদশাধ্যায়ে চতুর্থপাদে মীমাংসিতঃ॥

পুরোনুবাক্যয়া যাজ্যা বিকল্প্যা বা সমুচ্চিতা। বিকল্প্যান্যতরেণৈব দেবতায়াঃ প্রকাশনাৎ॥

পুরোনুবাক্যাসমাখ্যানাদ্বচনাচ্চ সমুচ্চয়ঃ। দেবতাপ্রকাশনকার্য্যস্যৈকত্বাৎ। যুগ্ময়োর্যথা বিকল্পস্তথৈবৈকযুগ্মগতয়োরিতিচেৎ। নৈবং। পুরোনুবাক্যেতি সমাখ্যায়া উত্তরকালীন-যাজ্যামন্তরেণানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতোপলক্ষণহবিঃপ্রদানকার্য্যে ভেদোক্তিপুরঃসরং সাহিত্যং বিধীয়তে। তস্মাৎ সমুচ্চয় ইতি।

এতচ্চাগ্নিমিত্যাদিসূক্তং নবর্চ্চং। অগ্নিং নব মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ইত্যনুক্রমণিকায়া-মুক্তত্বাৎ। বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দোনামকস্তস্য সূক্তস্য দ্রষ্টৃত্বাৎ তদীয় ঋষিঃ। ঋষগতাবিতি-

---

গ্রহণে" (আঃ ১১) অর্থাৎ পাদ গ্রহণ হইলে ঋক্ বুঝিতে হইবে,—এই সূত্রে ঋক্-পরিভাষা উক্ত হইয়াছে। যেমন সংযাজ্য বলিলে "সৌবিষ্টকৃতী" বুঝিবে এবং এই পারিভাষিক সূত্র দ্বারা স্বিষ্টকৃৎ বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিবে। সেইরূপ ঐ সংখ্যায় সেখানেও দ্বিতীয় মন্ত্ররূপে উদাহৃত হওয়ায় যাজ্যাত্বও সিদ্ধ হইতে পারিবে। যদিও "সাহ্বান্" এই পুরোণুবাক্যার উল্লেখে দেবতার অনুস্মরণরূপ সংস্কার সিদ্ধ হইতেছে; তথাপি দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে যাজ্যা ও অনুবাক্যা এতদুভয়ের সমুচ্চয় মীমাংসিত হইয়াছে। (অনুবাক্যা শব্দের অর্থ—ঋক্-যজুঃ-সাম-সমূহ।)

পুরোণুবাক্যা দ্বারা যাজ্যা বিকল্পিত অথবা সমুচ্চিত হইতেছে। দেবতার প্রকাশন হেতু পুরোণুবাক্যা ও যাজ্যা এতদুভয়ের বিকল্প প্রতিপন্ন হইতেছে। এজন্য উভয়ের মধ্যে একটীর দ্বারা অপরটি বিকল্পিত হইতেছে।

সেই বচনে পুরোণুবাক্যায় সমাখ্যান আছে বলিয়া সমুচ্চয় সিদ্ধ হইতেছে। দেবতা-প্রকাশনরূপ একটিমাত্র কার্য্যে পুরোণুবাক্যা বা যাজ্যা শব্দের বিকল্পত্ব হউক না কেন? কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেন-না, পরবর্ত্তিকালীন "যাজ্যা" ভিন্ন, পুরোণুবাক্যা" এই সমাখ্যার উপপত্তিই হইতে পারে না। আরও এক কথা। পুরোণুবাক্যার কথা উল্লেখ না করিয়া, "যাজ্যা হোম করিতেছে" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রবচন দ্বারা দেবতা উপলক্ষণ এবং হবিঃ-প্রদান কার্য্য—এতদুভয়ের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর সেই প্রভেদ প্রদর্শনের পর সাহিত্য অর্থাৎ সমুচ্চয় বিহিত হইয়াছে। সুতরাং পুরোণুবাক্যার এবং যাজ্যার সমুচ্চয় প্রতিপন্ন হইল।

এই "অগ্নিং" ইত্যাদি সূক্তে নয়টি ঋক্ আছে। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র মধুচ্ছন্দা অগ্নিং প্রভৃতি ঐ নয়টী ঋকের ঋষি। অনুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঐ সূক্তের দ্রষ্টা বলিয়া, তিনি উহার ঋষি নামে অভিহিত। গত্যর্থ "ঋষ্" ধাতুর

ঋতুঃ। সর্ব্বধাতুভ্য ইন্॥ উ০ ৪।১১৯॥ ইগুপধাৎকিৎ॥ উ০ ৪।১২৯॥ বেদপ্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভুর্বেদপুরুষঃ প্রাপ্নোৎ। তথাচ শ্রূয়তে। অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্মস্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্তদৃষয়োঽভবন্নিতি। তথাতীন্দ্রিয়স্য বেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতোদর্শনাথ ঋষিত্বমিত্যভিপ্রেত্য স্মর্যতে। যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসাপূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি। ঋষ্যাদিজ্ঞানাভাবে প্রত্যবায়ঃ স্মর্যাতে। অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥ ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাস্থপি। অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচীত ইতি॥ বেদনবিধিশ্চ স্মর্যতে। স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ। মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদ ইতি॥ অগ্নিমিত্যাদিসূক্তস্য ছন্দোঽনুক্রমণিকায়াং যদাপ্যত্র নোক্তং তথাপি পরিভাষায়ামেবমুক্তং॥ আদৌ গায়ত্রং প্রাগ্‌হিরণ্যস্তূপাদিতি। হিরণ্যস্তূপঋষির্যেষাং মন্ত্রাণাং বক্ষ্যতে ততঃ প্রাচীনেষু মন্ত্রেষু সামান্যেন গায়ত্রং ছন্দ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য পাপসম্বন্ধং বারয়িতুমাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দ ইত্যুচ্যতে। তচ্চারণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে।

---

উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্য ইন্" (উ০ ৪।১১৯) এই সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া "ইগুপধাৎ কিৎ (উ০৪।১২৯)" এই-সূত্রে ঋষ ধাতুর ঋকারের কিদ্বদ্ভাব করিলে গুণ হইবে না। বেদপ্রাপ্তির জন্য তপস্যাকারিপুরুষদিগের নিকট স্বয়ম্ভু বেদপুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। যিনি, বেদ এবং বেদমন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য তপশ্চারণা করেন, সেই জ্ঞানী পুরুষই ঋষিপদবাচ্য; তাহারাই বেদপুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে অধিকারী। এতৎসম্বন্ধে "অজান্ হ বৈ" ইত্যাদি একটি শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। উক্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পরমেশ্বরের কৃপায়, যিনি অতীন্দ্রিয় বেদ প্রথমে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই ঋষি। ইহাই অভিপ্রায়। যুগান্তে ইতিহাসের সহিত যে সমস্ত বেদ তিরোহিত হইয়াছিল; পুরাকালে তপস্যা করিয়া মহর্ষিগণ, স্বয়ম্ভুর আদেশে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কথা স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, মন্ত্রের ঋষ্যাদি না জানিলে প্রত্যবায় হয়। এ সম্বন্ধে স্মৃতির প্রমাণ-বাক্যদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ না জানিয়া অধ্যাপনা বা জপ করে, তাহার পাতক সঞ্জাত হয়। যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণভাগের অর্থ এবং উদাত্তাদি স্বর না জানিয়া মন্ত্র পাঠ করে, তাহাকে মন্ত্রকণ্টক বলে। সুতরাং মন্ত্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রতি পদে স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা, বিনিয়োগ ও মন্ত্রের অর্থ জানা উচিত;—স্মৃতিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে। যদিও এই-অনুক্রমণিকায় "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্তের ছন্দঃ উক্ত হয় নাই; তাহা হইলেও পরিভাষায় তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। হিরণ্যস্তূপ ঋষি, অগ্রে যে মন্ত্র-সমূহের গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বলিবেন, সেই মন্ত্রসকল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন মন্ত্রসমূহে সাধারণতঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, ইহাই বুঝিতে হইবে। পুরুষের পাপের সম্বন্ধ নিবারণ জন্য যাহা আচ্ছাদকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই ছন্দঃ নামে অভিহিত। আরণ্যকাণ্ডে তাহা সম্যক্‌রূপে কথিত হইয়াছে। পুরুষকে

ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণ ইতি। অথ বা চীয়মানাগ্নিসন্তাপস্যাচ্ছাদকত্বাৎ ছন্দঃ। তচ্চ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত। স ক্ষুরপবির্ভূত্বাতিষ্ঠৎ তং বিভ্যতোনোপায়ন্। তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্। তে ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি। যদ্বাপমৃত্যুং বারয়িতুমাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ। তদপি ছান্দোগ্যোপনিষত্স্বাম্নাতং। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যুঃ। ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্। তে ছন্দোভিরাত্মানমাচ্ছাদয়ন্। যদেভিরাচ্ছাদয়ং-স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি॥ তথা দ্যোতনার্থদীব্যতিধাতুনিমিত্তদেবশব্দ ইত্যেতদাম্নায়তে। দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি। অতো দীব্যতীতি দেবঃ। মন্ত্রেণ দ্যোত্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ সূক্তে স্তূয়মানত্বাদগ্নির্দেবঃ। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং। মণ্ডলাদি-ষ্বাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি। তস্য সূক্তস্য প্রথমামৃচং ভগবান বেদপুরুষ আহ।

সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা সমাপ্তা।

---

পাপকর্ম্ম হইতে ছাদন (আচ্ছাদন) করেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম ছন্দঃ। অথবা যিনি চীয়মান (মন্ত্রপূত) অগ্নির উত্তাপকে আচ্ছাদন করেন, তিনি ছন্দঃ। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও এবম্প্রকার পাঠ করিয়া থাকেন। যথা,—প্রজাপতি, অগ্নিকে মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্বালিত করিলেন। সেই অগ্নি অতিশয় তেজস্বান হইল। তাহার দর্শনে ভীত হইয়া নিরুপায় দেবগণ, স্ব স্ব আত্মাকে ছন্দঃসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক, আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই ছন্দঃ নাম হইয়াছে। কিম্বা অপমৃত্যু নিবারণ করিবার নিমিত্ত (প্রাণিদিগকে) আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে। ইহা ছান্দোগ্য নামক উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। যথা—দেবতাসকল, মৃত্যু হইতে ভীতিযুক্ত হইয়া (ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপিণী) ত্রয়ী বিদ্যার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ছন্দঃ-সমূহ দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। যেমন ছন্দঃ-সমূহ দ্বারা আত্মাকে আচ্ছা-দন করিয়াছিলেন বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে; সেইরূপ, দ্যোতনার্থ দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—"দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বং" ইতি। এইজন্য যাঁহারা মন্ত্র দ্বারা দীপ্ত বা প্রকাশিত হয়েন, তাঁহাদিগকে দেবতা কহে। এই সূক্তে অগ্নিদেব স্তুত হইয়াছেন বলিয়া, অগ্নিই ইহার দেবতা। অনুক্রমণিকাতেও তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রযাগের নিমিত্ত মণ্ডলাদিতে আগ্নেয়ই সূক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান বেদ-পুরুষ সেই সূক্তের প্রথম ঋক্ বলিতেছেন।

সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা সমাপ্তা।

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—‡*‡—

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমোবর্গঃ।

* * *

## আগ্নেয়-সূক্তং।

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের নাম—আগ্নেয়-সূক্ত। এই সূক্তে নয়টী ঋকে অগ্নিদেবতার স্তব আছে। অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় বলিয়া, নিত্য সিত্য সনাতন ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া, বেদ যে সম্পূজিত হন, ঐ এক আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জনৈক প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাকারী বলিয়া গিয়াছেন,—ঋগ্বেদের প্রথম কয়েকটী সূক্ত কিছু দুর্ব্বোধ্য এবং সে গুলি অতিক্রম করা বিশেষ আয়াসসাধ্য; কিন্তু সেগুলি অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইবে, ততই অনুপম আনন্দ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইবে। তাঁহার মতে,—ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তগুলি আরোহণী-স্বরূপ; সেই আরোহণী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই স্বর্গে উপনীত হইবে,—স্বর্গের সুধা, স্বর্গের পারিজাত করতলগত হইবে।

এ সিদ্ধান্ত যদিও সত্য; জ্ঞান-সমুদ্রের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করিবে, স্তরে স্তরে সজ্জিত অমূল্য রত্নরাজি ততই অধিগত হইবে,—ইহা যদিও অবশ্যস্বীকার্য্য; কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে সূক্তগুলির অনুশীলন করিলে প্রথম হইতেই যে সে স্বর্গের সুষমা নয়নগোচর হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন,—যাহাকে স্বর্গের আরোহণী বলা হইয়াছে সেখানেই স্বর্গের আরম্ভ। প্রাণারাম মনোমদ কি গভীর ভাব—ঐ আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে! সদ্‌গুরুর সহায়তা পাইলে, দূরে অগ্রসর হইবার অপেক্ষা করে না;—পুরোভাগেই আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ—ভ্রমরগুঞ্জিত কোকনদশোভিত স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ নির্ম্মল সরোবর—স্বতঃই নয়নপথে পতিত হয়।

যিনি যাদৃশ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন হউন না কেন, আগ্নেয়-সূক্ত তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ, জ্ঞানালোক বিস্তার-পক্ষে সহায়তা করিবে। যিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন

যাঁহার অন্ধ-নয়ন চিরনিমীলিত রহিয়াছে; এ জ্ঞানালোকে তাঁহারও প্রাণে পুলক-সঞ্চার হইবে; যাঁহার নেত্র কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে, সম্মুখে তিনি সমুজ্জ্বল প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইবেন; পুনশ্চ, জ্ঞানরাজ্যে যিনি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার তো আর আনন্দের অবধিই রহিবে না। অবিশ্বাসী নাস্তিকও আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসজ্যের মধ্য দিয়া আগ্নেয়-সূক্তের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তবে তাঁহার সে অনুভূতি কেমন?—দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে পারা যায়, বিষের প্রাণনাশিকা শক্তি-বিষয়ে যে জন অজ্ঞ, অথবা অগ্নির দাহিকাশক্তি বিষয়ে যে জন অনভিজ্ঞ, বিষপান করিলে বা অগ্নিতে ঝম্প-প্রদান করিলে তাহার ফল তাহারা যেমন সহজেই বুঝিতে পারে; বেদ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও প্রকারান্তরে সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকেন। অন্যপক্ষে, প্রস্ফুট-গোলাপের সদ্গন্ধের বিষয় যে জন অবগত নহে, সে যদি ঘটনাক্রমে সেই ফুল্ল-গোলাপের আঘ্রাণ গ্রহণ করে; তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার প্রাণে আনন্দের উদয় হয়। বেদাদি-শাস্ত্রের আলোচনাও সেইরূপ ফলপ্রদ। নাস্তিক্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, ইহার এক দিক দৃষ্টিগোচর হইবে; আবার আস্তিক্য-দৃষ্টিতে ইহার অন্যদিক নেত্রপথে ভাসিয়া আসিবে. গভীর জ্ঞানের অধিকারী যিনি, তিনি ইহার উভয় দিকই দেখিতে পাইবেন; এবং স্বরূপ বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিদেবতার স্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধুনাতন অনেকেই বলিয়া থাকেন,—উহা জড়োপাসকদিগের অগ্নি-পূজা; উহা অগ্নির দাহিকাশক্তিভয়ভীত অসভ্য বর্ব্বর জনের প্রকৃতি পূজা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন, তিনি সেই ভাবেই ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞান-রাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ঐ আগ্নেয় সূক্তের অভ্যন্তরে তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দর্শন করিবেন; আবার যিনি জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অগ্নিদেব আর এক মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। পুনশ্চ, যিনি জ্ঞানরাজ্যের সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে অগ্নিদেব সম্পূর্ণ এক নূতন ভাবে বিকাশ পাইবেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে অগ্নি-পূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে,—জ্ঞানবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে অশেষ বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহারও কারণ আর কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ—স্তরে স্তরে পদবী পদবী ক্রমে আরোহণীর সাহায্যে মানুষকে উন্নত-স্তরে উন্নীত-করণ। প্রথম স্তরে যাঁহারা অগ্নির পূজা করেন, অথবা যাঁহারা অগ্নিদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্নিদেবের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে বিভ্রমগ্রস্ত বলিতে পারি না। কেন-না, তাঁহারা ঐ প্রকার পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে তাঁহাদের মনে আসিতে পারে—কে তিনি যাঁর এইরূপ? প্রশ্ন উঠিতে পারে—কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইতে হইতে তন্ময়ত্ব ভাব সঞ্জাত হইতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেইরূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। ইহাই প্রতিমা-পূজার উচ্চ আদর্শ

ইহাই প্রতিমূর্ত্তি-পূজার মহান্ লক্ষ্য। হিন্দু যে জড় পুত্তলিকার পূজা করে না, হিন্দু যে প্রতিমায় জগন্ময়ী মাতার বা জগৎপাতা পিতা পরমেশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে, নিন্দকগণ তাহা না বুঝিতে পারিলেও, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

আগ্নেয় সূক্তে আমরা কাহার স্তব করিতেছি? সে কি জড় অগ্নির? আধুনিক বিজ্ঞান, অগ্নিকে জড় বলে না বটে; কিন্তু বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহারও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া কি ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? যিনি অগ্নিত্ব, যিনি বায়ুর বায়ুত্ব, যিনি ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব,—সে কি সেই অগ্নির উপাসনা নহে? যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা; যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; যিনি সর্ব্বরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন;—এ অগ্নি কি তাঁহারই নামান্তর নহে?—এ উপাসনা কি তাঁহারই উপাসনা নহে? যেদি কেবলমাত্র ঐ যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিত, ঋত্বিক্, ধনাধিকারী, দাতা প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করিয়া বিশেষিত করা যায়? পুত্র যেমন অনায়াসে পিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করে, অগ্নির ক্রোড়ে সেরূপ স্থানলাভের আসা করিতে পারা যায় কি? ঐ অগ্নি দাতা বলিয়াই বা কি প্রকারে অভিহিত হইতে পারেন? উঁহার দ্বারা কেমন করিয়াই বা ধন পুত্রাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে? এ সকল বর্ণনায় মনে হয় না কি, তিনি ঐ অগ্নির অতীত অপর এক অগ্নি—যাঁহাতে সকলই আছে? তাঁর নামের অন্ত নাই; অগ্নি তাই তাঁর একটী নাম। তাঁর রূপের অন্ত নাই; অগ্নি তাই তাঁর একটী রূপ। তাঁর গুণের অন্ত নাই; তেজঃ তাই তাঁর একটী গুণ। তাঁর শক্তির অন্ত নাই; দাহিকা তাই তাঁর একটী শক্তি। তাঁর প্রভার অন্ত নাই; দীপ্তি তাই তাঁর একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে,—তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; তিনি এক রূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্ত রূপে এক নামে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁর; তখন অগ্নি-রূপে মর্ত্ত্যলোকে সূর্য্য-রূপে অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্রাদি-দেবরূপে স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান্। "চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি" জাগরিতে ব্রহ্মা; স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখন তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি।

অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্ব প্রকাশক। তাঁহার যে সেই বিভা, তাঁহার যে সেই দিব্যজ্যোতিঃ তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতি তাই ঘোষণা করিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়, তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক-সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতিঃরূপে আলোক বিতরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত?—না, তাঁহারই কোনও সন্ধান কেহ জানিতে পারিত? মনে করি, আমরা চক্ষু-দ্বারা দর্শন করি; কিন্তু চক্ষুর কি শক্তি সে দর্শন করিতে পারে? যদি আলোক না থাকিত—যদি

জ্যোতিষ্মানের সহায়তা না পাইত, চক্ষু কি দেখিতে সমর্থ হইত? আঁধার—আঁধার—ঘোর অন্ধকারে তাহাকে ঘেরিয়া আছে। সৌভাগ্যক্রমে সে যেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, সেই তো তাহার দৃষ্টিশক্তি স্ফূরণ করিয়া দেয়! এই জন্যই জগৎসবিতৃ সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"স্বধিষ্ণ্যাং প্রতপন্ সূর্য্যো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।" সূর্য্যদেব কেবল নিজের মণ্ডলকে নিজে আলোকিত করেন না; জগৎকেও তিনি প্রকাশ করেন। সূর্য্যকে যে দেখি, সে-ও তাঁহারই প্রভায়; জগৎকে যে দেখি, সে-ও সূর্য্যেরই প্রভায়। যেমন বহির্জগতে, তেমনই অন্তর্জগতে। এই যে অগ্নি,—এই অগ্নি,—যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন; তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দুরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে। আগ্নেয়-সূক্তে সেই অগ্নিরই স্তব করা হইয়াছে, যে অগ্নি-বিশ্বপ্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন—যে অগ্নি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন। আবার এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যে অগ্নি জ্ঞানাগ্নি-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিবে—কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিবে? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—যিনি সকলকে জানাইয়া থাকেন, তাঁহাকে জানিবে কি প্রকারে? তিনি ভিন্ন তাঁহাকে জানাইবার উপায় আর কি আছে? "যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" কি প্রকারে তাঁহায় জানিবে? তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ অরে কেন বিদ্যাৎ?" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতি দ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। অগ্নি—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির বিকাশ। অগ্নিস্তবের লক্ষ্য—অগ্নিকে জানিলেই তাঁহার স্বরূপ জানা হয়।

অধুনা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া নিষ্কাম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়াছে, ভগবন্মুখপঙ্কজ-বিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অমূল্য বাণী অধুনা দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছে, তাহারই বা মূল অনুসন্ধান করিলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? সে কি এই আগ্নেয়-সূক্তেরই—'অগ্নিমুখেন দেবাঃ খাদন্তি' ইত্যুক্তিমূলক যজ্ঞবিধিরই অনুবর্ত্তন নহে? যাজ্ঞিক যখন স্বচ্ছন্দে যজ্ঞাগ্নিমুখে চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় খাদ্যাদি আহুতি প্রদান করিতে অভ্যস্ত হন; বহুমূল্য ধনরত্ন বিত্ত বিভবের প্রতি তিনি যখন মমতাশূন্য হইয়া আনন্দ-সহকারে তৎসমুদায় অগ্নিমুখে সমর্পন করিতে সমর্থ হন; আর সকলই অগ্নিমুখে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মসাৎ হইলে, তজ্জন্য তাঁহার মনে যখন কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না; পরন্তু যখন তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অবিকার-চিত্ত হইতে পারেন; তখনকার তাঁহার সে কার্য্য সে ভাব সে অবস্থা নিষ্কাম-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে কি? যে জন আগুনে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন; অপিচ, সমর্পিত সমস্ত সামগ্রী ভস্ম হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন; নিষ্কাম-ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার নিকট নহে তো আর কোথায় আছে? সেই নিষ্কাম নিস্পৃহ নির্লিপ্ত কর্ম্মের দ্বারাই কি মানুষ বিশ্বসেবায় পরসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে শিখে না? তাই বলি, অগ্নিপূজা—যজ্ঞকর্ম্ম,

সেই আদি স্তর—সেই ভিত্তিভূমি,—যাহার উপর গীতায় এই নিষ্কাম-ধর্ম্ম-সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;—অথবা, সে সেই মূল প্রস্রবণ, যেথান হইতে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় নিষ্কাম-ধর্ম্মের পূত-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। অগ্নি-পূজা—যজ্ঞকর্ম্মের মধ্য দিয়াই সংসার নিষ্কাম-কর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পায়। যাঁহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন, কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারেন না; অগ্নি-দেবের উপাসনায় যাজ্ঞিক কর্ম্মে তাঁহাদের কর্ম্মানুশীলনী ও জ্ঞানানুশীলনী উভয় বৃত্তিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আগ্নেয় সূক্তের সার্থকতা—সেই মহদুদ্দেশ্য-সাধনে। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির যুগপৎ উৎকর্ষ-বিধানে। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—নিষ্কাম-ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দাঃ।
অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য আগ্নেয়সূক্তস্য ব্রহ্মযজ্ঞান্তে
বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।

* * *

## প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

# ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
# হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ওঁ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং।
হোতারং। রত্নঽধাতমং ॥ ১ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞস্য' (যাগাদিরূপ-বৈদিক-কর্ম্মণঃ) 'পুরোহিতং' (আহবনীয়রূপেণ সম্মুখেঽবস্থিতং, যজমানস্য অভীষ্টসাধকং বা) 'হোতারং' (দেবানামাহ্বানকর্ত্তারং) 'ঋত্বিজং' (সঙ্কল্পিতফল-

সাধকং ) 'রত্নধাতমং' ( যজ্ঞস্য ফলরূপরত্নধারিণং, যাগফলরূপধনস্য পোষণকর্ত্তারং বা ) 'দেবং' ( দীপ্তিমন্তং, দানাদিগুণযুক্তং ) 'অগ্নিং' ( বহ্নিং, তেজোময়ং চৈতন্যস্বরূপং বা ) 'ঈলে' ( স্তৌমি, ঈড়ে ইতি পাঠান্তরং:) অহমিতি শেষঃ। ১ম—১সূ—১ঋ )।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবতার স্তব করি। তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনি ঋত্বিক্, তিনি হোতা, তিনি দেবতা, তিনি শ্রেষ্ঠ-রত্নের অধিকারী। ( ১ম—১সূ—১ঋ )।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

অগ্নিনামকং দেবমীলে। স্তৌমি। ঈড় স্তুতৌ। ধা০ ২৪।৯। ইতি ধাতুঃ। ড়কারস্য লকারো বহ্বৃচাধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রাপ্তঃ। তথাচ পঠ্যতে। অজ্‌মধ্যস্থড়কারস্য লকারং বহ্বৃচা জগুঃ। অজ্‌মধ্যস্থঢ়কারস্য হ্লকারং বৈ যথাক্রমমিতি॥ মন্ত্রস্য হোত্রা প্রযোজ্যত্বাদহং হোতা স্তৌমীতি লভ্যতে। কীদৃশমগ্নিং। যজ্ঞস্য পুরোহিতং। যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি। যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগ আহবনীয়রূপেণাবস্থিতং। পুনঃ কীদৃশং। দেবং। দানাদিগুণযুক্তং। পুনঃ কীদৃশং। হোতারমৃত্বিজং। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বিগগ্নিরেব। তথা চ শ্রূয়তে। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি। পুনরপি কীদৃশং। রত্নধাতমং। যাগফলরূপাণাং রত্নানামতিশয়েন

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নি নামক দেবতার স্তুতি করি। স্তুতি বাচক ঈড় ধাতুর ( ধা০ ২৪৯ ) ড়-কার স্থানে ল-কার হয়, ইহা বহ্বৃচ্-সম্প্রদায়ের ( বেদবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর ) কথানুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যবর্ত্তী ড়-কার ও ঢ়-কার স্থানে যথাক্রমে ল কার ও হ্ল-কার ( ড় স্থানে ল ও ঢ় স্থানে হ্ল ) হয়, এ কথা তাঁহারা বহুবার বলিয়াছেন। হোতা কর্তৃক মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই হেতু 'হোতা আমি স্তব করিতেছি'—ইহা পাওয়া যাইতেছে। অগ্নি কিরূপ? ( ইহা উপলব্ধির জন্য কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা অগ্নির স্বরূপ বিবৃত হইতেছে। ) অগ্নি, যজ্ঞের পুরোহিত। যেমন রাজার পুরোহিত তাঁহার মনের অভিলাষ পূরণ করেন, তদ্রূপ অগ্নিও যজ্ঞের প্রয়োজনীয়ভূত হোমকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন; অথবা আহবনীয়রূপে অর্থাৎ আহুতি প্রদানের উপযোগী যজ্ঞাগ্নিরূপে যজ্ঞের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত থাকেন। পুনরায় কিরূপ? দেব অর্থাৎ দানাদিগুণযুক্ত। পুনরায় কিরূপ? হোতা—ঋত্বিক্, যেহেতু, একমাত্র অগ্নিই যজ্ঞস্থলে দেবগণকে আহ্বান করিবার জন্য হোতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপে বিদ্যমান। "অগ্নিই দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা", ইহা শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় কিরূপ? রত্নধাতম; অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞফলরূপ

ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা। অত্রাগ্নিশব্দস্য যাস্কো বহুধা নির্ব্বচনং দর্শয়তি। নিং ৭।১৪। অথাতোঽনুক্রমিষ্যামোঽগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামোঽগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবত্যগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তেঽঙ্গং নয়তি সংনমমানোঽক্লোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবির্নক্লোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিরিতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাৎ স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা নীঃ পরস্তস্যৈষা ভবতীতি। অগ্নিমীল ইতি। অস্যায়মর্থঃ। সামান্যেন সর্ব্বদেবতানাং লক্ষণস্যাভিহিতত্বাদনন্তরং যতঃ প্রতিপদং বিশেষেণ বক্তব্যত্বমাকাঙ্ক্ষিতমতোঽনুক্রমেণ বক্ষ্যামঃ। তত্র পৃথিবীলোকে স্থিতোঽগ্নিঃ প্রথমং ব্যাখ্যাস্যতে। কস্মাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তাদগ্নিশব্দেন দেবতাভিধীয়ত ইতি প্রশ্নস্যাগ্রণীরিত্যাদিকমুত্তরং। দেবসেনামগ্রে স্বয়ং নয়তীত্যগ্রণীঃ। এতদেকমগ্নিশব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং। তথা চ ব্রাহ্মণান্তরং। অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানীরিতি। এতদেবাভিপ্রেত্য বহ্বৃচা মন্ত্রব্রাহ্মণে আমনন্তি। অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামিতি মন্ত্রঃ। অগ্নির্বৈ দেবানামবম ইতি ব্রাহ্মণং। তথা তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি। অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানামিতি মন্ত্রঃ। অগ্নিরবমো দেবতানামিতি চ। বাজসনেয়িনস্ত্বেবমামনন্তি।

---

রত্নরাজি অতিরিক্তভাবে ধারণ বা পোষণ করেন। এস্থলে যাস্ক-ঋষি অগ্নি শব্দের নিশ্চয়ার্থ বহু প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন (নিঃ ৭।১৪) অতঃপর যথাক্রমে তাহা ব্যক্ত হইবে। যে অগ্নি ভূলোকে অবস্থিত, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ব্যাখ্যা করিব। কি জন্যই বা অগ্নি, অগ্রণী অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন? যজ্ঞে হুত-পদার্থের অগ্রভাগ দেবতা সন্নিধানে লইয়া যান, এবং হবির্বহন কালে স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন হয়েন না, এই কথা স্থৌলাষ্ঠীবি ঋষি বলিয়াছেন। শাকপূণি বলিয়াছেন যে, তিনটী ধাতু হইতে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইৎ (ইণ্); অক্ত (অঞ্জ্) বা দগ্ধ (দহ্) এবং নীত (নী—হ্রস্বে নি),—এই তিন ধাতু হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন 'অ'-কার, 'গ'-কার ও 'নি' এই তিন বর্ণ-সংযোগেই অগ্নি শব্দের উৎপত্তি। "অগ্নিমীলে" এই মন্ত্রের অর্থ এখন বিবৃত করা যাইতেছে। সকল দেবতারই লক্ষণ সামান্যভাবে কথিত হওয়ার পর প্রতি পদে বিশেষভাবে কথনের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, তাহাও যথাক্রমে সুস্পষ্ট-ভাবে বলিব। এস্থলে, এই পৃথিবী-লোকে অবস্থিত অগ্নির ব্যাখ্যাই প্রথমে করিব। কোন্ প্রবৃত্তিসিদ্ধির জন্য অগ্নি দেবতা বলিয়া অভিহিত হইতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর, "অগ্রণী" ইত্যাদি দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। নিজেই দেবসেনাকে অগ্রে আনয়ন করেন বলিয়া অগ্রণী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই অগ্নি-শব্দকে দেবতারূপে নির্দ্দেশ করিবার, একটি প্রবৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু। ব্রাহ্মণান্তরেও উক্ত আছে;—একমাত্র অগ্নিই দেবগণের সেনাপতি। এই অভিপ্রায়েই বহ্বৃচ-মণ্ডলী মন্ত্র ব্রাহ্মণে (মন্ত্র-নির্দ্দেশক ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থে) 'অগ্নিই সকল দেবতার মুখস্বরূপ ও সর্ব্ব-দেবতার প্রথম,'—এই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। অগ্নিই দেবগণের রক্ষক ও আদি-স্থানীয়,—এ কথা বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ভাগে কথিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও "অগ্নি দেবগণের প্রথম ও প্রধানস্থানীয়" সর্ব্বাগ্রে এই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। তিনিই সেই অগ্নি—যিনি সকল দেবতার অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছেন; তজ্জন্যই তাঁহার নাম অগ্নি—এই কথা বাজসনেয়িগণও বলিয়া থাকেন। অগ্নি যে দেবতা, তাহার দ্বিতীয় হেতু

সবা এষোঽগ্রে দেবতানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি। যজ্ঞেষগ্নিহোত্রেষ্টিপশুসোমরূপেষগ্রং পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্যাহবনীয়দেশং প্রতি গার্হপত্যাৎপ্রণীয়ত ইতি দ্বিতীয়ং প্রবৃত্তিনিমিত্তং। সংনয়মানঃ সম্যক্ স্বয়মেব প্রহ্বীভবন্নঙ্গং স্বকীয়ং শরীরং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিঃপাকে চ প্রেরয়তীতি তৃতীয়ং প্রবৃত্তিনিমিত্তং। স্থূলাষ্ঠীবিনামকস্য মহর্ষেঃ পুত্রো নিরুক্তকারঃ কশ্চিদক্নোপন ইত্যগ্নিশব্দং নির্ব্বক্তি। তত্র ন ক্নোপয়তীত্যুক্তে ন স্নেহয়তি। কিন্তু কাষ্ঠাদিকং রূক্ষয়তীত্যুক্তং ভবতি। শাকপূণিনামকো নিরুক্তকারো ধাতুত্রয়াদগ্নিশব্দনিষ্পত্তিং মন্যতে। ইত ইণ্‌গতৌ। ধা০ ২৪।৩৬। ইতি ধাতুঃ। অক্তোঽঞ্জূ ব্যক্তিম্রক্ষণগতিষু। ধা০ ২৯।২১। ইতি ধাতুঃ। দগ্ধো দহভস্মীকরণে। ধা০ ২৩।২২। ইতি ধাতুঃ। নীতো নীঞ্‌প্রাপণে। ধা০ ২২।৫। ইতিধাতুঃ। অগ্নিশব্দো হ্যকারগকারনিশব্দানপেক্ষমাণ এতিধাতোরুৎপন্নাদয়নশব্দাদকারমাদত্তে। অনক্তি ধাতুগতস্য ক কারস্য গকারাদেশং কৃত্বা তমাদত্তে। যদ্বা দহতিধাতুজন্যাদ্দগ্ধশব্দাদ্গকারমাদত্তে। নীরিতি নয়তিধাতুঃ। স চ হ্রস্বো ভূত্বা পরো ভবতি। ততো ধাতুত্রয়ং মিলিত্বাগ্নিশব্দো ভবতি। যজ্ঞভূমিং গত্বা স্বকীয়মঙ্গং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিঃপাকে চ প্রেরয়তীতি সমুদায়ার্থঃ। তস্যাগ্নিশব্দার্থস্য দেবতাবিশেষস্য প্রাধান্যেন স্তুতিপ্রদর্শনায়ৈষাগ্নিমীল ইত্যৃগ্‌ভবতীতি। তামেতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। অগ্নিমীলেঽগ্নিংযাচামীলিরধ্যেষণাকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা পুরোহিতো ব্যাখ্যাতো

---

(প্রবৃত্তি নিমিত্ত) এই যে, পশুরূপ অগ্নিহোত্র ও সোমরূপ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে গার্হপত্যাগ্নি হইতে পূর্ব্বভাগে আহবনীয় প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্নি প্রণয়ন অর্থাৎ স্থাপন করা হয়। অগ্নি শব্দের দেবত্ব-নির্দ্দেশের তৃতীয় হেতু এই যে, তিনি দেবতাসমীপে স্বয়ং হবির্বহনকালে নম্রভাবে নিজদেহ, কাষ্ঠদাহ ও চরুপাক কার্য্যে প্রেরণ করেন। স্থূলাষ্ঠীবি নামক মহর্ষিপুত্র নিরুক্তকার বলিয়াছেন যে, যিনি স্নিগ্ধ নহেন, তিনিই অগ্নি। তাঁহার স্নেহগুণ নাই; তিনি কাষ্ঠাদিকে রুক্ষ অর্থাৎ শুষ্ক করিয়া থাকেন। শাকপূণি নামক নিরুক্তকার ধাতুত্রয় হইতে অগ্নিশব্দ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। গত্যর্থ (ইৎ) ইণ্ ধাতু, (ধা০ ২৪।৩৬) ব্যক্তি (প্রকাশ) ম্রক্ষণ ও গতি অর্থ বোধক (অক্ত) অঞ্জূ ধাতু, (ধা০ ২৯।২১) ভস্মীকরণার্থ (দগ্ধ) দহ ধাতু, (ধা০ ২৩।২২) এবং প্রাপণার্থ নীত (নীঞ্) ধাতু (ধা০ ২২।৫) অগ্নি-শব্দের উৎপত্তির মূল। অপিচ, অগ্নিশব্দ অ-কার, গ-কার ও নি শব্দের অপেক্ষা না করিয়া, ইণ্ ধাতূৎপন্ন অয়ন শব্দ হইতে অ-কার, প্রাপ্ত হইতেছে, অনজ্ ধাতুগত ক-কার স্থানে আদিষ্ট গ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, অথবা দহ ধাতূৎপন্ন দগ্ধ শব্দ হইতে গ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অবশেষে প্রাপণার্থ নী-ধাতু হ্রস্ব হইয়া নি প্রাপ্ত হইতেছে; এইরূপে এই তিনটি ধাতু মিলিত হইয়া অগ্নিশব্দ সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া কাষ্ঠদাহ-কার্য্যে ও চরুপাককার্য্যে স্বীয় অঙ্গকে নিয়োগ করেন, ইহাই ফলিতার্থ। অগ্নি শব্দের উক্তরূপ অর্থবোধক দেবতা-বিশেষের বিশেষভাবে স্তুতি-প্রকাশের উদ্দেশ্যেই "অগ্নিমীলে" এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে। যাস্ক ঋষি সেই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—'অগ্নিমীলে' অর্থাৎ অগ্নিকে যাচ্ঞা করি। তিনি, ঈলি ধাতুর অর্থ অধিকভাবে প্রার্থনা করা, বা পূজা করা—এই কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতে অতিশয় প্রার্থনাকারী বা পূজাকরণশীল পুরোহিত এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে। "যজ্ঞস্য

যজ্ঞস্য দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা। হোতারং হ্বাতারং জুহোতের্হোতেত্যৌর্ণবাভো রত্নধাতমং রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমং। নিং ৯৫। ইতি। অস্যায়মর্থঃ ঈড়তিধাতোঃ স্তুত্যর্থত্বং প্রসিদ্ধং। ধাতূনামনেকার্থত্বমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য যাচ্ঞাধ্যেষণাপূজা অপ্যত্রোচিতত্বাত্তদর্থতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। পুরোহিতশব্দো দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে। নিং ২।১২। যদ্দেবাপিঃ শংতনবে পুরোহিত ইত্যেতামৃচমুদাহৃত্য পুর এনং দধতীতি ব্যাখ্যাতঃ। তৈত্তিরীয়াশ্চ পৌরোহিত্যে স্পর্দ্ধমানস্য পশ্বনুষ্ঠানং বিধায় তৎফলত্বেন পুর এনং দধত ইত্যা-মনন্তি। দেবশব্দো দানদীপনদ্যোতনানামন্যতমমর্থমাচষ্টে। যজ্ঞস্য দাতা দীপয়িতা দ্যোতয়িতায়-মগ্নিরিত্যুক্তং ভবতি। দীপনদ্যোতনয়োরেকার্থত্বেঽপ্যস্তিধাতুভেদঃ। যদ্যপ্যগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তথাপি দেবান্ প্রতি হবির্বহনাদ্দ্যুস্থানো ভবতি। দেবশব্দদেবতাশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বান্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা কাচিদগ্নিব্যতিরিক্তা দেবতা নান্বেষণীয়া। হোতৃশব্দস্য হ্বয়তিধাতোরুৎপন্নত্বেন দেবানামাহ্বা-তারমিতি। ঔর্ণবাভনামকস্তু মুনির্জুহোতিধাতোরুৎপন্নো হোতৃশব্দ ইতি মন্যতে। অগ্নেশ্চ হোতৃত্বং হোমাধিকরণত্বেন দ্রষ্টব্যং। রত্নশব্দো দ্বিতীয়াধ্যায়ে মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতৌ ধননামসু

---

দেবঃ" অর্থাৎ যজ্ঞের দেবতা। দান হেতু, দীপ্তিমত্ত্বহেতু অথবা প্রকাশন-হেতু, কিম্বা স্বর্গই হইয়াছে বসতিস্থান, এই হেতু তিনি দেব। অগ্নির বিশেষণ—"হোতারং" অর্থাৎ আহ্বানকারী, হু ধাতুর উত্তর তৃণ্ প্রত্যয় করিয়া হোতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এ কথা ঔর্ণবাভ বলিয়াছেন। "রত্নধাতমং" অর্থাৎ রমণীয় রত্নরাজি-দানকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, (নিং ৯৫)। ঈড় ধাতু স্তুত্যর্থে প্রসিদ্ধ; ধাতুর অনেকার্থ হইয়া থাকে—এই ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া ঈড় ধাতুর যাচ্ঞা, অধ্যেষণা ও পূজা অর্থও হইতে পারে। এই হেতু ঐ ঐ অর্থেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে "যদ্দেবাপিঃ শংতনবে পুরোহিতঃ" এই মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া সকল কার্য্যে অগ্রগামিত্ব অর্থে পুরোহিত শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (নিং ২।১২) তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের জন্য স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, এবং পশুযাগের অনুষ্ঠানজনিত ফলদান করিয়া যিনি অগ্রে উল্লেখার্হ হয়েন, তিনিই পুরোহিত। দেব শব্দ দ্বারা দান, দীপ্তি এবং প্রকাশ এই তিনের মধ্যে যে কোনও একটি অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব অগ্নিই যজ্ঞের ফলদানকারী, দীপ্তিদানকারী ও প্রকাশক, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। দীপন ও দ্যোতন এই শব্দদ্বয় একার্থবোধক হইলেও উহাদের মধ্যে ধাতুগত ভেদ আছে। যদিও অগ্নি, পৃথিবী-স্থানাবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহা হইলেও দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্বহন করেন বলিয়া, স্বর্গেও তাঁহার অবস্থিতি-স্থান আছে। দেব শব্দ ও দেবতা শব্দ এক পর্য্যায়গত বলিয়া এই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অগ্নি ব্যতীত অন্য কোনও দেবতাকে বুঝাইতে পারে না। হোতৃ-শব্দ 'হ্বয়তি' অর্থাৎ 'হ্বেঞ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দেবগণের আহ্বানকারী—এই অর্থ বুঝাইতেছে। ঔর্ণবাভ ঋষি বলিয়াছেন যে, জুহোতি অর্থাৎ হু ধাতু হইতে হোতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নিই হোমের অধিকরণ অর্থাৎ আধার বলিয়া, তাঁহার মতে অগ্নির হোম-কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। নিরুক্ত-গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে মঘং ইত্যাদি অষ্টাবিংশ সংখ্যক ধন

পঠিতঃ। রমণীয়ত্বাদ্রত্নত্বং। দধাতিধাতুরত্র দানার্থবাচীতি। তদিদং নিরুক্তকারস্য যাস্কস্য মন্ত্রব্যাখ্যানং।

অথ ব্যাকরণপ্রক্রিয়োচ্যতে। অগিধাতোর্গত্যর্থাৎ। ধাং ৫৩৮। অঙ্গের্নলোপশ্চেত্যৌ-ণাদিকসূত্রেণ। উং ৪।৫১। নিপ্রত্যয়ঃ। ইদিত্বান্নুমাগমেন প্রাপ্তস্য নকারস্য। পাং ৯।১।৫৮। লোপশ্চ ভবতি। অঙ্গতি স্বর্গে গচ্ছতি হবির্নেতুমিত্যগ্নিঃ। তত্র ধাতোঃ। পাং ৬।১।১৬২। ইত্যকার উদাত্তঃ। আদ্যুদাত্তশ্চ। পাং ৩ ১।৩। ইতি প্রত্যয়গত ইকারোঽপ্যুদাত্তঃ। অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং। পাং ৬ ১।১৫৮। ইতি দ্বয়োরন্যতরমুদাত্তমবশেষ্যেতরস্যানুদাত্তত্বং প্রাপ্তং। তত্র ধাতুস্বরে প্রথমতোঽবস্থিতে সতি পশ্চাদুপদিশ্যমানঃ প্রত্যয়স্বরোঽবশিষ্যতে। সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ান্। পাং ৬।১।১৫৮।৯। ইতি হি ন্যায়ঃ। ততোঽন্তোদাত্তমগ্নিপ্রাতিপদিকং। অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ। পাং ৩।১।৪। ইত্যমিত্যেতদ্দ্বিতীয়ৈকবচনমনুদাত্তং। তস্যামি পূর্ব্বঃ। পাং ৬।১।১০৯। ইতি যৎপূর্ব্বরূপং তদুদাত্তমেকাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। পাং ৮।২।৫। ইতি সূত্রিতত্বাৎ। অগ্নি-শব্দো ধাতুজন্যেতি মতে সেয়ং প্রক্রিয়া সর্ব্বাপি দ্রষ্টব্যা। মতদ্বয়ং যাস্কেন প্রদর্শিতং। নামান্যা-খ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। ন সর্ব্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে। নিং

---

নামের মধ্যে রত্ন শব্দকে ধরা হইয়াছে. রমণীয় বলিয়াই ইহার নাম রত্ন হইয়াছে। এস্থলে ধা ধাতু দানার্থ-বাচক। অতএব নিরুক্তকার যাস্ক প্রথম মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর এই ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণ-বিষয়ক কথা ও স্বর-প্রক্রিয়া উক্ত হইতেছে। গত্যর্থ অগি ধাতুর ( পাং ৫।৩৮ ) উত্তর "অঙ্গের্নলোপশ্চ ( উং ৪।৫১ ) ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্র দ্বারা নি প্রত্যয় হইয়াছে। তৎপরে ইকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া প্রাপ্ত ন-কারের ( পাং ৯।১।৫৮ ) লোপ হইল। এই জন্য অঙ্গতি অর্থাৎ হবিঃ বহন জন্য স্বর্গে গমন করেন বলিয়া অগ্নিশব্দ নিষ্পন্ন হইল। এস্থলে অগি ধাতুর ( পাং ৬।১ ১৬২ ) অকার উদাত্ত। পাণিনি ব্যাকরণান্তর্গত "আদ্যুদাত্তশ্চ" ( পাং ৩।১।৩ ) এই সূত্রানুসারে, প্রত্যয়গত ইকার উদাত্ত। "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং'' ( পাং ৬।১।১৫৮ ) এই সূত্রানুসারে দুই উদাত্তের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করায় অবশিষ্টটি অনুদাত্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ধাতুস্বর আছে বলিয়া, পরে কথিত প্রত্যয় স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। এক পদে উদাত্ত ও অনুদাত্ত দুই স্বরই থাকিলে শিষ্ট স্বর বলীয়ান্ হয়, ( পাং ৬ ১।১৫৮.৯ ) এই ন্যায় অর্থাৎ নিয়ম আছে। অগ্নি শব্দ অন্তোদাত্ত। "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ'' ( পাং ৩.১।৪ ) এই সূত্রানুসারে অগ্নি শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন অর্থাৎ 'অম্' অনুদাত্ত হইয়াছে। অগ্নি শব্দের উত্তর "অমিপূর্ব্বঃ'' ( পাং ৬।১।১০৯ ) সূত্রানুসারে 'অম্' বিভক্তি করিবার পূর্ব্বে, উহার স্বর উদাত্ত ছিল; কিন্তু "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" ( পাং ৮.২।৫ ) এই সূত্রানুসারে উভয়ের অবশিষ্ট স্বর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-প্রকৃতির অনুদাত্ত স্বর হইতেছে। যাঁহারা বলেন,— অগ্নি-শব্দ ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাঁহাদের মতেও স্বর-প্রক্রিয়া ঐরূপভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে যাস্ক ঋষি দ্বিবিধ মত প্রদর্শন করিয়াছেন। শাকটায়ন ও নিরুক্তকার বলিয়াছেন যে- নাম-সমূহ আখ্যাত অর্থাৎ প্রত্যয় হইতে জাত; কিন্তু গার্গ্য-ঋষি এবং ব্যাকরণ-বিৎ পণ্ডিতের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সকল নামই আখ্যাতসঞ্জাত নহে ( নিং

২।১২। ইতি। গার্গ্যস্য মতেঽগ্নিশব্দস্যাখণ্ডপ্রাতিপদিকত্বাৎ ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ। ফি০ ১।১। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্বোক্তেম্বগ্রণীরিত্যাদিনির্বচনেষু প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যশেষপ্রক্রিয়া যথোচিতং কল্পনীয়া। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্ক আহ। অথ নির্ব্বচনং। তদ্যেষু পদেষু স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং তথা তানি নির্ব্রূয়াদথানন্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারেঽর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত কেনচিদ্বৃত্তিসামান্যেনাবিদ্যমানে সামান্যেঽপ্যক্ষরবর্ণসামান্যান্ন ত্বেব ন নির্ব্রূয়াৎ। নি০ ২১। ইতি। অস্যায়মর্থঃ। তত্তত্র নির্বচনীয়পদসমূহমধ্যে যেম্বগ্ন্যাদিপদেষু পূর্ব্বোক্তরীত্যা স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ ব্যাকরণসিদ্ধৌ স্যাতাং। স্বর উদাত্তাদিঃ। সংস্কারো নিপ্রত্যয়াদিঃ। কিং চ তৌ স্বরসংস্কারৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং। শব্দস্যৈকদেশঃ পূর্ব্বোক্তোঽগিধাতুঃ প্রদেশঃ। তত্র ভবো গুণোগতিরূপোঽর্থঃ। তেনান্বিতৌ। তান্যগ্ন্যাদিপদানি তথা ব্যাকরণানুসারেণ নির্ব্রূয়াৎ। তচ্চ নির্ব্বচনমস্মাভিঃ প্রদর্শিতং। অথ পূর্ব্বোক্তবৈলক্ষণ্যেন কশ্চিৎ স্বেন বিবক্ষিতোঽর্থো নান্বিতস্তস্মিঞ্ছব্দেঽনুগতো ন ভবেৎ। তস্যৈব ব্যাখ্যানমপ্রাদেশিকে বিকার ইতি। অগ্রনয়নাদিরূপঃ ক্রিয়াবিশেষো বিকারঃ। স চ প্রদেশেনাগ্নিশব্দৈকদেশেনাত্র নাভিধীয়ত ইত্যপ্রাদেশিকঃ। এবং সতি যঃ পুমানর্থনিত্যঃ স্ববিবক্ষিতেঽর্থে নিয়তো নির্ব্বন্ধবান্। ব্রাহ্মণানুসারেণ বা দেবতান্তরবিশেষণত্বেন যোজয়িতুং বা স নির্বন্ধঃ। তদানীং সপুমান্ কেনচিদ্বৃত্তি-

---

২১২)। গার্গ্য ঋষির মতে অখণ্ড-প্রাতিপদিক অগ্নি শব্দ "ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" (ফি০ ১।১) এই সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্য-সমূহে অগ্রণী ইত্যাদির নির্ব্বচনার্থ (নিশ্চয়ার্থ) নির্ণয়-বিষয়ে প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিবিধ প্রক্রিয়া সম্বন্ধ কল্পনা করা উচিত। এই অভিপ্রায়ে যাস্ক ঋষি, নির্ব্বচন লক্ষণ বলিয়াছেন (নি০ ২।১) যাহা দ্বারা পদসমূহের স্বর, সংস্কার এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কোনও প্রকারে নিঃশেষরূপে কিম্বা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম নির্ব্বচন। তাহা হইলে নির্ব্বচনীয় পদসমূহ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে যে অগ্ন্যাদি শব্দের স্বর ও সংস্কার সিদ্ধ হয়, ব্যাকরণানুসারে সেই পদসমূহের নির্ব্বচন সিদ্ধ করা হইবে। উদাত্তাদিকে স্বর এবং নি প্রত্যয়াদিকে সংস্কার কহে। কিন্তু সেই স্বর এবং সংস্কার প্রাদেশিক গুণযুক্ত হওয়া দরকার। অগ্নি-শব্দের একদেশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অগি ধাতুকে প্রদেশ কহে। গতিরূপ অর্থই তাহার গুণ, তদ্দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত। তাহা হইলেই অগ্ন্যাদি পদের ব্যাকরণানুসারে নির্ব্বচনার্থ সিদ্ধ হইল। আমরা এইরূপ ভাবে নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বৈলক্ষণ্য হেতু স্ববিবক্ষিত (স্বাভীষ্ট) কোনও অর্থ সেই শব্দে অনুগত না হয়, তাহা হইলে অপ্রাদেশিক বিকারের দ্বারা তাহার অর্থ হইবে। অগ্রনয়নাদি-রূপ কার্য্য-বিশেষই বিকার। সেই বিকার এস্থলে অগ্নিশব্দের একদেশ দ্বারা কথিত হইতেছে না বলিয়া অপ্রাদেশিক হইতেছে। তাহা হইলে যে ব্যক্তি অর্থের নিত্যতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ববিবক্ষিতার্থে অর্থাৎ যে শব্দের প্রকৃত পক্ষে যে অর্থ অভীষ্ট, সেই শব্দের সেই অর্থ প্রতিপাদন করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, অথবা ব্রাহ্মণানুসারে কিম্বা অন্য দেবতাবিশেষ দ্বারা সেই অর্থ সেই শব্দে সংযোজিত করিতে প্রয়াস পান, সে ব্যক্তি তখন

সামান্যেন স্ববিবক্ষিতমর্থং পরীক্ষেত। তস্মিঞ্ছব্দে যোজয়েৎ। বৃত্তিঃ ক্রিয়া। তদ্রূপেণ সামান্যং সাদৃশ্যং অস্মাভিশ্চাগ্রেনয়নাদিরূপং ক্রিয়াত্বসামান্যমুপজীব্যাগ্রণীত্বাদ্যর্থো যোজিতঃ। তদিদং যাস্কাভিমতং নির্ব্বচনং। স্থৌলাষ্ঠীবিরক্ষরসাম্যান্নির্ব্বক্তি। অক্নোপনশব্দস্যাদৌ নিষেধার্থমকার রূপমক্ষরং বিদ্যতে অগ্নি-শব্দস্যাপ্যাদাবকারোঽস্তি। তদিদমক্ষরসাম্যং। শাকপূণিস্তু বর্ণসাম্যান্নি-ব্রূতে। দগ্ধশব্দাগ্নিশব্দয়োর্গকারবর্ণেন সাম্যং। সর্ব্বথাপি নির্ব্বচনং ন ত্যাজ্যমিতি ঈলে ইত্যেতৎপদং কৃৎস্নমপ্যনুদাত্তং। তিঙ্ঙতিঙঃ। পা০ ৮।১।২৮। ইত্যতিঙ্ঙন্তাদগ্নিশব্দাৎ পরস্যেল ইত্যস্য তিঙন্তস্য নিঘাতবিধানাৎ। পদদ্বয়সংহিতাকালে ঈকারস্য ধাতুগতস্যোদাত্তাদ-নুদাত্তস্য স্বরিতঃ। পাঃ ৮।৪.৬৬। ইতি স্বরিতত্বং। তস্মাদূর্দ্ধভাবিন একারস্য তিঙ্প্রত্যয়রূপস্য স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং। পা০ ১.২.৩৯। ইত্যেকশ্রুত্যং প্রচয়নামকং ভবতি। পুরঃ শব্দোঽন্তোদাত্তঃ। অয়ং পুরো ভব ইত্যত্র তথৈবাম্নাতত্বাৎ। পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাং। পা০ ৫।৩.৩৯। ইতি পূর্ব্বশব্দাদস্ প্রত্যয়ঃ পুরাদেশশ্চ। ততোঽত্র প্রত্যয়স্বরঃ। পা০ ৩।১।৩। ধাঞো নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিঃ। পা০ ৭।৪।৪২। ইত্যাদেশে সতি প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তো হিত-শব্দঃ। তত্রসমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে। পাঃ ৬।১।২২৩। তদপবাদত্বেন তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যা-

---

কোনও সদৃশ-ক্রিয়া দ্বারা সেই স্ববিবক্ষিতার্থ সেই শব্দে সংযোজিত করিয়া থাকেন। আমরাও অগ্নি শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের সহিত অগ্রনয়নাদিরূপ সদৃশ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া অগ্রণীত্বাদি অর্থ সংযোজিত করিলাম। ইহাই যাস্কাভিমত নির্ব্বচন। স্থৌলাষ্ঠীবি, অক্ষরের সমত্ব ধরিয়া অগ্নি শব্দের নির্ব্বচন করিয়াছেন। অক্নোপন শব্দের আদিতে 'অ'কার এই অক্ষর আছে এবং অগ্নি শব্দের আদিতেও 'অ'কার আছে; তাহা হইলেই অক্ষর-সাম্য হেতু অগ্নি-শব্দের নির্ব্বচন নির্ণীত হইল। শাকপূণি ঋষিও বলিয়াছেন যে, বর্ণসাম্য থাকিলে নির্ব্বচনার্থ হইয়া থাকে; তাঁহার মতে দগ্ধ ও অগ্নি শব্দের গকারের সাম্য থাকায় নির্ব্বচনার্থ সিদ্ধ হইল। নির্ব্বচনার্থ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত নহে। "ঈলে" এই পদের স্বর সমস্তই অনুদাত্ত। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৮.১.২৮) এই সূত্রানুসারে অতিঙন্ত অগ্নি শব্দের পরস্থ "ঈলে"—এই তিঙন্ত পদের স্বর নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত। পদদ্বয় পাঠকালে ধাতুগত ঈকার উদাত্ত বলিয়া 'ঈলে' এই পদস্থিত একার "উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ" (পা০ ৮.৪।৬৬) এই সূত্রানুসারে স্বরিত হইল। সেই কারণে তিঙন্ত প্রত্যয়রূপ একারের প্রচয় (বৃদ্ধি) অভিধেয় একশ্রুতি নিষ্পন্ন হইল (পা০ ১.২.৩৯)। "অয়ং পুরোভবঃ"—এস্থলে পুরঃ শব্দ অন্তোদাত্তরূপে পঠিত হওয়ায়, পুরোহিত শব্দের পুরঃ শব্দও অন্তোদাত্ত। "পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাং" (পা০ ৫.৩.৩৯) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্ব শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়, ও পূর্ব্ব শব্দ স্থানে পুরাদেশ হইল; তাহা হইলেই এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হইতেছে (পা০ ৩.১.৩)। ধাঞ ধা ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত প্রত্যয় করিয়া "দধাতের্হিঃ" (পা০ ৭.৪.৪২) এসূত্রানুসারে ধা স্থানে হি আদেশ হইয়াছে, এবং এই শব্দটি প্রত্যয়স্বরবিশিষ্ট হওয়ায় অন্তোদাত্ত হইতেছে। সমাসান্ত উদাত্ত স্বর (পা০ ৬।১।২২৩) প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার অপবাদক "তৎপুরুষে তুল্যার্থা" (পা০ ৬।২২) এই বিধি দ্বারা অব্যয়

দিনা। পা০ ৬।২২। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা পুরোঽব্যয়ং। পা০ ১।৪।৬৯। ইতি গতিসংজ্ঞায়াং গতিরনন্তরা। পা০ ৬।২৪।৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তত ঔকার উদাত্তঃ। অবশিষ্টানামনুদাত্তস্বরিতপ্রচয়াঃ পূর্ব্ববদ্ দ্রষ্টব্যাঃ। আদ্যাক্ষরস্য সংহিতায়াং প্রচয়প্রাপ্তৌ। পা০ ১।২।৩৯। ইত্যুদাত্তস্বরিত পরস্য সন্নতরঃ। পাঃ ১।২।৪০ ইত্যতিনীচোঽনুদাত্তঃ। যদ্যপি পদকালে হিতশব্দান্তর্গতস্যেকারস্য স্বরিতত্বং দুর্লভমুদাত্তপরত্বাভাবাৎ। মাত্রা হ্রস্বস্তাবদবগ্রহান্তরমিতি। প্রা০ ১।৩।১। প্রাতিশাখ্যেঽবসানবিধানাৎ। তৈত্তিরীয়া অনুদাত্তমেবাভিধীয়তে। তথাপি যথা সন্ধীয়মানানামনেকীভবতাং স্বরঃ। উপদিষ্টস্তথা বিষ্ণাদ্যক্ষরাণামবগ্রহে। প্রা০ ৩।৩।৫। ইতি প্রাতিশাখ্যেঽতিদেশাদিষ্টসিদ্ধিঃ। যজ যাচেত্যাদিনা। পা০ ৩।৩।৯। যজতের্নঙ্প্রত্যয়ে সত্যন্তোদাত্তো যজ্ঞশব্দঃ। বিভক্তেঃ সুপ্‌স্বরেণানুদাত্তত্বে। সতি। পাঃ ৩।১।৪। পশ্চাৎ স্বরিতত্বং। দেবশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ। পাঃ ৩।১।১৩৪। স চ ফিট্‌স্বরেণ। ফি০ ১।১। প্রত্যয়স্বরেণ। পা০ ৩।১।৩। চিৎস্বরেণ। পা০ ৬।১।১৬৩। বাস্তোদাত্তঃ। ঋত্বিক্‌শব্দঃ ঋতৌ যজতীতিবিগ্রহে সত্যৃত্বিগ্‌দধৃক্। পা০ ৩।২।৫৯। নিপাতিতঃ। গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা০ ৬।৩।১৩৯। ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বিভক্তিস্বরঃ পূর্ব্ববৎ। হোতৃশব্দস্তৃন্‌প্রত্যয়ান্তঃ। পাঃ ৩।২।১৩৬। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। স্বরিতপ্রচয়ৌ পূর্ব্ববৎ। রত্নশব্দো নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য। ফিঃ ২।৬। ইত্যুদাত্তঃ। তথাচাম্নায়তে। রত্নং

---

পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিগত স্বর উদাত্তরূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে। অথবা "পুরোঽব্যয়ং" (পা০ ১।৪।৬৯) এই সূত্রানুসারে পুরঃ শব্দটি অব্যয়। ইহার গতি সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া "গতিরনন্তরা" (পা০ ৬।২৪।৯) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বরই পরিগৃহীত হইবে। তৎপরে ঔকারটি উদাত্ত স্বর হইল; ও অবশিষ্ট স্বরগুলির পূর্ব্বের ন্যায় অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় জানিবে। প্রথম বর্ণ প্রচয় প্রাপ্ত হওয়ায় (পা০ ১।২।৩৯) "উদাত্তস্বরিত পরস্য সন্নতরঃ", (পা০ ১।২।৪০) এই সূত্রানুসারে অতিনীচ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। যদি পরে উদাত্ত স্বরের অভাব হেতু পদকালে হিতশব্দান্তর্গত ইকারের স্বরিতার্থ না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও মাত্রা-হ্রস্বাদি-জ্ঞানে (পা০ ১।৩।১) তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ অনুদাত্তত্বের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। "যজযাচা" (পা০ ৩।৩।৯) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা যজ্‌ ধাতুর উত্তর নঙ্‌ প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার স্বর অন্তোদাত্ত। সুপ্‌ স্বরের দ্বারা বিভক্তির অনুদাত্ত সম্পাদন করিয়া (পা০ ৩।১।৪) পশ্চাতে স্বরিতত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেব শব্দ "পচাদ্যচ্‌" (পা০ ৩।১।১৩৪) সূত্রদ্বারা পচাদিত্ব হেতু অচ্‌ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উহার ফিট্‌ স্বর, (ফি০ ১।১) প্রত্যয় স্বর (পা০ ৩।১।৩) চিৎস্বর (পা০ ৬।১।১৬৩) বা অন্তোদাত্ত স্বর। ঋতু অর্থাৎ বসন্তাদিকালে যজ্ঞ করেন যিনি, এই বাক্যে "ঋত্বিগ্‌দধৃক্" (পা০ ৩।২।৫৯) এই সূত্রদ্বারা ঋত্বিক্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" (পা০ ৬।৩।১৩৯) এই সূত্রানুসারে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদটি প্রকৃতি স্বরের দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তি স্বর পূর্ব্বের ন্যায়। হ্বে ধাতুর উত্তর তৃন্ প্রত্যয় করিয়া হোতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, (পা০ ৩।২।১৩৬) এবং নিৎ-স্বর হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। স্বরিত ও প্রচয় পূর্ব্বের ন্যায়। রত্ন শব্দ 'নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য' (ফি০ ২।৬) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। "রত্নং ধাত্রা"

ধাত্তেতি। রত্নানি দধাতীতি বিগ্রহঃ। সমাসস্বাদন্তোদাত্তো রত্নধাশব্দঃ। যদ্বা কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরঃ। তমপ্ প্রত্যয়স্য। পাঃ ৩।৫।৫৫। পিৎস্বরেণানুদাত্তে সতি। পা০ ৩।১।৪। স্বরিতপ্রচিতৌ। সংহিতায়ামাদ্যাক্ষরস্য প্রচয়ো দ্বিতীয়াক্ষরস্য সন্নতরত্বমিতি। বেদাবতার আস্থায় ঋচোহর্থশ্চ প্রপঞ্চিতঃ। বিজ্ঞাতং বেদগাম্ভীর্য্যমথ সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

* • *

## প্রথম ( ১ সংখ্যক ) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকে অগ্নিদেবের যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য মনে করি।

অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি পুরোহিত কি প্রকারে? পুরোহিত—পুরের সংসারের হিতসাধন করেন; পুরোহিত, যজমানের অভীষ্ট-সাধনে ব্রতী থাকেন। কিন্তু অগ্নি সংসারের কি মঙ্গল-বিধানে—কি হিতসাধনে ব্রতী রহিয়াছেন? অগ্নি সংসারের যে হিতসাধন করেন, তাহার তুলনা হয় না। অগ্নি ( তেজঃ ) ভিন্ন সংসার মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারে না। অগ্নি অর্থাৎ উত্তাপ বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ। উত্তাপহীন হইলে, মৃত বলিয়া গণ্য হয়। জ্ঞানাগ্নি-লাভ—সে তো দূরের কথা; এই সাধারণ অগ্নি ( তাপ ) ভিন্ন জীবনই যে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব, অগ্নি যে পুরোহিত অর্থাৎ বিশ্বের হিতকারী, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না।

তার পর, অগ্নিকে যজ্ঞের দেবতা বলা হইয়াছে। যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দানাদিযুক্ত, তাঁহাকেই দেবতা কহে। অগ্নি জ্যোতিঃ-রূপে আপনিও প্রকাশ পাইতেছেন এবং সংসারকেও প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং তিনি যে স্বপ্রকাশ, তিনি যে দীপ্তিমান,—ইহা সাধারণ দৃষ্টিতেই

---

—যিনি রত্নকে ধারণ করেন, এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি রত্নরাজিকে ধারণ করেন, এইরূপ সমাস হওয়ায় রত্নধা শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত। অথবা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পর পদের প্রকৃতিভূত স্বর "তমপ্ প্রত্যয়স্য" ( পা০ ৩।৫।৫৯ ) এই সূত্রদ্বারা পিৎ স্বর হেতু অনুদাত্ত হওয়ায় ( পা০ ৩ ১ ৪ ) স্বরিত ও প্রচয় জানিতে হইবে। পাঠকালে প্রথম বর্ণ প্রচয় ও দ্বিতীয় বর্ণ সন্নতর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে বেদাবতরণিকায় প্রথম ঋকের অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ বিস্তাররূপে বর্ণিত হইল, এবং বেদের গভীরার্থ সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল। ২।

* • *

অনুভব হয়। কিন্তু তাঁহাকে দানাদিগুণযুক্ত কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? অগ্নি তো সমস্ত ভস্মসাৎ করেন; তাঁহার মধ্যে দাতৃত্ব-গুণ কোথায়?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুই ভাবে অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা অগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা দুই দিক দিয়া অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি এক দিক দিয়া এবং কর্ম্ম-জ্ঞানী যিনি, তিনি অন্য আর এক দিক দিয়া, সে দাতৃত্বের ফল প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞানীর লাভালাভ—অনুভব-সাপেক্ষ—সাধারণ মনুষ্যের ধারণার অতীত। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানী কেমন করিয়া অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের প্রতি কর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, বিমান-বিহার, তাড়িত-শক্তি প্রভৃতির ব্যবহারে মানুষ যে কতদূর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে, তাহা কে না অবগত আছেন? এ সকল অগ্নিদেবতার দানের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে পারি। তবে কি আত্মতত্ত্ব-লাভের পথে, কি কর্ম্মসাফল্য-লাভের পথে—দুই দিকেই আবশ্যকানুরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। দুই জ্ঞান—বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করে। ব্যবহারের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করেন বলিয়াই কর্ম্মজ্ঞানী সাফল্য প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞানী স্বতঃই পরমপদ মুক্তি লাভ করেন। তার পর, দাতার দানের পরিমাণ চিরকালই পাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে দান-প্রাপ্তির অধিকারী, অজ্ঞ মুষ্টি-ভিক্ষার্থী সে দান-লাভের আশা কিরূপে করিতে পারে? দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না হইতে পারিলে, দাতার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। গীতা-মাহাত্ম্যে তাই উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।" উপযুক্ত দোহনকর্ত্তাই দুগ্ধ দোহন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা অগ্নির ব্যবহার-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নির দ্বারা ধনরত্ন লাভ করিতে পারেন; অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি তাঁহাদের নিকটই প্রকাশ পায়। ইহাই প্রত্যক্ষভাবে অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয়।

পরোক্ষভাবে তাঁহাতে কি দাতৃত্ব-শক্তি বিদ্যমান, এক্ষণে তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। অগ্নিতে ঘৃতাদি আহুতি প্রদত্ত হইলে, যে বাষ্প উত্থিত হয়, আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যাদি সূক্ষ্ম-বীজরূপে তৎসহ সংবাহিত

হইয়া যায়। তাহার ফলে, যজ্ঞধূম-সঞ্চয়ে আকাশে মেঘ-সঞ্চার হয়; মেঘ হইতে বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি হইতে শস্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শস্যাদির উৎপত্তিরূপ ধন-রত্ন—অগ্নিরই, তেজেরই, পরোক্ষ দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তার পর, অগ্নিকে হোতা ও ঋত্বিক্ বলা হইয়াছে। তিনি হোতা অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী বলিয়া উক্ত হন। তিনি ঋত্বিক্ অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্কল্পিত ফল-প্রাপ্তি পক্ষে সহায়তা করেন। আবার তিনি দেবতা অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ। অগ্নির এই তিনটি বিশেষণে বুঝা যায়,—যে জন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার নিকট-তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

তিনি 'রত্নধাতমং' অর্থাৎ ধনরত্নের অধিকারী। এ বিশেষণের দ্বিবিধ লক্ষ্য আছে। তাঁহা হইতে বা তাঁহার সাহায্যে বিপুল ধন উৎপাদন করিতে পারা যায়। এ হিসাবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধনের অধিকারী বলা যাইতে পারে। এ পক্ষে আধার-আধেয়-ভাবে তিনি অবশ্যই ধনরত্নের অধিকারী। তার পর, ঐ বিশেষণটীর আর এক নিগূঢ় লক্ষ্য আছে। "রত্নধাতমং" বলিয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী বলিয়া, তাঁহার যে বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি, তদ্দ্বারা তাঁহার পূজায় ধনলোলুপ জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ধনরত্ন-ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা—মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। ধনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, সংসারে এমন মানুষ অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধনী ধন বিতরণ করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিই এইরূপ যে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোষামোদ করিয়া ফিরিবে। মানুষের এই সাধারণ প্রকৃতি বুঝিয়া, অথচ মানুষের চিত্তকে ধর্ম্মানুসারী করিতে হইবে বলিয়া, ভগবান আপনাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন। তুমি ধন চাও; তিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী। কেবল ধনের অধিকারী নহেন; তিনি আবার দাতার শিরোমণি। এ কথা শুনিলে, কোন্ নশ্বর জীব না তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? এই সকল বিশেষণে ভগবানের প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করাই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি যে করুণার সাগর—দয়াল প্রভু! তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে, সাধারণ ধনের প্রত্যাশায় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, ক্রমশঃ মানুষ যেন তাঁহাতে শ্রেষ্ঠ ধন দেখিতে পায়।

পাইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে,—তিনি কি অগ্নি! তখনই বুঝিবে,—তিনি তেজোময় চৈতন্য-স্বরূপ। সেই বিষয়টী বুঝিতে পারিলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ ফলের—মোক্ষের অধিকারী হইবে। তখন আর তাহার তুচ্ছ ধন-রত্নের কামনা থাকিবে না; তখন সে পরম ধনের আশ্রয় পাইবে।

প্রথম অবস্থায় মনোভৃঙ্গকে চরণ-কোকনদে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধুপানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়ত্ব আসে। সাধনার সেই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে যে অগ্রসর হওয়া যায়, এই প্রথম ঋক্‌টীতে তাহারই আভাষ পাই। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়াই যে জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হইতে পারি, এখানে সেই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধক যখন অগ্নির রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে; যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়; তখন আর আত্মা-পরমাত্মায় ভেদাভেদ থাকে না। অগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দরূপ, অগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারই উদ্দেশে যে আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিস্তোত্র বিহিত হইয়াছে, জ্ঞানী তাহাই বুঝিয়া থাকেন। (১ম মণ্ডল—১ম সূক্ত—১ম ঋক্)।

—*—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঋর্ষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।

স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিঃ। পূর্ব্বেভিঃ। ঋষিঽভিঃ। ঈড্যঃ। নূতনৈঃ। উত।

সঃ। দেবান্। আ। ইহ। বক্ষতি ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (পূর্ব্বোক্তবহ্নিঃ, জ্যোতির্ম্ময় আত্মা) 'পূর্ব্বেভিঃ' (পূর্ব্বৈঃ, প্রাচীনৈঃ) 'ঋষিভিঃ' মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ মুনিভিঃ) 'উত' (অপিচ) 'নূতনৈঃ' (নব্যৈঃ) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ) 'স' (সোঽগ্নিঃ, পুরাতনৈর্নূতনৈশ্চ মুনিভিরেবম্প্রকারেণ অনাদিকালাৎ স্তুতঃ সন্) 'ইহ' (অত্র যজ্ঞে) 'দেবান্' (ইন্দ্রাদীন্ সর্ব্বান্) 'আবক্ষতি' (আবহতু, আনয়তু)। (১ম—১সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বতন ঋষিগণ যাঁহার স্তব করিয়াছেন, অধুনাতন মুনিগণ যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, অনন্তকাল যাঁহার স্তব চলিয়াছে, সেই অগ্নিদেব সর্ব্বদেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন। (১ম—১সূ—২ ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভিরীড্যঃ স্তুত্যো নূতনৈরুতেদানীন্তনৈরস্মাভিরপি স্তুত্যঃ। সোঽগ্নিঃ স্তুতঃ সন্নিহ যজ্ঞে দেবান্ হবির্ভুজ আবক্ষতি।

বহপ্রাপণে ইতি ধাতুঃ আবহত্বিত্যর্থঃ। পূর্ব্বেভিরিত্যত্র বহুলং ছন্দঃ। পা০ ৭।১।১০। ইতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। পূর্ব্ব পর্ব্ব মর্ব্ব পূরণ ইতি ধাতুঃ। পূর্ব্বতিধাতোরন্ প্রত্যয় ঔণাদিকঃ। ইন্প্রত্যয়ান্তঋষিশব্দঃ ঋষ্যন্ধকেতিনিপাতনাৎ। পা০ ৪।১।১১৪। লঘূপধগুণাভাবঃ

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি—ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের স্তুত্য, এবং অধুনাতন আমাদিগেরও স্তবার্হ। সেই অগ্নি আমাদের কর্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞস্থলে হবির্ভুক্ দেবগণকে আনয়ন করুন।

প্রাপণার্থমূলক বহ্ ধাতু হইতে "আবক্ষতি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ—আবহতু অর্থাৎ আহ্বান করিয়া আনয়ন করুন। 'পূর্ব্বেভিঃ' এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্বশব্দের উত্তর ভিস স্থানে 'ঐস' আদেশ হইল না। পূরণার্থ 'পূর্ব্ব' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক অন্ প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্ব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋষি শব্দ 'ঋষ্যন্ধক' (পা০ ৪।১।১১৪) ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। লঘূপধস্বরের গুণ হইল না; অথবা কিৎ প্রত্যয় দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে (উ০ ৪।১২৭)।

কিৎপ্রত্যয়ো বাত্র জ্ঞেয়ঃ। উ০ ৪।১২৭। তৌ শব্দৌ নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তৌ। ঈড্যশব্দস্য ণ্যৎপ্রত্যয়ান্তত্বাৎ তিৎস্বরিতং। পা০ ৬।১।১৮৫। ইতি স্বরিতে শেষানুদাত্তত্বে চ প্রাপ্তে তদপবাদত্বেনেড়বন্দেত্যাদিনা। পা০ ৬।১।২১৪। আদ্যুদাত্তত্বং। নবস্য নূত্নপ্তনপ্‌খাশ্চ। পা০ ৫।৪।৩০।২। ইতি বার্ত্তিকেন নবশব্দস্য নূ ইত্যাদেশস্তনন্‌প্রত্যয়শ্চ মহাবার্ত্তিকে বিহিতঃ। ততো নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। অবশিষ্টস্বরা অগ্ন্যাদিষু নূতনান্তেষু পূর্ব্ববদুন্নেয়াঃ। উতশব্দো যদ্যপি বিকল্পার্থে প্রসিদ্ধস্তথাপি নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাদৌচিত্যোনাত্র সমুচ্চয়ার্থো দ্রষ্টব্যঃ। উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতত্বং। তর্হি নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ। ফি০ ৪।১২। ইত্যুকারস্যোদাত্তঃ প্রাপ্ত ইতিচেৎ। ন। প্রাতঃশব্দবদন্তোদাত্তত্বাৎ। যথা প্রাতঃশব্দোঽন্তোদাত্তত্বেন স্বরাদিষু পঠিতঃ। এবমুতশব্দস্যাপি পাঠো দ্রষ্টব্যঃ স্বরাদেরাকৃতিগণত্বাৎ। যদ্বা। এবাদীনামন্তঃ। ফি০ ৪।১২। ইত্যন্তোদাত্তঃ। স ইত্যত্র ফিট্‌স্বরঃ। দেবশব্দঃ পূর্ব্ববৎ। দেবানিত্যস্য নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি। পা০ ৮।৩।৯। ইতি রুত্বং। অত্রানুনাসিকঃ। পাঃ ৮।৩।২। ইত্যনুবৃত্তাবাতোঽটিনিত্যং। পা০ ৮।৩।৩। ইত্যাকারঃ সানুনাসিকঃ। ভোভগো। পা০ ৮।৩।১৯। ইতি য়োর্যকারঃ। স চ লোপঃ শাকল্যস্য। পা০ ৮।৩।১৯। ইতি লুপ্যতে। তদসিদ্ধত্বাৎ পুনঃ। পা০ ৮।২।১। ন পুনঃ সন্ধিঃ কার্য্যঃ। আভো

---

"পূর্ব্বেভিঃ, ঋষিভিঃ"—এই শব্দদ্বয়ের নিৎস্বর হেতু, আদিবর্ণদ্বয় উদাত্ত। ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া 'ঈড্য' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব উহার স্বর, "তিৎস্বরিতং" (পা০ ৬।১।১৮৫।) এই সূত্র-দ্বারা স্বরিত এবং অবশিষ্টগুলি অনুদাত্ত,—ইহা পাওয়া গেল। কিন্তু তদপবাদক "ঈড় বন্দ" (পা০ ৬।১।২১৪) ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা ঈড় শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। "নবস্য নূত্নপ্তনপ্‌-খাশ্চ" (পা০ ৫।৪।৩০।২) এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে নব শব্দের উত্তর তনন্‌ প্রত্যয় এবং নব-শব্দ-স্থানে নূ আদেশ হইল। নকারেৎ হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত। এইরূপ অগ্নি হইতে নূতন পর্য্যন্ত শব্দগুলিতে অবশিষ্ট স্বর পূর্ব্বের ন্যায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। যদিও 'উত' শব্দের প্রসিদ্ধার্থই বিকল্প, তাহা হইলেও নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া অনেকার্থ-নিবন্ধন এখানে সমুচ্চয়ার্থই ধরিতে হইবে। 'উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি' অর্থাৎ এক শব্দ অনেক প্রকার অর্থে নিপতিত হয় বলিয়া ইহার নাম নিপাত হইয়াছে। যদি বল, এস্থলে "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" (ফি০ ৪।১২) এই ফিট্‌সূত্র-দ্বারা উক্ত 'উত' শব্দের উকার উদাত্ত হউক? কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, প্রাতঃ শব্দের ন্যায় তাহার অন্তস্বর উদাত্ত। প্রাতঃ শব্দের ন্যায় স্বরাদির আকৃতিগণ বশতঃ উত শব্দেরও অন্তোদাত্তত্বরূপে স্বরাদির মধ্যে পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা, "এবাদীনামন্তঃ" (ফি০ ৪।১২) এই ফিট্‌ সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত। 'সঃ' এই পদটির ফিট্‌স্বর। দেব শব্দের স্বর পূর্ব্ববৎ। 'দেবান্‌' এই পদটীতে "সংহিতায়াংদীর্ঘাদটি" (পা০ ৮।৩।৯) এই সূত্রানুসারে ন-কারের রুত্ব। এস্থলে "অনুনাসিকঃ" (পা০ ৮।৩।২) এই সূত্র-দ্বারা অনুনাসিকের অনুবৃত্তিতে "আতোটি নিত্যং" (পা০ ৮।৩।৩) এই সূত্র-দ্বারা আকার সানুনাসিক। "ভোভগো" (পা০ ৮।৩।১৩) এই সূত্রানুসারে বিসর্গ স্থানে য-কার হইল এবং "স চ লোপঃ শাকল্যস্য" (পা০ ৮।৩।১৯) এই সূত্র দ্বারা য-কারের লোপ হইয়া "তদসিদ্ধত্বাৎপুনঃ"

নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ইদমো হপ্রত্যয়ে সতি নিষ্পন্নত্বাৎ। পা° ৫।৩।১১। ইহশব্দে প্রত্যয়স্বরঃ। বহতিধাতোর্লোড়র্থে ছান্দসো লৃট্। তস্য প্রত্যয়গতস্য যকারস্য লোপোঽপি ছান্দসঃ। যদ্বা লেটি সিব্বহুলং। পা° ৩.১।৩৪। ইতি সিপ্ প্রত্যয়ঃ। লেটোঽড়াটৌ। পা° ৩।৪।৯৪। ইত্যড়াগমশ্চ। ততো বক্ষতীতি সম্পদ্যতে। তস্য তিঙন্তত্বান্নিঘাতঃ। সংহিতাস্বরাঃ পূর্ব্ববৎ ॥

আধানে তৃতীয়েষ্টৌ প্রথমাজ্যভাগস্যানুবাক্যা সূক্তগতা তৃতীয়া। তাং তৃতীয়ামৃচমাহ ॥

* * *

# দ্বিতীয় (২ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

নিত্য সত্য সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হন। তাঁহার উপাসনার আর পূর্ব্বাপর অতীত-অনাগত কালাকাল নাই। তাঁহার উপাসনা স্তুতিবন্দনা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে! যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তিনি তখনই বুঝিবেন,—তিনি তো নূতন নহেন—তিনি পুরাতন—তিনি সনাতন। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি শাশ্বত; তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি চিরদিনই আছেন; তাই তাঁহার

---

(পা° ৮।২।১) এই নিয়মে পুনরায় সন্ধি হইল না। আঙ্ নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া ইহার স্বর আদ্যুদাত্ত। ইদম্ শব্দের উত্তর হ (পা° ৫।৩।১১) প্রত্যয় করিয়া 'ইহ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য ইহার প্রত্যয়স্বর। বহ্ ধাতুর উত্তর অনুজ্ঞার্থে ছান্দস লৃট্ বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, আর ছান্দস্প্রযুক্ত প্রত্যয়গত য-কারেরও লোপ হইয়াছে। অথবা, "লেটিসিব্বহুলং" (পা° ৩।১।৩৪) এই সূত্রানুসারে সিপ্ প্রত্যয় এবং "লেটোঽড়াটৌ" (পা° ৩।৪।৯৪) সূত্রানুসারে অড়াগম হইয়া 'বক্ষতি' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তিঙন্তহেতু উহার নিঘাতস্বর। পাঠের স্বর পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞেয়।

অগ্নিস্থাপন-কার্য্যে তৃতীয় ইষ্টিতে প্রথমাজ্যভাগের অনুবাক্যা সূক্তগত তৃতীয় ঋকের কথা বলা হইতেছে। ২ ॥

* * *

স্তুতি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে। আজি যে আমি কেবল তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে! আজি যে আমি কেবল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা তো নহে! পূর্ব্ব-পূর্ব্বতন মুনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃপিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং আমি যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে; অধুনাতন সাধকগণ যে তাঁহাকে পাইবার জন্য নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে। অনাদি অনন্ত কাল—অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল—অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন।

ঋকের 'পূর্ব্বেভিঃ' পদে সে সেই পূর্ব্ব বুঝাইতেছে, যে পূর্ব্ব ধ্যান-ধারণা-কল্পনার অতীত। আমি বলিতেছি—পূর্ব্বে; আমার পিতৃ-পিতামহগণ বলিয়াছেন—পূর্ব্বে; আবার তাঁহাদেরও পূর্ব্বতন পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন—পূর্ব্বে; সুতরাং সে যে কোন্ পূর্ব্বে—কত পূর্ব্বে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে? 'পূর্ব্বে' শব্দ দেখিয়া, আধুনিক কেহ বা বেদবাক্যের নিত্যত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন; বলিতে পারেন—যখন 'পূর্ব্বে' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন তাহাতে 'কোনও একটী ঘটনার বা বিষয়ের পূর্ব্ব' এই অর্থ সূচিত হইতেছে; আর তাহাতে অনিত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-হেতু বেদ-বাক্যের অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন—পূর্ব্বে, কোন্ পূর্ব্বে, কাহার পূর্ব্বে; তাহা হইলে সে সংশয় দূরীভূত হয়।

মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাঁহারা অসীম অনন্তেরও একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। অনন্ত কাল যেমন—মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, ঋতু, মাস, দিন, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, পল প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে সীমাবদ্ধ হয়; এ 'পূর্ব্ব' শব্দেও, এ 'অধুনা' শব্দেও, সেইরূপ সেই অসীম অনন্ত কালের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন-না, যখনই বলিবে—'পূর্ব্বে, যখনই বলিবে—নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবে প্রকাশমান হইবে;—তখনই তাহাতে সেই পূর্ব্ব, সেই নূতন বুঝাইবে। এই অর্থেই এ পূর্ব্বের—এ নূতনের নিত্যত্ব অনুভূত হয়।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'অগ্নিদেব, এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।'

অগ্নিই বা কে, আর দেবগণই বা কে ? কে কাহাকে আহ্বান করিয়া আনিবেন ? স্থূলবুদ্ধি জীব যাহা নিত্য দর্শন করে, তাহাতে তাহার প্রীতি জন্মে না। সে চায়—তার দৃষ্টির অতীত অলৌকিক কিছু। মানুষ সহজ-জ্ঞানে অনুভব করিতে পারে না যে, অগ্নিরূপে যিনি পুরোভাগে বিদ্যমান, তিনিই রূপান্তরে, ব্যোমপথে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন। বলিয়াছি তো—ইন্দ্রাদি দেবগণও সেই তিনি ভিন্ন অন্য নহেন। তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশমান মাত্র। এখানে 'তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন'—এই বাক্যে বলা হইতেছে,—"হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহপঙ্কে নিমজ্জিত রাখেন ? সারা জীবন ডুবিয়া রহিলাম ; একবার উদ্ধার করুন। চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। জ্যোতিষ্মান্ তুমি ;—একবার জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান হও। অন্ধ-আঁখি উন্মীলিত হউক ;—যেন তোমার মধ্যেই তোমার স্বরূপ দেখিতে পাই।" সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন অর্থাৎ এই যজ্ঞফলে আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন। আপনি যে বিশ্বপাতা, আপনি যে বিশ্ববিধাতা, আপনি যে বিশ্বরূপ, আপনি যে বিশ্বেশ্বর ;—এ যজ্ঞের ফলে, এ অধম যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেও দেব! অধমকে দিব্য জ্ঞান দেও! ( ১ম -১সূ- ২ঋ )।

—‡ * ‡—

তৃতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্। )

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।

যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিনা। রয়িং। অশ্নবৎ। পোষং। এব। দিবেঽদিবে।

যশসং। বীরবৎঽতমং ॥ ৩ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অগ্নিনা' (নূতনপুরাতনর্ষিভিরর্চ্চিতেন দেবেন) 'দিবেদিবে' (প্রত্যহং) 'পোষমেব' (বর্দ্ধমানমেব) 'যশসং' (যশোযুক্তং) 'বীরবত্তমং' (অতিশয়েন বীরপুরুষলক্ষণোপেতপুত্রাদি-যুক্তং) 'রয়িং' (ধনং) 'অশ্নবৎ' (লভতে) (১ম—১সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের অনুগ্রহে প্রতিদিন যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এবং বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদি সহ ধনরত্ন লাভ করা যায়। (১ম—১সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

যোঽয়ং হোত্রা স্তুতোঽগ্নিস্তেনাগ্নিনা নিমিত্তভূতেন যজমানো রয়িং ধনমশ্নবৎ। প্রাপ্নোতি। কীদৃশং রয়িং। দিবেদিবে পোষমেব। প্রতিদিনং পুষ্যমানতয়া বর্দ্ধমানমেব। ন তু কদাচিদপি ক্ষীয়মাণং। যশসং। দানাদিনা যশোযুক্তং। বীরবত্তমং অতিশয়েন পুত্রভৃত্যাদিবীর-পুরুষোপেতং। সতি হি ধনে পুরুষাঃ সংপদ্যন্তে।

রয়িশব্দো মঘমিত্যাদিধননামসু পঠিতঃ। তত্র ফিটস্বরঃ। অশ্নোতের্ধাতোর্লেটিব্যত্যয়েন তিপ্। ইতশ্চ লোপঃ। পা০ ৩।৪।৯৭। ইতীকারলোপঃ। লেটোঽড়াটৌ পা০ ৩।৪।৯৪। ইত্যড়াগমঃ। ততোঽশ্নবদিতি ভবতি। তস্য নিঘাতঃ। ঘঞন্তত্বাৎ। পা০ ৬।১।১৯৭।

---

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

যে অগ্নি, হোতা কর্ত্তৃক স্তবনীয়, সেই অগ্নি-দ্বারা যজমান ধন প্রাপ্ত হন। কিরূপ ধন? প্রত্যহই ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধনশীল, কোনও সময়েই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না,—ঐ ধন দান করিলে যশোলাভ করিতে পারা যায় এবং উহা সদুপায়ে ব্যয়িত হইলে বীরপুরুষলক্ষণান্বিত-পুত্রভৃত্যাদি বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, ধন থাকিলেই পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টাও হইয়া থাকে।

রয়ি শব্দ মঘং ইত্যাদি ধনপর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। এখানে ফিট্‌স্বর। অশ্ ধাতুর উত্তর লেটের ব্যত্যয়ে তিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ইতশ্চলোপঃ" (পা০ ৩।৪।৯৭) এই সূত্রানুসারে ইকারের লোপ, "লেটোঽড়াটৌ" (পা০ ৩।৪।৯৪) এই সূত্রানুসারে অট্ আগম হইয়া 'অশ্নবৎ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার স্বর নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত। পুষ্ ধাতুর উত্তর (পা০

পোষশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। এব শব্দস্য নিপাতত্বেহপ্যেবাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বকারান্তাদ্দিব্ শব্দাৎ পরস্যাঃ সপ্তম্যাঃ সুপাংসুলুক্। পা০ ৭।১।৩৯। ইত্যাদিনা শে ভাবে সতি সাবেকাচ ইত্যাদিনা। পা০ ৬।১।১৬৮। উড়িদং পদাদীত্যাদিনা বা। পা০ ৬।১।১৯৭। তস্যোদাত্তত্বং। নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতি দ্বির্ভাবে সত্যুত্তরভাগস্যানুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইত্যনুদাত্তত্বং। যশোঽস্যাস্তীতি বিগ্রহে সত্যর্শআদিভ্যোঽচ্। পা০ ৫।২।১২৭। ইত্যচ্প্রত্যয়ঃ। চিৎস্বরং ব্যত্যয়েন বাধিত্বা মধ্যোদাত্তত্বং। ফিট্স্বরেণান্তোদাত্তাদ্বীরশব্দাদুত্তরয়োর্মতুপ্তমপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। হ্রস্বনুড্ভ্যাং। পা০ ৬।১।১৭৬। ইতি তু ন। সাববর্ণান্তত্বাৎ। নগোশ্বন্। পা০ ৬।১।১৮২। ইতি প্রতিষেধঃ॥

* * *

---

৬।১।১৯৭) ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা পোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই কারণ উহার স্বর আদ্যুদাত্ত। 'এব' শব্দ নিপাত অর্থাৎ অব্যয় হইলেও "এবাদীনামন্তঃ" সূত্রানুসারে ইহার স্বর অন্তোদাত্ত হইয়াছে। বকারান্ত দিব্ শব্দের উত্তর "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে সপ্তমীর শে ভাব হইয়া "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬।১।১৬৮) ইত্যাদি সূত্র, অথবা "উড়িদং পদাদি" (পা০ ৬।১।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" (পা০ ৮।১।৪) এই সূত্র দ্বারা উহার দ্বিরুক্তি হইয়া "অনুদাত্তংচ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্রানুসারে শেষভাগের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। যশঃ আছে যার—এই অর্থ অবলম্বন করিয়া "অর্শ আদিভ্য অচ্" (পা০ ৫।২।১২৭ সূত্রানুসারে যশস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "যশসং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যত্যয় দ্বারা তাহার চিৎস্বরের প্রতি বাধা দিয়া মধ্যোদাত্ত স্বর সিদ্ধ হইয়াছে। ফিট্স্বরের দ্বারা অন্তোদাত্ত বীর শব্দের উত্তর মতুপ্ ও তমপ প্রত্যয়ের প্রকারেৎ হেতু অনুদাত্ত-স্বর হইয়াছে; "হ্রস্বনুড্ভ্যাং" (পা০ ৬।১।১৭৬) সূত্র-দ্বারা উদাত্ত হইল না। কারণ, "নগোশ্বন্" (পা০ ৬।১।১৮২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সু (প্রথমার একবচন) পরে থাকিলে অবর্ণান্ত বলিয়া উহার অর্থাৎ উদাত্তের প্রতিষেধ হইয়াছে।

* * *

## তৃতীয় (৩ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

সংসার কামনা-সাগরে নিমজ্জমান। মানুষ কামনার দাস। সে চায়—রূপ, সে চায়—ঐশ্বর্য্য, সে চায়—ধন-পুত্র, সে চায়—যশোগৌরব। তার কামনার অন্ত নাই! এ ঋক্—মানুষের সেই কামনার তৃপ্তি-সাধন-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ যাহা চাহে, চিরকাল যাহা চাহিয়া আসিতেছে, আজীবন যাহা চাহিবে, যে চাওয়া অফুরন্ত, যে চাওয়ার কখনও শেষ নাই,—এ ঋকে সেই চাওয়ারই অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে! অগ্নিদেবের উপাসনা কেন করিব? উত্তরে বলা

হইয়াছে,—তাঁহার অনুগ্রহে যশঃ বৃদ্ধি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে কেন ব্রতী হইব? বলা হইতেছে,—অগ্নিদেবের উপাসনা-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে বীর-শ্রেষ্ঠ পুত্রাদিসহ ধনরত্ন লাভ করা যায়। মানুষ!—তুমি ইহার অধিক আর কি চাহিতে পার? তোমার আকাঙ্ক্ষিত, তোমার কাম্য, সকলই তো তিনি প্রদান করিবেন! ভগবানের উপাসনার প্রতি মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট কারবার পক্ষে ইহার অধিক আকর্ষক বাণী আর কি সম্ভবপর হয়?

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—বৈদিককর্ম্ম-যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-মূলক। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে যজ্ঞ দুই প্রকার। যে কর্ম্ম-ফলে ঐহিক সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর যে কর্ম্মফলে মুক্তি অধিগত হয়, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে। কিবা ইহলোক সম্বন্ধে, কিবা পরলোক সম্বন্ধে, কিবা সুখৈশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে, কিবা স্বর্গাপবর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায়,—যে কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর জ্ঞান-পূর্ব্বক যে নিষ্কাম কর্ম্ম—যে কর্ম্মে কোনও আকাঙ্ক্ষার সংশ্রব নাই—যে কর্ম্ম অনাবিল এবং বিষয়-সম্বন্ধ-শূন্য, তাহাকেই নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আসন লাভ করাও অসম্ভব নহে। যে কামনা করিয়া মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ সাধনার ফলে তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসের ফলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মানুষ সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। সেই অবস্থাই নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। সেই অবস্থাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন। প্রবৃত্ত কর্ম্মে ও নিবৃত্ত কর্ম্মে ইহাই পার্থক্য। ঋকে সেই প্রবৃত্ত কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। প্রবৃত্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত কর্ম্মে লইয়া যাইবে। তাই প্রথম প্রয়োজন—শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্ত কর্ম্ম। শাস্ত্রানুসৃত প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফলে অনুষ্ঠান-জনিত কর্ম্ম-প্রবাহে ক্রমশঃ নিবৃত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান যে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হইলে, এই ঋকের নিগূঢ়ার্থ বোধগম্য

হইতে পারে! তিনি বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" কোন্‌টী কর্ম্ম, কোনটী অকর্ম্ম,—এ বিষয় বুঝিতে, সত্যই বিবেকিজনগণও মোহাচ্ছন্ন হন। অনেক সময় বিভ্রমবশতঃ আমরা কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। বাষ্পীয় যানে পরিভ্রমণ-কালে পার্শ্বস্থিত তরুরাজি সচল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দূর-স্থিত চন্দ্রদেব অচল বলিয়া প্রতীত হন। একে অকর্ম্মে কর্ম্ম, অপরে কর্ম্মে অকর্ম্ম। এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করিবার জন্যই শ্রীভগবান কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একই কর্ম্ম তদনুসারে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—কর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, অকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, আর বিকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম কি? **কর্ম্ম** বলে তাহাকেই, যাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত। শাস্ত্র যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই আদেশ পালন করিবার জন্য যাহা করিবে, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই তোমার শুভফলপ্রদ। যে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহারই নাম—বিকর্ম্ম। সে কর্ম্মে কদাচ শ্রেয়ঃ নাই। কোনও কর্ম্ম না-করা অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—অকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। এই যে অকর্ম্ম—এই যে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম; অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা নৈষ্কর্ম্ম্য বলি । গণ্য হয়। যে বিবেকী জন কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম—এই তিনের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া অকর্ম্মে (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত) থাকিতে পারেন, তিনিই ধন্য —তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক। এই উপলক্ষে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অকর্ম্মের মধ্যেও যিনি কর্ম্ম দেখিতে পান, এবং কর্ম্মের মধ্যেও যিনি অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) উপলব্ধি করেন, তাঁহারই সকল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) এবং অকর্ম্মের (নৈষ্কর্ম্ম্যের) মধ্যে কর্ম্ম কি প্রকারে আসিতে পারে? আর কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কি করিয়াই বা বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়? অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হয়। আমরা যখন মনে করি, 'আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি; আমরা কোনও কর্ম্ম করিব

না; তূষ্ণীম্ভাব-অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব'; তখন কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? কখনই না। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—চুপ করিয়া থাকিবার চেষ্টা—সেও কি কর্ম্ম নয়? 'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না';—এবম্বিধ অনুভাবনা কি কর্ম্ম নহে? অহঙ্কারাভিভূত মানুষই মনে করে,—'আমি নিষ্ক্রিয় আছি।' ফলতঃ, অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মের ক্রিয়া সমভাবে চলিয়াছে। এ সকল অহঙ্কারেরই লীলা-খেলা। অহঙ্কার—অকর্ম্মকেও বিকর্ম্মে পরিণত করে। সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছেন। দস্যু-তাড়িত প্রাণভয়-ভীত কোনও বিপন্ন জন তাঁহার শরণাপন্ন হইল; আশ্রয়-ভিক্ষা চাহিল; প্রার্থনা জানাইল,—'আমায় দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করুন।' কিন্তু সাধুপুরুষ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন; তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনে মনে কহিলেন,—'কর্ম্মত্যাগী আমি; আমি কেন উহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইব?' তাঁহার সেই অনুভাবনার ফলে, তাঁহার সেই অহঙ্কারের পরিণামে, আশ্রয়প্রার্থী জন দস্যুহস্তে নিহত হইল; আর তাহার ফলে সাধুর তূষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হইল। এবম্প্রকারে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হয়, এবং কর্ম্মের মধ্যেও অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম-সংশ্রব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে ভ্রান্ত বুদ্ধি মানুষের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু অন্ধবিশ্বাসী হইয়া অভ্রান্ত শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণ করাও বরং সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

শাস্ত্রানুশাসিত কর্ম্ম, প্রবৃত্তই হউক আর নিবৃত্তই হউক, উভয়েই শুভ ফল প্রদান করে। কাম্য কর্ম্মের নিন্দা শতকণ্ঠে বিঘোষিত হউক; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। পরন্তু কাম্যকর্ম্ম যদি শাস্ত্রানুসারী হয়, তাহার শুভফল কেহই রোধ করিতে পারে না। সেইরূপ, কর্ম্মের ফলে কর্ম্মাতীত মোক্ষ পর্য্যন্ত অধিগত হইতে পারে। ধনরত্ন-যশঃ আদি ঐশ্বর্য্যের কামনায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে আপনিই সে কামনা ভস্মীভূত হয়। তখন প্রবৃত্ত কর্ম্মের মধ্যেই নিবৃত্ত কর্ম্ম অধ্যুষিত হইয়া থাকে। ঋক্‌ে বলা হইয়াছে,—অগ্নিদেবের

অনুগ্রহে প্রতিদিন যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ কথা ধ্রুব সত্য। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া যে লৌকিক যশঃ, তাহা তো আছেই। যজ্ঞাদি পূজাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এ সংসারে কে না যশস্বী হইয়া থাকেন? অগ্নিদেবের অনুগ্রহে যে যশঃ লাভ হয়, সে যশের তুলনা নাই। পরীক্ষার অনল উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, যশঃ কোথায় আছে? অনলে দগ্ধীভূত হইয়াই কাঞ্চনের কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। মা জানকী—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী লোকললামভূতা সীতাদেবী—অগ্নি-পরীক্ষার প্রভাবেই প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন হরিপরায়ণ প্রহ্লাদ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়াই আপন পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় রাখিয়া গিয়াছেন। সত্যধর্ম্ম-রক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নৃপতিবৃন্দ অগ্নি-পরীক্ষার কি কঠোর দহনই সহ্য করিয়াছিলেন! অতীত-স্মৃতি ইতিহাস সে সকল কাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ সংসারে অগ্নি-পরীক্ষা ভিন্ন যশঃ কোথাও নাই। প্রকৃত যশোভাজন হইতে হইলে, অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়াই সে যশঃ লাভ করিতে হইবে। যশের ফল যে কীর্ত্তি, তাহা সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানেরই অনুসারী হইয়া আছে। ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ জনের যশঃ-খ্যাতি কোথায় নাই? ঋকে আছে,—"বীরবত্তমং রয়িং অশ্নবৎ।" টীকাকারগণ অর্থ করেন,—'বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদি সহ ধনরত্ন লাভ করা যায়।' এই অর্থ—সংসারী অবোধজনকে ধর্ম্মানুসারী করিবার উদ্দেশ্য মাত্র। নচেৎ, আমরা মনে করি, এই অংশে বলা হইতেছে,—সে সেই শ্রেষ্ঠ ধন—যে ধনের আর তুলনা নাই; সে সেই নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ ধন—যাহার অধিক আর কামনার বিষয় নাই; অগ্নিদেবের আরাধনায়—ভগবানের শরণাপন্ন হওয়ায়, সেই যোগিধ্যেয় পরম ধন অমূল্যরতন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদিরূপ ধনরত্ন সংসারীর কাম্য হইতে পারে; কিন্তু সে ধনের আকাঙ্ক্ষায় ভগবানের অনুসরণ করিতে করিতে যখন সেই নিত্যসত্য সনাতন পরমধনের অধিকারী হওয়া যায়, তখনই সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কামনার অবসান হয়। এ ঋকে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকে অগ্রসর করিবার পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে। (১ম—১সূ—৩ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিপ্লবষড়হস্য মধ্যবর্ত্তিষূক্থ্যেষু তৃতীয়সবনে মৈত্রাবরুণস্যাগ্নে যং যজ্ঞমিত্যাদিকো বৈকল্পিকোঽনুরূপস্তৃচঃ। এতচ্চ সপ্তমাধ্যায় এহ্ন্যষিত্যাদিখণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং। আ০ ৭।৮। ইতি।

তস্মিংস্তৃচে যা প্রথমা সা সূক্তে চতুর্থী। তামেতাং চতুর্থীমৃচমাহ ॥ ৩ ॥

* . *

চতুর্থী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্। )

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নে। যং। যজ্ঞং। অধ্বরং। বিশ্বতঃ। পরিহভূঃ। অসি।

সঃ। ইৎ। দেবেষু। গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

* . *

---

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লব ষড়হ অর্থাৎ ষষ্ঠদিনের করণীয় কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী—উক্থ্য নামক সামবেদান্তর্গত কর্ম্মকলাপ সম্বন্ধীয় তৃতীয় সবনে ( যজ্ঞে ) "অগ্নে যং যজ্ঞং" ইত্যাদিরূপ, মিত্রাবরুণ সম্বন্ধীয় তৃচের সদৃশ পাঠ, যাহা করা হইয়াছে, তাহা, সপ্তমাধ্যায়ে "এহ্যাযু" ইত্যাদি খণ্ডে "অগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং" এই সূত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। সেই তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেটী সূক্তের চতুর্থী ঋক্ ॥ ৩ ॥

* . *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে বহ্নে) 'ত্বং' (ভবান্) 'অধ্বরং' (রাক্ষসাদীনাং হিংসারহিতং) 'যং যজ্ঞং' (যাগকর্ম্ম) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বদিক্ষু) 'পরিভূরসি' (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্নোষি) 'স ইৎ' (স যজ্ঞ এব) 'দেবেষু' (দেবানাং সমীপেষু) 'গচ্ছতি' (ব্রজতি) স্বর্গ ইতি শেষঃ। (১ম—১সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি হিংসারহিত যে যজ্ঞ সর্ব্বদিকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত হয়), সেই যজ্ঞই দেবসন্নিকর্ষ লাভ করে। (১ম—১সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং যং যজ্ঞং বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি স ইৎ স এব যজ্ঞো দেবেষু তৃপ্তিং প্রণেতুং স্বর্গং গচ্ছতি। প্রাচ্যাদিচতুর্দ্দিগবস্থাহবনীয়মার্জ্জালীয়গার্হপত্যাগ্নীধ্রীয়স্থানেষগ্নিরস্তি। পরিশব্দেন হোত্রীয়াদিধিষ্ণ্যব্যাপ্তির্বিবক্ষিতা। কীদৃশং যজ্ঞং। অধ্বরং। হিংসারহিতং। নহ্যগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।

অগ্নিশব্দস্য যাষ্টিকং। পা০ ৬।১।১৭৮। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ন বিদ্যতেধ্বরোহস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যাং। পা০ ৬।২।১৭২। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বিশ্বত ইত্যত্র তসিলঃ প্রত্যয়স্বরত্বং বাধিত্বা পূর্ব্ববর্ণস্য লিতি। পা০ ৬।১।১৯৩। ইত্যুদাত্তত্বং। পরিভূরিত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনি যে যজ্ঞকে সকলদিকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়েন, সেই যজ্ঞই দেবতাদিগের তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বাদি চারিদিকেই আহবনীয়, মার্জ্জালীয়, গার্হপত্য ও অগ্নীধ্রীয় নামক অগ্নি আছেন। পরি শব্দের দ্বারা হোমযোগ্য দ্রব্যাদির যজ্ঞস্থানব্যাপ্তি উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ কিরূপ? "অধ্বরং" অর্থাৎ হিংসারহিত—অগ্নি কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত যজ্ঞ রাক্ষসাদি হিংসা করিতে পারে না।

অগ্নি শব্দের যাষ্টিক আমন্ত্রিতাদি (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্রের দ্বারা আদি-বর্ণের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "ন বিদ্যতে ধ্বরোহস্য" অর্থাৎ হিংসা নাই যার, এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২)—এই সূত্র-দ্বারা অন্ত্যবর্ণের উদাত্তত্ব। "বিশ্বতঃ"—এই পদটী তসিল্ প্রত্যয়ের স্বরকে বাধিয়া "লিতি" (পা০ ৬।১।১৯৩) এই সূত্র-দ্বারা

প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে। পা০ ৬।২।২। তদপবাদত্বেন কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পা০ ৬।২।১৩৯। অসীতি তিঙন্তস্য যদ্বৃত্তান্নিত্যং। পা০ ৮।১।৬৬। ইতি। নিঘাতাভাবঃ॥

* * *

## চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্ গভীর আধ্যাত্মিক ভাবমূলক। ভাষ্যকারগণ যদিও এই ঋকের অন্যরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন; তাঁহারা যদিও বুঝাইয়াছেন যে, রাক্ষসাদির উপদ্রব নিবারণ করিয়া যে যজ্ঞ অগ্নিদেব রক্ষা করেন, এই ঋকে সেই যজ্ঞের বিষয়ই বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—যে যজ্ঞ অগ্নিদেব রক্ষা করেন, সেই যজ্ঞই স্বর্গে দেবসমীপে পৌঁছিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ—নিগূঢ় মর্ম্মার্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অভিনব এক অর্থ উপলব্ধ হয়।

পূর্ব্ব ঋক্ যেমন প্রবৃত্ত কর্ম্মের পোষক, এই ঋক্‌টী সেইরূপ নিবৃত্ত কর্ম্মের দ্যোতক। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে, অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় ধনপুত্র ও যশঃপ্রাপ্তি ঘটে। এ ঋকে বলা হইতেছে, সেই যজ্ঞ দেবসন্নিধানে উপস্থিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ, তাঁহার নিকট যজ্ঞ সংসাহিত হইলেই যাজ্ঞিক এখানে কৃতার্থম্মন্য। তিনি রূপ চাহেন না। তিনি ধন চাহেন না। তিনি যশঃ চাহেন না। তিনি পুত্রকলত্রাদি-জনিত সুখের আশায়ও প্রলুব্ধ নহেন। তিনি কেবল চাহেন,—তাঁহার যজ্ঞ—যেন তাঁহারই (ভগবানেরই) কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য—তাঁহার যজ্ঞ, যেন ভগবানের উদ্দেশ্যেই বিহিত হয়।

---

উদাত্তত্ব। "পরিভূঃ" এই পদটিতে পূর্ব্বপদে অব্যয় (পরি) থাকা প্রযুক্ত প্রকৃতি-স্বরের প্রাপ্তি থাকিলেও (পা০ ৬।২।২) তাহার অপবাদত্ব জন্য কৃৎ প্রত্যয়রূপ উত্তর পদের প্রকৃতি স্বরত্ব। (পা০ ৬।২।১৩৯) "অসি" এই তিঙন্ত পদের "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" (পা০ ৮।১।৬৬)—এই সূত্র দ্বারা নিঘাতের অভাব॥ ৪॥

* * *

এই ঋকে যে যজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সে যজ্ঞ তামসিক যজ্ঞ নহে,—সে যজ্ঞকে রাজসিক যজ্ঞও বলিতে পারি না। সে যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপ সাত্ত্বিক যজ্ঞ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥"

ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অবশ্য-কর্তব্য মনে করিয়া, পরমাত্মায় চিত্তসমর্পণরূপ যে যজ্ঞ বিহিত হয়, তাহারই নাম সাত্ত্বিক যজ্ঞ। এ যজ্ঞে অগ্নিস্থাপনার প্রয়োজন নাই; এ যজ্ঞে ঘৃতাহুতির আবশ্যক করে না; মনোময় রাজ্যে, মনোময় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে, চিত্তাহুতি দ্বারা এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলা হইয়াছে,—হিংসাদির সহিত এ যজ্ঞের কোনই সংশ্রব নাই। অরণ্যে ঋষি-তপস্বীর যজ্ঞে, যজ্ঞধূম দেখিয়া, রাক্ষসেরা যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য উপদ্রব আরম্ভ করে; আর, অগ্নিদেব রাক্ষসাদিকে বিতাড়িত করিয়া, সে যজ্ঞকে হিংসা রহিত করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। এ সাত্ত্বিক যজ্ঞ-ভঙ্গের জন্য, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ নিরন্তর অন্তর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কোলাহল উত্থিত করিয়া রহিয়াছে। কি উপায়ে তাহাদের সে দ্বন্দ্ব নিবারণ করিতে পারা যায়? কেমন করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়? সাত্ত্বিক যজ্ঞকারীর হৃদয়ে সেই চিন্তাই প্রধান চিন্তা। রাক্ষস তো তাহারাই! রিপু তো তাহারাই! কাম-ক্রোধ-রূপ রিপু-রাক্ষস যে অহর্নিশ যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছে! তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব! তুমি তাহাদিগকে দমন করিয়া আমার যজ্ঞ রক্ষা কর। তুমি তো সাধারণ অগ্নি নও! অগ্নিরূপে জ্যোতিঃ-রূপে ভূলোকে দ্যুলোকে তুমি প্রকাশমান বটে; কিন্তু অন্তরে যে তোমার মহতী মহনীয়া মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তিতে তুমি আমার মানস-যজ্ঞ রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন এ যজ্ঞ অন্য কে আর রক্ষা করিবে, দেব! সংসারে যেমন সাধারণ অগ্নিরূপে তুমি সকল জঞ্জাল ভস্মীভূত করিতে সমর্থ, অন্তরে সেইরূপ তুমি জ্ঞানাগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাম-ক্রোধ-মোহ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুজঞ্জালকে ভস্মীভূত করিয়া থাক। তাই ডাকি,—হে জগজ্জীবন! দেখ যেন আমার হৃদয়ের যজ্ঞ

"পণ্ড না হয়! ঐ দেখ, রিপুরাক্ষস সে যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য আগুয়ান হইয়াছে! এস দেব!—জ্ঞানাগ্নিরূপে আবির্ভূত হও; আমার অন্তরের রিপু-রাক্ষসদিগকে ভস্ম করিয়া দেও।"

সাধক ধ্যানস্তিমিতনেত্রে জগন্ময়ে মিলিত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন; যত দুশ্চিন্তা, যত প্রলোভন, যত কুটিলতা, যত মায়ামমতা তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'দেব! একবার দিব্যজ্যোতিরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া দেও; মায়া-মমতা-প্রলোভন প্রভৃতি পাপ-নিশাচরগণ যেন আর বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন কর তাহাদিগকে,—ধ্বংস কর তাহাদিগকে,—দূর কর তাহাদিগকে! তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে;—আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব।'

যজ্ঞকে হিংসাদি-রহিত যজ্ঞ বলা হইয়াছে। এ যজ্ঞে নরবলি নাই। এ যজ্ঞে পশুবলি নাই; এ যজ্ঞ নরমেধ যজ্ঞ নহে, এ যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ নহে, এ যজ্ঞ বাজপেয় যজ্ঞ নহে; এ যজ্ঞে কোনরূপ প্রাণহানির সম্ভাবনা নাই। এ যজ্ঞে যাজ্ঞিক সম্পূর্ণরূপ হিংসারহিত। আপনাকে হিংসারহিত করিয়া যাজ্ঞিক হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এ যজ্ঞের ইহাই অভিনবত্ব। সে যজ্ঞ কিরূপ যজ্ঞ? এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই বুঝা যাইতেছে যে, অন্তরকে এমন নির্ম্মল করিতে হইবে,—কোনরূপ কু-প্রবৃত্তি যেন অন্তরে স্থান না পায়,—যেন দয়া সত্য সরলতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি, হৃদয়ে অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়,—যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোক-রশ্মি-সঞ্চারে উদ্ভাসিত হয়। পশুমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে হিংসাভাবের প্রশ্রয় প্রদান করিলেই যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহা নহে; যজ্ঞের লক্ষ্য হওয়াই চাই—অহিংসা। পরবর্ত্তিকালে যে মহাপ্রাণ, অহিংসা-পরমধর্ম্মরূপ মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি বৈদিক এই অহিংসা যজ্ঞ-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিয়া যান নাই কি? পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই অভ্যুদয়-মূল যে বেদ, এই মন্ত্র তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। এ মন্ত্রের অমূল্য বাণী নিত্যসত্যরূপে সংসারে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

যাঁহারা সাধারণভাবে রাজসিক যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন,

তাঁহাদের পক্ষে এ ঋক্ এক অর্থ প্রকাশ করিতেছে; আর যাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে আধ্যাত্মিক জগতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-যজ্ঞে প্রবৃত্ত আছেন; তাঁহারা দেখিবেন,—এ ঋকে আর একভাবে অগ্নিদেবের কৃপাভিক্ষা করা হইতেছে। রাজসিক যজ্ঞকারিগণ দেখিতেছেন,—ঘৃতাহুতি-প্রদত্ত ব্যোমপথে ধূমায়িত সাক্ষাৎ প্রকাশমান্ ঐ অগ্নিদেবকে; আর সাত্ত্বিক যজ্ঞকারী সাধকগণ দেখিতেছেন,—সে অগ্নি সেই অবাঙ্মনসগোচর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাগ্নি। যাহারা দৃষ্টিহীন, তাহারাই অন্ধকার-মাত্র দেখে।

---

পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্। )

**অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।**

**দেবোদেবেভিরাগমৎ ॥ ৫ ॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিঃ। হোতা। কবিঽক্রতুঃ। সত্যঃ। চিত্রশ্রবঃঽতমঃ।

দেবঃ। দেবেভিঃ। আ। গমৎ ॥ ৫ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'হোতা (হোম সম্পাদকঃ) 'কবিক্রতুঃ' (যজ্ঞকার্য্যস্য ক্রমবেত্তা, প্রজ্ঞাসম্পন্নো বা) 'সত্যঃ' (মিথ্যারহিতঃ, অকপটঃ) চিত্রশ্রবস্তমঃ (অতিশয়েন বিচিত্রকীর্ত্তিশালী, বিচিত্রযশোযুক্তো বা)

দেবঃ ( দানাদিগুণযুক্তঃ, দীপ্তিবিশিষ্টো বা ) অগ্নিঃ ( বহ্নিঃ ) দেবেভিঃ ( ইন্দ্রাদিদেবৈঃ ) সহ আগমৎ ( আগচ্ছতু ) অস্মিন্ যজ্ঞে ইতি শেষঃ। ( ১ম—১সূ—৫ঋ )।

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি হোতা, আপনি কবিক্রতু ( অর্থাৎ অশেষ-প্রজ্ঞা-সম্পন্ন )। আপনি সত্য, আপনি চিত্রশ্রবস্তম ( অর্থাৎ অতিশয় যশঃ-কীর্ত্তিসম্পন্ন ), আপনি দেব ( অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমন্ত )। দেবগণ সহ আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। ( ১ম—১সূ—৫ঋ )।

* * *

### সায়ণভাষ্যং।

অয়মগ্নির্দ্দেবোঽন্যৈর্দ্দেবৈর্হবির্ভোজিভিঃ সহাগমৎ। অস্মিন্ যজ্ঞে সমাগচ্ছতু। কীদৃশোঽগ্নিঃ। হোতা হোমনিষ্পাদকঃ। কবিক্রতুঃ কবিশব্দোঽত্র ক্রান্তবচনো ন তু মেধাবী নাম। ক্রতুঃ প্রজ্ঞানস্য কর্ম্মণো বা নাম। ততঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্মা বা। সত্যঃ। অনৃতরহিতঃ। ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। চিত্রশ্রবস্তমঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ। অতিশয়েন বিবিধকীর্ত্তিযুক্তঃ॥ কবিক্রতুশ্চিত্রশ্রবস্তম ইত্যত্রোভয়ত্র বহুব্রীহিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সৎসু সাধুঃ সত্যঃ সত্যাদশপথে। পা০ ৫।৪ ৬৬। ইত্যত্রান্তোদাত্তো হরদত্তেন নিপাতিতঃ। লোড়ন্তস্য গচ্ছত্বিতিশব্দস্য ছত্বাভাবঃ। উকারলোপশ্ছান্দসঃ। ততো রূপং গমদিতি ভবতি। স্পষ্টমন্যৎ। ইত্যৃক্‌সংহিতায়াং বেদার্থপ্রকাশে প্রথমকাণ্ডস্য প্রথমাধ্যায়ে প্রথমো বর্গঃ॥

---

### সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নিদেব, হবির্ভোজনশীল অন্যান্য দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন। অগ্নি কিরূপ? হোতা অর্থাৎ হোমনিষ্পাদক। কবিক্রতু, এ স্থলে কবি শব্দের অর্থ—মেধাবী না হইয়া ক্রান্ত হইয়াছে এবং ক্রতু শব্দে প্রজ্ঞান অথবা কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। অতএব কবিক্রতু শব্দের অর্থ—ক্রান্তপ্রজ্ঞ অথবা ক্রান্তকর্ম্মা। সত্যশব্দে অনৃত ( মিথ্যা ) রহিত। অর্থাৎ আরাধিত অগ্নি, যজ্ঞীয় ফল অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। চিত্রশ্রবস্তম অর্থাৎ অতিশয় কীর্ত্তিমান্। যাহা সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, তাহাকে শ্রবঃ বা কীর্ত্তি কহে। "কবিক্রতুঃ" ও "চিত্রশ্রবস্তমঃ এই পদদ্বয়ে বহুব্রীহিসমাস বশতঃ পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। সদ্ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সাধু (শ্রেষ্ঠ), তাঁহাকে সত্য কহে। "সত্যাদশপথে" ( পা০ ৫।৪।৬৬। )—এই সূত্র দ্বারা হরদত্ত কর্ত্তৃক অন্তোদাত্ত নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। লোট্ প্রত্যয়ান্ত "গচ্ছতু" এই শব্দের ছান্দস প্রযুক্ত পদ ছত্বাভাব ও উ-কারের লোপ। অতএব "গমৎ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। অন্য সমস্ত স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। ৫॥

ইতি ঋক-সংহিতায় বেদার্থ-প্রকাশে প্রথম কাণ্ডের প্রথম-অধ্যায়ে প্রথম বর্গ।

* * *

# পঞ্চম ( ৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

---

এই ঋকে কয়েকটী অভিনব বিশেষণে অগ্নিদেবকে বিশেষিত করা হইয়াছে। অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে,—আপনি কবিক্রতু। এ শব্দ বহুভাবদ্যোতক। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞধর্ম্ম সমাধানে ব্রতী রহিয়াছেন, যজ্ঞকর্ম্মের উপযোগিতা প্রতিপাদনে যাঁহারা জনসাধারণকে যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার অর্থ একরূপ নিষ্পন্ন করিতে পারেন; আর যাঁহারা অনুষ্ঠানের অতীত, সকল কর্ম্মের শেষভূত, জ্ঞান-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার অন্য আর এক অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা লৌকিক যজ্ঞকেই সারভূত বলিয়া মনে করেন, 'কবিক্রতু' শব্দে তাঁহারা বুঝিতেছেন,—যজ্ঞনিষ্পাদনে অগ্নিদেবের ন্যায় কর্ম্মকুশল আর দ্বিতীয় নাই;—তিনি যজ্ঞকার্য্যের ক্রমবিজ্ঞানবিৎ, তিনি যজ্ঞকুণ্ডের ও স্বর্গলোকের সম্বন্ধ বিধান-পক্ষে প্রধান সহায়। তিনি যেন উভয় লোকের মধ্যস্থ-স্থানীয়। যজ্ঞক্ষেত্র হইতে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া, তিনি যেন দেবগণ-সকাশে যাজ্ঞিকের কৃতকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাপন করেন। আবার অন্য পক্ষে ঐ কবিক্রতু শব্দে বুঝাইতেছে—তিনি জ্ঞানময়, তিনি প্রজ্ঞাস্বরূপ, তিনি ভূলোকে দ্যুলোকে—সর্ব্বলোকে জ্ঞানরূপে বিরাজমান আছেন।

কবি ও ক্রতু যে দুই শব্দের যোগে 'কবিক্রতুঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই দুই শব্দের অর্থ নিষ্কাষণ করিলে বুঝা যায়,—সর্ব্বজ্ঞতা হেতু তিনি ব্রহ্মা ( কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভু ), আর সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া তিনি বিষ্ণু। কবিক্রতু শব্দের যে কর্ম্মকুশল অর্থ নিষ্পন্ন হয়, সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়-নিরোধ। 'ক্রতু' শব্দে—ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। কবি শব্দে রশ্মি অর্থও সূচিত হয়। 'কবিক্রতু' বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযমশীল অর্থও উপলব্ধ হইতে পারে। যেমন দুর্দ্দম অশ্বকে রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয়-সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখিতে পারেন, তিনিই কবিক্রতু। গীতায় শ্রীভগবান্ স্থিত-

প্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা সেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' অবস্থাই বুঝাইয়া থাকে। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার আদৌ নাই, যিনি আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। আবার, আপনাকে আপনি জানিয়া যিনি আত্মময় হইয়া আছেন, তিনিই কবিক্রতু। শব্দ বিভিন্ন হইলেও বস্তুপক্ষে বিভিন্নতা নাই—উভয়ই এক অবস্থা।

ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি কবিক্রতু; ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি সত্য; ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি চিত্রশ্রবস্তমঃ অর্থাৎ অতিশয় কীর্ত্তিমন্ত। এ সকল বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? শ্রীভগবান্—বিশেষণ-বিরহিত, আবার তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি নির্গুণ গুণাতীত, আবার তিনি সগুণ গুণময়। তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব—তাঁহাতে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। এরূপভাবে পরস্পর-বিরোধী বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কি কোনও নিগূঢ় কারণ নাই? উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাকে সকল দিক্ দিয়া সকল ভাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইল,—তিনি কবিক্রতু, তিনি সত্য, তিনি অশেষ কীর্ত্তিসম্পন্ন। কেন এতাদৃশ গুণ-বিশেষণে সেই বিশেষণের অতীত নির্গুণ বস্তুকে বিশেষিত করা হয়? উদ্দেশ্য—তোমাকে তৎসন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে, তোমাকে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হইবে, তোমাকে তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। যাহার জন্মই নাই, তাহার আবার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? কর্ম্ম করিলে তো কর্ম্মের ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়? যে কখনও কোন কর্ম্মই করিল না, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? যে গুণের অধিকারী না হইল, সে কেমন করিয়া গুণাতীতে পৌঁছিতে পারে? আগে গুণের অধিকারী হও, তবে তো গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে? গুণ-বিশেষণ দেখিয়া, গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও; তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে? যে মূর্খ, যে জন পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে; পণ্ডিতের সন্নিধানে অবস্থিতি—পণ্ডিতগণের সহবাস-লাভ

তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর কি? যে অসৎ, যে চৌর, সে কি সতের সন্নিকটে তিষ্ঠিতে পারে? বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া জীব, কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; সে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান-বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে, জীব যে অনুস্মৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়. শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। ভগবদ্বৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াও মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাইবার জন্যই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইতেছে,—

"এনঃ পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা॥"

অর্থাৎ,—'কীট যেমন, পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ, পূর্ব্বকৃত বৈরতা-জনিত পাপের বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও অন্তকালে তদ্রূপ স্বারূপ্য-মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।' শ্রীভগবান্ তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ,—'বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে।' জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি আছে? তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া, সংসারের জ্বালামালায় জর্জ্জরিত থাকিয়া, মানুষ অহর্নিশ পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছে। কি প্রকারে এই দারুণ দুঃখের নিবৃত্তি হয়? কি প্রকারে এই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তির পূতধারা বর্ষিত হয়? সারা সংসার ব্যাপিয়া তাহারই সন্ধান চলিয়াছে।

কোথায় মোক্ষ ? কোথায় নিঃশ্রেয়স্ ? কোথায় মুক্তি ? কি প্রকারে সে মুক্তি অধিগত হয় ? সকলেই সেই সন্ধানে বিষম বিব্রত। কিন্তু কেহই সে তত্ত্ব সন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। অথচ শাস্ত্র, ইঙ্গিতে সে তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন,—মুক্তি পঞ্চ-বিধা ;—"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্যস্বারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ;"—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সাযুজ্য (একত্ব)। সমান লোকে বাস করার নাম—সালোক্য-মুক্তি। সমানরূপ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হওয়ার নাম—সার্ষ্টি-মুক্তি। সামীপ্য বা নৈকট্যজনিত যে মুক্তি, তাহারই নাম—সামীপ্য-মুক্তি। সমানরূপে রূপান্বিত হইতে পারার নাম—স্বারূপ্য-মুক্তি। আর সাযুজ্য বা একত্বরূপ মুক্তিই অভেদ ভাব। এই মুক্তিতে তিনিও যে, তুমিও সেই। এই পঞ্চবিধা মুক্তির এক এক বিভাগকে এক একটী স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। সমান লোকে বাস করিবে ? সমান গুণসম্পন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি ন্যায়স্বরূপ, তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁহার সমান গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তোমাকেও ন্যায়-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ হইতে হইবে। হও—সত্যপর, হও—ন্যায়পর, হও—জ্ঞানের অধিকারী ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান লোকে বাস করিতে পারিবে ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইবে ! তবে তো ক্রমে ক্রমে, সমান লোক সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার নৈকট্য-লাভে সমর্থ হইবে ! নৈকট্য হইলেই স্বরূপ অবগত হইবার অবসর আসে। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ মিশাইবার, আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটাইবার, প্রযত্ন হয়। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্ম-সম্মিলন হইলে, তখন আর ভেদভাব বিদ্যমান থাকে না। তখন সমুদ্রের জল নদীর জল এক হইয়া যায়। ঋকে অগ্নিদেবকে ঐ সকল বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্যই এই যে, তোমরা সকল গুণে গুণান্বিত হও। তিনি যেমন চিত্রশ্রবস্তম, অর্থাৎ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্, তুমিও সেইরূপ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্ হও ! তিনি যেমন দেবতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও দানাদি-গুণযুক্ত, তুমিও সেইরূপ আপন গুণে দয়াধর্ম্মদানাদি-গুণ দ্বারা, সত্য-সরলতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়া, স্বপ্রকাশ হও।

এ ঋকে আরও বলা হইয়াছে যে,—এই যজ্ঞে দেবগণের সহিত

আপনি আগমন করুন। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছিল,—দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করুন। এই ঋকে বলা হইতেছে,—তাঁহাদিগকে লইয়া আপনি এই যজ্ঞে আসুন। সেই ঋকের আর এই ঋকের সামঞ্জস্য-সাধনে বেশ উপলব্ধি হয়, যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহাকে বহু নামে পরিচিত করা যায়, যাঁহার বিষয় বহুভাবে ব্যক্ত হইতে থাকে, তিনি বহু হইলেও এক, এক হইলেও বহু। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এক এব বহুস্যাম।" এখানে তাই বলা হইতেছে, তুমি সকল রূপে এস, তোমার সঙ্গেই যেন সকল রূপ প্রকাশ পায়। অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে তোমার যে বিভূতি, সে বিভূতি প্রকাশ পাউক ; আর, অন্যান্য দেবতা-রূপেও তোমার যে বিভূতি, আমার অন্তরে তাহাও বিকাশ-প্রাপ্ত হউক।

—:*:—

## ষষ্ঠী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্। )

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।

তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। অঙ্গ। দাশুষে। ত্বং। অগ্নে। ভদ্রং। করিষ্যসি।

তব। ইৎ। তৎ। সত্যং। অঙ্গিরঃ॥ ৬॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অঙ্গাগ্নে' (হে অগ্নে!) 'ত্বং' (ভবান্) 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে যজমানায়, নিষ্কামকর্ম্মণে সাধকায়) 'যৎ' 'ভদ্রং' (মঙ্গলং) 'করিষ্যসি' (বিধাস্যসি) 'তৎ' (ভদ্রং) 'তব ইৎ' (ভবত এব, তদেব উপযুক্তং, তৎপ্রীত্যর্থে সাধিতং বা), 'অঙ্গিরঃ' (হে অঙ্গিরোঽগ্নে) 'তৎ সত্যং' (যথার্থং)। ত্বৎসদৃশকল্যাণবিধায়কোঽন্যো দেবো নাস্তি, তৎপ্রীতয়ে নিষ্পাদিতং কর্ম্ম ত্বামেব প্রাপ্নোতীতি বা ভাবঃ। (১ম—১সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! তুমি যে যজ্ঞকারী যজমানের (নিষ্কামকর্ম্ম-সাধকের) কল্যাণ-সাধন কর, তাহা তোমারই (উপযুক্ত বা প্রীতি-সাধক)। হে অঙ্গিরঃ! তাহাই সত্য (অর্থাৎ, তুমি মানবের একমাত্র কল্যাণকারী, অথবা সে কর্ম্ম তোমারই উদ্দেশ্যে বিহিত)॥ (১ম-১সূ-৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অঙ্গেত্যভিমুখীকরণার্থো নিপাতঃ। অঙ্গাগ্নে হে অগ্নে ত্বং দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় তৎপ্রীত্যর্থং যদ্ভদ্রং-বিত্তগৃহপ্রজাপশুরূপং কল্যাণং করিষ্যসি তদ্ভদ্রং তবেৎ। তবৈব সুখহেতুরিতি শেষঃ। হে অঙ্গিরোঽগ্নে। এতচ্চ সত্যং ন ত্বত্র বিসম্বাদোঽস্তি। যজমানস্য বিত্তাদিসম্পত্তৌ সত্যামুত্তরক্রত্বনুষ্ঠানেনাগ্নেরেব সুখং ভবতি। ভদ্রশব্দার্থং শাট্যায়নিনঃ সমামনন্তি। যদ্বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ভদ্রং গৃহা ভদ্রং প্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রমিতি॥

অঙ্গশব্দস্য নিপাতত্বেঽপি ফি০ ৪।১২। অভ্যাদিত্বাদন্তোদাত্তত্বং দাশুষে। দাশ্বান্

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"অঙ্গ" শব্দটী অভিমুখীকরণ অর্থে সম্বোধনে ব্যবহৃত এবং নিপাতনে সিদ্ধ। অঙ্গশব্দের অর্থ—হে, অঙ্গাগ্নে অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি হবির্দ্দানকারী যজমানকে, তাহার প্রীতির নিমিত্ত বিত্ত-গৃহ-সন্ততি-পশু-স্বরূপ যে কল্যাণ বিধান করিবে; সেই "ভদ্র" (কল্যাণ) তোমারই সুখের নিমিত্ত হইবে। অর্থাৎ, তোমার প্রসাদে বিত্ত-সম্পত্তি লাভ করিয়া, তোমার প্রীতির জন্য যজমান, যে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সেই যজ্ঞ-কার্য্যে তোমার সুখ অর্থাৎ প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। হে অঙ্গিরো নামক অগ্নি! এতদ্বাক্য সত্য অর্থাৎ ধ্রুব। ইহাতে কোনও প্রতারণা বা সন্দেহ নাই। কেন-না, যজমানের বিত্তাদি-সম্পত্তি হইলে, তৎপরবর্ত্তিকালানুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিরই সুখ হইয়া থাকে। ভদ্র শব্দের অর্থ, শাট্যায়ন-শাখাধ্যায়িগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—যাহা পুরুষের বিত্ত, তাহা ভদ্র; গৃহসকল—ভদ্র; প্রজা অর্থাৎ সন্ততি-সকল—ভদ্র; পশুসকল—ভদ্র।

অঙ্গ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইলেও (ফি০ ৪।১২) অভিমুখীকরণার্থ হেতু, অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষে" পদটী দাশ্বান্ সাহ্বান্, (পা০ ৬।১।১২) এই সূত্র দ্বারা দানার্থ দাশৃ

সাহ্বান্ পাং ৬।১।১২। ইতিসূত্রেণ দাশৃ দান ইতিধাতোঃ ক্বসুপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। তত্র প্রত্যয়স্বরঃ। আমন্ত্রিতস্যাগ্নিশব্দস্য পদাৎ পরত্বেনাষ্টমিকানুদাত্তত্বং পাং ৮।১।১৯। ন শঙ্কনীয়ং। অপাদাদৌ পাং ৮।১।১৮। ইতি পর্য্যুদস্তত্বাৎ ততঃ ষাষ্ঠিকং পাং ৬।১।১৯৮। আদ্যুদাত্তত্বমেব। ভদ্রশব্দস্য নব্বিষয়ত্বেন। ফিং ২।৩। আদ্যুদাত্তত্বপ্রসক্তাবপি ভদি কল্যাণ ইতি ধাতোরুপরি রক্-প্রত্যয়েন নিপাতনাদন্তোদাত্তত্বং। অস্মিন্ বাক্যে যচ্ছব্দপ্রয়োগান্নি-পাতৈর্যদ্যদিহন্ত। পাং ৮।১।৩০। ইতি নিঘাতে প্রতিষিদ্ধেঽস্য প্রত্যয়স্বরেণ পাং ৩।১।৩৩। সতি শিষ্টেন করিষ্যসিশব্দ উপান্ত্যোদাত্তঃ। তবেত্যত্র যুষ্মদস্মদোর্ঙসি। পাং ৬।১।২১১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অঙ্গিরা অঙ্গারা ইতি যাস্কঃ। ঐতরেয়িণোঽপি প্রজাপতিদুহিতৃধ্যানোপাখ্যানে সমামনন্তি। যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্নিতি। তস্মাদঙ্গিরোনামকমুনিকারণত্বাদঙ্গার-রূপস্যাগ্নেরঙ্গিরস্ত্বং। অত্র পদাৎ পরত্বেনাষ্টমিকানুদাত্তত্বং ॥ ৬ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নীষোমপ্রণয়ন উপত্বাগ্ন ইত্যাদিকোঽনুবচনীয়স্তৃচঃ। এতচ্চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। উপত্বাগ্নে দিবে দিব উপপ্রিয়ং পনিপ্রতমিতি তিসৃভিশ্চৈকাং চান্বাহেতি। তস্মিংস্তৃচে যা প্রথমা সা সূক্তে সপ্তমী। তামেতাং সপ্তমীমৃচমাহ ॥

---

ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয় স্বর অর্থাৎ ইহার স্বর আদ্যুদাত্ত। আমন্ত্রিত অগ্নি শব্দটী পদের পরে আছে বলিয়া আষ্টমিক অনুদাত্ত স্বরের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু অপাদাদৌ ( পাং ৮।১।১৮) এই সূত্রের দ্বারা পর্য্যুদস্তত্ব হেতু ষাষ্ঠিক ( পাং ৬।১।১৯৮ ) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ভদ্র' শব্দে নপ্-প্রত্যয়ের বিষয়ত্ব হেতু ( পাং ২।৩ ) এই সূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্তের প্রাপ্তি হইলেও কল্যাণার্থ ভদি (ভদ্) ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উক্ত ভদ্র শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "করিষ্যসি" এই বাক্যে যদ্-শব্দের প্রয়োগ জন্য নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত ( পাং ৮।১।৩০ ) এই সূত্রানুসারে নিঘাতস্বরের নিষেধ হইলেও, এই ক্রিয়াপদে প্রত্যয়স্বর অবশিষ্ট বলিয়া (পাং ৩।১ ৩৩) উপান্ত্য স্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "তব" এই পদটীতে যুষ্মদস্মদোর্ঙসি ( পাং ৬ ১।২১১ ) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক বলেন, অঙ্গিরাঃ শব্দের অর্থ অঙ্গার। ঐতরেয় শাখাধ্যায়িগণ, প্রজাপতিদুহিতৃধ্যানের উপাখ্যানে বলেন যে, যাহা অঙ্গার ছিল তাহাই অঙ্গিরস হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অঙ্গিরো-নামক মুনি হইতেই অঙ্গার রূপ অগ্নির নাম অঙ্গিরাঃ হইয়াছে। এই পদটীর, পদের পরত্ব-হেতু আষ্টমিক অনুদাত্তত্ব হইয়াছে।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিষোমপ্রণয়নকার্য্যে "উপত্বাগ্নে" ইত্যাদি অনুবচনীয় তৃচ, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—'উপত্বাগ্নে দিবে দিব উপপ্রিয়ং পনিপ্রতং' এই তিনটি ঋক্ এবং অপর আর একটি ঋক্ অনুবাক্রূপে পাঠের নিয়ম আছে। সেই তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সূক্তে সেটী সপ্তমী ঋক্। সেই সপ্তমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

## ষষ্ঠ ( ৬ ) ঋকের বিশদার্থ।

—— ‡ * ‡ ——

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, এ ঋক্‌টী যেন কোনও মনুষ্যের স্তুতি বিধানের উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে। মানুষ যাহা সর্ব্বদা জল্পনা করে, আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাই, প্রথম দর্শনে মনে হয়, এ ঋক্‌টীতে যেন সেই ভাবেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে,—এ ঋক্‌টীতে যেন সেই কুটিল সাংসারিক দৃশ্যেরই প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে।

যজ্ঞকারী যজমান, সাধারণতঃ আকাঙ্ক্ষা করে,—অগ্নিদেব যেন তাঁহাকে পুত্রবিত্তাদিরূপ ধনরত্ন দান করেন। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পূর্ণ হয়, অগ্নিদেব যেন কৃপাপরবশ হইয়া সেই প্রার্থনা পূরণ করেন; স্তুতিবাদে দেবতার যেন এমন সন্তোষবিধান হয়—যাহার ফলে, ইষ্টদেব তিনি, অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সহায় হন। স্থূলদৃষ্টিতে এ ঋকের এই অর্থই উপলব্ধ হয়। 'আমি যে ধন চাই, আমি যে কল্যাণ চাই, আমি যে পুত্রবিত্ত চাই—সে তোমারই প্রীতি-সাধন জন্য' এরূপ উক্তি শুনিলে, এরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে, কোন্ মানুষ না—কোন্ উত্তমর্ণ না, আপনার অধীন জনের উন্নতি-বিধানে প্রয়াস পায়! রাজা, প্রজাপালন করেন, সৈনিক-পোষণ করেন,—আপনারই ভবিষ্য-কল্যাণ কামনা করিয়া। প্রজা যদি রাজাকে বুঝাইতে পারে, সৈনিক যদি আপনার নিয়োগকর্ত্তাকে উপলব্ধি করাইতে পারে যে,—তাহাদের বিত্তসম্পত্তি সমস্তই, আবশ্যক হইলে, তাহাদের অনুগ্রহকারী রাজারই মঙ্গল-কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে; তাহাতে অনুগ্রহকারী রাজা, সেই প্রজার বা সেই সৈনিকের মঙ্গল-সাধন-পক্ষে নিশ্চয়ই বিহিত বিধান করেন। এই ঋকে যজমান, অধমর্ণভাবে যেন উত্তমর্ণ রাজা অগ্নিদেবের নিকট পুত্রবিত্তাদির প্রার্থনা জানাইতেছেন; বলিতেছেন,—'হে প্রভু! আমায় যাহা কিছু দান করিবেন, সে দান আপনারই সেবায় বিনিযুক্ত হইবে। আমার অর্থ-সম্পৎ বৃদ্ধি পাইলে, আমি আপনার তৃপ্তি-সাধন-জন্য যজ্ঞের পর যজ্ঞের ব্যবস্থা করিব। ধন-রত্ন-সহ পুত্র লাভ করিলে, আমার সেই পুত্রও আপনার অর্চ্চনায় যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী

হইবে ;—সেও আপনারই সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।' ভবিষ্যৎ প্রত্যুপকারের আশায় সাধারণ মানুষ যেমন অনেকের উপকারে প্রবৃত্ত হয়, অগ্নিদেবকেও যেন সেই সাধারণ মানুষভাবে ভাবা হইয়াছে। যজমান উপকৃত হইলে প্রকারান্তরে যাজ্যেরও উপকারের সম্ভাবনা,—এই বুঝাইয়া, এখানে যেন অর্চ্চনা করা হইতেছে। মানুষের যেমন রীতিপ্রকৃতি, 'এ ঋকে প্রথম দৃষ্টিতে, যেন সেই ভাবেরই উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু একটু নিবিষ্ট-চিত্তে এই ঋকের নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধান করিতে গেলে, সম্পূর্ণ অন্য ভাব উপলব্ধ হয়। 'আমার যে কল্যাণ সাধন কর, সে কল্যাণ তোমারই!' নিষ্কাম কর্ম্মের এ এক উচ্চ আদর্শ নহে কি? এরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ নিস্পৃহভাব—এ কি সাধারণ মানুষে সম্ভবপর? আত্মসুখের কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মকল্যাণ-চিন্তা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; এখানে যজ্ঞকারী ভাবিতেছেন,—'কিসে তিনি তেমন যজ্ঞ করিতে পারেন, যাহাতে সেই যজ্ঞের ফল, যাঁহার উদ্দেশে বিহিত-যজ্ঞ, তাঁহাতেই সমর্পিত হয়। তিনিই সত্য, তাঁহাতে সমর্পিত যজ্ঞফলই সত্য।' নিস্পৃহ নিষ্কাম যজমান, এই ভাবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই, যজ্ঞ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

এইরূপে কাম্যকর্ম্ম ও নিষ্কাম-কর্ম্ম উভয় কর্ম্মের প্রযোজক এই ঋক্, উভয় শ্রেণীর মানুষকে—প্রথম স্তরের এবং শেষ স্তরের এই উভয় স্তরের সাধককে—শ্রীভগবানের আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (১ম—১সূ—৬ঋ)।

—:*:—

সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্। )

উপত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।

নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

* * *

পদবিশ্লেষণং।

উপ। ত্বা। অগ্নে। দিবেঽদিবে। দোষাঽবস্তঃ। ধিয়া। বয়ং।

নমঃ। ভরন্ত। আ। ইমসি ॥ ৭ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' ( হে বহ্নে! ) 'দিবেদিবে' ( প্রত্যহং ) 'দোষাবস্তঃ' ( রাত্রৌ দিবা চ প্রকাশমানং, রাত্রৌ প্রকাশমানং বা ) 'ধিয়া' ( বুদ্ধ্যা, সঙ্কল্পবিরহিতচিত্তেন বা ) 'নমঃ' ( নমস্কারং, প্রণামং ) 'ভরন্তঃ' ( কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ ) 'বয়ং' ( যাজ্ঞিকাঃ ) 'ত্বা' ( ত্বাং ) 'উপ' ( সমীপে ) 'এমসি' ( আগচ্ছামঃ, প্রাপ্নুমো বা )। 'ত্বমেকঃ পরাৎপরঃ 'ইতি বুদ্ধ্যা যে সদা ত্বন্নিবিষ্টচিত্তা ভবন্তি, তে খলু তব সন্নিহিতা এব ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১সূ—৭ঋ )।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! 'আমরা প্রতিদিন দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ' ( অথবা 'রাত্রিতে প্রকাশমান' ) 'আপনাকে অন্তরের' সহিত ( অথবা সঙ্কল্পবিরহিত-চিত্তে ) অর্চ্চনা করিতে করিতে আপনার সমীপে উপনীত হইতে সমর্থ হই ( অর্থাৎ, আপনাকে প্রাপ্ত হই )। ( ১ম–১সূ–৭ঋ )।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বয়মনুষ্ঠাতারো দিবে দিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তা রাত্রাবহনি চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তো নমস্কারং সম্পাদয়ন্ত উপ সমীপে ত্বেমসি। ত্বামাগচ্ছামঃ ॥

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারিগণ আমরা, প্রতিদিন দিবা এবং রাত্রিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক নমস্কার করিতে করিতে সমীপেই তোমাকে পাইয়া থাকি ॥

উপশব্দস্য নিপাতস্বরঃ। ফিং ৪।১২। ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ। পাং ৮।১।২৩। ইতি যুষ্মচ্ছব্দস্যানুদাত্তস্ত্বাদেশঃ। দোষাশব্দো রাত্রিবাচী। বস্ত ইত্যহর্বাচী। দ্বন্দ্বসমাসে কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ পাং ৬।২।৩৯। আদ্যুদাত্তঃ। সাবেকাচঃ। পাং ৬।১।১৬৮। ইতি ধিয়ো বিভক্তিরুদাত্তা। নম ইতি নিপাতঃ। ভরন্ত ইত্যত্র শপঃ পিত্বাচ্ছতুর্সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চানুদাত্তত্বে সতি পাং৩।২।১২৮। ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ইমসীত্যত্রেদন্তোমসিঃ। পাং ৭।১।৪৬। ইত্যাদেশো নিঘাতশ্চ ॥

* * *

# সপ্তম (৭) ঋকের বিশদার্থ।

——§ ০ §——

দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, তাঁহার বন্দনা তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে, তাঁহার সামীপ্য-লাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ইহাই সার সত্য যে, তচ্চিন্তায়, তদ্ধ্যানে, তন্নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে থাকিতে, ক্রমে ক্রমে তৎসালোক্য, তৎসামীপ্য, তৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

ঋকের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞান-রাজ্যের এক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঋকে 'দোষাবস্তঃ' শব্দ আছে। ঐ শব্দে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা রাত্রি, বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈদিক সূক্ত-সমূহ অনুশীলন করিলে 'দোষা' শব্দে 'রাত্রি' এবং 'বস্তঃ' শব্দে 'প্রকাশমান্' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষাবস্তঃ'। কে তিনি?—যিনি অন্ধকার নাশ করেন! সে অন্ধকারই বা কি?—

---

উপশব্দে নিপাতস্বর। (ফিঃ-৪।১২) "ত্বামৌ-দ্বিতীয়ায়াঃ" (পাং ৮।১।২৩) এই সূত্রদ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে ত্বা আদেশ হইয়াছে বলিয়া, অনুদাত্তস্বর। 'দোষা' শব্দে রাত্রিকে বুঝায় ও 'বস্তঃ' শব্দে দিবসকে বুঝায়। এই উভয় শব্দে দ্বন্দ্বসমাসে একপদ হইয়াছে বলিয়া "কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ" (পাং ৬।২।৩৯) এই সূত্র দ্বারা উভয়ের আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" (পাং ৬।১।১৬৮) এই সূত্রের দ্বারা ধী-শব্দের বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। "নমঃ" এই পদটীতে নিপাত স্বর॥ "ভরন্তঃ" এই পদে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু এবং শতৃ-প্রত্যয় সার্ব্বধাতুক হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিল (পাং ৩।২।১২৮)। "ইমসি" এই পদে "ইদন্তোমসি" (পাং ৭।১।৪৬) এই সূত্র দ্বারা মসি আদেশ এবং নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ ৭॥

যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা সংসার আকুলি-ব্যাকুলি হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে! সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান-অন্ধকার! আমরা মনে করি, এ ঋকে সেই অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি জ্যোতীরূপে বিকাশ পাইয়া আমার এই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর! তুমি যে 'দোষাবস্তঃ'! তুমি যে অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী। তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে যে, আমার এ হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিবে! সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার! এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূরীভূত হইবার নহে! তুমি এস দেব!—একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর।' ঋকে যেন সেই প্রার্থনাই প্রধানতঃ জানান হইতেছে,—'আঁধার হৃদয়ে প্রকাশমান্ আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে আমরা যেন আপনাতেই বিলীন হই।'

তার পর, অনুধাবন করিয়া দেখুন,—ঋকের 'ধিয়া' শব্দ। 'ধিয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ—'জানিয়া' বা 'ধ্যান করিয়া' বা 'বুঝিয়া' বলা যাইতে পারে। তদনুসারে, 'দোষাবস্তঃ' তুমি, তোমাকে যেন জানিতে পারি, তোমাকে যেন বুঝিতে পারি,—এই ভাব, এই অর্থ, সাধারণতঃ উপলব্ধ হয়। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে অনুভাবনা—কিরূপ অনুভাবনা? তুমি যে সেই বস্তু, তুমি যে সদ্বস্তু,—এমনভাবে জানাকেই প্রকৃত জানা বলে। কিন্তু সে জানা কিরূপভাবে সম্ভবপর? সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত চিত্তে ভগবদারাধনাই সেই জানার বা সেই জ্ঞানের মূলীভূত। যে জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বিত্ত ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়, আর সেই পুত্রকলত্রবিত্তের কামনায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে; সে জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান,—সে জ্ঞান কদাচ শুভকর জ্ঞান নহে। সে অবস্থা—জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ আদিম অবস্থা। সে স্তর—সে পর্য্যায়, আরোহণীর প্রথম সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রকৃষ্ট জ্ঞান তাহাকেই

বলে,—যে জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, কামনা নাই, পুত্রকলত্রবিত্তাদির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি নাই। আছে কেবল,—তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জ্ঞান,—জগন্ময়রূপে যিনি অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমান! সে নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্ম্মল, প্রশান্ত অবস্থা—সে সঙ্কল্প-বিরহিত ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তৎকর্ম্মফল-তাঁহাতেই-সমর্পিত উপাসনা-রূপ কর্ম্ম, গীতায় যাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে,—'ধিয়া' সেই অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

"ভরন্তঃ বয়ং ত্বা এমসি"—ঋকের এই কয়টী শব্দে আর সকল ভাবই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তোমাকে অর্চ্চনা করিতে করিতে,—তোমার অর্চ্চনে, তোমার শরণে, তোমার বন্দনে, তোমার অনুধ্যানে, তন্ময় হইতে হইতে,—যেন তোমার সমীপে গমন করিতে পারি, তোমাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। আমায় সেই সামর্থ্য দেও,—আমার পূজা-পদ্ধতি যেন সেইরূপ-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়; আর সে অনুষ্ঠানে যেন, তোমাকে সর্ব্বময় সর্ব্ব-জ্ঞানাধার জানিয়া তোমাতেই লীন হইতে পারি। (১ম—১সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।

বর্দ্ধমানং স্বে দমে॥ ৮॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

রাজন্তং। অধ্বরাণাং। গোপাং। ঋতস্য। দীদিবিং।

বর্দ্ধমানং। স্বে। দমে। ৮॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'রাজন্তং' (দীপ্যমানং, রাজানং বা) 'ঋতস্য' (সত্যধর্ম্মস্য) 'দীদিবিং' (স্বপ্রকাশং, দীপ্তিমন্তং) 'গোপাং' (রক্ষকং, রক্ষাকর্ত্তারং বা) 'স্বে' (স্বকীয়ে) দমে' (গৃহে, যজ্ঞশালায়াং, হৃদয়ে বা) 'বর্দ্ধমানং' (হবির্দ্দানহেতুকং উত্তরোত্তরপ্রজ্বলিতং, ক্রমবৃদ্ধিকরং জ্ঞানঞ্চ) 'ত্বাং উপ এমসি' ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। প্রার্থিনঃ জ্ঞান-লাভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে ইতি ভাবঃ। (১ম—১সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞের রাজা, সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, আত্মগৃহে (হৃদয়ে) ক্রমবর্দ্ধমান, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি! আমরা যেন আপনার সমীপস্থ হইতে পারি; অর্থাৎ, আপনার সামীপ্য-লাভ করি। (১ম—১সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বমন্ত্রে ত্বামুপৈম ইত্যগ্নিমুদ্দিশ্যোক্তং। কীদৃশং ত্বাং। রাজন্তং। দীপ্যমানং। অধ্বরাণাং রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং গোপাং রক্ষকং। ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যম্ভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য দীদিবিং পৌনঃপুন্যেন ভৃশং বা দ্যোতকং। আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং কর্ম্মফলং

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"তোমাকে আমরা নিকটে প্রাপ্ত হইতেছি।" এই মন্ত্রে কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা সেই অগ্নির স্বরূপ কীর্ত্তিত হইতেছে। তুমি কিরূপ?—না, দীপ্যমান, রাক্ষসকৃত হিংসারহিত যজ্ঞসকলের রক্ষক, ঋত অর্থাৎ সত্য—অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল-সমূহের অতিশয়সূচক (অর্থাৎ কর্ম্ম-সমূহের অবশ্যম্ভাবী ফল যিনি অতিমাত্রায় সূচনা করিয়া থাকেন), আহুতির আধার-স্বরূপ, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কর্ম্মফলসমূহের স্মৃতি-উদ্দীপক (অর্থাৎ যাঁহার দর্শনে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ

স্মর্য্যতে। স্বে দমে স্বকীয়গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভির্বর্দ্ধমানং॥ রাজন্তং বর্দ্ধমানমিত্যত্রোভয়ত্র পূর্ব্ববদ্ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। দীদিবিশব্দস্যাভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দমশব্দো বৃষাদিত্বাৎ। পা০ ৬।১।২০৩। আদ্যুদাত্তঃ॥

* * *

# অষ্টম ( ৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

——§ ০ §——

এই ঋকে অগ্নিদেবকে যজ্ঞের রাজা বলা হইয়াছে। 'রাজা' শব্দে নানা ভাব প্রকাশ করে। ঐ শব্দের সাধারণ ভাব—আধিপত্য; যিনি আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ, তিনিই অধিপতি বা রাজা। এ ঋকে বলা হইতেছে,—অগ্নিদেব যজ্ঞের রাজা অর্থাৎ যজ্ঞের অধিপতি। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেই অগ্নিদেবের রাজ-ভাব—আধিপত্য-ভাব প্রকাশ পায়। অগ্নিতে যে তেজের বিকাশ, সে তেজ—সে শক্তি, পদার্থমাত্রকেই অধিকার করিয়া আছে। চেতন অচেতন জড় অজড় সমস্ত পদার্থের উপরই তেজের আধিপত্য। পক্ষান্তরে অগ্নিরূপে জ্ঞানাগ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হবির্দ্দানে, যজ্ঞাহুতি-প্রদানে, যজ্ঞাগ্নি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়, বাহ্যনেত্রেও তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তরের যজ্ঞক্ষেত্রে যদি জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার, আর তাহাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে আহুতি-প্রদানে সমর্থ হও; তোমার জ্ঞানাগ্নিও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। সে প্রভুত্ব ভিন্ন—অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার না করিলে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে না,—আমরাও তোমার সমীপস্থ হইতে পারিব না।

এ ঋকের লৌকিক অর্থ এই যে, প্রজ্বলিত দীপ্তিমান্ যে অগ্নি। সেই অগ্নিতে আহুতি দ্বারাই সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয়। অগ্নিকে তাই যজ্ঞের দীপ্যমান্ রাজা এবং সত্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে হবির্দ্দান

---

কর্ম্মফলসমূহ স্মরণ-পথে পতিত হয়), স্বকীয় গৃহে অর্থাৎ যজ্ঞশালায় ঘৃতাহুতি দ্বারা বর্দ্ধনশীল। "রাজন্তং," "বর্দ্ধমানং"—এই পদদ্বয়ে পূর্ব্বের ন্যায় ধাতুস্বর অবশিষ্ট হইয়াছে। "দীদিবিং" এই পদে "অভ্যস্তানামাদিঃ" (পা০ ৬।১।১৮৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "দম" এই শব্দটীর 'বৃষাদিত্ব হেতু' (পা০ ৬।১।২০৩) এই সূত্রানুসারে উদাত্ত স্বর হইয়াছে। ৮॥

করিলে তাঁহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর তাঁহার সেই দীপ্তি ও তেজ দেখিয়া আমরা প্রত্যহ তাঁহার নিকটে পূজার জন্য যেন উপস্থিত হই। এই সাধারণ লৌকিক অর্থ অনুসারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় অগ্নিতে আহুতিদানে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবে অগ্নিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতে আহুতি দান করিতে করিতে, তন্ময়চিত্ত হইতে হইতে, অন্তরে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখন বহির্যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। তখন অগ্নিদেব মনোরাজ্যের রাজা হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। তিনি বর্দ্ধমান হইলে, জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে অল্প অল্প প্রজ্বলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে, তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইবে। তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্যই, তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে বলিয়াই, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যেও মানুষ এক একবার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে সে পথ দেখিবে কি প্রকারে? আলোক-বর্ত্তিকা না থাকিলে অন্ধকারে কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি?

এ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাহুতি প্রদানের জন্য অগ্নির সমীপবর্ত্তী হন, এবং যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি তদ্রূপ উপচার-সহযোগে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন; আর সেই সকল যজ্ঞাহুতির ফলে, অগ্নিদেব ক্রমশঃই যেমন বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন; অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে সাধক ভক্ত সেইরূপ যজ্ঞাহুতির উপচার-সমূহ ডালি দিয়া, আনন্দে ভগবদারাধনায় প্রমত্ত হন। সে আহুতির ফলে জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধি পায়; মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হয়। (১ম—১সূ ৮ঋ)।

—— * ——

## নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

**স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।**

**সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥**

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। পিতাঽইব। সূনবে। অগ্নে। সুঽউপায়নঃ। ভব।

সচস্ব। নঃ। স্বস্তয়ে॥ ৯॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে বহ্নে!) 'স' (স ত্বং) 'সূনবে' (পুত্রায়) 'পিতা ইব' (জনকবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সূপায়নঃ' (অনায়াসলভ্যঃ, সুগমঃ) 'ভব' (এধি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (কল্যাণার্থং) 'সচস্ব' (সমবেতো ভব)। অস্মদনুগ্রহার্থং যজ্ঞস্থলং আগচ্ছ, পিতা ইব জ্ঞানদাতা ভব ইতি ভাবঃ। (১ম—১সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

**পিতা যেমন পুত্রের অনায়াসলভ্য, হে অগ্নিদেব, আপনি সেইরূপ আমাদের অনায়াস-লভ্য হউন; সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য (পিতার ন্যায় জ্ঞানদাতা হইয়া) উপস্থিত থাকুন। (১ম—১সূ—৯ঋ)।**

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থং সূপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তো ভব। তথা নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং সচস্ব সমবেতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি তদ্বৎ॥

অস্মচ্ছব্দাদেশস্য ন ইত্যেতস্যানুদাত্তং সর্ব্বং। পা০ ৮।১।১৮। ইত্যনুদাত্তত্বং।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদিগের নিমিত্ত শোভনরূপে (অনায়াসে) প্রাপ্তিযুক্ত হও। (অর্থাৎ,—আমরা যেন তোমাকে অনায়াসে পাইতে পারি। আবাহন করিবা-মাত্রই যেন তুমি আসিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হও এবং আমাদের মঙ্গল-বিধানরূপ যজ্ঞফল প্রদান কর।) সেইরূপ, আমাদিগের কল্যাণ-বিধানের নিমিত্ত অর্থাৎ বিনাশ-রাহিত্যের জন্য আমাদিগের সমীপস্থ হও। এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন পুত্রের নিমিত্ত পিতা প্রায়শঃই অনায়াসলভ্য হইয়া সমবেত হয়েন, তুমিও সেইরূপ হও। (এস্থলে অগ্নির সহিত যজমানের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। পুত্রের আবাহন শ্রবণ-মাত্রই পিতা যেমন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন; সেইরূপ, যজমানের স্তুতি-শ্রবণ-মাত্রই অগ্নিদেব যেন তাঁহার সমীপস্থ হন এবং তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন।)

অস্মদ্ শব্দের স্থানে এখানে "নঃ" আদেশ সিদ্ধ হইয়াছে। আর "অনুদাত্তং সর্ব্বং"

চাদয়োঽনুদাত্তাঃ। ফি০ ৪।১৫। ইতীবশব্দোঽনুদাত্তঃ। ইবেন নিত্যসমাসঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং। পা০ ২।১।৪।১। ইতি সমস্তঃ পিতেবেতি শব্দো মধ্যোদাত্তঃ॥ শোভনমুপায়নং যস্তেতিবহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যন্তোদাত্তত্বং। সচস্বেত্যত্র পদাৎপরত্বং নাস্তীতি ন নিঘাতঃ লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরাবশেষঃ॥

ইতি প্রথমস্ত প্রথমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥

* * *

## নবম (৯) ঋকের বিশদার্থ।

পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ সূচনায় এই ঋক্‌টীতে পূর্ব্বোক্ত-ঋক্-সমূহের সকল ভাবের পূর্ণ-পরিস্ফুটন হইয়াছে। বিচ্ছেদ-ব্যবধানের যে সঙ্কোচ—দূরত্বের যে অন্তরায়—সাধনার প্রথম স্তরে বিদ্যমান থাকে, এখানে সে সঙ্কোচ-সে অন্তরায়—দূরে গিয়াছে।

পুত্রের আপদে-বিপদে, পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পিতার স্নেহ-দৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন; সুখে দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে? তিনি নমস্য, অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য!

এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াসলভ্য হন। এ ঋকের অভিপ্রায় এই যে, তেমন

---

(পা০ ৮।১।১৮)—এই সূত্র দ্বারা তাহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে; "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" (ফিঃ ৪।১৫)—এই সূত্র দ্বারা "ইব" শব্দের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। ইব শব্দের সহিত নিত্য-সমাসান্ত "পিতেব" পদটী "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চেতি বক্তব্যং" (পা০ ২।১।৪।১) এই সূত্রানুসারে মধ্যোদাত্ত হইয়াছে। "শোভন" উপায়ন হয় যাঁহার এই বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা তাহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সচস্ব" এই পদ, পদের পরে না থাকা প্রযুক্ত, নিঘাত হইল না। স্ব-প্রত্যয় সার্ব্বধাতুক বলিয়া অনুদাত্ত হওয়ায় ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিল॥৯॥

ইতি প্রথমাষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান-জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন।

যখন মনে করিব,—'অগ্নিদেব, তুমি স্বর্গের দেবতা'; তখন তো তুমি দূরে—অতি দূরে রহিলে! যখন মনে করিব—'অগ্নি' তুমি দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন, তোমার নিকট উপস্থিত হইলেই আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইব; তখন তুমি দূরে—আরও দূরে রহিলে না কি? যাঁহারা সাধারণ দেবভাবে অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন! যাঁহারা জড়ভাবে জ্বালাময় অগ্নিকে দর্শন করেন, তাঁহারা তো আরও দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতাপুত্রের নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তো আর দূরের বস্তু নহেন! তখন তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান নহেন কি?

এই ঋকের অর্থ অনুধাবন করিলে, অগ্নি নামে কাহাকে যে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বোধগম্য হয়। তোমার সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নি নয়। অথবা অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোমরা তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ, এ অগ্নি—সে অগ্নিও নহেন। পরন্তু, এ অগ্নি যাঁহার রূপ কণা, এ অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ-মাত্র, এ অগ্নি যাঁহার নাম-রূপ বা গুণের অংশীভূত, এখানে সেই তাঁহাকেই মনে করা হইয়াছে। এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন;—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর, এ অগ্নি নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এ ঋকে এই বুঝাইতেছে,—তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ; তবে তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন। হও গুণময়, হও সচ্চরিত্র, হও সদাচারসম্পন্ন, হও সততায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবেন। (১ম-১সু—৯ঋ)।

# আগ্নেয়-সূক্তের তাৎপর্য্য।

বৈদিক ঐ সূক্তগুলিতে—প্রতি ঋকের অভ্যন্তরে—বহু ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যিনি যে ভাবে দর্শন করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সেই ভাবই প্রতিফলিত হইবে। জ্ঞানী একভাবে দেখিবেন, অজ্ঞানী আর একভাবে দেখিবেন; আস্তিক এক অর্থ নিষ্পন্ন করিবেন, নাস্তিক অন্য অর্থ নিষ্কাষণ করিবেন; সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু এক অর্থ দেখিতে পাইবেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর চক্ষে উহার অন্যরূপ অর্থ প্রতিভাত হইবে। এই কারণেই বেদাধ্যয়নে অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়! কি বুঝিতে মানুষ কি বুঝিবে—কি করিতে মানুষ কি করিয়া ফেলিবে.—সেই আশঙ্কাতেই ঋষিগণ যাহাকে তাহাকে বেদ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞতা-জনিত কর্ম্মের ফল, ইষ্ট-হেতু না হইয়া, অনেক সময় অনিষ্ট-সাধক হইয়া থাকে। এই অগ্নি—ইহার ব্যবহারপোযোগী জ্ঞান না থাকিলে, কি অনিষ্টই না সাধিত হয়! অজ্ঞান শিশু হস্তপ্রসারণে দীপশিখা ধরিতে যায়। সে যদি সহসা দীপশিখায় হস্তপ্রদান করে, দগ্ধীভূত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। সেই জন্যই পিতামাতা শিশুকে অগ্নিশিখার প্রতি হস্তপ্রসারণ করিতে নিষেধ করেন। যে অজ্ঞ, সে জানে না—অগ্নির দাহিকা-শক্তি কিরূপ যন্ত্রণাপ্রদ! বৈদিক সূক্তগুলিকে—প্রতি ঋকটীকে সেইরূপ অগ্নিশিখা বলিয়া মনে করিতে হইবে। অগ্নির ব্যবহার না জানিলে অগ্নির প্রয়োগ যেমন অনিষ্টকর; ঐ সকল ঋকের এবং সূক্তের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া উহার প্রয়োগে সেইরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অগ্নির নিকটে অগ্রসর না হওয়া বরং ভাল; কিন্তু নিকটে গিয়া অজ্ঞতা-নিবন্ধন তাহাতে দগ্ধীভূত হওয়া কদাচ শ্রেয়ঃ নহে।

বলিয়াছি তো, এক একটী সূক্তের—এক একটী ঋকের—বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ অজ্ঞানী এবং সনাতনধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী—দুই জন দুই ভাবে ঋক্-সমূহের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে। অজ্ঞানী অথচ স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি যে অর্থের যে পথের অনুসরণে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন, প্রতি ঋকের বিশদ ব্যাখ্যায় আমরা সেইরূপ আভাষই প্রদান করিয়াছি। আগ্নেয়-সূক্ত জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের প্রস্ফুট সমুজ্জ্বল আলোকমালা।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক—সকল মানব-সমাজেই, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য—পৃথিবীর সকল দেশেই, কোন্-না কোনও আকারে অগ্নি-দেবের পূজা প্রচলিত ছিল ও আছে। আবহমান্‌কাল সংসারে অগ্নিদেবের পূজা চলিয়া আসিতেছে। আজ যাঁহারা অগ্নি-পূজার প্রসঙ্গে আর্য্যজাতিকে জড়োপাসক বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! জড়ের পূজা—ভ্রান্ত বিশ্বাস্—কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? আর, ভ্রান্তির—মিথ্যার অনুসরণই বা কত কাল কত জন মানুষ করিতে পারে? জগতের ইতিহাসে অগ্নিপূজার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হই, তাহাতে বুঝিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোনও জনপদ ছিল না বা নাই,—যাহাদের পিতৃপুরুষগণ কোন-না-কোনও আকারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করে নাই! তাঁহারা কি সকলেই ভ্রান্ত ছিলেন? পৃথিবীর—সারা পৃথিবীর

সকল মনুষ্যই কি বিভ্রমগ্রস্ত? * কখনই তদ্রূপ সিদ্ধান্ত মনে স্থান দেওয়া যায় না। সংসারে আজিও যে বেদ সম্পূজিত হইতেছে, আজিও যে 'বেদ-বাক্য' বলিতে নিত্য-সত্য-সনাতন অর্থ সূচিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কারণ,—নিশ্চয়ই উহার মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিহিত আছে,—নিশ্চয়ই উহাতে সদ্বস্তু ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অগ্নি-পূজা বলিতে, সম্মুখে পরিদৃশ্যমান্ জ্বালামালাময় ঐ অগ্নির পূজা মাত্র নহে। ঐরূপ পূজার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, ঐ অগ্নি যাঁহার বিভূতি, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্তি আসিবে; অগ্নির পূজার লক্ষ্যই এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, যিনি সকল অগ্নির মূলাধার, তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ ঘটিবে। শিশু বর্ণমালা শিক্ষা করে কেন? উদ্দেশ্য বর্ণমালা সংগ্রথিত ভাবা-বন্ধনীর মধ্য হইতে ভবিষ্যতে জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এই অগ্নিপূজার লক্ষ্যও সেইরূপ। উদ্দেশ্য এই যে,—এই পার্থিব অগ্নির মধ্য দিয়া, যজ্ঞকুণ্ডের এই আবেষ্টনীর অভ্যন্তর বাহিয়া, সেই অগ্নিময়ের—সেই জ্ঞানময়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সম্প্রদায়ই এই লক্ষ্য লইয়াই অগ্নিপূজার বিধান করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানী না বুঝিতে পারিলেও এই পূজার ফলে ক্রমশঃ সে জ্ঞান-রাজ্যের পথ পরিষ্কৃত দেখিবে। অন্ধ জীব!—জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউক,—প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই ঋগ্বেদে প্রথমে আগ্নেয়-সূক্তের অবতারণা হইয়াছে।

---

* পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন জাতি প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া আছে, তাহাদিগের সকলের মধ্যেই অগ্নি-দেবের পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রাচীন পারসিকগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন এবং তাঁহাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যে আজিও অগ্নিপূজা প্রচলিত দেখি। পারসিকগণের প্রধান উপাস্য দেবতা—অগ্নি। তাঁহারা অগ্নিদেবকে 'অতর' বলিতেন। নর্যানংহ (নর্যাসজ্ব) নামেও অগ্নিদেব তাঁহাদের নিকট সম্পূজিত হইতেন। ঋগ্বেদে অগ্নির একটী নাম—'নরাশংস'। উহার অর্থ—মানব-প্রশংসিত। ঐ 'নরাশংস' শব্দ হইতেই 'নর্যাসজ্ব' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন। পারসিকগণের যে প্রধান উপাস্য দেবতা 'অহুরমজদ', তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'জেন্দ আভেস্তার' আলোচনায় বুঝা যায়, তিনিই অগ্নি—তিনিই নর্যাসজ্ব। অতরকে অহুরমজ্দের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, যিনি অগ্নির আদি, অগ্নি যাঁহার বিভূতি, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্নির পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হেলেনিক গ্রীকগণের মধ্যে ও পারসিকগণের মধ্যে এইরূপ অগ্নির প্রাধান্য দেখিতে পাই। তাঁহাদের দেবতা—হেফাইষ্টো (Háphaistos)। হেফাইষ্টো নাম ঋগ্বেদের 'যুবা' বা 'যবিষ্ঠ,—অগ্নির এই নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। 'প্রমেথিয়স' (Prometheus), ফোরোনিয়াস (Phoroneus) 'ভল্কান' (Vulcan), ইগ্নিস' (Ignis), এবং 'ওগ্নি' (Ogni) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অগ্নিদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, ঐ সকল শব্দ সেই একই দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। অপিচ, ঐ সকল শব্দে যথাক্রমে ঋগ্বেদোক্ত অগ্নির নামের অনুসরণ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"In this name Yavishtha, we may recognise the Hellenic Hephaistos And we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharnayu, and the Latin Vulcans to the Sanskrit Ulka."—Cox's *Mythology of the Aryan Nations*. "Agni is the God of fire; the Ignis of the Latins, the Ogni of the Sclavonians."—*Muir's Sanskrit Texts*, এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, পৃথিবীর সকল জাতিই জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বরের বিভূতি-জ্ঞানে অগ্নিদেবের উপাসনা করিতেন।

# দ্বিতীয় ( বায়বীয় ) সূক্তানুক্রমণিকা।

( সায়ণাচার্য্যকৃতা। )

অগ্নিমীল ইত্যাদিসূক্তমগ্নিষ্টোমস্থ প্রাতরনুবাকে যথা বিনিযুক্তং তথা বায়বায়াহীত্যাদয়স্তৃচাঃ প্রউগশাস্ত্রে বিনিযুক্তাঃ। তত্রেদং চিন্ত্যতে। শস্ত্রং কিং দেবতাস্মরণরূপং সংস্কারকর্ম্ম কিংবা দৃষ্টফলং প্রধানকর্ম্মেত্যত্র পূর্ব্বপক্ষং জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস॥

স্তুতশস্ত্রয়োস্ত সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাদিতি। ১। আজ্যৈঃ স্তবতে পৃষ্টৈঃ স্তবতে প্রউগং শংসতি নিষ্কেবল্যং শংসতীতি শ্রূয়তে। তত্র স্তুতিঃ শংসনং চ গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং। ইন্দ্রস্থ নু বীর্য্যাণি প্রবোচমিত্যত্র দৃষ্টত্বাৎ। এবং সতি যাজ্যান্যায়েন গুণিন্যা দেবতায়া অভিধায়কত্বেন স্তুতশস্ত্রয়োঃ সংস্কাররূপত্বমভ্যুপেয়ং। যাজ্যায়াস্তদ্রূপত্বং দশমাধ্যায়স্থ চতুর্থপাদে দৃষ্টার্থলাভেন নির্ণীতং। তদ্বদত্রাপি তুশব্দঃ প্রধানকর্ম্মত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি॥ সিদ্ধান্তী তৎপক্ষং দূষয়তি।

---

দ্বিতীয় ( বায়বীয় ) সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

যেমন, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রাতরনুবাকে "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ "বায়বায়াহি" ইত্যাদি তৃচ্ সকল প্রউগ-শস্ত্রে ( সোমযাগে যে দ্বাদশ প্রকার শস্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদন্তর্গত একতম শস্ত্রে ) বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে বিচার্য্য,—শস্ত্র বলিতে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্মকে বুঝায়?—না, অদৃষ্টফলপ্রধান কর্ম্মকে বুঝায়? সিদ্ধান্ত উপলক্ষে মহর্ষি জৈমিনি, পূর্ব্বপক্ষরূপে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন ; যথা,—

"স্তুতশস্ত্রয়োস্ত সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাৎ" ॥ ১ ॥ অর্থাৎ স্তুত ও শস্ত্র এই পদদ্বয়ে উহাদের সংস্কার অর্থাৎ জ্ঞান হেতু যাজ্যার ন্যায় দেবতার অভিধান হয়। এই জন্যই ঐ শব্দদ্বয়ে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্মকেই বুঝাইয়া থাকে। (অর্থাৎ,—যে যাজ্যার বা মন্ত্রের উল্লেখে হোমকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যেমন দেবতার বিষয়ই কথিত বা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ; সেইরূপ স্তুত এবং শস্ত্র শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দেবতার গুণকীর্ত্তনই সমাহিত হয়। ঐ দুই শব্দে দেবতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্মকেই শস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।) "আজ্যৈঃ স্তবতে", "পৃষ্টৈঃ স্তবতে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্তোত্রবিধান এবং "প্রউগং শংসতি," "নিষ্কেবল্যং শংসতি",—এই সকল শ্রুতি-বাক্য দ্বারা শস্ত্র-বিধান কথিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রুতিবাক্যে স্তুতি ও শংসন বলিতে গুণিব্যক্তিতে বিদ্যমান গুণের কথনকে বুঝায়। যেহেতু, "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যানি প্রবোচং"—এই ঋকে ইন্দ্রদেবের গুণকথনকে বুঝাইতেছে। এইরূপে, যাজ্যা-ন্যায়ের দ্বারা, স্তুত এবং শস্ত্র শব্দের সংস্কার, গুণবতী দেবতার গুণকথন প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। যাজ্যার দেবতাস্মরণরূপ ফলও দশমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে দৃষ্টার্থলাভের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "তু" শব্দে প্রধান কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধান্তবাদী পর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রতি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তাঁহারা সূত্রিত করিয়াছেন ; যথা,—

অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানাম্নশ্চোদনার্থস্য গুণভূতত্বাদিতি। ২। তুশব্দেন সংস্কারত্বং বারয়তি। সংস্কারপক্ষে প্রয়োজনবশেন মন্ত্রঃ স্বস্থানাদপকৃষ্যেত। কুতঃ। মন্ত্রগতং দেবতাবাচকং যদিন্দ্রাদিনামাস্তি তচ্চোদনয়া মন্ত্ররূপয়া প্রতিপাদ্যস্য দেবতারূপস্যার্থস্য গুণভূতং। তস্মাদ্‌যত্র প্রধানভূতদেবতাস্তি তত্র গুণভূতো মন্ত্রো নেতব্যঃ। তদ্‌যথা। মাহেন্দ্রগ্রহসন্নিধাবভি ত্বা, শূরেত্যয়ং প্রগাথ আম্নাতঃ। স চেন্দ্রং প্রকাশয়তি ন তু মহেন্দ্রং। ততো যত্রৈন্দ্রং কর্ম্ম তত্রায়ং প্রগাথোঽপকর্ষণীয়ঃ। তথা সতি ক্রমসন্নিধী বাধ্যেয়াতাং। তদেতৎ সিদ্ধান্তিনাভিহিতং দূষণং পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে।

বশাবদ্বা গুণার্থং স্যাদিতি। ৩। বাশব্দঃ প্রগাথস্যান্যত্র নয়নং বারয়তি। মন্ত্রে যদেতদিন্দ্রশব্দাভিধানং তদেতন্মহত্ত্বগুণোপলক্ষণার্থং স্যাৎ। যথা সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজাবশা বায়ব্যামালভেতেত্যত্রাজাবশাশব্দেন চোদিতে কর্ম্মণি ছাগশব্দেন কেবলেন যুক্তা নিগমাঃ বশাত্বগুণমুপলক্ষয়ন্তি তদ্বৎ। তস্মান্মহত্ত্বগুণযুক্তে চোদিতে কর্ম্মণি নির্গুণেনেন্দ্র-

---

"অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানাম্নশ্চোদনার্থস্য গুণভূতত্বাৎ" ॥ ২ ॥ এই সূত্রস্থিত "তু" শব্দ, সংস্কার-কর্ম্মকে নিষেধ করিতেছে। সংস্কার পক্ষে (স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের অর্থ যদি দেবতা-স্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে) প্রয়োজনবশতঃ মন্ত্র স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। কেন-না, মন্ত্র-সমূহে দেবতাবাচক যে ইন্দ্রাদি নাম আছে, সেই সকল নাম মন্ত্ররূপ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিপাদ্য দেবতারূপ অর্থের গুণভূত হয়। (অর্থাৎ, মন্ত্রে যে সকল দেবতার নাম আছে, সেই সকল নাম মন্ত্রোক্ত দেবতা-বিশেষের গুণভূত। তদ্দ্বারা সেই সেই দেবতারই গুণ-কীর্ত্তন হইয়া থাকে। সে হিসাবে শস্ত্র শব্দে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্ম বুঝাইতে পারে না।) সেই হেতু যেখানে দেবতা প্রধানভূত, সেখানে গুণভূত মন্ত্র গৃহীতব্য। যেমন, মাহেন্দ্রগ্রহসন্নিধানে "অভিত্বাশূর" ইত্যাদি প্রগাথ (মন্ত্র) পঠিত হয়। সেই মন্ত্র ইন্দ্রকে প্রকাশ করে; কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্র প্রকাশ পান না। সুতরাং যে স্থলে কেবলমাত্র ঐন্দ্র (ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) কর্ম্ম করা হয়, কেবলমাত্র সেই স্থলেই এই প্রগাথ মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে ক্রম ও সন্নিধি, বাধ্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়। (অর্থাৎ মাহেন্দ্র-সন্নিধানে উক্ত প্রগাথ মন্ত্র পাঠ করিলে কোনই ফলোদয় হয় না।) সেই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত-বাদি-কথিত দোষ, পূর্ব্বপক্ষবাদী সমাধান করিতেছেন; যথা,—

"বশাবদ্বা গুণার্থং স্যাৎ" ॥ ৩ ॥ সূত্রস্থ "বা" শব্দের দ্বারা প্রগাথমন্ত্রের অন্যত্র-নয়ন দোষ নিবারিত হইতেছে। মন্ত্রে যাহা ইন্দ্র শব্দাভিধান বলা হইয়াছে, তাহা মহত্ত্বগুণের উপলক্ষণার্থ প্রযুক্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন "সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজাবশা বায়ব্যামালভেত" এই বাক্যে অজাবশা শব্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কেবল ছাগশব্দযুক্ত নিগম-সকল, বশাত্বগুণকে উপলক্ষণ করে; তদ্রূপ মন্ত্রস্থ সেই ইন্দ্র শব্দে কেবল মহত্ত্বগুণ উপলক্ষিত হইতেছে। (অর্থাৎ,—'অজাবশা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যেমন ছাগশব্দযুক্ত মন্ত্র-সমূহ বশাত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ মন্ত্রনিহিত ইন্দ্র শব্দ দ্বারাও মহত্ত্বাদি গুণের বিষয় উপলব্ধি হইতেছে। (তাহা হইলে মহত্ত্বগুণযুক্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কেবলমাত্র গুণহীন ইন্দ্রদেবতার অভিধান হইলেও কোনও বিরোধ ঘটে না। লোকেও

শব্দেনাভিধানমবিরুদ্ধং। লোকেঽপি মহারাজে কেবলরাজশব্দপ্রয়োগমপি পশ্যামঃ। তদেতৎ সমাধানং সিদ্ধান্তী দূষয়তি।

ন শ্রুতিসমবায়িত্বাদিতি। ৪। যদুক্তং বশান্যায়েন রাজন্যায়েন বাস্য গ্রহস্যেন্দ্রো দেবতা যুজ্যত ইতি তন্ন দেবতাত্বস্য তদ্ধিতশ্রুতিসমবায়িত্বাৎ মাহেন্দ্রগ্রহ ইত্যত্র সাস্য দেবতেত্য-স্মিন্নর্থে মহেন্দ্রাদ্ঘাণৌ চ। পা০ ৪।২।২৯। ইতি মহেন্দ্রশব্দাদন্ প্রত্যয়ো বিহিতঃ। তস্মান্মহেন্দ্র এব দেবতা ন ত্বিন্দ্রঃ। বিপক্ষে বাধমাহ॥

গুণশ্চানর্থকইতি। ৫। যদীন্দ্রো দেবতা স্যাত্তদানীমৈন্দ্রগ্রহ ইত্যেতাবতৈবার্থাবগতৌ মাহেন্দ্র ইতিমহত্ত্বগুণোঽনর্থকঃ স্যাৎ। চকারঃ পূর্ব্বহেতুনা সমুচ্চয়ার্থঃ। হেত্বন্তরমাহ। তথা যাজ্যাপুরোরুচোরিতি। ৬। ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োর্দেবতয়োর্ভেদে যথা মহত্ত্বগুণঃ সার্থকস্তথা যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যয়োর্ভেদোঽপ্যস্মিন্ পক্ষ উপপদ্যতে। ঐন্দ্রসানসিমিত্যাদিকে ইন্দ্রস্য যাজ্যাপুরোনুবাক্যে। মহাং ইন্দ্রো য ওজসেত্যাদিকে মহেন্দ্রস্য। পূর্ব্বপক্ষিণোক্তে বশাদৃষ্টান্তে বৈষম্যমাহ।

বশায়ামর্থসমবায়াদিতি। ৭। যা বশা বিধিবাক্যে শ্রুতা তস্যা এব নিগমেষু ছাগশব্দেন

---

মহারাজ শব্দে কেবল রাজ শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখিয়া থাকি। এইরূপ সমাধানেও সিদ্ধান্তবাদিগণ পুনরায় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

"ন শ্রুতিসমবায়িত্বাৎ" ॥ ৪ ॥ বশা-ন্যায় বা রাজ-ন্যায় যুক্তি প্রদর্শনে পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ বলিয়াছেন,—মাহেন্দ্রগ্রহ বিষয়ে যদি কেবলমাত্র ইন্দ্রদেবতার অভিধান করা যায়, তাহাতেও কোনও বাধা নাই। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, দেবতাত্বে তদ্ধিত ও শ্রুতিসমবায়িত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু "মাহেন্দ্রগ্রহ" শব্দে "মহেন্দ্র এই গ্রহের দেবতা"—এই অর্থ সূচিত হইতেছে। আর সেইজন্য "মহেন্দ্রাদ্ঘাণৌচ" ( পা০ ৪ ২ ২৯ ) এই সূত্র দ্বারা মহেন্দ্র শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। সেই জন্য মাহেন্দ্র-গ্রহের মহেন্দ্রই দেবতা,—ইন্দ্র নহেন। বিপক্ষে বাধা দেখাইবার জন্য সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—

"গুণশ্চানর্থকঃ" ইতি ॥ ৫ ॥ যদি ( মাহেন্দ্র গ্রহে ) ইন্দ্রই দেবতা হয়েন, তাহা হইলে 'ঐন্দ্রগ্রহ' এই অর্থের উপলব্ধি হয়; আর সেই জন্য মাহেন্দ্র পদে মহত্ত্বগুণ নিরর্থক হইয়া যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রের অন্তর্গত চ-কার পূর্ব্ব-হেতুর সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক। এ বিষয়ে হেত্বন্তর প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তবাদীরা বলিতেছেন,—

"তথা যাজ্যাপুরোরুচোঃ" ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র ও মহেন্দ্র দেবতার, পরস্পর ভেদ হইলে যেমন মহত্ত্বগুণের সার্থকতা হইতে পারে; সেইরূপ যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যার ভেদও এই ( সিদ্ধান্ত ) পক্ষে সার্থক হয়। "ঐন্দ্রসানসিং" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যা এবং "মহাং ঐন্দ্রোবওজসে" ইত্যাদি মন্ত্রে মহেন্দ্রের যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যা হয়,—এইরূপ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী কর্ত্তৃক যে বশা দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার বৈষম্য দোষ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"বশায়ামর্থসমবায়াদিতি" ॥ ৬ ॥ বিধিবাক্যে যে বশা শব্দ শ্রুত হইয়াছে, মন্ত্রস্থ ছাগ শব্দের

ব্যবহারো ন বিরুদ্ধঃ। ছাগত্বলক্ষণস্যার্থস্য বশায়াং সমবেতত্বাৎ। তচ্চ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে। ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োস্তু ভেদ উপপাদিতঃ। তস্মাদ্বিষমো দৃষ্টান্তঃ॥ এবং সংস্কারপক্ষে প্রগাথস্যৈন্দ্র-কর্ম্মণ্যপকর্ষপ্রসঙ্গাত্তদ্বারয়িতুং স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ প্রধানকর্ম্মত্বমিতি সিদ্ধান্তিনো মতং॥ পুনরপি পূর্ব্বপক্ষী তদেতন্মতং নিরাচষ্টে।

যত্রেতিবার্থবত্ত্বাৎ স্যাদিতি। ৮। বাশব্দঃ সিদ্ধান্তিমতব্যাবৃত্ত্যর্থং। যত্রৈন্দ্রং কর্ম্ম তত্র প্রগাথো নেতব্য ইত্যয়মেব পক্ষঃ স্যাত্। কুতঃ অর্থবত্ত্বাৎ। ঐন্দ্রো মন্ত্র ইন্দ্রং প্রকাশয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থবান্ স্যাৎ। মহেন্দ্রং তু প্রকাশয়িতুমসমর্থত্বাদানর্থক্যং প্রগাথস্য প্রসজ্যেত তস্মাদ্ দেবতাপ্রকাশরূপসংস্কারকর্ম্মত্বমেব স্তোত্রশস্ত্রয়োর্যুক্তমিতি স্থিতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। অথ সিদ্ধান্তমাহ॥

অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতা-মিতি। ৯। অপি বেত্যনেন সংস্কারকর্ম্মত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে। স্তৌতিধাতুঃ শংসতিধাতুশ্চেত্যেতাবু-ভাবপি স্বপ্রকরণ এব কস্যাশ্চিৎ প্রধানক্রিয়ায়া উৎপত্তিং বিদধ্যাতাং। কুতঃ। শ্রুতি-সংযোগাৎ তয়োর্ধাত্বোর্বাচ্যোঽর্থঃ শ্রুতিরিত্যুচ্যতে। তৎসংযোগঃ প্রধানকর্ম্মত্বে সিধ্যতি।

---

দ্বারা সেই বশার ব্যবহার বিরুদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু, ছাগত্ব লক্ষণের অর্থ বশাতে নিত্য সমবেত রহিয়াছে। তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে। ইন্দ্র ও মহেন্দ্র দেবতার ভেদও সেস্থলে উপপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বৈষম্য-দোষনিবন্ধন বশা-দৃষ্টান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল না। এরূপ স্থলে (স্তোত্র শব্দের দেবতাস্মরণরূপ) সংস্কারপক্ষে কেবলমাত্র ঐন্দ্রকর্ম্মে প্রগাথ-মন্ত্রের অপকর্ষ দোষ হয়। সেই দোষ অপনোদনের নিমিত্ত স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে প্রধান কর্ম্মই সূচিত হইয়া থাকে,—সিদ্ধান্তবাদিগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পুনরায় পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত মত নিরাকৃত করিতেছেন; যথা,—

"যত্রেতিবার্থবত্ত্বাৎ স্যাৎ" ॥ ৮ ॥ সিদ্ধান্তবাদীর মত খণ্ডনের নিমিত্ত সূত্রের মধ্যে "বা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যেখানে ঐন্দ্র (ইন্দ্রের উদ্দেশে) কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রগাথ মন্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, একমাত্র ইন্দ্রের সহিতই উহার অর্থত্ব বিদ্যমান। এইজন্য ঐন্দ্রমন্ত্র কেবলমাত্র ইন্দ্রকেই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়,—এইরূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সে মন্ত্র মহেন্দ্রকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা হইলেই মহেন্দ্র সম্বন্ধে প্রগাথ-মন্ত্রের আনর্থক্যদোষপ্রসক্তি হইতেছে। (অর্থাৎ—মহেন্দ্র সম্বন্ধে প্রগাথ-মন্ত্রের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না।) অতএব স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের দেবতাপ্রকাশনরূপ সংস্কার-কর্ম্মত্বই যুক্তিযুক্ত হইল,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।, অনন্তর সিদ্ধান্ত হইতেছে,—

"অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতাং" ॥ ৯ ॥ "অপি" ও "বা" শব্দদ্বয়ের দ্বারা (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের দেবতা-প্রকাশনরূপ) সংস্কার-কর্ম্মত্ব ব্যাবর্ত্তিত হইতেছে। স্তৌতি (ষ্টুঞ্) ধাতু ও শংসতি (শন্স্) ধাতু—এই উভয় ধাতুই স্বীয় স্বীয় প্রকরণে কোনও একটী প্রধানক্রিয়ার বিধান করিয়া থাকে। কেন এইরূপ প্রধান ক্রিয়া বিহিত হয়? কারণ, তাহাতে শ্রুতিসংযোগ আছে। সেই উভয় ধাতুর বাচ্য অর্থই শ্রুতি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; আর তাহার সংযোগ প্রধান-কর্ম্মত্বেই সিদ্ধ

তথা হি গুণিনমুপসর্জ্জনীকৃত্য তন্নিষ্ঠানাং গুণানাং প্রাধান্যেন কথনং স্তুতিঃ। যো দেবদত্তঃ স চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ইত্যুক্তে সর্ব্বে জনাঃ স্তুতিমবগচ্ছন্তি। গুণস্যোপসর্জ্জনত্বে তু ন স্তুতিঃ প্রতীয়তে। যশ্চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞস্তমাকারয়েত্যুক্তে স্তুতিং ন মন্যন্তে কিংত্বাহ্বানপ্রাধান্যমেব বুধ্যন্তে। এবং মন্ত্রেষ্বপি যা দেবতা সেয়মীদৃশৈগু´ণৈরূপেতেতি গুণপ্রাধান্যবিবক্ষায়াং মুখ্যঃ স্তৌতিধাত্বর্থো বিধীয়তে। ত্বৎপক্ষে তু যেয়মীদৃগ্‌গুণযুক্তা সেয়ং দেবতেতি দেবতা-স্মরণস্য প্রাধান্যাদিয়ং স্তুতির্ন স্যাৎ। ততঃ শ্রুতিবশাদেতে প্রধানকর্ম্মণী। তথা সতি দেবতাপ্রকাশনে তাৎপর্য্যাভাবাদৈন্দ্রোঽপি প্রগাথঃ স্বপ্রকরণগতে মাহেন্দ্রকর্ম্মণ্যেবাব-তিষ্ঠতে। যদি দেবতানুস্মরণরূপং দৃষ্টং প্রয়োজনং ন লভ্যেত তর্হ্যদৃষ্টমস্তু। প্রধান-কর্ম্মত্বে হেত্বন্তরমাহ॥

শব্দপৃথক্‌ত্বাচ্চেতি ।১০। দ্বাদশাগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রাণি দ্বাদশ শস্ত্রাণীত্যত্র দ্বাদশশব্দেন স্তোত্রাণাং পৃথক্‌ত্বমবগম্যতে। দেবতাপ্রকাশনপক্ষে সর্ব্বৈরপি মন্ত্রসঙ্ঘৈঃ কৃতস্য প্রকাশন-

---

হইতে পারে। তাহা হইলে গুণীকে উপসর্জ্জন ( অপ্রধান ) করিয়া তন্নিষ্ঠগুণের প্রাধান্য-কথনই স্তুতি নামে অভিহিত হয়। "যে দেবদত্ত, সেই চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ"—এইরূপ বলিলে, দেবদত্তের চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞতারূপ গুণের স্তুতি হইতেছে,—সকল ব্যক্তিই ইহা বুঝিয়া থাকে। কিন্তু গুণের উপসৃষ্টত্ব ( অপ্রাধান্য ) হইলে, স্তুতি হইল না,—এইরূপ প্রতীতি জন্মে। কারণ, "যে ব্যক্তি চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ, তাহাকে ডাক—এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে, ( চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির ) স্তুতি হইল বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না। পরন্তু 'চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ দেবদত্তকে ডাক' ইত্যাকার আহ্বানের প্রাধান্যই বোধগম্য হইবে। সেইরূপ, মন্ত্র-সমূহেও "যিনি দেবতা, তিনি এবম্প্রকার গুণযুক্ত"—এতদুক্তিতে গুণের প্রাধান্য-খ্যাপনের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকায়, মুখ্য স্তু ( ষ্টুঞ্‌ ) ধাতুর অর্থেরই বিধান হইয়া থাকে। তোমার পক্ষে কিন্তু যিনি এই প্রকার গুণযুক্ত, তিনিই দেবতা,—ইহাই উপলব্ধি হয়। এইরূপ দেবতাস্মরণের প্রাধান্যাদি হেতু স্তুতি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিবশতঃ ( অর্থাৎ শ্রুত্যর্থ-নিবন্ধন ) এই স্তুত ও শস্ত্র শব্দকে প্রধানকর্ম্মত্বজ্ঞাপক বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেবতাপ্রকাশে তাৎপর্য্যের অভাব-হেতু ইন্দ্রনিষ্ঠ প্রগাথ মন্ত্র, স্বপ্রকরণগত মাহেন্দ্রগ্রহকর্ম্মে বিনিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধেও কোনও বাধা রহিল না। যদি দেবতাস্মরণরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ না হয়, তাহা হইলে অদৃষ্ট-প্রয়োজনের লাভ হউক ? অর্থাৎ,—স্তুত ও শস্ত্র এতদুভয়কে যদি দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্ম বলি, তাহা হইলে কোনও দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ হইল না। যদি দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ না হয় ; তাহা হইলে অদৃষ্ট-প্রয়োজন সিদ্ধ হউক, অর্থাৎ তাহাতে অদৃষ্ট অশেষ পুণ্য লাভ হউক,—এইরূপ আশঙ্কা-নিরসন-জন্য ( স্তুত ও শস্ত্র শব্দের ) প্রধানকর্ম্মত্ব-সপ্রমাণে অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা,—

"শব্দপৃথক্‌ত্বাচ্চ" ॥ ১০ ॥ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দ্বাদশ স্তোত্র ও দ্বাদশ শস্ত্র আছে। এস্থলে দ্বাদশ শব্দের দ্বারা স্তোত্র-সমূহের সংখ্যার পৃথক্‌ত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অবগত হওয়া যাইতেছে। দেবতা-প্রকাশন-পক্ষে ঐ মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বিভিন্ন সংস্কার-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও সে সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্য—একমাত্র দেবতা প্রকাশ করা। লক্ষ্য সেই এক অভিন্ন বলিয়া

স্যৈকত্বেন দ্বাদশসংখ্যা ন স্যাৎ। প্রধানকর্ম্মণাংত্বাজ্যস্তোত্রপৃষ্ঠস্তোত্রাদিনামকানাং ভিন্নত্বাৎ দ্বাদশত্বসংখ্যোপপদ্যতে। এবং শস্ত্রবাক্যেঽপি যোজ্যং। বিপক্ষে বাধমাহ॥

অনর্থকং চ তদ্বচনমিতি। ১১। অগ্নিষ্টুতিঃ শ্রূয়তে। অগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তীতি। তত্রৈব পুনরপ্যন্যদুচ্যতে। আগ্নেয়ীষু স্তবতে। আগ্নেয়ীঃ শংসতীতি। তৎপক্ষে ত্বদ্বচনমনর্থকং স্যাৎ। চোদকপ্রাপ্তেষু স্তোত্রশস্ত্রমন্ত্রেষ্বাগ্নেয়গ্রহানুসারেণ দেবতাপদস্যোহে সত্যাগ্নেয়ত্বসিদ্ধেঃ। প্রধানকর্ম্মপক্ষে তু দেবতাপ্রকাশনরূপত্বাভাবেনোহাভাবাদাগ্নেয়মন্ত্রান্তরবিধিবচনমর্থবদ্ভবতি। পুনরপি হেত্বন্তরমাহ॥

অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়ত ইতি। ১২। সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশস্ত্রে ইতি হ্যাম্নাতং। সম্বন্ধশ্চ দ্বয়োর্ভবতি নত্বেকস্য। তস্মাৎ স্তোত্রশস্ত্রয়োরর্থভেদঃ প্রতীয়তে। স চ সংস্কারপক্ষে ন সংভবতি। দেবতাপ্রকাশনরূপস্যার্থস্যৈকত্বাৎ। প্রধানকর্ম্মপক্ষে তু স্তোত্রকর্ম্ম শস্ত্রকর্ম্ম চেত্যর্থভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষ্টুঞ্‌স্তুতৌ শংসুস্তুতাবিত্যেকার্থৌ তথাপি প্রগীতমন্ত্রসাধ্যং স্তোত্রং। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যং শস্ত্রমিতি তয়োর্বিবেকঃ। হেত্বন্তরমাহ॥

---

স্তোত্র ও মন্ত্র সমূহের সংখ্যার ( দ্বাদশ সংখ্যার ) পার্থক্য সিদ্ধ বা সংরক্ষিত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রধান-কর্ম্ম-সমূহের 'আজ্যস্তোত্র,' 'পৃষ্টস্তোত্র' প্রভৃতি নামের বিভিন্নতা হেতু, উহাদের দ্বাদশ সংখ্যা উপপন্ন হইতেছে। শস্ত্র-বাক্য বুঝিতে হইলেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। এতৎসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন ; যথা—

"অনর্থকং চ তদ্বচনং" ॥ ১১ ॥ "অগ্নিষ্টুতিঃ শ্রূয়তে", "আগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তি" প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া পুনরায় সেস্থলে কথিত হইতেছে,—"আগ্নেয়ীষু স্তবতে", "আগ্নেয়ীঃ শংসতি।" এস্থলে তোমার পক্ষে তোমার বাক্যই অনর্থক হইতেছে। যেহেতু, যজ্ঞীয় সমবেতার্থস্মারক স্তোত্র ও শস্ত্র মন্ত্রে আগ্নেয়গ্রহানুসারে দেবতাপদের উহ হইলে আগ্নেয়ত্ব সিদ্ধ হয় সত্য ; কিন্তু প্রধান-কর্ম্মপক্ষে দেবতাপ্রকাশনরূপ কর্ম্মের অভাব বশতঃ উহের অভাব হয়। অতএব উক্ত আগ্নেয়মন্ত্রান্তরের বিধিবাক্য সার্থক হইল। এ বিষয়ে পুনরায় অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা,—

"অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়তে" ॥ ১২ ॥ "সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশস্ত্রে,"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, দুইটী ভিন্ন বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হয়। কিন্তু একটীর হয় না। সেই নিমিত্ত স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের যে অর্থভেদ আছে, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু সংস্কার পক্ষে সেই স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের অর্থভেদ প্রতীয়মান হইতেছে না। যেহেতু দেবতা-প্রকাশনরূপ অর্থের একত্ব-নিবন্ধন স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের একত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রধানকর্ম্মপক্ষে এইটী স্তোত্রকর্ম্ম, এইটী শস্ত্রকর্ম্ম,—এইরূপ অর্থভেদ উপপন্ন হয়। যদিও ষ্টুঞ ধাতু ও শংসু ধাতু একার্থবোধক, অর্থাৎ ষ্টুঞ ধাতুর অর্থও স্তুতি আর শংসু ধাতুর অর্থও স্তুতি ; তথাপি প্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তুতির নাম স্তোত্র এবং অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তুতির নাম শস্ত্র ;—এইরূপ উভয় মন্ত্রের ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে পুনরায় অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

অভিধানং চ কর্ম্মবিদিতি। ১৩। যথা প্রধানকর্ম্মাগ্নিহোত্রং জুহোতীতি দ্বিতীয়াসংযোগেনাভিহিতং তথা প্রউগং শংসতীত্যভিধীয়তে। অতস্তৎসাদৃশ্যাৎ প্রধানকর্ম্মত্বং। হেত্বন্তরমাহ॥

ফলনিবৃত্তিশ্চেতি। ১৪। স্তুতস্থ স্তুতমসীতি স্তোত্রানুমন্ত্রণমাম্নায়বাক্যশেষে স্তোত্রফলমেবাম্নাতং। ইন্দ্রিয়াবন্তো বঁনামহে ক্ষীমহি প্রজামিষমিতি। ন তু দেবতাপ্রযুক্তং ফলমাম্নাতং। অতো ন দেবতাসংস্কারঃ কিন্তু প্রধানকর্ম্মেতি স্থিতং। অনেন তু নির্ণয়েন প্রয়োজনং বিকৃতিষূহাভাবঃ। সংস্কারপক্ষে তু যস্যাং বিকৃতৌ দেবতান্তরং তত্র তদ্বাচকং পদমূহনীয়ং স্যাৎ। তন্মাভূদিতি প্রধানকর্ম্মত্বমুক্তং। এতচ্চ দশমাধ্যায়ে সূত্রিতং। গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাদিতি॥ অত্র সংগ্রহশ্লোকৌ॥

"প্রউগং শংসতীত্যাদৌ গুণতো ন প্রধানতা।
দৃষ্টা দেবস্মৃতিস্তেন গুণতা স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ॥ ১॥
স্মৃত্যর্থত্বে স্তৌতিশংস্যোর্ধাত্বোঃ শ্রৌতার্থবাধনং।
তেনাদৃষ্টমুপেত্যাপি প্রাধান্যং শ্রুতয়ে মতমিতি॥ ২॥"

---

"অভিধানং চ কর্ম্মবৎ"॥ ১৩॥ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে দ্বিতীয়া বিভক্তির সংযোগ হেতু যেমন অভিহিত প্রধান কর্ম্মরূপ অগ্নিহোত্রকে বুঝায়; "প্রউগং শংসতি" এই বাক্যেও দ্বিতীয়া বিভক্তির সংযোগ হেতু তেমনি অভিহিত প্রধান কর্ম্মরূপ প্রউগ শব্দকেই বুঝাইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্য-নিবন্ধন স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দ যে প্রধান-কর্ম্মজ্ঞাপক, তাহা স্থিরীকৃত হইল। এতৎসম্বন্ধে হেত্বন্তর প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"ফলনিবৃত্তিশ্চ"॥ ১৪॥ যেমন, "স্তুতস্থ স্তুতমসি" বলিলে বুঝা যায়,—তুমি স্তোত্রেরও স্তুত হইতেছ। স্তোত্রানুমন্ত্রণরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে স্তোত্রফল-রূপে এই মন্ত্র পঠিত হয়। "ইন্দ্রিয়াবন্তো" প্রভৃতি মন্ত্রেও স্তোত্রফলের বিষয়ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা দেবতাপ্রযুক্ত ফলের বিষয় উক্ত হয় নাই। অতএব, স্তুত ও শস্ত্র শব্দদ্বয়ের প্রধান-কর্ম্মত্বই সিদ্ধ হইল; পরন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ে দেবতাসংস্কাররূপ কর্ম্ম অর্থাৎ দেবতাপ্রকাশনক্ষম সংস্কার-কর্ম্ম বলিয়া উপপন্ন হইল না। এইরূপ নির্ণয়-হেতু বিকৃতি সমূহে উহের প্রয়োজন হয় না,—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু সংস্কার-পক্ষে বিকৃতি-যাগে যে দেবতান্তরের বিষয় কথিত হয়, সে স্থলে সেই দেবতাবাচক পদই ঊহনীয় হইয়া থাকে। অতএব ( স্তুত ও শস্ত্র শব্দের ) প্রধান-কর্ম্মত্ব উক্ত হইল। এতদ্বিষয় দশমাধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে;— "গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ, গ্রহাধিষ্ঠিত দেবগণের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য-হেতু, অপিচ স্তোত্র এবং শস্ত্র শব্দ প্রধান-কর্ম্ম-নিষ্পাদক বলিয়া, তাহাদের বিকৃতি সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে দুইটী সংগ্রহ-শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে; তাৎপর্য্য; যথা,—

'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি বিধিবাক্যে গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে বলিয়া, স্তোত্র এবং শস্ত্র শব্দ প্রধানরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ দৃষ্ট হইলেই স্মৃতি হইতে পারে। ( অর্থাৎ, যাহাকে দেখা যায়, তাহাকে বা তাহার বিষয় স্মরণ করা যাইতে পারে। অদৃষ্ট-স্মরণ সম্ভবপর নহে। ) অতএব স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের গুণপ্রাধান্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। ১। এই সংশয় নিরসনার্থ দ্বিতীয় শ্লোক কথিত হইতেছে। স্তু ( ষ্টুঞৎ ) ধাতু ও শংস্ ( শনসু )

অগ্নিষ্টোমে সুত্যাদিনে সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রেষিতো হোতা প্রাতরনুবাকমনুব্রূয়াৎ। এতচ্চৈতরেয়ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং। দেবেভ্যঃ প্রাতর্য্যাবভ্যো হোতরনুব্রূহীত্যাহাধ্বর্য্যুরিত্যাদি ব্রাহ্মণং। তস্মিংশ্চ প্রাতরনুবাকেঽগ্নিমীলে ইত্যাদিসূক্তমন্তর্ভূতং। তচ্চ ব্যাখ্যাতং। প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেবগ্রহণাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রং হোত্রা শংসনীয়ং। তচ্চ শস্ত্রং বায়বায়াহীত্যাদি-সপ্ততৃচাত্মকং এতচ্চ ব্রাহ্মণে গ্রহোক্থমিত্যাদিখণ্ডে প্রপঞ্চিতং। তথা পঞ্চমাধ্যায়ে। আ০ ৫।১০। স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাদিত্যাদিখণ্ডে সূত্রিতং চ। অত্রেয়মনুক্রমণিকা। বায়ো বায়ব্যৈন্দ্রবায়বমৈত্রবরুণাস্তৃচাঃ অশ্বিনা দ্বাদশাশ্বিনৈন্দ্রবৈশ্বদেবসারস্বতাস্তৃচাঃ। সপ্তৈতাঃ প্রউগদেবতা ইতি। অস্যায়মর্থঃ। বায়বায়াহীত্যাদিকং নবর্চ্চং সূক্তং। অগ্নিং নবেত্যতো নবশব্দস্যানুবৃত্তেঃ। তত্রাদ্যস্তৃচো বায়ুদেবতাকঃ। দ্বিতীয় ইন্দ্রবায়ুদেবতাকঃ। তৃতীয়ো-মিত্রাবরুণদেবতাকঃ। অশ্বিনেত্যাদিকং দ্বাদশর্চ্চঃ সূক্তং। তত্রাদ্যস্তৃচ আশ্বিনঃ। দ্বিতীয় ঐন্দ্রঃ। তৃতীয়ো বৈশ্বদেবঃ। চতুর্থঃ সারস্বতঃ। তেষু তৃচেষু প্রতিপাদ্যা বায়্বাদয়ঃ সরস্বত্যন্তাঃ সপ্তসংখ্যকাঃ প্রউগশস্ত্রস্য দেবতা ইতি। মধুচ্ছন্দসোঽনুবর্ত্তনাৎ স এবর্ষিঃ। তথৈবানুবৃত্ত্যা গায়ত্রং ছন্দঃ। বায়বে তৃচে প্রথমা গ্রহস্যৈন্দ্রবায়বস্যৈকা পুরোঽনুবাক্যা।

---

ধাতুর অর্থ যদি স্মৃতি বা দেবতাস্মরণ হয়, তাহা হইলে ঐ ধাতুদ্বয়ের শ্রৌতার্থ প্রতিপন্ন হয় না। সেই নিমিত্ত অদৃষ্ট প্রয়োজন হইলেও (স্তুতি ও শস্ত্র শব্দের) কর্ম্ম-প্রাধান্যই শ্রুতিসম্মত; ইহাই সমর্থিত হইতেছে। ২।

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সুত্যাদিনে (সোমযাগের শেষ দিনে) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রেষিতহোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করিবেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এতদ্বিষয়ে বিধান আছে। "দেবেভ্যঃ প্রাতর্যাবভ্যো হোতরনুব্রূহি ইতি।" অর্থাৎ, 'হে হোতঃ! যে সকল দেবতা এই যজ্ঞে আহূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাতরনুবাক বল'? এই কথা অধ্বর্য্যু বলিলেন। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্ত, সেই প্রাতরনুবাকের অন্তর্নিহিত আছে। তাহার ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের) প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেব গ্রহণের পর হোতা কর্তৃক প্রউগ-শস্ত্র-মন্ত্র পঠিত হইবে। সেই প্রউগ-শস্ত্রও "বায়বায়াহি" ইত্যাদি সপ্ততৃচাত্মক। ইহাও ব্রাহ্মণান্তর্গত "গ্রহোক্থ" ইত্যাদি খণ্ডে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ পঞ্চমাধ্যায়ে (আ০ ৫।১০) "স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ" ইত্যাদি খণ্ডে তাহা সূত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ,—শস্ত্রমন্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্র মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে ইহাই অনুক্রমণিকা। "বায়বায়াহি" ইত্যাদি নয়টী ঋক্-বিশিষ্ট সূক্তই বায়বীয় সূক্ত নামে কথিত। যেহেতু "অগ্নিং নব" হইতে নব-সংখ্যার অনুবৃত্তি আসিতেছে। (তিনটী ঋক্ দ্বারা একটী তৃচ হয়।) এই সূক্তে তিনটী তৃচ আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তৃচের দেবতা ক্রমান্বয়ে বায়ু, ঐন্দ্রবায়ু ও মিত্রাবরুণ। অশ্বিন সূক্তে বারটী ঋক্ ও চারিটী তৃচ্ আছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তৃচের দেবতা ক্রমান্বয়ে অশ্বিন, ইন্দ্র, বিশ্বদেব ও সরস্বতী। অতএব সেই তৃচ্-সমূহে প্রতিপাদ্য বায়ু হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত এই সপ্তসংখ্যক দেবতাই প্রউগ শস্ত্রের দেবতা নামে অভিহিত। মধুচ্ছন্দার অনুবর্ত্তন হেতু মধুচ্ছন্দাই ইহাদিগের ঋষি। সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা এই সকল মন্ত্রের গায়ত্রীই ছন্দঃ। বায়ব্য তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সেটী ঐন্দ্রবায়বগ্রহের একটী

এতচ্চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। বায়ব্যা পূর্ব্বা পুরোঽনুবাক্যৈন্দ্রবায়ব্যুত্তরেতি। তথা সূত্রিতং চ। বায়বায়াহিদর্শতেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে ইতি॥ বায়ব্যতৃচে প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

## ঋঙ্মন্ত্রের কয়েকটী শব্দ।

সায়ণাচার্য্যের অনুক্রমণিকায় যজ্ঞ-প্রসঙ্গে অধুনা-অপ্রচলিত কয়েকটী শব্দের প্রয়োগ আছে। সেই সকল শব্দের মর্ম্ম এবং অগ্নি-সম্বন্ধে পুরাণাদির মত এস্থলে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।—

প্রউগঃ।—শস্ত্র-মন্ত্র বিশেষ। সোমযাগে ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যে দ্বাদশ প্রকার শস্ত্র-মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে একতম শস্ত্র-বিশেষকে প্রউগ-শস্ত্র কহে।

পুরোহিতঃ।—পুরোহিতের নানা পর্য্যায়; যথা,—যজ্বা, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, নেষ্টা, পোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি। বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পাদন জন্য যখন বিভিন্ন পুরোহিতের আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখনই ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়। হোতৃশ্রেণীর পুরোহিতগণ দেবগণকে আহ্বান করিতেন।

ঋত্বিক্।—পুরোহিতের নামান্তর। মনুর মতে—যিনি যাহার বরণীয় হইয়া অগ্ন্যাধেয়, পাকযজ্ঞসমূহ এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ সম্পন্ন করেন, তিনি তাহার ঋত্বিক্ নামে অভিহিত।

পুরোডাশঃ।—হবনীয় দ্রব্যবিশেষ, অর্থাৎ যবচূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত রুটিকা-বিশেষ। গ্রন্থান্তরে হুত-বস্তুর শেষ এবং সোমরসও পুরোডাস নামে অভিহিত হইয়াছে।

পুরোণুবাক্যা।—ঘৃত পুরোডাশাদি হবিগ্রহণকালীন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিত কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হোমকর্ত্তা প্রথম যে ঋক্ পাঠ করেন, সেই ঋঙ্মন্ত্রকে পুরোনুবাক্যা কহে।

যাজ্যা।—যাগমন্ত্র; অর্থাৎ,—যে মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক হোম করা হয়, সেই মন্ত্রকে যাজ্যা কহে। যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যার-ভেদ এই যে—হবিরাদি গ্রহণকালীন মন্ত্রের নাম পুরোণু-বাক্যা এবং দানকালীন মন্ত্রের নাম যাজ্যা। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এবং আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ইহাদের পার্থক্য বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

প্রেষিত হোতা।—যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ পুরোহিত (অধ্বর্য্যু) কর্ত্তৃক, ইন্দ্রদেবতার অর্চ্চনা কর, অগ্নিদেবতার পূজা কর,—এইরূপ অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত হোমকর্ত্তাকে প্রেষিত হোতা কহে।

উহঃ।—আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যে আকাঙ্ক্ষা-পূরণেত্ব নিমিত্ত উপযুক্ত পদান্তরের সমন্বয়।

উক্থ।—মন্ত্রের নাম-বিশেষ। বেদ-মন্ত্রের বহু নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উক্থ অন্যতম। বৈদিক মন্ত্রের সেই সকল নাম—অর্ক, উক্থ, ঋচ, গির্, ধী, নিথ, নিবিৎ, মন্ত্র, মতি, সূক্ত, হোম, তৃচ, বচস্ প্রভৃতি। ঐ সকল বাক্য দ্বারা বেদমন্ত্র বুঝিতে হইবে।

---

পুরোনুবাক্যা। ইহা ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে,—"বায়ব্যা পূর্ব্বা পুরোঽনুবাক্যৈন্দ্রবায়ব্যুত্তরা ইতি" (অর্থাৎ দেবতাদ্বয়াত্মক ঐন্দ্র-বায়বগ্রহে) বায়ুদেবতাক ঋক্ প্রথম পুরোনুবাক্যা এবং ঐন্দ্রবায়বী ঋক্ উত্তরপুরোনুবাক্যা। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"বায়বায়াহি দর্শতেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে;" অর্থাৎ "বায়বায়াহি" এবং "ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতাঃ" এই দুইটী ঋক্ পুরোনুবাক্যা হইয়াছে। ইতি। বায়বীয় তৃচে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

অগ্নি।—ঋক-সমূহে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি ভূলোক-দ্যুলোকের মুখস্বরূপ ছিলেন। শাস্ত্র-গ্রন্থে অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে রূপকে বহু বিবরণ বিবৃত আছে। কেহ কেহ বলেন,—অগ্নি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ-পুত্র বলা হইয়াছে। অগ্নির রূপ-বর্ণনায় আদিত্য-পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—অগ্নিদেব রক্তবর্ণ; লোচনদ্বয় পিঙ্গল-বর্ণ; তিনি স্থূলোদর; তাঁহার হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র বিরাজমান। ঋগ্বেদের একত্রিংশৎ সূক্তে অগ্নিদেবের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন অগ্নির বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থে বর্ণিত আছে; যথা,—গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য প্রভৃতি। গৃহপতি বলিয়া তাঁহার নাম—গার্হপত্য; যজমান কর্তৃক দক্ষিণ দিকে স্থাপন হেতু তাঁহার নাম—দক্ষিণ; তাঁহার অভিমুখে হোম করা হয় বলিয়া তিনি আহবনীয়। সভাগত অগ্নি সভ্যাগ্নি; আর পচনাগ্নি আবসথ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন অগ্নিতে হোম করিলে বিভিন্ন ফলের বিষয় উপপন্ন হইয়াছে। গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিলে, বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়। দক্ষিণাগ্নিতে হোম নিষ্পন্ন হইলে, যাজ্ঞিক অন্তরীক্ষ জয় করিতে সমর্থ হন। আহবনীয় অগ্নিতে হোম বা আহুতি প্রদান করিলে সনক্ষত্র দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ জয় করিতে পারা যায়। যাজ্ঞিক যদি আবসথ্যাগ্নিতে হোম করেন, তাহা হইলে তিনি সস্ত্রীক সপ্তর্ষিলোক প্রাপ্ত হন। সভ্যাগ্নিতে হোম করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। অগ্নির নাম সম্বন্ধে, পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনি সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হন বলিয়া, তাঁহার নাম অগ্নি হইয়াছিল। যজ্ঞকালে বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন অগ্নি বিভিন্ন দিকে প্রজ্বালিত করিবার বিধি ছিল। এইরূপে পশ্চিম দিকে গার্হপত্যাগ্নি প্রজ্বালিত হইত। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নি, পূর্ব্বদিকে আহবনীয়াগ্নি প্রভৃতি প্রজ্বালিত করিয়া হোমকার্য্য নিষ্পন্ন করা হইত। নিরুক্তকারগণ অগ্নিদেবের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন। ঋকে স্থলবিশেষে অগ্নিকে 'অঙ্গির' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অগ্নির ঐরূপ নামের একটী তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—অঙ্গার হইতে অঙ্গির শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি অঙ্গার, তিনি অঙ্গিরা। কিন্তু মহাভারতে এই অঙ্গিরা নাম সম্বন্ধে ভিন্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই,—অঙ্গিরা মুনি অগ্নির কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির নাম—অঙ্গির হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে, ঋষিসত্তম মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—অগ্নিদেব যখন আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনচারী হইয়াছিলেন, তখন মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নির কার্য্য সম্পন্ন করেন। তপশ্চারণার পর অগ্নিদেব প্রত্যাবৃত্ত হইলে অঙ্গিরা তাঁহার পুত্র মধ্যে গণ্য হন। সেই হইতে অঙ্গিরোবংশোদ্ভব ঋষিগণ অগ্নি বা অঙ্গিরা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অগ্নির আর একটী নাম—সহ। মহাভারতের মতে তিনি ভরতপুত্রের ভয়ে সমুদ্রে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সহ' হইয়াছিল। চিতার অগ্নি 'নিয়ত' নামে এবং দেবগণ কর্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি 'অথর্ব্বন্' নামে অভিহিত হয়।

* * *

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়োবর্গঃ।

## দ্বিতীয়ং (বায়বীয়) সূক্তং।

আগ্নেয়-সূক্তে (প্রথম সূক্তে) নয়টী ঋক্। বায়বীয়-সূক্তও (এই দ্বিতীয়-সূক্তও) নয়টী ঋকে সংগ্রথিত। পার্থক্য এই যে, আগ্নেয় সূক্তের ঋক্-নয়টী অগ্নিদেবতার স্তুতিবাদমূলক; কিন্তু বায়বীয়-সূক্তের ঋক্-নয়টিতে বায়ু-দেবতার, ইন্দ্র-বায়ু-দেবতার এবং মিত্রাবরুণ দেবতার স্তব আছে। উহার প্রথম তিনটী ঋক্ সর্ব্বতোভাবে বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত; চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋক্ত্রয়ে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম ঋক্ত্রয় মিত্র ও বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

অগ্নি-দেবতার অর্চ্চনা-মূলক ঋকের পর বায়ুদেবতার অর্চ্চনা-মূলক ঋকের বিন্যাস দেখিয়া, মনে নানা ভাবের উদয় হইতে পারে যাঁহারা ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতির প্রকৃতি উপসনা বলিয়া মনে করেন, অথবা ঋগ্বেদের প্রাণারাম মন্ত্রগুলিকে যাঁহারা 'কৃষকের গান' বলিয়া উড়াইয়া দেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বড়ই উপহাসাস্পদ। তাঁহারা বলেন,—অসভ্য বর্ব্বর জন যখন অগ্নির তেজ দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইল; তাহারা যখন দেখিল,—অগ্নির কি প্রবল দাহিকা-শক্তি; তাহারা যখন বুঝিল,—অগ্নি তাহাদের সকলকে পুড়াইয়া মারিতে পারেন; তখন তাহারা অগ্নিদেবকে শান্ত করিবার জন্য স্তব-স্তুতি আরম্ভ করিয়া দিল; করযোড়ে মিনতি করিতে লাগিল,—'হে অগ্নিদেব? তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর; তোমার অসহনীয় তেজ আমরা সহ্য করিতে পারি না।' পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকারিগণের মতে অসভ্য বর্ব্বর জাতি অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইবার আশঙ্কাতেই ঐরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিল। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন,—আর্য্যগণ চিরতুষারাচ্ছন্ন উত্তর-মেরু প্রদেশে বসতি করিতেন; তাঁহারা বলেন,—'হিমানীতে দারুণ শৈত্যে কাতর হইয়া শৈত্য-নিবারণে

সহায়-স্বরূপ অগ্নির অর্চ্চনা করিতে অসভ্য জাতির মন স্বতঃই প্রলুব্ধ হয়। সেই কারণেই অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল।' বায়ু-দেবতার অর্চ্চনা বিষয়েও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে বৃক্ষপল্লব উৎপাটিত হইতে লাগিল, বাত্যাঘোরে গৃহকুটীর উৎক্ষিপ্ত হইয়া চলিল, অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা তখনই বায়ু-দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। করযোড়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিল,—'হে বায়ুদেব! তুমি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। আমরা তোমার উদ্দেশে এই পূজা অর্চ্চনা করিতেছি।' ইন্দ্রদেবকে বজ্রধর বলিয়া বিঘোষিত করা হয়। যখন কড়কড় নিনাদে অশনি-সম্পাত ঘটে, আর বজ্রাঘাতে মনুষ্যপশুপক্ষী প্রাণি-মাত্রেরই, এমন কি বৃক্ষাদির পর্য্যন্ত, প্রাণ বিনষ্ট হয়; তখন বজ্রভয়ভীত অজ্ঞ জন ইন্দ্র-দেবতার পরিতোষ-বিধান-জন্য তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহারা তখন কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানায়,—'হে ইন্দ্রদেব! প্রসন্ন হউন। আমরা তোমার উদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা করিতেছি।' মিত্র এবং বরুণ দেবতা সম্বন্ধেও সাধারণ লোকের সাধারণ দৃষ্টিতে ঐ ভাবই মনে আসে। বরুণকে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি যদি শান্ত না হন, পৃথিবী বিষম প্লাবনে প্লাবিত হইয়া যায়। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ কাহারও আর সংসারে তিষ্ঠিবার সাধ্য থাকে না। এই জন্যই, প্রবল প্লাবনে প্রপীড়িত হইবার আশঙ্কায়, অসভ্য বর্ব্বর মানুষ, বরুণদেবতার উপসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মিত্র দেবতা অভিধায়ে তাহারা দিবসের অধিপতি সূর্য্যদেবকে মনে করিয়াছিল। যখন ঝড়ঝঞ্ঝাবাতে বৃষ্টি-বজ্রাঘাতে মেদিনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হন, তখনই তাহারা মিত্রদেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। বিনীতভাবে স্তুতি করে,—'হে দিনদেব! তুমি প্রকাশ হও। এ বিপদ দূর কর।' ঘোর বর্ষার দিনে ক্রমাগত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং সংসার ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে প্রকম্পিত হইলে মানুষ সাধারণতঃ দিনদেবের উদয় প্রার্থনা করে। এ ঋক্—এ সূক্ত—সেইরূপ প্রার্থনার ফলমাত্র; ইহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। এককালে ঝড় বৃষ্টি-মেঘ-বজ্রাঘাত প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হয়। সেই সময়েই মানুষ সূর্য্যদেবের মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই উপলক্ষেই ঐ ঋকের প্রবর্ত্তনা। এ সকল প্রকৃতি পূজা—জড়ের উপাসনা। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত এক শ্রেণীর বেদব্যাখ্যাকারী বৈদিক সূক্তের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

কাল-মাহাত্ম্যে দৃষ্টি-বিভ্রম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মের পথ হইতে সত্যের আলোক হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে; ততই এইরূপ কদর্থের সূচনা হইতেছে,—ততই—এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। নচেৎ, যে সকল যুক্তির সাহায্যে ঋক্‌গুলিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতির জড়োপাসনা-মূলক স্তোত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, সে সকল যুক্তি সহজ-দৃষ্টিতেই একান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। একটী যুক্তি—আর্য্যগণ শীত-প্রধান দেশে বাস করিতেন, সুতরাং শৈত্য-নিবারণ-হেতু অগ্নির উপাসনা আবশ্যক হইয়াছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর উপাসনা তাঁহারা কেন করিবেন? বরুণদেবের উপাসনাই বা তাঁহারা কেন করিবেন? শীত হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য যখন অগ্নির উপসনার আবশ্যক হইল; তখন শৈত্যবৃদ্ধিকর

বরুণের ও বায়ুর উপাসনার আবার প্রয়োজন হইল কেন? এইরূপে 'বর্ব্বর জাতির উপাসনা-মূলক' সকল যুক্তিই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরন্তু ঐ সকল সূক্তের মধ্যে যে উচ্চ উচ্চতর, উচ্চতম,-ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাই উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। মূর্খ জনের প্রকৃতি-উপাসনা না বলিয়া, পণ্ডিতজনের প্রকৃতি-তত্ত্বাভিজ্ঞতার বিষয় কি এই ঋক্-সমূহে অনুভূত হইতে পারে না? অগ্নির সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ—বায়ু ভিন্ন অগ্নির এবং অগ্নি ভিন্ন বায়ুর অস্তিত্ব যে অসম্ভব, এ জ্ঞান যে সে 'অসভ্য বর্ব্বর, জাতির ছিল,—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের চক্ষে দেখিলে আগ্নেয়-সূক্তের ও বায়বীয়-সূক্তের অভ্যন্তরে সেই জ্ঞানের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায় না কি? বায়ুশূন্যস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে না; আবার অগ্নি বা তেজ ভিন্ন বায়ু তিষ্ঠিতে পারে না; ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, এ দৃষ্টান্তে বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইতেছেন, বহু পূর্ব্বে—সৃষ্টির আদি-কালে আর্য্যজাতির সে জ্ঞান অধিগত ছিল। শারীরবিজ্ঞানবিৎ যদি একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন,—বায়ু, পিত্ত, কফ—যে তিনের প্রক্রিয়া জীবদেহে নিয়ত সাম্য-সংস্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে, আর বৈষম্যে সেই সাম্য-হেতু প্রাণী প্রাণধারণ করিয়া আছে, আগ্নেয় ও বায়বীয় সূক্তের অভ্যন্তরে সে তত্ত্বও নিহিত রহিয়াছে। সাম্য ভিন্ন এ সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। বায়ু-পিত্ত-কফের সাম্য-সংস্থাপন-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই দুই সূক্তের মধ্যে—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির প্রসঙ্গে, সূচিত হইতে পারে। অগ্নি ('পিত্ত বা তেজ'), বরুণ ('কফ') এবং বায়ু—এই তিনের বিপর্য্যয়ে যে ব্যাধি-বিপত্তি, তাহাই বজ্রাঘাতরূপ ইন্দ্র, এবং সেই সকলের সাম্যভাবই মিত্র দেবতা বলা যাইতে পারে না কি? ঐ দুই সূক্তে অসাম্যে বিপর্য্যয়ের এবং সাম্যে মিত্রভাবের লক্ষণ অনুধাবন করা যাইতে পারে।

সৃষ্টি যে পঞ্চভূতাত্মক, আর সেই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির প্রসঙ্গই যে আগ্নেয়-সূক্তে ও বায়বীয়-সূক্তে উক্ত হইয়াছে, স্থির-ধী ব্যক্তি মাত্রেই সে ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। যিনি বহুর মধ্যে একের দর্শন পান, এবং একের মধ্যে বহুর সন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক-পদবাচ্য। একের অনুসন্ধানেই সংসারে আবহমানকাল দার্শনিকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া চলিয়াছে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য—সর্ব্বত্রের সকল দার্শনিকই, যে নামে যে সংজ্ঞায় যে ভাবেই হউক, সেই একের সন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক। সে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আর যে কিছু সামগ্রী পৃথিবীতে আছে, সকলই সেই পঞ্চভূতের রূপান্তর। প্রাচ্যের প্রসঙ্গ প্রথমে উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য কি ভাবে মূল-তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন, প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখি। গ্রীসদেশ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদি-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিশর ও ফিনীসিয়া হইতে গ্রীসে দার্শনিক-তত্ত্বালোচনার বীজ পরিব্যাপ্ত হয়—পণ্ডিতগণ যদিও একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন;—কিন্তু গ্রীস হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া

গ্রীসকেই সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদিক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। গ্রীসদেশের আদি দার্শনিকের নাম—থেলিস। প্রাচীন গ্রীস সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের জন্য প্রখ্যাত। থেলিস সেই সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের অন্তর্ভুক্ত।* পঞ্চভূত তত্ত্বের গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থেলিস সিদ্ধান্ত করেন,—জলই সংসারের আদিভূত। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন,—জলের পরিণতি কর্দ্দম, কর্দ্দমের পরিণতি মৃত্তিকা; মৃত্তিকা হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। এইরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়,—ইহাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করেন,—'জল তরল হইলেই বাষ্প, বাষ্প হইতেই বায়ু। উত্তাপেও জল আছে; আকাশ জলকণাময়। জল ভিন্ন সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। জলরূপ রস ভিন্ন উদ্ভিদাদি তিষ্ঠিতে পারে না; এমন কি, জীবের দেহ পর্য্যন্ত ধূলি হইয়া উড়িয়া যাইত।' থেলিসের পর আনাক্সিমান্দার দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি থেলিসের শিষ্য ও বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি থেলিসের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মীমাংসা করিলেন,—'বিশ্ব অনন্তকাল বিদ্যমান; কেবল তাহার অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে মাত্র। অনন্ত হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, অনন্তেই সকল বস্তু বিলীন হইবে।' তাঁহার মতে, জগতের মূল পদার্থ—নিত্য অসীম এবং তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার পর দার্শনিক আনাক্সিমেনিস আবির্ভূত হন। গভীর গবেষণার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন,—বায়ুই সর্ব্বমূলাধার। বায়ু—গতিশক্তিবিশিষ্ট, বায়ু দ্বারা সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হয়; সুতরাং বায়ুই সৃষ্টির মূলীভূত।' তিনি দেখিলেন,—বায়ুমণ্ডল হইতে বৃষ্টি পতিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত আসিল,—বায়ুই জলের উৎপত্তির মূল। তার পর তিনি দেখিলেন,—বায়ু সর্ব্বব্যাপী। কিবা সূর্য্যলোকে, কিবা চন্দ্রলোকে, কিবা গ্রহনক্ষত্রাদিতে—জগতের কোথায় বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত নহে! জলের উপরে যেমন বৃক্ষপত্র ভাসে, বায়ুমণ্ডলে পৃথিবী সেইরূপ ভাসমান রহিয়াছে। শৈত্য, তারল্য ও উষ্ণতা নিবন্ধন বায়ুই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য সাধন করে। অত্যধিক শীতলতা প্রাপ্ত হইলেই বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সেই কারণেই উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে মেঘের উৎপত্তি; মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টির জল ঘনীভূত হইয়াই ক্ষিতি।' এইরূপে বায়ু হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে,—ইহাই আনাক্সিমেনিস সিদ্ধান্ত করিয়া যান। এই তিন জন ইউরোপের আদি-দার্শনিক; ইঁহারা তিন ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ তিন আদি দার্শনিকের মত 'আইওনিক দর্শন' নামে অভিহিত হয়। এই আইওনিক দার্শনিকগণের পর পীথাগোরীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। পীথাগোরাস—সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি নির্দ্দেশ করেন,—বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এক অগ্নিপিণ্ড বিদ্যমান আছে। দশটি স্বর্গীয় গ্রহ বা উপগ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দ্বারা শীত উত্তাপ প্রভৃতি সঞ্চারে সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইতেছে। সামঞ্জস্যই জগতের অস্তিত্ব। সেই কেন্দ্রীভূত অগ্নিপিণ্ডই তাপ, আলোক বা প্রাণস্থানীয়। জীবাত্মা-মাত্রেই সেই অগ্নিপিণ্ডের তেজের অংশ-বিশেষ। সর্ব্বপ্রাণাধার সেই তেজ বা

অগ্নিপিণ্ডই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রথমে অব্যবস্থাপিত জড়পদার্থ সহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে তৎসমুদায় বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি পৃথকভাবে অবস্থিত আছেন। পীথাগোরাসের মতাবলম্বী দার্শনিকগণ অনেকাংশে পূর্ব্বোক্ত মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত উল্লেখযোগ্য। জেনোফেন্স—এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি ইতালির দক্ষিণস্থিত গ্রীক-অধিকৃত ইলীয়া নগরে উপনিবিষ্ট ছিলেন। তদনুসারে তৎপ্রবর্ত্তিত মত 'ইলীয় দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জেনোফন্সের মত এই যে—এই বিশ্ব যে ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইতেছি. সেই ভাবেই চিরদিন বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে।' পরবর্ত্তিকালে আরিষ্টটল কর্ত্তৃক জেনোফেন্সের মত সমালোচিত হয়। তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ,—'জেনোফেন্স চারি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। উত্তাপ ও আর্দ্রতা, শৈত্য ও শুষ্কতা, জেনোফেন্সের মতে. এই চারি ভূতে সংসার উৎপন্ন। মানুষ—মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত ; চারি ভূতের সংমিশ্রণে তাহার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত।' ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পর হিরাক্লিটাসের দার্শনিক মত ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিরাক্লিটাসের মত এই যে,—'তেজ ( আগুন ) হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। আবার তেজেই বিশ্বের লয়। তেজ বা অগ্নি—সূক্ষ্ম অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরগতিবিশিষ্ট। অগ্নিরই ( তেজেরই ) স্থূলতর অংশ—বায়ু। বায়ু হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।' ইঁহার মতে,—'আত্মা বা প্রাণ জ্বলনশীল অথবা বায়বীয় পদার্থ।' হিরাক্লিটাস ৫০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলিতেন,—'আকৃতির পরিবর্ত্তনই মৃত্যু ; পরিবর্ত্তনই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।' হিরাক্লিটাসের মতের প্রধান পরিপোষক—এম্পিডোক্লস। তাঁহার মত এই যে,—বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী চারিটীই মূল পদার্থ বা ভূত। এই চারি পদার্থের সংযোগ-বিয়োগেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে ঐ চারি মূল পদার্থ একরূপ মিশ্রভাবে অবস্থিত থাকে। উহারা পরস্পর ভালবাসা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যখন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হইল, তখন উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৃথিব্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে।' ইহার পর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে বিশ্বের মূল-তত্ত্ব আবিষ্কারে অশেষ অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র বলিয়া মনে করি।

প্রতীচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে যে বিতণ্ডা, প্রাচ্য-দার্শনিকগণও যে তদ্রূপ বিতণ্ডার কবল হইতে একবারে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। আস্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কেহ বা 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম'—এই স্থূল পঞ্চভূত লইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া বসিয়া আছেন ; কেহ বা স্থূল পঞ্চ-ভূতের অতীত সূক্ষ্মের অনুসন্ধানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কেহ দেখিতেছেন,—'পঞ্চভূত লইয়াই সংসার ; উহার অতীত অতীন্দ্রিয় কিছুই নাই' ; কেহ দেখিতেছেন.—'দৃশ্যমান্ পঞ্চভূতাদি মিথ্যা মায়ার আবরণ মাত্র। মায়ার আবরণ—সংসার-প্রপঞ্চের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলেই সত্য-স্বরূপ সদ্বস্তুর জ্ঞান জন্মে।' চার্ব্বাকাদি

নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায় যে ভাবে জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে বিশ্বপতির সহিত বিশ্বের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রতীত হয় না। অদৃষ্ট, কর্ম্মফল প্রভৃতির যে দৃঢ়-ভিত্তির উপর বিশাল সনাতন ধর্ম্মসৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অন্তরে সে ধারণা আদৌ স্থান পায় না। কিন্তু আস্তিক্য-দর্শনে বিশ্বেশ্বরের অনুসন্ধানের পক্ষে প্রযত্ন দেখিতে পাই। সাঙ্খ্যকে যদিও কেহ কেহ নাস্তিক্য-দর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন; কিন্তু সাঙ্খ্যের পুরুষ, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি—কি ভাব প্রকাশ করে? নাম লইয়া দ্বন্দ্ব মাত্র। নচেৎ, বস্তুপক্ষে সেই একের প্রতিই লক্ষ্য দেখিতে পাই। সেই এককেই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিকগণের ব্রহ্মও তিনি, নৈয়ায়িকগণের প্রমাণমূলক কর্ত্তাও তিনি; মীমাংসকগণ যে কর্ম্মের অনুসরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কর্ম্মই বা তিনি ভিন্ন অন্য আর কি? শৈব-দর্শনকারগণ তাঁহাকেই শিব বলিয়া উপাসনা করেন; গাণপত্যের গণপতি, সৌরের সূর্য্য, শাক্তের শক্তি, বৌদ্ধের বুদ্ধ, জৈনের অর্হৎ,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিভিন্ন নাম-বিশেষণে তিনি বিশেষিত। তিনি সেই একই আছেন; কেবল নাম লইয়া, রূপ লইয়া, যত কিছু বিতণ্ডা চলিয়াছে। এই জন্যই,—এই বিবাদ-বিতণ্ডা মীমাংসার জন্যই, উক্ত হইয়া থাকে,—

"যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

যাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম; যাঁহার অনন্ত বিভূতি, অনন্ত আকৃতি; মানুষ তাঁহার অনন্তত্বের ধারণা করিতে না পারিয়াই তাঁহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। বলে—তিনি বায়ু; বলে—তিনি অগ্নি; বলে—তিনি যম; বলে—তিনি মরুৎ; বলে—তিনি ব্যোম। কিন্তু যখন বুঝিতে পারে, তিনি সকলই—সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজমান; তখনই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। যিনি অগ্নিরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি যে ভুল দেখিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না; যিনি বায়ুরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহাও মনে করি না; যিনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রমগ্রস্ত, তাহাও মনে করি না। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বরুণ,—এ সকল তো তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ মাত্র। মহাসমুদ্র দেখিতে গিয়া যে জন বঙ্গোপসাগর দর্শন করে; তাহারও সমুদ্র-দর্শন হয়, নিঃসন্দেহ। বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইলে, ক্রমে মহাসাগরে প্রবেশের পথ তাহার পক্ষে নিকট হইয়া আসে। যে জন যত নিকটে যাইতে পারিবে, সে জন ততই তাঁহাতে লীন হইতে সমর্থ হইবে। অপিচ, জল যে বস্তু, তাহা সকল সময়ই এক ও অভিন্ন। সাগরের জল, নদীর জল, হ্রদের জল, পুষ্করিণীর জল, অথবা ঝরণার জল,—যত বিভিন্ন নামেই তাহাকে অভিহিত কর না কেন; বস্তুপক্ষে কিন্তু সে সেই জলই আছে। সেইরূপ অগ্নি বলিয়াই সম্বোধন কর, বায়ু বলিয়াই সম্বোধন কর, অথবা ইন্দ্র-মিত্র-বরুণাদি নামেই সম্বোধন কর; যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত ঐ সম্বোধন, তিনি যখন অভিন্ন,

তখন সকল সম্বোধনই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। তাই তাঁহার যে যে বিভূতি প্রকাশমান্, সেই সেই বিভূতির উপাসনার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সকল সুগম পথ ঐ সূক্ত-সমূহে সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দূরে—দূরে রহিতেছ কেন! একটু নিকটে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর; জগৎপাতা জগন্মাতা তিনি, আপনিই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। যাহারা ভেদভাবে দেখিতে চায়; বিভূতি দেখিয়া যাঁহার বিভূতি, সে কথা যাহাদের মনে না আসে; কর্ম্ম দেখিয়া যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার প্রতি যাহাদের চিত্ত ন্যস্ত না হয়; তাহাদিগের দূরত্ব ব্যবধান কদাচ ঘুচিবে না। চির-দিনই তাহারা অন্ধকারে 'হাতড়াইয়া' মরিবে; দিব্য আলোক, কদাচ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের সমাবেশে, সাধককে এক মহামিলনের কেন্দ্র-স্থলে আকর্ষণ করিতেছে। সাধক দেখিতেছেন,—অগ্নির সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, সৃষ্টের সহিত স্রষ্টার সে সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে! এই দুই সূক্তে তাহারই যেন আভাষ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তুমি যদি অগ্নি হও, আমি 'যেন বায়ুরূপে তোমার সহিত অবস্থিতি করিতে পারি।' বলা হইয়াছে,—'আমার সেই জ্ঞান সেই ধ্যান আসুক,—বায়ুর মধ্যে যেমন অগ্নি এবং অগ্নির মধ্যে যেমন বায়ু অবস্থিত, আমি যেন সেইরূপভাবে তোমাতে আমার অস্তিত্ব-মিশাইতে পারি। সর্ব্বময়কে সর্ব্বপদার্থে নিত্য-বিদ্যমান দেখিতে দেখিতে, আমি যেন তাঁহাতেই সম্মিলিত হইয়া যাই।

বায়বীয়-সূক্তের আর এক লক্ষ্য—'যোগ' বলিয়া মনে হয়। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম—যোগ। উহা বায়ুর কার্য্য। বায়ুর গতি রোধ করিতে না পারিলে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভব হয় না। সেইজন্যই যোগ ও যোগাঙ্গের অবতারণা। যোগবলে, প্রাণবায়ু প্রভৃতির নিরোধের ফলে, পরম তত্ত্ব অধিগত হয়। সে পক্ষে বায়বীয়-সূক্তকে যোগ-সাধনার মূলীভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বায়ু—জীবের জীবন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে, জীবের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। আবার অবিশ্রাম অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার জন্য শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ হিসাবে, বায়ু যেমন দেহীর প্রাণ-ধারণের মূলীভূত, তেমনি উহা আবার দেহের ক্ষয়ের কারণ। এই ক্ষয়-নিবারণ জন্য, দেহ-মধ্যে বায়ু বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে, বায়ু-নিরোধ করা বিধেয়। বায়ু-নিরোধ করিতে পারিলে, সেই ক্ষয় নিবারণ সম্ভবপর হয়। একমাত্র যোগাভ্যাস ভিন্ন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া রোধ করা সুকঠিন। যোগক্রিয়া-সাহায্যে দেহ-মধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, দেহের ক্ষয় নিবারিত হয়। এইরূপে বায়ুনিরোধের ফলে, যোগাভ্যাস দ্বারা, যোগসিদ্ধ যোগিগণ, সহস্র সহস্র বর্ষাধিক পরমায়ু লাভ করিয়া গিয়াছেন। বায়বীয়-সূক্তে, সেই বায়ু-নিরোধের বিষয়—সেই যোগের প্রসঙ্গ—বিবৃত হইয়াছে।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন—যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। "সংযোগং যোগ-মিত্যাহুর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।" বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মতে,—"যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তো বা।" যোগ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন। আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন-জন্য, প্রেমময় সচ্চিদানন্দ বিশ্বপ্রেমিকের সহিত তৃণতুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন-

উদ্দেশ্যে, যোগ-সাধনার প্রয়োজন। এই বায়বীয় সূক্তের তাহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। বায়বীয়-সূক্তে বলা হইয়াছে,—যিনি প্রাণবায়ুরূপে তোমার দেহে নিত্য-বিরাজিত, তাঁহাকে পবিত্র প্রেমের বন্ধনে—প্রীতির শৃঙ্খলে তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর; হৃদয়-সিংহাসনে প্রেমময়কে বসাইয়া, প্রেমভক্তির দিব্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। এইরূপে তাঁহাকে হৃদিমধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই তোমার যোগ-সাধনা সার্থক হইবে; আর সেইরূপ সাধনার ফলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে;—মোক্ষ অধিগত হইবে।'

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
বায়ুর্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য বায়বীয়সূক্তস্য প্রাতঃ-
সবনে বৈশ্বদেবগ্রহাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

**বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।**

**তেষাং পাহি শ্রুধী হবং ॥ ১ ॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বায়ো। ইতি। আ। য়াহি। দর্শত। ইমে। সোমাঃ। অরংহকৃতা।

তেষাং। পাহি। শ্রুধি। হবং ॥ ১ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দর্শত' (প্রিয়দর্শন) 'বায়ো' (হে পবনদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ) ত্বমিতিশেষঃ; 'ইমে' (এতে) 'সোমাঃ' (সোমসুধাঃ, ভক্তিরসামৃতাঃ) 'অরংকৃতাঃ (অলঙ্কৃতাঃ, বিশুদ্ধীকৃতাঃ) 'তেষাং' (তান্) 'পাহি' (পিব) 'হবং' (অস্মাকং হবং, আহ্বানং প্রার্থনাঞ্চ) 'শ্রুধী' (শৃণু)। হে দেব! অস্মাকং ভক্তিং গৃহাণ, প্রার্থনাঞ্চ শৃণু ইতি ভাবঃ। (১ম—২সূ—১ঋ।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। সোমসুধা সজ্জীকৃত (বিশুদ্ধীকৃত) হইয়া রহিয়াছে। সোমসুধা (ভক্তিসুধা) আপনি পান করুন; (আমাদের যজ্ঞ উপহার গ্রহণ করুন); আর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (১ম—২সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দর্শত দর্শনীয় বায়ো কর্ম্মণ্যেতস্মিন্নায়াহি আগচ্ছ। ত্বদর্থমিমে সোমা অরংকৃতাঃ। অভিষবাদিসংস্কারোহলঙ্কারঃ। তেষাং। তান্ সোমান্। যদ্বা তেষামেকদেশমিত্যধ্যাহারঃ। পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিবেত্যর্থঃ। তৎপানার্থং হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু। অত্র যাস্কঃ। বায়বায়াহি দর্শনীয়েমে সোমা অরংকৃতা অলঙ্কৃতাস্তেষাং পিব শৃণু নো হ্বানং। নি০ ১০।২। ইতি॥

দর্শতেত্যত্র ভূমৃদৃশীত্যাদিসূত্রেণ। উ০ ৩।১০৯। অতচ্ প্রত্যয় ঔণাদিকঃ। চিত্বাদন্তো-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় বায়ুদেব! তুমি এই কর্ম্মে আগমন কর। তোমার নিমিত্তই এই সোম-যজ্ঞ-সকল অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। অভিষবাদি সংস্কারই এই যজ্ঞের অলঙ্কার। সেই অলঙ্কৃত সোমরস তুমি পান কর। অথবা সেই (অভিষবাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত) যজ্ঞ-সকলের এক ভাগ পান কর; অর্থাৎ স্বকীয় অংশই পান কর। সেই সোমরস পান করিবার জন্য আমরা তোমাকে যে আহ্বান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক, এই ঋকটীর ব্যাখ্যা এইরূপে করিয়াছেন,—হে দর্শনীয় বায়ো, তুমি আগমন কর। এই সোমসকল অলঙ্কৃত রহিয়াছে, তন্মধ্যে তুমি তোমার অংশ পান কর! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর (নি০ ১০।২ ইতি)॥

"দর্শত" এই পদটীর ভূমৃদৃশি (উং ৩।১০৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ঔণাদিক অতচ্

দাত্তস্যামন্ত্রিতানুদাত্তত্বং। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা। উং ১।১৩৮। মন্‌প্রত্যয়ান্তস্য সোম-শব্দস্য নিৎস্বরঃ। অলমিত্যত্র ছান্দসো রেফাদেশঃ। অরংকৃতশব্দে সমাসান্তোদাত্তত্বং। পাং ৬।১।২২৭। বাধিত্বাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরপ্রাপ্তৌ। পাং ৬।২।২। ভূষণেঽলং পাং১।৪ ৬৪। ইত্যলংশব্দস্য গতিসংজ্ঞায়াং গতিকারকেত্যাদিনা। পাং ৬।২।১৩৯। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন গতিরনন্তরঃ। পাং৬।২।৪৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নিপাতত্বাদলং-শব্দ আদ্যুদাত্তঃ। পাহীত্যত্র পিবাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। পাং ৩।৪।৮৯। শ্রুধীত্যত্র শ্রুশৃণ্বি-ত্যাদিনা। পাং ৬।৪।১০২ হের্ধিভাবঃ। তিঙন্তাদুত্তরস্য নিঘাতো নাস্তি। সের্হ্যপিচ্চ। পাং ৩।৪।৮৯। ইতি পিত্বনিষেধাদনুদাত্তে নিবারিতে প্রত্যয়স্বরঃ। হবমিত্যত্র হ্বয়তি-ধাতোর্বহুলং ছন্দসি। পাং৬।১।৩৪। ইতি সম্প্রসারণে সত্যুকারান্তত্বাদৃদীদোরপ্‌। পাং৩।৩।৫৭। ইত্যপ্‌ প্রত্যয়ঃ। তস্য পিত্বাদনুদাত্তে সতি ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সংহিতায়াং শ্রুধি ইত্য-স্যান্যেষামপি দৃশ্যতে। পাং৬।৩।১৩৭। ইতি দীর্ঘঃ ॥ ১ ॥

* * *

---

প্রত্যয় করিয়া চিৎস্বরত্ব হেতু, অন্তোদাত্ত হইলেও আমন্ত্রিত, অর্থাৎ সম্বোধন নিমিত্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। "অর্ত্তিস্তুসু" (উং১।১৩৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা মন্‌ প্রত্যয়ান্ত সোম-শব্দের নিৎস্বরত্ব হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অরংকৃতঃ" এই শব্দস্থ অলং এই পদের ছান্দস-প্রযুক্ত ল-কারের স্থানে রকারাদেশ হইয়াছে। সমাসান্ত উদাত্ত স্বরকে বাধিয়া (পাং৬।১।২৭) পূর্ব্বপদ অব্যয় হেতু প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হয় (পাং৬ ২।২); কিন্তু ভূষণার্থ অলং শব্দ জন্য (পাং১।৪.৬৪) গতিসংজ্ঞাতে, "গতি-কারক" (পাং৬।২।১৩৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইলেও তাহার অপবাদক "গতিরনন্তরঃ" (পাং৬।২।৪৯) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। 'অলং' শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পাহি" এই পদটীতে ছান্দস-প্রযুক্ত পিবাদেশের অভাব হইয়াছে। "শ্রুধি" এই পদে "শ্রুশৃণু" (পাং৬ ৪ ১০২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'হি' বিভক্তির স্থানে 'ধি' হইয়াছে। "তিঙন্তের উত্তর নিঘাত নাই"—এই নিয়ম দৃষ্টে তিঙন্ত হেতু উহার নিঘাত স্বর হইল না; কিন্তু "সের্হ্যপিচ্চ" (পাং৩।৪।৮৯) এই সূত্র দ্বারা পিত্বের নিষেধ-হেতু অনুদাত্ত নিবারিত হইয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হবং" এই পদটীতে আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ' ধাতু হইতে "বহুলং ছন্দসি" (পাং৬।১।৩৪।) এই সূত্র কর্ত্তৃক সম্প্রসারণ অর্থাৎ ব-কারের স্থানে উকার হইলে পর "ঋদীদোরপ্‌" (পাং৩।৩।৫৭) এই সূত্রানুসারে অপ্‌ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পিত্ব হেতু অনুদাত্ত হইয়া ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিয়াছে। সংহিতাতে "শ্রুধি" এই পদটীর "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পাং৬।৩।১৩৭) এই সূত্র দ্বারা ই-কারের দীর্ঘ হইয়া দীর্ঘ ঈকারান্ত 'শ্রুধী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥

* * *

# প্রথম ( ১০ ) ঋকের বিশদার্থ।

—————:*:—————

এই ঋকের অর্থ সাধারণতঃ এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করা হয় যে,—যজমান যেন সোমলতার রস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া বায়ুদেবতাকে তাহা পান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সোমরস পান করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, তিনি যেন যজমানের প্রার্থনা পূরণ করেন,—ঋকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। সোমরস বলিতে মাদক-দ্রব্য-বিশেষ অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। সে হিসাবে যেন কোনও মদ্যপ-ব্যক্তিকে মাদক-দ্রব্য পান করিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার দ্বারা আপন ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। অহিন্দু বেদ-ব্যাখ্যাকারিগণ প্রায় এইরূপেই এ ঋকের অর্থ নিষ্কাষণ করিয়া গিয়াছেন। সে ব্যাখ্যানুসারে দেবতাকে ও যজমানকে উভয়কেই মাদক-দ্রব্য-ব্যবহারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করা হইয়াছে।

কিন্তু ঋকের মুখ্য অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাত্মক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দৃষ্টির অগোচর মনোরাজ্যের অধীশ্বর অদর্শন বায়ু! তুমি প্রিয়দর্শন হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হও।' মূলে ঐ যে এক 'দর্শত' শব্দ আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় না কি, তিনি তোমার আমার এ চর্ম্ম-চক্ষের দর্শনীয় নহেন! অদর্শন তিনি, যেন প্রিয়দর্শন হইয়া আসেন! দৃষ্টির অগোচর তিনি, তিনি যেন আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হন। নচেৎ, যদি তাঁহাকে সাধারণ বায়ু বলিয়াই মনে করি, তাহা হইলে মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয় না কি? বায়ুর আবার দৃশ্যমান রূপ কি? বায়ু প্রিয়দর্শন; তাহাই বা কি প্রকার! বায়ু আবার সোমরস—মাদকদ্রব্য পান করিবেন, ইহাই বা কিরূপ? অতএব বুঝিতে হইবে,—এ ঋকে সাধারণ বায়ু বা বায়ু-নামধেয় কাহাকেও আহ্বান করা হয় নাই; পরন্তু বায়ু যাঁহার এক ভাবের বিকাশ মাত্র,—শুধু বায়ু কেন, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূত যাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র,—এই ঋকে তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

'সোমাঃ অরংকৃতাঃ' (সোম অলঙ্কৃত) শব্দদ্বয়ে, সোমলতার রস—মাদক-

দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আছে না বুঝিয়া, যদি বুঝি—চন্দ্রের সুধা ক্ষরিত হইতেছে, আর তাহাতে প্রকৃতি অলঙ্কৃতা হইয়া আছেন; তাহাতে কদাচ অর্থব্যত্যয় ঘটে না। 'তেষাং পাহি' অর্থে 'তুমি সেই সুধা পান কর',—এ অর্থও আসিতে পারে; তোমার জন্য সোমলতার রস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন আছে? মাদক-দ্রব্য—সে তো সুধা নয়; সে তো গরল! গরল দিয়া কি কখনও দেবতার পূজা হয়? অতএব, বুঝা যায়, এখানে এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব। তোমার জন্য স্বর্গের সুধা সজ্জিত আছে! ক্ষুদ্র আমরা, আমরা তোমায় কি দিয়া পূজা করিব? তুমি সেই সুধা পান কর। আমাদের দেয় তোমার তুষ্টিসাধক সামগ্রী—পূজার্হ উপচার—কিছুই নাই। তুমি কেবল কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর।' এ ঋকে এই ভাবও আসিতে পারে।

ভক্ত এ ঋকে এক ভাবে বিভোর হইবেন। কবি এ ঋকে ভাব-রাজ্যের আর এক অভিনব সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিবেন। 'পূর্ণিমার প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রকৃতির প্রফুল্ল আননে হাসিরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে; চন্দ্রের সুধাধারা দিকে দিকে ঝর ঝর ঝরিতেছে; ফুলে ফলে প্রমত্ত মধুপের ঝঙ্কার উঠিয়াছে; পিককণ্ঠে কুহরণ-গীতি গীত হইতেছে; বায়ুদেবতা প্রিয়-প্রদর্শন সৌম্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি সকল সৌন্দর্য্যের আধার, প্রকৃতির এবম্ভূত প্রাণারাম স্ফূর্ত্তি-অভিব্যক্তি—কি তাঁহার আবির্ভাব-সূচনা করিতেছে না! এমন সুখের দিনে—এমন আনন্দের হিল্লোলের মাঝে, যদি তিনি না আসিবেন, তবে আর কবে আসিবেন! এমন দিনে যদি তাঁহাকে না ডাকিব, তবে আর কবে ডাকিব!' কবি এই ভাবেই ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে পারেন।

ভক্ত সাধক কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—'এস দেব! স্নিগ্ধ বায়ু-রূপে এস! তোমার বিরহে আমার প্রাণ-বায়ু যে বিগতপ্রায়! তোমার স্নিগ্ধ-হিল্লোলে, সুধাধারে, এস, তারে সঞ্জীবিত কর।' সাধক এই ভাবেই ভগবন্মহিমায় অনুপ্রাণিত হন। (১ম—২সূ—১ঋ)।

—*—

## দ্বিতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্। )

**বায় উক্‌থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ।**

**সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২ ॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বায়ো। ইতি। উক্‌থেভিঃ। জরন্তে। ত্বাং। অচ্ছ। জরিতারঃ।

সুতঽসোমাঃ। অহঃঽবিদঃ ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (হে বায়ুদেব) 'সুতসোমাঃ' (সুসংস্কৃতা অভিষুতাঃ সোমাঃ, ভক্তিসুধাঃ) 'অহর্বিদঃ' (যজ্ঞকালাভিজ্ঞাঃ) 'জরিতারঃ' (স্তুতিকারকাঃ স্তোতারঃ) 'ত্বাং' (ভবন্তং) 'অচ্ছা' (লক্ষীকৃত্য অভিলক্ষ্য) 'উক্‌থেভিঃ' (বৈদিকমন্ত্রৈঃ শস্ত্রমন্ত্রৈঃ) 'জরন্তে' (স্তুবন্তি, স্তুতিং কুর্ব্বন্তি)। বয়মপি বৈদিকশস্ত্রমন্ত্রৈস্ত্বাং আহ্বায়াম ইতি ভাবঃ। (১ম—২সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! যজ্ঞকালাভিজ্ঞ স্তোতৃগণ সুসংস্কৃত সোম সহ (বিশুদ্ধা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে) বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার উদ্দেশ্যে স্তব করিতেছেন। (আমরাও সেই স্তবে আপনাকে আহ্বান করিতেছি)। (১ম—২সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ ঋত্বিগ্‌যজমানাস্ত্বামচ্ছ ত্বামভিলক্ষ্যোক্‌থেভিরাজ্যপ্রউগাদি-শস্ত্রৈর্জরন্তে স্তুবন্তি। কীদৃশাঃ। সুতসোমাঃ। অভিষুতেন সোমেনোপেতাঃ অহর্বিদঃ।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ো! স্তাবক, ঋত্বিক্, যজমান সকল, তোমার উদ্দেশ করিয়া, উক্‌থমন্ত্র-সমূহ দ্বারা (অর্থাৎ আজ্য প্রউগাদি শস্ত্র-মন্ত্র দ্বারা) স্তব করিতেছেন। সে সকল স্তবকারী কিরূপ?—না, সুতসোম (অর্থাৎ অভিষুত সোমযুক্ত) এবং অহর্ব্বিৎ।

অহং শব্দ একেনাহ্না নিষ্পাদ্যেঽগ্নিষ্টোমাদিক্রতৌ বৈদিকব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ ক্রত্বভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অর্চ্চতিগায়তীত্যাদিষু চতুশ্চত্বারিংশৎস্বর্চ্চতিকর্ম্মসু ধাতুষু জরতে হ্বয়তীতি পঠিতং। স্তুতেরপ্যর্চ্চনাবিশেষত্বাদৌচিত্যেনাত্র স্তুত্যর্থো জরতিধাতুঃ॥ অচ্ছশব্দস্য সংহিতায়াং নিপাতস্য চ। পা° ৬।৩।১৩৬। ইতি দীর্ঘঃ। সুতসোমা ইত্যত্র বহুব্রীহিত্বাৎ-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। পা° ৬।২।১। অহর্বিদ ইত্যত্র সমাসস্বরং। পা° ৬।১।২১৩। বাধিত্বা তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা। পা° ৬।২।২। দ্বিতীয়া পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা° ৬ ২।১৩৯। ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বর॥ ২॥

* * *

## দ্বিতীয় ( ১১ ) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, অধুনাতন পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ যে অর্থ নিষ্কাষণ করেন, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। কোন্ সময়ে যজ্ঞকর্ম্ম বিধেয়, তদ্বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারা বায়ুদেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের পূজার উপচার—সোমরস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ুদেবকে তাঁহারা বুঝাইতে-ছেন,—সময়োচিত সোমরস প্রস্তুত; আপনি আসিয়া উহা গ্রহণ করুন। প্রথম ঋকে যে শ্রেণীর উপাসক যে শ্রেণীর দেবতাকে সম্বোধন করেন, এ ঋকেও সেই শ্রেণীর যজমান সেই শ্রেণীর দেবতারই উপাসনা করিতেছেন। ইহাই সাধারণ বা লৌকিক অর্থ।

কিন্তু এ ঋকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। ঋকে বলা হইতেছে,—

---

অহঃ শব্দটী একদিননিষ্পাদ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে বৈদিক ব্যবহার দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে 'যজ্ঞ-কর্ম্মে অভিজ্ঞ' এই অর্থে ঋত্বিকাদিকেই জানিতে হইবে। অথবা যাঁহারা যজ্ঞের কালাকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই অহর্ব্বিৎ। "অর্চ্চতি গায়তি" ইত্যাদি চুয়াল্লিশ প্রকার অর্চ্চনার্থ ধাতুর মধ্যে "জরতে হ্বয়তি" এই ধাতুদ্বয় পঠিত হইয়াছে। স্তুতির অর্চ্চনা-বিশেষ অর্থ হওয়া উচিত বলিয়াই, এস্থলে জরতি ( জ ) ধাতুও স্তুত্যর্থ হইয়াছে। 'অচ্ছ' শব্দের "নিপাতস্যচ" ( পা° ৬।৩।১৩৬ )—এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "সুতসোমাঃ"—এই পদ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অহর্বিদ" এই পদে সমাসস্বরকে বাধিয়া ( পা° ৬।১।২১৩ ) ''তৎপুরুষে তুল্যার্থ" ( পা° ৬।২।২ ) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্তিতেও "গতিকারকোপপদাৎকৃৎ" ( পা° ৬।২।১৩৯ ) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ২॥

* * *

'হে বায়ুদেব! যাঁহারা 'অহর্বিদ' এবং 'সুতসোম' তাঁহারাই 'উক্‌থ' মন্ত্র দ্বারা আপনার স্তব করেন। আর তাঁহাদের নিকটই আপনার সোম-পানেচ্ছা-মূলক বাক্য (পরবর্ত্তী ঋকের অর্থানুসারে) উপস্থিত হয়।' অর্থাৎ,—যে-কোনও জন উক্‌থ-মন্ত্রে আপনার স্তব করিতে সমর্থ নহে; অপিচ, যাহার-তাহার কর্ণে আপনার যে বাক্য, তাহা পৌঁছে না। উক্‌থ মন্ত্রে কে আপনার স্তব করিতে পারে? স্তব করিতে পারে—যে অহর্বিদ, আর যে সুতসোম। 'অহর্বিদ' শব্দে বুঝি,—কালাকাল বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তাহা হইতেই অর্থ হয়—যিনি যজ্ঞকাল-বিষয়ে অভিজ্ঞ। অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই আপনাকে উক্‌থ মন্ত্রে স্তব করিতে পারেন। কালের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তাঁহার কি কিছু অবিদিত থাকে? তিনি আপনাকে ডাকিতে সমর্থ হইবেন না তো কে ডাকিতে সমর্থ হইবে! কাল তো আপনারই রূপ! কালরূপে তো আপনিই বিরাজমান্। সুতরাং কাল-তত্ত্ব যে বুঝিয়াছে, সেই তো আপনাকে বুঝিয়াছে! সেই তো আপনাকে চিনিয়াছে! তাহার পূজা তো আপনার উদ্দেশে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে! আপনার বাক্য কেন-না তাহার শ্রুতি-গোচর হইবে? সেই যে অহর্বিদ, তিনি আবার সুতসোম। 'সুতসোম' শব্দে 'সুসংস্কৃত সোমরস' অর্থ নিষ্পন্ন না করিয়া অন্য অর্থও নিষ্কাষণ করা যায় না কি? সুত—সম্বন্ধ, সোম—অমৃত। যিনি অমৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তিনিই 'সুতসোম'। যিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা বলি—তিনিই 'সুতসোম।' সেই অমৃতের রসাস্বাদনকারী ভগদ্ভাববিভোর সাধক ভিন্ন কাহার মন্ত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে? আর সেই অমৃতপায়ী অমর কালতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন কে তাঁহার বাণী শুনিতে পাইবে? তাই বলি, ঋকে মাদক-দ্রব্যরূপ সোমরস প্রস্তুতের কথা বলা হয় নাই। সোমরস পান করিবার জন্য বায়ুদেব যে যজমানের গৃহে আসিতেছেন, সে কথাও তিনি বলিয়া পাঠান নাই। এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞের বিষয়, এ আধ্যাত্মিক সুধা-পানের বিষয়, অজ্ঞ জন বুঝিতে পারিবে না-বলিয়াই ঋষিগণ তাহাদিগকে অন্য পথ দিয়া সত্যের আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন মাত্র। অথবা, ভাববিভোর সাধক তন্ময় হইয়া দেখিতেছেন,—দেবতা যেন তাঁহার নিকট ভক্তি-সুধার

প্রার্থী হইয়াছেন। সাধক এই ভাব অনুভব করিতেছেন, আর তিনি অধিকতর ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। (১ম—২সূ—২ঋ)।

—•—

## বেদে 'সোম'। *

### [ বায়বীয়-সূক্তে সোম-প্রসঙ্গ। ]

বেদে 'সোম' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বহুকাল হইতে বহু গবেষণা চলিয়াছে। যাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি, যাঁহার যেরূপ আচার-প্রকৃতি, তিনি 'সোম' শব্দের সেইরূপ অর্থ-নিষ্কাষণে পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

বেদের 'সোম' শব্দে পরিদৃশ্যমান্ বাস্তব সামগ্রী কিছু অধ্যাহৃত হয় কি না, তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। ভাষায় এমন অনেক শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা কেবল ভাবমূলক; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধ হয় না। অনুভাবনার বিষয়ীভূত, জ্ঞানের অধিগম্য যে সকল শব্দ আছে, তাহাতে রূপগুণের ও পদার্থান্তরের আরোপ করিলে, ভ্রান্তিই আনয়ন করে,—বস্তুপক্ষে কোনও সত্য-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় না। শব্দ—'ব্রহ্ম'। শব্দ—'আমি'। শব্দ—'জ্ঞান'। সংসারে এমন কোনও সামগ্রী নাই, যদ্দ্বারা ঐ তিনের স্বরূপ বুঝান যাইতে পারে। এ সকল শব্দ ধারণার সামগ্রী,—বস্তু-সাহায্যে বুঝাইতে গেলে প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। বস্তুপক্ষে বিষয়টী বুঝাইতে হইলে, অনেক স্থলে উপমার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে স্বরূপ প্রকাশ না পাইয়া, উপমান-সামগ্রী উপমেয়-বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা হীন হইয়া আসে। যদি বলি,—ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ; তাহাতে ব্রহ্মের সীমাবদ্ধ এক অংশ মাত্র বুঝা যায়। যাঁহারা সেই উপমাকে সার বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা ব্রহ্মপক্ষে জ্যোতির পশ্চাতেই ঘুরিয়া থাকেন। সমষ্টিজ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে কদাচ সম্ভব নহে।

'সোম'-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। 'সোম'—পরিদৃশ্যমান্ সামগ্রী নহে। 'সোম' বলিতে 'বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অংশ'। অগ্নিমুখে সুসংস্কৃত অভিষুত হইয়া যজ্ঞহবির যে শুদ্ধসত্ত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া থাকে, তাহাই 'সোম'। অন্তর্নিহিত যে বিশুদ্ধা-ভক্তি, তাহাই 'সোম'। ক্লেদ-পরিশূন্য আবিল্যরহিত যে জ্ঞান, তাহাই 'সোম'। সোমকে আশ্রয় করিয়া, ভগবৎসমীপে উপনীত হইতে হয়; সেই জন্যই কোথাও হয় তো উপমায় 'সোম' লতারূপে বর্ণিত হইয়াছে; অথবা, ভগবানের সহিত সম্মিলন-সম্বন্ধে সোম-বিষয়ক নানা উপমার ও রূপকের সৃষ্টি হইয়া আছে। ভ্রান্ত জন, উপমাকে বা অলঙ্কারকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিয়া, অর্থব্যত্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন; হিতে বিপরীত ফলই সংঘটিত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, এখানে 'সোম' বলিতে আমরা বেদের 'সোম' শব্দই লক্ষ্য করিতেছি। নচেৎ, 'সোম' নামে যে কোনও লতা বা উদ্ভিদ ছিল না, এমন কথা আমরা বলি না। কেন-না, আমরাও জানি, মহর্ষি চরক তদীয় সংহিতার 'চিকিৎসিত স্থানং' অংশে কি লিখিয়া

* পূর্ব্বোক্ত তিনটী ঋকে এবং পরবর্ত্তী বহু ঋকে সোম-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য এখানে 'সোম'-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

গিয়াছেন ;—"সোমনামোষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ" ; অর্থাৎ, "সোম-নামক ওষধিরাজ পঞ্চদশ-পত্র-বিশিষ্ট, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের এক এক কলা যেমন বৃদ্ধি পায়, উহার এক এক পত্র সেইরূপ উৎপন্ন হইতে থাকে ; আর কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় প্রত্যহ এক একটী করিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে।" কিন্তু সে লতা এখন সংসারে আছে কি ? 'সোম কি'—জনসাধারণ সহসা তাহা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, অথচ যজ্ঞকর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তি উন্মেষ আবশ্যক বুঝিয়া, হয় তো কোনও কালে ঐ সোমলতার সহিত বেদের সোমের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছিল। তাহাতে ক্রমে একের দেহে অন্যের মস্তক সংযোজিত হইয়া পড়িয়াছে। সে পদার্থ মাদকগুণবিশিষ্ট ছিল,—ইহাই এখন সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

সোম বলিতে এখন 'অশ্বডিম্ববৎ' এক কল্পিত-পদার্থের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয়। এখন সোম লইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে সদাই বিচার-বিতর্ক চলে। সুতরাং তাঁহাদের মতও সঙ্ক্ষেপে নিম্নে সঙ্কলিত হইতেছে। যথা,—

প্রাচীন আর্য্যগণের দেবোপাসনার বিবিধ উপকরণ-সামগ্রীর মধ্যে সোমরসের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলে বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি বায়ু-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া (পাশ্চাত্যের প্রবর্ত্তিত অর্থের অনুসরণে) বলিতেছেন,—'হে সোমগুণবর্ণনাকারী বায়ো! আপনি সোমরস পান করিবেন বলিয়া অনেক যজমানকে বলিয়া থাকেন।' (২য় সূক্ত, ২য় ঋক্)। তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় হইতে অষ্টম ঋক্, অভিষবযুক্ত সোম দ্বারা ইন্দ্রদেবের উপাসনায় বিনিযুক্ত। এ স্থলেও মধুচ্ছন্দা ঋষি হোতৃরূপে অধিষ্ঠিত। সোমরস ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়-বস্তু বলিয়া চতুর্থ সূক্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রচার এই যে,—সোমলতা পাহাড়ে জন্মিত। ঋত্বিজেরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সোমলতা আহরণ করিতেন। পাষাণে উহার কণ্ডনকার্য্য সম্পন্ন হইলে, উহা হইতে রস নির্গত হইত। তৎপরে একটী পাত্রে রস ছাঁকিয়া ঋষিগণ পবিত্র যজ্ঞ-পাত্রে রাখিতেন এবং যথাকালে যথারীতি দেবতাগণকে অর্পণ করিতেন। প্রাতঃ-সবন, মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় সবন—যজ্ঞত্রয়ে সোমরস বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। সোমরস আর্য্য-ঋষিগণের অত্যন্ত প্রীতির বস্তু ছিল। তাঁহাদের সোমরস প্রস্তুত-করণের বৈদিক নাম—'সোমাভিষব' বা 'সোমকণ্ডন'। উদূখল ও মুষলে সোমলতা কণ্ডন করা হইত। তাই, অনেকে মনে করেন, আর্য্যগণের প্রিয়-বস্তু সোম-কণ্ডন হইত বলিয়াই উদূখল ও মুষল দেবতার ন্যায় পূজার সামগ্রী হইয়াছে।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা 'এসিডো এস্‌লেপিয়স' (Acedo Asclepias) নামে অভিহিত। উহা একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষ-বিশেষ। ঔষধরূপেই কেবলমাত্র উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ আবার উহাকে 'সেমিটিয়া জিনিয়া' (Semitia Genia) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরন্তু সোমলতা বলিতে ভেষজগুণসম্পন্ন কোনও বৃক্ষ-বিশেষকে বুঝাইত, কি তদ্রূপ-গুণবিশিষ্ট কোনও এক-শ্রেণীর বৃক্ষ-সমষ্টি নির্দ্দিষ্ট হইত, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সোমলতা বলিতে যদি বৃক্ষ-বিশেষকে

বুঝায়, তাহা হইলে বোধ হয়, সোমলতা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; অথবা, তৎসদৃশ কোনও লতা বা বৃক্ষ অধুনা দৃষ্ট হয় না।

তবে ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের আদিবাসের যুক্তি সমর্থন করিতে গিয়া, বেদের কয়েকটী সূক্তের অর্থান্তরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'সোমলতা হিমালয়ের উত্তরে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বত-সমূহে উৎপন্ন হইত। অসভ্য বর্ব্বরগণ উহা ভারতে আনয়ন করিয়াছিল।'* তিনি আরও বলিয়াছেন,—'মধ্য-এসিয়ায় সোমলতা উৎপন্ন হইত। সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষাভাষী যে সকল ব্যক্তি পরবর্ত্তিকালে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য-এসিয়ায়ই বাস করিতেন।'

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সোমলতাকে মাদকগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে, সোমরস সুরা-বিশেষ। তাঁহারা বলেন,—'নেশা করিবার উদ্দেশ্যে আর্য্য ঋষিগণ সোমরস পান করিতেন।' বেদে এবং পারসীকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থে সোমলতা সম্বন্ধে যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতেও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অমূলক ও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। জেন্দ-আভেস্তার অনুবাদক ডারমেষ্টেটর, সোমলতা (হোম) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'সোমলতা বৃক্ষবল্লরীর প্রাণস্থানীয়।' জেন্দ-আভেস্তায় উহা সর্ব্বরোগনাশক বলিয়া অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের মতে,—'সোমলতা অমরত্ব-বিধায়ক। মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারে সোমলতার (হোমের) অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াই জোরওয়াষ্ট্রিয়ানগণ পুনর্জ্জন্মে আস্থাবান হইয়াছেন।' † ডক্টর স্পিগেল এবং ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাই স্থির করিয়াছেন,—'বেদে যাহা সোম বলিয়া উল্লিখিত এবং জেন্দ আভেস্তায় যাহা হোম নামে পরিচিত, বাইবেলে তাহাই 'ট্রি-অব লাইফ' বা জীবন-সঞ্চারক বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত।' ম্যাডাম ব্লাভাস্কিও মুক্তকণ্ঠে ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন,—'বেদের সোম এবং বাইবেলের 'ট্রি-অব-নলেজ' উভয়ই এক।' ‡

এদিকে আবার পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী কোনও কোনও পণ্ডিত সোমলতাকে আধুনিক পূতিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূতিকার সাধারণ নাম—পুঁই শাক। পণ্ডিতগণ বলেন,—পুঁই শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে, সোমলতারও তাহাই ছিল। উহা সোমতন্তু নামে অভিহিত হইত। এতদুক্তির সমর্থন-ব্যপদেশে এতদ্দেশীয় কোনও পণ্ডিত একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। কতিপয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে তিনি একদা কলিকাতার সন্নিহিত বেলগেছিয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় বনিয়ালালবাবাজি নামক কোনও এক পার্ব্বত্য সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রসঙ্গক্রমে সোম-

---

* Max Muller in the *Academy*.

† "* * * Hoama tree might remind us of the tree of life, considering that Hoama, as well as the Indian Som, was supposed to give immortality to those who drank its juice."—*Chips from German Workshop*, Vol. 1. by Max Muller.

‡ "Plainly speaking Som is the fruit of the Tree of Knowledge forbidden by the Jealous Elohim to Adam and Eve or *Yahir* lest man should become as one of us"—M. Elavatsky, *Secret Doctrine*, Vol. II.

লতার বিষয় উত্থাপিত হইলে. সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে এক প্রকার লতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—'উহা পুঁই শাক না হইলেও, পুঁই শাকের সহিত উহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। উহার স্বাদ ঈষৎ অম্লমধুর।' পণ্ডিতপ্রবর ঐ লতার একটী, বিলাতের হুটিনবিড কোম্পানির নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন,—উহা বৈদিক-কালের সোমলতা। মার্টিন হোগ তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন,—তিনি বোম্বাই নগরের জনৈক বৈদিক পুরোহিতের প্রস্তুত সোমরস পান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সোমরস তিক্ত ও ঝাল। এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিত-গণের আর এক যুক্তি,—ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এবং মীমাংসা-শাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পূতিকা (পুঁই শাক) বিহিত আছে; যথা,—"সোমাভাবে পূতিকামভিষুনুয়াৎ।"

অনেকের বিশ্বাস—সোমলতা এক্ষণে আর পৃথিবীতে জন্মে না। সংসারে কলির প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে উহা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় এতদুক্তির সমর্থন দৃষ্ট হয়। "ভারতীয় গ্রন্থাবলীর" উপক্রমণিকায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—অনুমানে নির্ভর করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সোমলতা সম্বন্ধে নানা ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন,—শর্করা এবং যবচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ সোমরস দ্বারা এক প্রকার সুপেয় মাদকশক্তিবিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা বলেন,—হিমালয়ের উত্তরে সোমলতা জন্মিত; আর্য্য ঋষিগণ উহা ভারতে আনয়ন করিতেন। কাহারও কাহাও মতে, পারসীকগণ যাহাকে 'হোম' কহেন, সে সোমলতা তাঁহারা ভারত হইতে ঘিলেট, মাজেন্দারান এবং যেজ্‌দ প্রভৃতি স্থানে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে আনয়ন করিতেন। কেহ বা 'সোমকে' ভাং (সিদ্ধি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দেবোদ্দেশে হুত 'সোম' যে বাস্তব কোনও পদার্থ নহে, উহা যে প্রাণের সামগ্রী, পুরাণ-প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয়। পুরাণে 'ত্রিত' ঋষির উপাখ্যান আছে। দৈবক্রমে তিনি কূপমধ্যে নিপতিত হন। সেই কূপের মধ্যে তদবস্থায়ই তিনি বৈদিক নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেখানে সোম ছিল না, সরস্বতী নদী ছিল না, অগ্নি বা আহবনীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না। অথচ তিনি সেই কূপমধ্যেই সোমযাগ সম্পন্ন করেন। ফলে দেবতাগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং ঋষি কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। 'সোম' যে কি বস্তু, ইহাতে স্বতঃই উপলব্ধ হয়। সোম—প্রাণের সামগ্রী—জ্ঞান-স্বরূপ। ঋষি অন্ধকারে নিপতিত হইয়াছিলেন; সোমযজ্ঞ-প্রভাবে জ্ঞানস্ফূর্ত্তিতে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

এখনও আমরা পূজাহ্নিকের সময় পুষ্করিণীতে অবগাহন-কালে তীর্থ-সমূহকে এবং গঙ্গাযমুনাদিকে আমনন করিয়া থাকি। বাস্তবপক্ষে তীর্থ্যাদি সেই পুষ্করিণীতে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের স্মৃতিতে বা জ্ঞানে তাঁহাদের সংশ্রব সূচিত হয়। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংশ্রবই সোমাভিষব মনে করিতে হইবে। সোম সম্বন্ধে অন্য কোনও অবান্তর পদার্থ মনে করা সঙ্গত নহে। অতঃপর যেখানে যে ভাবে 'সোম' শব্দ উপমা-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা তত্তৎস্থলে আবশ্যকমতে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিব।

* * *

## তৃতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে।

উরূচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

বায়ো ইতি। তব। প্রপৃঞ্চতী। ধেনা। জিগাতি। দাশুষে।

উরূচী। সোমऽপীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

### অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

বায়ো ( হে বায়ুদেব ) প্রপৃঞ্চতী (প্রকর্ষেণ সোমগুণং কথয়ন্তী, সোমগুণান্ বর্ণয়ন্তী) উরূচী ( সোমযাজিনে বহুশঃ প্রশংসন্তী সতী বিস্তৃতা, বহুভ্যো যজমানেভ্যঃ প্রযুক্তা ) তব ( ভবতঃ ) ধেনা ( বাক্যং ) সোমপীতয়ে ( সোমপানার্থং ) ভক্তিসুধাগ্রহণার্থং ) দাশুষে ( সোমদানাধিকারিণে যজমানায় ) জিগাতি ( গচ্ছতি )। এতস্মাদৃচি সাধকেন ভগবতো ভক্তিসুধাগ্রহণেচ্ছানুভূয়ত ইতি ভাবঃ। ( ১ম—২সূ—৩ঋ )।

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব, সোমসম্বন্ধযুক্ত বহুজন-প্রশংসিত আপনার বাক্য, আপনার সোমপানেচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য, যজমানের নিকট গমন করে। ( 'তোমার হৃদয়ে ভক্তি-সুধা সঞ্জাত হউক'—সাধক যেন দেবতার সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে অনুভব করিতেছেন।) ( ১ম—২সূ—৩ঋ )।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো তব ধেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে দাশ্বাংসং দত্তবন্তং যজমানং জিগাতি গচ্ছতি। হে যজমান ত্বয়া দত্তং সোমং পাস্যামীত্যেবং বায়ুর্ব্রূত ইত্যর্থঃ। কীদৃশী ধেনা। প্রপৃঞ্চতী। প্রকর্ষেণ সোমসম্পর্কং কুর্ব্বন্তী সোমগুণং বর্ণয়ন্তী ইত্যর্থঃ। উরূচী। উরূন্ বহূন্ যজমানান্ গচ্ছন্তি; যে যে সোমযাজিনস্তান্ সর্ব্বান্ বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ॥

প্রপৃঞ্চতীত্যত্র শতুরনুমঃ। পা০৬।১।১৭। ইতি ঙীবুদাত্তঃ। শ্লোকোধারেত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্নামসু গণো ধেনাগ্নেতি পঠিতং। বর্ত্ততেঽয়ত ইত্যাদিষু দ্বাবিংশাধিক-শতসংখ্যেষু গতিকর্ম্মসু গাতি জিগাতীতি পঠিতং। দাশুষ ইত্যত্র গত্যর্থকর্ম্মণি। পা০২।৩।১২। ইতি চতুর্থী। উরূচীত্যত্র গৌরাদিত্বেন। পা০৪।১।৪১। ঙীষি কৃতে প্রত্যয়স্বরঃ। সোমপীতয় ইত্যত্র বহুব্রীহিত্বাভাবেঽপি ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ॥ ৩॥

ঐন্দ্রবায়বতৃচে প্রথমা ঋচমাহ।

* * *

# তৃতীয় ( ১২ ) ঋকের বিশদার্থ।

সাধরণভাবে বুঝিতে গেলে মনে হয়,—'বায়ু যেন একজন সোমরস-পানে অভ্যস্ত মানুষ; তিনি যেন সোমরসের বহু গুণ-বর্ণন করিয়া থাকেন; এবং তাঁহার বাক্য যেন সোমরস-দানকারী যজমানের প্রশংসার

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ো! তোমার বাক্য, সোমপান নিমিত্ত দানকারী যজমানকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, 'হে যজমান! তোমা কর্ত্তৃক দত্ত সোমরস আমি পান করিব,'—এই কথা বায়ু বলিয়া থাকেন। তোমার সেই বাক্য কিরূপ? প্রকৃষ্টরূপে সোমসম্পর্কবর্ণনকারী; অর্থাৎ,—সোমরসের গুণকে বর্ণনা করেন; বহু যজমানের নিকট গমন করে, অর্থাৎ যাঁহারা সোমযজ্ঞকারী, সেই সকল যজমানদিগকে বর্ণনা করে।

"প্রপৃঞ্চতী" এই পদে "শতুরনুমঃ" ( পা০ ৬।১।১৭৩ ) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শ্লোকঃ ধার" ইত্যাদি সাতান্নটী বাঙ্নামের মধ্যে "গনো ধেনাগ্না" ইত্যাদি শব্দ ( যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থে ) পঠিত হইয়াছে। অতএব ধেনা শব্দের অর্থ—বাক্য। "বর্ত্ততে অয়তে" ইত্যাদি এক শত বাইশটি গত্যর্থ ধাতুর মধ্যে "গাতি", "জিগাতি" এই ক্রিয়াপদদ্বয় পঠিত আছে। সুতরাং "জিগাতি" এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন। "দাশুষে" এই পদটীতে "গত্যর্থকর্ম্মণি" ( পা০২।৩।১২ ) এই সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। "উরূচী" এই পদটী ( পা০৪।১।৪১ ) গৌরাদিত্ব হেতু ঙীষ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" এই পদটীতে বহুব্রীহি সমাসের অভাব হইলেও ব্যত্যয়ের দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৩॥

ঐন্দ্রবায়বতৃচে প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়; আর তিনি যেন সোমরস পানের আকাঙ্ক্ষা সকলকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।'

তন্ত্রমতের পঞ্চ-মকার-উপাসনার বিকৃতিতে যে ব্যভিচার-স্রোত দেশ-মধ্যে প্রবাহিত হয়, ঋকের পূর্ব্ব-রূপ ব্যাখ্যায়, কদর্থকারিগণ অনেকাংশে সেই ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা তন্ত্রের পঞ্চ-ম-কার সাধনার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, বায়ু-দেবতার উদ্দেশে সোম-দান কি গভীর অর্থমূলক! এতৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রথমে তন্ত্রের পঞ্চ-মকার-তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই বায়ু-দেবতার সোম-পানের তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে।

তন্ত্রের পঞ্চ-ম-কার সম্বন্ধে এক-শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেন যে, মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চবিধ সামগ্রীই তন্ত্রের পঞ্চ-ম-কার—"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।" কিন্তু প্রকৃত কি তাই? তন্ত্র তাহা বলেন না। কুলার্ণব-তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ঐরূপ ব্যাখ্যাকারের প্রতি কি বিদ্রূপ-বাণই বর্ষণ করা হইয়াছে! তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কুলার্ণব-তন্ত্র বিদ্রূপের স্বরে কহিতেছেন,—

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ।
মদ্যপানারতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥"

'মদ্যপান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপানরত পাষণ্ডগণ সকলেই তো সিদ্ধিলাভ করিয়াছে! মাংসভক্ষণ-মাত্রেই যদি সদ্গতি লাভ হইত, তাহা হইলে মাংসাশী ব্যক্তিমাত্রেই তো পুণ্যভাগী হইতে পারিত! স্ত্রীসম্ভোগেই যদি মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে জগতের সকল জীব-জন্তুই তো স্ত্রী-সম্ভোগ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারিত!' কিন্তু তাহাই কি সত্য? কখনও নহে! তন্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ ভ্রান্ত-পথে প্রধাবিত হয়। নচেৎ, তন্ত্রের মধ্যে যে গভীর যোগ-তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার গূঢ়-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে

পারিলেই ইষ্টলাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। * যে পঞ্চ-ম-কারের দোহাই দিয়া তান্ত্রিকগণ যথেচ্ছাচারী ব্যভিচার-পরায়ণ হন, সেই পঞ্চ-ম-কারের প্রকৃত অর্থ সাধকগণ কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—নিম্নে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। পঞ্চ-ম-কারের প্রথম তত্ত্ব—মদ্যপান। কিন্তু সে মদ্যপান অর্থ—সাধারণ মদ্যপান নহে। সে মদ্য—ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সহস্রকমলদলবিনির্গত সুধাধারা-পানে সাধকের যে মত্ততা, সে মদ্য-পানে সেই মত্ততাই বুঝাইয়া থাকে। 'আগমসারে' লিখিত আছে,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

পঞ্চ-ম-কারের দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংসভোজনও সাধারণ মাংসভোজন নহে। তাহার গূঢ় অর্থ,—মা=রসনা+অংশ; অর্থাৎ রসনার অংশ—বাক্য; মাংসভক্ষণ—বাক্যরোধ বা মৌনাবলম্বন। তন্ত্র-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মা শব্দাদ্রসনাজ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ে।
সদা চ ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

সে হিসাবে, রসনাভক্ষণ বা জিহ্বা-সঙ্কোচনাদি দ্বারা সাধকের যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হয়,—মাংসভক্ষণ অর্থে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। পঞ্চ-ম-কারের তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য। সাধকের মৎস্য-ভক্ষণ অর্থ—কুম্ভক-যোগ—নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ। পঞ্চ-ম-কারের চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা। মুদ্রা-ভক্ষণ অর্থ—আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা, ক্রোধ—এই অষ্ট-মুদ্রাকে আয়ত্ত করা;—ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তৎসমুদয়কে প্র-সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা। তন্ত্র-শাস্ত্রে এইরূপে সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; যথা,—

"আশাতৃষ্ণাজুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ।
ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরস্কৃতি নঃ জপাচ্যমানঃ সমন্তাৎ॥"

পঞ্চ-ম-কারের পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন। এই মৈথুন অর্থ—রমণী-সেবা নহে, ব্যভিচার নহে, উচ্ছৃঙ্খলা নহে, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলন নহে। ইহার গূঢ় অর্থ—জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ;—ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সহস্রারের বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলন। তদ্বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের উক্তি,—

"সহস্রারোপরিবিন্দৌ কুণ্ডলাৎ মিলনাৎ শিবে।
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতিনং পরিকীর্ত্তিতং॥"

---

* জ্ঞান-সঙ্কলিনী, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ব্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিত আছে।

ইহার অধিক প্রগাঢ় যোগাভ্যাস—ইহার অধিক প্রকৃষ্টতর চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ, আর কি হইতে পারে? সাত্ত্বিকভাবে পঞ্চ-ম-কার সাধনা করিতে পারিলে, সাধক ব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হন! তন্ত্র-শাস্ত্রের আর এক গূঢ় লক্ষ্য—পরীক্ষার তুষানল। সংসারের মধ্যে সহস্র প্রলোভনে পরিবৃত হইয়া কিরূপে নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দেওয়াও তন্ত্রশাস্ত্রের এক মহান্ উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, যে তন্ত্র-শাস্ত্র—কঠোর যোগ-শাস্ত্র, যে তন্ত্র-সাধনা—কঠোর যোগ সাধনা, কদর্থকারিগণ সেই তন্ত্রকেই কিনা মানুষ মদ্যাদি-পানের প্রশ্রয়দাতা ও প্রবর্ত্তনামূলক বলিয়া প্রচার করে!

সোম-সম্বন্ধেও ঐরূপ বিকৃত অর্থ ঘটিয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে সোমধারা ক্ষরিত হয়। এ সোম শব্দে সেই সোমধারাকেই বুঝাইতেছে। যখন সাধকের মনোমধুকর শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধু-পানে মত্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়ের সেই তন্ময় অবস্থাকেই 'সুতসোম' অবস্থা বলিয়া মনে করি। সোম আর সুসংস্কৃত হয় কখন? তোমার আমার সম্বন্ধ যখন অবিচ্ছিন্ন হয়;—উপাস্য উপাসক যখন এক হইয়া যায়। বায়ুদেবতার উদ্দেশে সোমরস প্রদান সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন স্বারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। ভাব সেই এক, কথা সেই একই; বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন শব্দে, ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলিয়া, হৃদয়ে সে ভাব বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যেই, বিভিন্ন সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন ভাবের অবতারণা। (১ম—২সূ—৩ঋ)।

---

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

**ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতং।**

**ইন্দবো বামুশন্তি হি॥ ৪॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রবায়ূ। ইতি। ইমে। সুতাঃ। উপ। প্রয়ঃভিঃ। আ। গতং।

ইন্দবঃ। বাং। উশন্তি। হি ॥ ৪ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রবায়ূ' (হে ইন্দ্রবায়ুদেবৌ) 'ইমে' (এতে) 'সোমাঃ' (সোমসুধাঃ, অস্মাকং ভক্তি-রসামৃতাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ বিদ্যন্তে সন্তি ইতি শেষঃ), 'প্রয়োভিঃ' (অন্নৈঃ সহ, গুণসাম্যৈঃ সহ) 'উপ' (অস্মাকং সমীপে) 'আগতং' (আগচ্ছতং) যুবামিতি শেষঃ। 'হি' (যস্মাৎ) 'ইন্দবঃ' (সোমাঃ বিশুদ্ধাভক্তিসুধাঃ) 'বাং' (যুবাং) 'উশন্তি' (কামনাং কুর্ব্বন্তি, কাময়ন্তি)। অত্র সাধকস্য ভগবৎসামীপ্যলাভায় প্রবলকামনা প্রকাশতে। সাধকেন সত্ত্ব-সাম্য-ভাবং কাম্যতে। (১ম—২সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়ে অন্নাদি সহ (ত্রিগুণে সাম্যস্থাপন-পূর্ব্বক) আমাদিগের নিকট অগমন করুন। সুসংস্কৃত সোম (অন্তর্নিহিতা বিশুদ্ধা ভক্তি-সুধা,) আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কামনা করিতেছে। (১ম, ২সূ, ৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতস্যা ঋচ ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয়াপুরোঽনুবাক্যারূপেন বিশেষবিনিয়োগঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ। হে ইন্দ্রবায়ূ ভবদর্থমিমে সোমাঃ সুতাঃ। অভিষুতাঃ। তস্মাদ্যুবাং প্রয়োভিরন্নৈরস্মভ্যং দাতব্যৈঃ সহোপাগতং॥ অস্মৎসমীপং প্রত্যাগচ্ছতং। হি যস্মাদিন্দবঃ সোমা বাং যুবামুশন্তি। কাময়ন্তে। তস্মাদাগমনমুচিতং॥

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয়-পুরোনুবাক্যারূপে এই ঋকের বিশেষ বিনিয়োগ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! হে বায়ো! আপনাদের নিমিত্তই এই সোমসমূহ অভিষুত হইয়াছে। সেই হেতু আপনারা উভয়ে আমাদিগকে যে অন্নদান করিবেন, সেই অন্ন-সকলের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন। যেহেতু সোম সকল আপনাদের উভয়কেই কামনা করিতেছে। সেই হেতু আপনাদের আগমন করা উচিত॥

ইন্দ্রবায়ূ শব্দস্যামন্ত্রিতাত্ত্যুদাত্তত্বং। প্রীণয়ন্তি ভোক্তৄনিতি প্রয়াংস্যন্নানি। প্রীঞ্-ধাতোরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ। পা০৩।১।২৬। অসুন্‌প্রত্যয়ে সতি নিৎস্বরঃ। গমিধাতোর্লোণ্মধ্যমপুরুষদ্বিবচনে বহুলং ছন্দসি। পা০২।৪।৭৩। ইতি শপো লুকি সত্যনুদাত্তোপদেশ। পা০৬ ৪।৩৭। ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। ততো গতমিতিভবতি। উন্দী ক্লেদন ইতি ধাতোরুন্দেরিচ্চাদঃ। উ০১।৪২। ইত্যুন্‌প্রত্যয়ঃ। আদ্যাক্ষরস্যেকারাদেশঃ। তত ইন্দুশব্দস্য নিৎস্বরঃ। সোমরসস্যদ্রবত্বাৎ ক্লেদনং সম্ভবতি। যুষ্মচ্ছব্দাদেশস্য বামিত্যেতস্যানুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদাবিত্যনুদাত্তঃ। উশন্তীত্যস্য নিঘাতে হি চ। পা০৮।১।৩৪। ইত সূত্রেণ প্রতিষিদ্ধে সতি প্রত্যয়স্বরঃ। হিশব্দস্য নিপাতস্বরঃ॥

* * *

## চতুর্থ ( ১।৩ ) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতেই এই ঋকে চতুর্ব্বিধ ভাব মনে আসিতে পারে। শরীরধারী ইন্দ্র ও বায়ুদেবতা যেন মানুষের অন্নদাতা; সোমরস দ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া যজমান অন্নাদি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ জন এই অর্থ ই উপলব্ধি করেন।

রূপক ভেদ করিয়া ইহার দ্বিতীয় অর্থ নিষ্কাষণ করা যায়। তদনুসারে

---

"ইন্দ্রবায়ূ" পদটী আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রয়োভিঃ—"প্রীণয়ন্তি ভোক্তৄন" অর্থাৎ ভোক্তৃদিগকে প্রীত করে যাহারা, এই অর্থে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ প্রীঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, প্রয়স্ শব্দের অর্থ অন্ন-সমুদয়। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ ঐ প্রীঞ্ ধাতুর উত্তর ( পা০৩।১।২৬।৩৫ ) অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া উহার নিৎস্বর হইল। অগতং—গম্ ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনে "তম্" প্রত্যয় করিয়া "বহুলং ছন্দসি" ( পা০ ২।৪৭।৩ ) এই সূত্র দ্বারা শপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়া "অনুদাত্তোপদেশ" ( পা০ ৬।৪।৩৭ ) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। এইরূপে 'গতং এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইন্দবঃ—ক্লেদনার্থ উন্দ ধাতুর "উন্দেরিচ্চাদ'ঃ' ( উং ১।১২।ই) এই সূত্র দ্বারা উণ্ প্রত্যয় এবং আদি অক্ষর অর্থাৎ উ-কারের স্থানে ই-কার আদেশ করিয়া ইন্দু শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ইন্দু ঐ শব্দের নিৎস্বর হইয়াছে। সোমরসের দ্রবত্ব-হেতু ক্লেদন সম্ভব হইয়াছে। যুস্মদ্ শব্দের স্থানে আদিষ্ট "বাং" এই পদের "অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ," এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত স্বর সিদ্ধ হইয়াছে। "উশন্তি" এই পদের "হিচ" ( পা০ ৮।১।৩৪ ) এই সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হি" এই শব্দের নিপাতস্বর হইয়াছে॥ ৪॥

* * *

ইন্দ্র বলিতে তেজকে বুঝায়, সোম শব্দে রস; এবং বায়ু সেই রসের বহন-কর্ত্তা। পৃথিবীর রস, তাপে বিশুষ্ক হইয়া বায়ু-মণ্ডলে আকৃষ্ট ও সঞ্চিত হয়। তাহা হইতে মেঘসঞ্চার ও বারিবর্ষণ ঘটে। সেই বর্ষণই অন্নাদির উৎপাদক। 'হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! সোমরস সুসংস্কৃত হইয়া আছে, তোমরা পান কর; আর তাহার ফলে আমাদের নিকটে অন্নাদি সহ আগমন কর';—এবম্প্রকার উক্তিতে তেজঃ, বায়ু ও রস—এই তিনের সংযোগে পৃথ্বীমাতা উৎপাদিকা-শক্তি প্রাপ্ত হন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। ঋকে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

অন্য অর্থ—দেহাত্ম-ভাবমূলক। যেমন জীবদেহে বায়ু পিত্ত-কফের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; ঐ তিনের একের আধিক্য হইলে যেমন অপরকে আনিয়া পরস্পরের সাম্যবিধানের চেষ্টা হয়; ইহসংসারে সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্যভাব-স্থাপন জন্যও সেইরূপ বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। ঋকে, দেহপক্ষে, বায়ুপিত্তকফ এই তিনের সাম্য-বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; অথবা, অন্তর পক্ষে, সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়ের সাম্য-সাধনের প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। যাহারা কেবল দেহধারণকেই—দেহ-রক্ষাকেই সংসারের সারভূত সুখ-সাধন বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রার্থনা জানাইতেছে,—'হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! আপনারা আমার দেহে বিদ্যমান থাকিয়া কফের প্রকোপ দূর করুন। আমার শৈত্যরূপ সোমরস, বায়ুর ও তাপের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।' অন্তিমে দেহ যখন শীতল হইয়া আসে, বায়ুর এবং উত্তাপের সঞ্চার জন্য তখন কত না প্রক্রিয়াই বিহিত হয়! বায়ুর উপাসনা, ইন্দ্রের উপাসনা,—সেই অবস্থাতেই প্রয়োজন হয় না কি?

আর মনে হয়, ঋকে বলা হইতেছে,—'হে জগজ্জীবন! রজোভাবে যে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে! তমোভাব যে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তাহাদের বিষম দ্বন্দ্বে আমি যে বিপর্য্যস্ত হইতেছি প্রভু! আমার সত্ত্বভাব তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। যতই আমার চিত্ত, রজোভাবে তমোভাবে বিভোর হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে, বিবেকবাণীরূপে উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব ততই তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা শান্ত না হইলে প্রাণ যে রক্ষা হয় না—প্রভু!'

উগ্রমূর্ত্তির—অহঙ্কারের প্রশমনই, ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান—প্রশান্তভাব ধারণ। সোম (শান্তভাব), রুদ্রভাবকে প্রশান্ত করিবার জন্য স্বতঃই প্রযত্নপর। সত্ত্বভাবের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলেই সত্ত্বের সংশ্রবে রুদ্রভাবে শান্তি আসিলেই, ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান হয়। সোম—সাত্ত্বিক ভাব—নিয়তই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে—রজোভাব ও তমোভাব আসিয়া আমাকে পান করুক অর্থাৎ আমার সহিত মিশিয়া স্নিগ্ধতা লাভ করুক। সে স্নিগ্ধতা ভিন্ন—সে সাম্যভাব ভিন্ন, তোমার সহিত কেমন করিয়া মিলিব, প্রভু! জ্বালামালাই বা শান্ত হইবে কি প্রকারে?'

ঋকে তাই বলা হইতেছে,—'হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! হে আমার হৃদয়ের রজস্তমোভাব! তোমরা সদ্ভাবে বিলীন হও। ঐ দেখ সত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস তোমাদেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে,—তোমাদিগকে পাইবার জন্যই একান্তে কামনা করিতেছে।' (১ম—২সূ—৪ঋ)।

—— * ——

পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

**বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ।**

**তাবা যাতমুপদ্রবৎ ॥ ৫ ॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বায়ো ইতি। ইন্দ্র। চ। চেতথঃ। সুতানাং। বাজিনীবসূ

ইতি বাজিনীঽবসূ। তৌ। আ। যাতং। উপ। দ্রবৎ ॥ ৫ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'বায়ো' ( হে বায়ুদেব ! ) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' ( ইন্দ্রদেবশ্চ ) 'বাজিনীবসূ' ( বাজিন্যাং হবিঃ-সন্ততৌ বসতো যৌ তৌ—হবিঃসন্ততিবাসিন্যৌ, যদ্বা বাজিনী ঊষা তদ্বদ্ বসূ প্রকাশমানৌ—উষাবৎ প্রকাশমানৌ, জ্ঞানস্বরূপৌ ) 'সুতানাং' ( সুতান্, সুসংস্কৃতান্ সোমান্, বিশুদ্ধা-ভক্তিসুধাঃ ) 'চেতথঃ' ( জানীথঃ ) যুবামিতি শেষঃ। 'তৌ' ( তাদৃশৌ যুবাং ) 'উপ' ( অস্মৎ সমীপে ) দ্রবৎ ( দ্রুতং, সত্বরং ) 'আয়াতং' ( আগচ্ছতং )। জ্ঞানস্বরূপৌ দেবৌ যুবাং কৃপয়া অস্মাকং হৃদয়ে আবির্ভবাব ইত্যেবং প্রার্থনা। ( ১ম—২সূ—৫ঋ )।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

**হে বায়ুদেব ! হে ইন্দ্রদেব ! আপনারা বাজিনীবসূ ( উষাবৎ প্রকাশমান অথবা হবিঃসন্ততি অন্নমধ্যে বিরাজমান ) অর্থাৎ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং আপনারা সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ ( অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত ভক্তির বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত ) আপনারা উভয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এই যজ্ঞ-ক্ষেত্রে ( *হৃদ্দেশে* ) আগমন করুন ! ( ১ম—২সূ—৫ঋ )।**

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র চকারেণান্যঃ সমুচ্চীয়তে। সন্নিহিতত্বাদ্বায়ুরেব। হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ যুবামূতৌ সুতানামভিষুতান্ সোমান্ চেতথঃ জানীথঃ। যদ্বা। অভিষুতানাং সোমানাং বিশেষমিত্যধ্যা-হারঃ। কীদৃশৌ যুবাং। বাজিনীবসূ। বাজিনীশব্দো যদ্যপ্যুষোনামসু পঠিতঃ তথাপ্যত্রা-সম্ভবান্নগৃহ্যতে। বাজোঽন্নং। তদ্যস্যাং হবিঃসন্ততাবস্তি সা বাজিনী। তস্যাং বসত ইতি তৌ বাজিনীবসূ। আমন্ত্রিতত্বাদনুদাত্তঃ। তৌ তথাবিধৌ যুবাং দ্রবৎক্ষিপ্রমুপসমীপ আয়াতং। আগচ্ছতং। ষড়্বিংশসংখ্যাকেষু ক্ষিপ্রনামসু নু ক্ষিপ্রং মক্ষু দ্রবদিতি পঠিতং। তত্র কিট্স্বরঃ॥ ইতি প্রথমস্য প্রথমে তৃতীয়ো বর্গঃ॥

---

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে মন্ত্রস্থিত চ-কারের দ্বারা অন্য দেবতা সমীহিত হইতেছেন। সমীপবর্ত্তী বলিয়া বায়ুরই সমুচ্চয় হইতেছে। হে বায়ো ! তুমি এবং ইন্দ্র তোমরা উভয়েই অভিষুত সোম সমুদয়কে জানিতেছ। কিম্বা অভিষুত সোম-সকলের বিশেষকে জানিতেছ, এই অধ্যাহার। আপনারা উভয়ে কিরূপ। "বাজিনীবসূ" যদিও বাজিনী শব্দ ঊষার নাম সকলের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে উক্ত অর্থ অসম্ভব বলিয়া গৃহীত হইল না। বাজ শব্দের অর্থ অন্ন; সেই অন্ন যে হবিঃ-সমূহে আছে, তাহাকে বাজিনী কহে। সেই বাজিনী-সমূহে যাঁহারা বসতি করেন, তাঁহাদিগকেই বাজিনীবসূ কহে। "বাজিনীবসূ" এই পদটী আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে বিহিত হইয়াছে বলিয়া অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। সেই তথাবিধ আপনারা উভয়ে শীঘ্রই আমাদিগের সমীপে আগমন করুন। ছাব্বিশ প্রকার ক্ষিপ্রনামের মধ্যে নু, ক্ষিপ্রং, মক্ষু এবং দ্রবৎ ইহারা পঠিত হইয়াছে। সেই দ্রবৎ শব্দে কিট্স্বর হইয়াছে।

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

## পঞ্চম ( ১৪ ) ঋকের বিশদার্থ।

—— § ० § ——

এই ঋকে বায়ু এবং ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে দুইটী অভিনব বিশেষণ প্রযুক্ত দেখিতে পাই। তাঁহাদিগকে 'বাজিনীবসূ' বলা হইয়াছে। 'বাজিনীবসূ' শব্দে ( বাজিনী হবিঃসন্ততি, বসু—তাহাতে যিনি বাস করেন ) হবিঃসন্ততিরূপ অন্নে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। যজ্ঞ হবিঃ বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। তদ্দ্বারা মেঘসঞ্চার এবং বৃষ্টি-পতন ঘটে। মেঘসঞ্চার এবং বৃষ্টি-পতন—শস্যাদি-বৃদ্ধির হেতুভূত। বায়ু এবং ইন্দ্র দেবতা যদি কৃপাপরবশ না হন, তাহা হইলে সুবর্ষণ সুকর্ষণের অভাবে শস্যোৎপত্তির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন না হইলে জীবের জীবনী-শক্তি লোপ পায়; অন্ন না পাইলে সৃষ্টি তিষ্ঠিতে পারে না। বায়ু এবং ইন্দ্র—ইঁহারা উভয়ে যে শস্যোৎপাদন পক্ষে পৃথিবীকে উৎপাদিকাশক্তি প্রদান করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা অন্নের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বায়ুদেবতা ও ইন্দ্রদেবতা দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাই তাঁহারা এই এক ভাবে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। রস-রূপে তেজোরূপে প্রাণবায়ুতে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা সংসারে অন্নাদি বিতরণ করিতেছেন। এই জন্যই সাধারণভাবে তাঁহাদের উপাসনা চলিয়াছে। 'বাজিনীবসূ' শব্দের অন্য অর্থ—উষাবৎ প্রকাশমান। বায়ুদেবতাকে এবং ইন্দ্রদেবতাকে 'উষাবৎ প্রকাশমান' বলিবার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। নৈশ-অন্ধকারের অবসানে উষার আলোক প্রকাশ পাইয়া জগজ্জনকে জাগরিত করে। বায়ুদেবতার এবং ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ যখন মানুষ বুঝিতে পারে, তখন তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়; বায়ুদেবতা ও ইন্দ্রদেবতা তখনই উষার আলোক-রূপে হৃদয়ে প্রকাশমান্ হন। যতক্ষণ তাঁহাদিগকে একভাবে দেখিবে; ততক্ষণ তাঁহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে চিনিতে পারিবে। যখন পূর্ণরূপে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তখন তাঁহারা আর এক ভাবে উপাসকের চক্ষে

প্রতিভাত হইবেন। যাঁহারা প্রথম স্তরের উপাসক, তাঁহারা বজ্রের বা প্রবলতর ঝঞ্ঝাবাতের বিভীষিকায় বিভ্রান্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আর যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসক, তাঁহারা বায়ুর এবং ইন্দ্রের ক্রিয়ার মধ্যে শস্যোৎপত্তির ও অন্নাদি-প্রদানের শক্তি নিহিত আছে মনে করিয়া, তাঁহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বায়ু ও ইন্দ্র দেবতাকে সেই একেরই —সেই সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বরেরই বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন ( অর্থাৎ যাঁহারা সম্পূর্ণ উচ্চস্তরের উপাসক ), তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই অংশে যেন অন্ধকারের পর ঊষার আলোক প্রতিভাত হয় ; তাঁহারা দেখিতে পান,—ঊষা-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব কেমন করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন ! তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—সে ঊষার আলোকে হৃদয়ে কি এক অনুপম স্বর্গের সুষমা বিচ্ছুরিত হয় ! হৃদয়ে স্বর্গীয় সুষমা বিচ্ছুরিত হইলে, চিদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, ভক্ত সাধক আপনাকে কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করেন। তখন, হৃদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণব্রহ্মের উদয় জন্য, সাধকের বাসনাময়ী রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিগুলি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে পরিণত হইয়া, সাধককে পরম পথের পথিক করিয়া তুলে। তখন, সাধক জ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে সেই ইন্দ্রদেবকে ও বায়ুদেবকে পূর্ণব্রহ্মরূপে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন, ইন্দ্রদেবের ও বায়ুদেবের আগমনজনিত সহস্রদলকমলবিনিঃসৃত পীযূষধারা পান করিয়া সাধক কৃতার্থ হন। তখনই সাধনায় সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়।

ঋকে বায়ুদেবতাকে ও ইন্দ্রদেবতাকে সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত-সহস্রদলকমলবিনিঃসৃত-সুধাধারা—সোমরস। ইন্দ্রদেব এবং বায়ুদেব সেই সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ। অর্থাৎ ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হইবামাত্রই সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত-সহস্রদলকমল হইতে স্বতঃই পীযূষধারা ক্ষরিত হয়। ঋকে এ স্থলে কি গভীর সাধন-তত্ত্বেরই উপদেশ রহিয়াছে ! জ্ঞানরূপ ঊষার আলোক হৃদয় যখন উদ্ভাসিত হয়, ভক্ত সাধক যখন হৃদয়-কমলে কমলাপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই সেই সোমধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, হৃদয় ঊষার

আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তখন সে আলোকে, যিনি সকল আলোকের মূলাধার, যাঁহার প্রভায় বিশ্ব-চরাচর প্রভান্বিত, সেই জগদারাধ্য সর্ব্বকারণ-কারণ তেজোময় অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভ ঘটে। তাই ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার আরাধনা করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, যিনি সকল আলোকের মূলাধার, যাঁহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল আলোক বিরাজিত, তাঁহার সাযুজ্য লাভ হয়। তখন সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্য-সাধনে হৃদয়ে সোমধারা ক্ষরিত হইতে থাকে।

এই নিমিত্তই ভক্তসাধক, এ ঋকে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! তুমি বায়ুরূপে এবং ইন্দ্ররূপে আমাদিগের হৃদয়ে ঊষার আলোক বিস্তার কর। হৃদয় যে অন্ধকারময়, হৃদয় যে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়নিচয়ের ক্রীড়া-ক্ষেত্র, হৃদয় যে ত্রিবিধ দুঃখের আধার, হৃদয় যে অজ্ঞান-অন্ধকারের হেতুভূত, হৃদয় যে রজস্তমোগুণের লীলা-নিকেতন! তুমি এস!—তুমি সোম-রূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া সেই রজস্তমোগুণের সাম্য-বিধান কর;—উহাদিগকে সত্ত্বের স্বরূপে বিলীন কর। তুমি না আসিলে—তোমার প্রভাবে তোমার স্বরূপ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে রজস্তমোগুণের শান্তি-সাধন না হইলে—অজ্ঞান-তিমিরের অবসান না ঘটিলে—জ্ঞান-সূর্য্য যে উদিত হইবে না, প্রভু! সাত্ত্বিকভাব, রজস্তমোভাবকে নিয়তই শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সাত্ত্বিকরূপে তুমি না আসিলে, তুমি আসিয়া তাহাদিগকে সাম্য অবস্থায় না আনিলে, উচ্ছৃঙ্খলা কিরূপে থামিবে, প্রভু! দ্বন্দ্ব মিটাইতে তুমি ছাড়া আর কে সমর্থ আছে, প্রভু! তুমি না শান্ত করিলে, কে আর তাহাদিগকে শান্ত করিবে, দেব! হৃদয়ে ঊষার আলোক উদ্ভাসিত না হইলে—রজস্তমোগুণের স্নিগ্ধতা বিধান না করিলে, তোমার সহিত কিরূপে মিলিব, প্রভু! এস—এস দেব!—হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার কর! এস—এস দেব!—এ অধমকে অজ্ঞানান্ধতামস হইতে উদ্ধার কর! এস—এস—দেব!—এ অভাজনের রজস্তমোভাব সদ্ভাবে বিলীন করিয়া দেও! তোমার স্বরূপে মন মগ্ন হউক; সহস্রদলকমল হইতে সোমধারা ক্ষরিত হউক; সেই সোমসুধা পান করিতে করিতে, তোমার অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, যেন তোমার সাযুজ্য লাভ করিতে পারি,—যেন তোমাতে লীন

হইতে সমর্থ হই।' সাধক এখানে যেন মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—'ভগবান্ তাঁহার প্রতি করুণাসম্পন্ন হইয়া, তাঁহার ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন।' (১ম—২সূ—৫ঋ)।

—— * ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আয়াতমুপনিষ্কৃতং।

মক্ষ্বি১ত্থা ধিয়া নরা ॥ ৬ ॥ *

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বায়ো ইতি। ইন্দ্রঃ। চ। সুন্বতঃ। আ। যাতম্। উপ।

নিঃহকৃতং। মক্ষু। ইত্থা। ধিয়া। নরা ॥ ৬ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (হে দেব!) 'ইন্দ্রশ্চ' (ইন্দ্রদেবশ্চ) 'নরা' (নরৌ, নেতারৌ, বীরৌ, পুরুষকারযুক্তৌ) 'সুন্বতঃ' (সৎকর্ম্মপরায়ণস্য অর্চ্চনাকারিণঃ) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'উপ' (সমীপে) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং) যুবামিতি শেষঃ; 'ইত্থা' (এবং) 'ধিয়া' (অনয়া প্রার্থনয়া, ভক্তিবুদ্ধ্যা) 'মক্ষু' (ক্ষিপ্রং, শীঘ্রং) 'আয়াতং' (মম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতং)। অর্চ্চনাকারিণো মম সত্ত্বভাবঃ সঞ্জাতো ভবতু; তেন যুবাং মম হৃদয়ং প্রাপ্নুতং। (১ম—২সূ—৬ঋ)।

* * *

---

* 'মক্ষি ১ত্থা'—পদের মধ্যবর্ত্তী স্বরযুক্ত ১ অঙ্কটী উচ্চারণের মাত্রা-বিশেষ। উহার উচ্চারণ এক মাত্রা জ্ঞাপক (হ্রস্ব)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! আপনি ও ইন্দ্রদেব—আপনারা উভয়েই নেতৃস্থানীয় পরম পুরুষকারবিশিষ্ট। সৎকর্ম্মপরায়ণ, এই অর্চ্চনাকারীর সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবের নিকটে আপনারা আগমন করুন; এবং আমার প্রার্থনা দ্বারা সত্বর আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। (১ম—২সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ সুম্বতঃ সোমাভিষবং কুর্ব্বতো যজমানস্য নিষ্কৃতং সংস্কৃতং সংস্কর্ত্তারং সোমমুপায়াতং আগচ্ছতং। নরা হে নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেনোপেতৌ। যুবয়োরাগতয়োশ্চ সতোর্ধিয়া অমনা কর্ম্মণা মক্ষু ত্বরয়া সংস্কারঃ সংপৎস্যতে ইত্থা সত্যং ॥

বায়ো ইত্যস্যামন্ত্রিতস্যেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। ইন্দ্রশব্দো ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা উ০ ২।২৯। রন্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতোঞ্নিত্যাদির্নিত্যং। পা০ ৬।১।১৯৭। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। চ শব্দশ্চাদয়োহনুদাত্তাঃ। ফি০ ৪।১৫। ইত্যনুদাত্তঃ। সুম্বত ইত্যত্র শতুরনুমোনদ্যজাদী। পা০ ৬।১।১৭৩। ইতি বিভক্তেরুদাত্তং। নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্যস্থানে ইতি যাস্কঃ। কৃতশব্দে আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্তঃ। পা০ ৩।৪।৭১। সংস্কর্ত্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা০ ২।২।১৮। ইতি সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে থাথঘঞ্‌ক্তা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! আপনি এবং ইন্দ্রদেব (আপনারা উভয়ে মিলিত হইয়া) সোমশোধনে প্রবৃত্ত যজমানের "সংস্কৃত" অর্থাৎ আরব্ধ সংস্কার অথবা পবিত্রীক্রিয়মাণ সোমরসে সমাগত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হউন। হে "নরা"—পুরুষদ্বয় অর্থাৎ পৌরুষশক্তিশালী ইন্দ্র ও বায়ুদেব! আপনারা সমাগত হইলে, এই অনুষ্ঠান দ্বারা, সোম-সংস্কার-কার্য্য নিশ্চিতই অবিলম্বে সুসম্পন্ন হইবে।

'বায়ো' এই সম্বোধনান্ত পদে, ষাষ্ঠিক "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮।১।১৯) এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "ইন্দ্র" শব্দটীতে "ঋজ্রেন্দ্র" (উ০ ২।২৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'রন্' প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া, ইন্দ্র পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে; এবং "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" (পা০ ৬।১।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "চাদয়োহনুদাত্তাঃ" (ফি০ ৪।১৫) এই সূত্রানুসারে "চ" শব্দটীর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "সুম্বতঃ," এই পদটীতে "শতুরনুমোনদ্যজাদী" (পা০ ৬।১।১৭৩) এই সূত্রানুসারে বিভক্তি-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক বলিতেছেন,—"নিষ্কৃতং" এই পদের নির্ উপসর্গ সং উপসর্গের স্থলেই (ব্যবহৃত) হইয়াছে। "কৃত" এই পদে "আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরিক্তঃ" (পা০ ৩।৪।৭১) এই সূত্রানুসারে, "সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত" এই অর্থে, কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (পা০ ২।২।১৮) সূত্র অনুসারে সমাস-হেতু পূর্ব্বপদ-অব্যয়ের প্রকৃতিস্বরত্বপ্রাপ্তি থাকিলেও

জবিত্রকাণাং। পা০ ৬।২।১৪৪। ইত্যন্তোদাত্তঃ। গতিরনন্তরঃ। পা০ ৬।২।৪৯। ইতি তু নিস উদাত্তত্বং ন ভবতি। তদ্ধি কর্ম্মণি ক্তে বিহিতং। পা০ ৬।২।৪৮। নিষ্করোতীতি নিষ্কৃদিতি ক্বিবন্তব্যাখ্যানে তু গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ। পা০ ৬।২।১৩৯। ইত্যকার উদাত্তঃ স্যাৎ। ধিয়া। সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ॥ পা০ ৬।১।১৬৮। ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। নরা। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সংবোধনদ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। পদাৎ পরত্বাদামন্ত্রিতস্যেত্যাষ্টমিকো নিঘাত॥ (১ম—২সূ—৬ঋ)॥

## ষষ্ঠ ( ১৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্য-দৃষ্টে জানা যায়,—এ ঋকে, যজমান সোম-সংস্কারে বিনিযুক্ত। কিন্তু সোম-সংস্কার কি? সে এক নিগূঢ় 'অর্থমূলক। অথচ, এই সোম-সুসংস্কার হইতে কদর্থকারিগণ 'মন্ত্রপূত মাদকদ্রব্য' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকগণ মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া যে মাদক-দ্রব্য-পানের উপোযাগিতা প্রতিপন্ন করেন, তাহা ঐ 'সোম-সুসংস্কার' শব্দের কদর্থের অনুসৃতি বলিয়া মনে হয়। সে সুসংস্কার—মদ্যপগণের মাদক-দ্রব্য-ব্যবহারের একটা 'অছিলা' মাত্র। নচেৎ, সোম-সুসংস্কার শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ। 'সোম' শব্দ বিবিধ-অর্থদ্যোতক। এখানে ঐ শব্দের এক অর্থ—ভক্তিসুধা বলিতে পারি। ভক্তি সুসংস্কৃত হয় কখন? ভক্তি যখন অনন্যভাবে শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে ন্যস্ত থাকে; যখন তাহাতে কোনও ক্লেদ-কলঙ্ক থাকে না; যখন সে স্বচ্ছ

---

"থাথঘঞ্‌ক্তাজবিত্রকাণাং" ( পা০ ৬।২।১৪৪ ) এই সূত্র দ্বারা উক্ত স্বরটি ঐ পদের অন্তোদাত্ত হইয়াছে। এই স্থলে "গতিরনন্তরঃ" ( পা০ ৬।২।৪৯ ) এই সূত্রানুসারে, নিস্ এই পদের উদাত্তস্বর হইবে না। যেহেতু, তাহা কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে বিহিত আছে। কিন্তু এই স্থলে "যে সংস্কার করে, সেই নিষ্কৃৎ" এই অর্থে নির্ উপসর্গ পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" ( পা০ ৬।২।১৩৭ ) এই সূত্রানুসারে ঋ-কারটি উদাত্ত হইবে। "ধিয়া" এই পদটীতে "সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ" ( পা০ ৬।১।১৬৮ ) এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নরা" এই পদটী সম্বোধনের দ্বিবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং "সুপাংসুলুক্" ( পা০ ৭।১।৩৯ ) সূত্রানুসারে উহার বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। পদের পরত্ব হেতু "আমন্ত্রিতস্য চ" ( পা০ ৮।১।১৯ ) এই আষ্টমিক সূত্রানুসারে নিঘাত ( অর্থাৎ অনুদাত্ত ) স্বর হইয়াছে॥ ৬॥

নির্ম্মল 'ঐকৈকশরণ্য' ভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইতে পারে; তখনই তাহাকে সুসংস্কৃত বলা যায়। 'সংস্কৃত সোম' 'সংস্কৃত ভক্তিসুধা' শব্দে সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত ন্যস্ত হওয়ার ভাবই বুঝা যায়।

সোম-সংস্কার কিরূপে হইবে? আমার কি সামর্থ্য আছে যে, আমার ভক্তিসুধা অবিমিশ্র অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্ত হয়। সেও তো তিনিই! তিনি ভিন্ন সে নির্ম্মলতা কে আনিবে? তিনি ভিন্ন সে সামর্থ্য কে প্রদান করিবে? যজমান তাই ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! আপনারা উভয়ে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন! আপনারা পৌরুষসামর্থ্যযুক্ত। আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করিলে, আমাদের অনুষ্ঠিত সংস্কার-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। অতএব, আপনারা উভয়ে সত্বর অগমন করুন।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে যজমান যে ভাবে ইন্দ্রদেবতাকে ও বায়ুদেবতাকে আহ্বান করিয়াছেন, এ ঋকেও তাঁহারা সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু এখানে তাঁহাদের সে প্রার্থনা অন্যরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে ও বায়ুদেবতাকে 'নরা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনারা পৌরুষসামর্থ্যযুক্ত; আপনারা প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। আপনারা উভয়ে সুপ্রসন্ন হইয়া আমা-দিগকে সোম সংস্কার-সামর্থ্য প্রদান করুন।'

যিনি সূক্ষ্ম, যিনি অবিজ্ঞেয়, যিনি কার্য্যকারণবিহীন, যিনি নিত্য ও ত্রিগুণাতীত, যাঁহা হইতে সত্বাদি গুণত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে, যিনি ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্তভাবে অবস্থিত, যিনি সকল শক্তির আধার-স্থানীয়; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে বিভূতির অংশমাত্র না পাইলে, সে বিভূতি আসিয়া সামর্থ্য সঞ্চার না করিলে, কিরূপে সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট পৌঁছিতে পারিব? হৃদয়ে সেই শক্তির সঞ্চার হউক,—অন্তরে সেই দৃঢ়তা উপচিত হউক; হে ইন্দ্রদেব, হে বায়ুদেব, যেন আপনাদের উপাসনা করিতে করিতে আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, সেই মহা-শক্তির সহিত মিলিত হইতে পারি।' ক্ষুদ্র আমরা; পূজার উপচার আমাদের কিছুই নাই। আছে কেবল—'সোম'; আছে কেবল—

ভক্তি-সুধা। সে সোমও 'সুন্বত' হইতে পারে না;—সে ভক্তিতেও ঐকান্তিকতা আসিতে পারে না,—যদি আপনারা প্রসন্ন না হন!

ভক্ত সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনারা সত্বর আগমন করুন। ক্ষুদ্র আমি; আমার ক্ষুদ্র পূজার ক্ষুদ্র উপচার প্রস্তুত। আপনারা না আসিলে, আমার সকল আয়োজন—সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হইবে! তাই সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি,—হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়ে অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন।' আরব্ধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক।

তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যদি অবিচ্ছিন্ন না হয়, তবে আর 'সোম' 'সুন্বত' সুসংস্কৃত হইল কৈ? সোম সুসংস্কৃত না হইলে, তুমি আমি এক হইতে না পারিলে, সকল অনুষ্ঠান যে পণ্ড হইবে—প্রভু! সাধক তাই কহিতেছেন,—'দেও দেব! সেই সামর্থ্য দেও, যেন আমার সোম সুসংস্কৃত হয়। তাহাতেই সামীপ্য আসিবে—তাহাতেই সারূপ্য লাভ হইবে—তাহাতেই সাযুজ্য ঘটিবে। তাহাতেই আমার মনোমধুকর সেই শ্রীচরণসরোজের মধুপানে মত্ত হইয়া পড়িবে।'

ঋকে আরও বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা বীরাগ্রগণ্য। আমার দেহমধ্যে ক্রূরমনা রিপুনিচয় প্রবল হইয়া আমার আরব্ধ যজ্ঞে সর্ব্বদা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া শ্রেষ্ঠপুরুষকার প্রদান করুন; তাহার বলে যেন সেই রিপুদলের বিনাশ-সাধনে সামর্থ্য আসে। আপনারা না আসিলে, আপনারা সামর্থ্য প্রদান না করিলে, রিপুগণের প্রবল প্রভাবে 'সোম' সুসংস্কৃত হইবে না। সোম সুসংস্কৃত না হইলে—'সুত-সোম' হইতে না পারিলে, আমার হৃদয়ের অন্ধকার যে দূর হইবে না!

সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! এস—বায়ু-রূপে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! এস—ইন্দ্ররূপে আমার চিদা-কাশে উদিত হও! এস ঊষার আলোকরূপে হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর! তোমার আগমনে, তোমার স্নিগ্ধ-হিল্লোলে, তোমার বিভূতি-বিকাশে আমার প্রাণবায়ু সঞ্জীবিত হউক। তোমার কৃপায় তোমারই শক্তি-প্রভাবে তোমারই সহিত সম্মিলিত হইতে যেন সমর্থ হই।'

## সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্। )

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং।

ধিয়ং ঘৃতাচীং, সাধন্তা ॥ ৭ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

মিত্রং। হুবে। পূতঽদক্ষং। বরুণং। চ। রিশাদসং।

ধিয়ং। ঘৃতাচীং। সাধন্তা ॥ ৭ ॥

* • *

অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যা।

'পূতদক্ষং' ( পবিত্রবলং ) 'মিত্রং' ( দেবং ) 'রিশাদসং' ( শত্রুনাশকং ) 'বরুণং চ' ( বরুণদেবং চ ) 'হুবে' ( আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ে ) : তৌ 'ঘৃতাচীং' ( সত্ত্বভাবান্বিতাং ) 'ধিয়ং' ( অস্মাকং বুদ্ধিং বা ) 'সাধন্তা' ( সাধয়ন্তৌ, সম্পাদয়ন্তৌ, উপাসকানাং মনসি উত্তেজয়ন্তৌ বা )। সত্ত্বভাবান্বিতায়া বুদ্ধেঃ প্রাপ্ত্যর্থং শত্রুনাশকং পবিত্রবলং দেবদ্বয়ং অহং আহ্বয়ামি ইতি ভাবঃ। ( ১ম—২সূ—৭ঋ )।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রবলযুক্ত মিত্রদেবকে এবং হিংসকশত্রুনাশক বরুণদেবকে, আহ্বান করিতেছি। সেই দেবদ্বয় আমার সত্ত্বভাবান্বিত বিশুদ্ধা বুদ্ধিকে সাধন ( প্রেরণ ) করিয়া থাকেন ( করুন )। ( ১ম—২সূ—৭ঋ। )

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিত্রং হুব ইতি মৈত্রাবরুণস্তৃচো গবাময়ন আরম্ভণীয়ে চতুর্ব্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণস্য স্তোত্রিয়ঃ। তত্রৈবাভিপ্লবষড়হেঽপি বিনিযুক্তঃ। তথাচাশ্বলায়নেন চতুর্ব্বিংশে হোতাজনিষ্টেত্যাদিখণ্ডে মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং। আ০ ৭।২। ইত্যাদি স্থত্রিতং। তথাহাভিপ্লবপৃষ্ঠাহানীতি খণ্ডে পরিশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং। আ০ ৭।৫। ইতি চ। তস্য মৈত্রাবরুণতৃচস্য প্রথমামৃচমাহ॥

অহমস্মিন্ কর্ম্মণি হবিঃপ্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্রবলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসং রিশানাং হিংসকানামদসমত্তারং বরুণং হুবে। আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ। ঘৃতমুদকমঞ্চতি ভূমিং প্রাপয়তি যা ধীর্ব্বর্ষণকর্ম্ম তাং ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধন্তা সাধয়ন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ॥ মিত্রশব্দঃ পুংলিঙ্গঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। হুব ইতি হ্বয়তের্ব্বহুলং ছন্দসীতি শপো লুকি সতি হ্বঃসম্প্রসারণং। পা০ ৬।১।৩২। ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণে উবঙাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙইতি নিঘাতঃ। পূতশব্দঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বরুণশব্দঃ কৃবৃতৃদারিভ্য উনন্। উ০ ৩।৫৩।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"মিত্রংহুবে" প্রভৃতি মৈত্রাবরুণতৃচ, আরম্ভণীয় গবাময়ন নামক যজ্ঞের চতুর্ব্বিংশ দিনে, প্রাতঃসবনে, মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়ের স্তবকারী ঋত্বিকের পঠনীয় স্তোত্ররূপে প্রযুক্ত, এবং সেই স্থলে অভিপ্লবষড়হে বিনিযুক্ত হইয়াছে। "হোতাজনিষ্ট" ইত্যাদি চব্বিশ খণ্ডে মহর্ষি আশ্বলায়ন "মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং" ইত্যাদিরূপ স্থত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আবার, ঐরূপে "অভিপ্লবপৃষ্ঠাহানি" এই খণ্ডে পরিশিষ্ট আবাপ মন্ত্র-সমূহ উদ্ধৃত করিয়া, "মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং" এই প্রকার পাঠও বিহিত করিয়াছেন। সেই মৈত্রাবরুণতৃচের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

আমি এই যজ্ঞ-কর্ম্মে হবিঃপ্রদানের নিমিত্ত পবিত্রবলশালী মিত্রদেবকে এবং হিংস্রস্বভাব-শত্রুগণের বিনাশকারী বরুণদেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই মিত্রদেব ও বরুণদেব কীদৃশ-গুণবিশিষ্ট ?—যাঁহারা পৃথিবীতে জলপ্রাপণরূপ স্বকীয় অভীপ্সিত বর্ষণক্রিয়া সাধন করেন। অর্থাৎ, যাঁহারা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। "মিত্র" শব্দটী পুংলিঙ্গ,—প্রাতিপদিক স্বরহেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "হুবে" এই পদটীতে আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) সূত্র দ্বারা শপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে; এবং 'হ্বঃ সম্প্রাসারণং', (পা০ ৬।১।৩২) এই সূত্র হইতে (সম্প্রসারণের) অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণে 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৩।১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু পূত শব্দ—অন্তোদাত্ত। বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া, উহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। বরুণ শব্দটী, "কৃবৃতৃদারিভ্য উনন্" (উং ৩।৫৩) এই সূত্রানুসারে উনন্ প্রত্যয়

ইত্যুনন্‌প্রত্যয়ান্তো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ শত্রবঃ ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ পা০ ৩।১।১৩৫। ইতি কঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। তানত্তীতি রিশাদাঃ। তং। সর্ব্ব-ধাতুভ্যোঽসুন্‌। উ০ ৪।১৯০। ইত্যসুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরেণোত্তরপদমাদ্যুদাত্তং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ সএবাবশিষ্যতে। শেষনিঘাতে সত্যেকদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। পা০ ৮।২।৫। ইতি সবর্ণদীর্ঘোপ্যুদাত্ত এব। ধীরিত্যপইত্যাদিষড়্‌বিংশতিকর্ম্মনামসু পঠিতঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। ঘৃতমঞ্চতীতি ঘৃতাচী ঋত্বিগ্‌দধৃগিত্যাদিনা। পা০ ৩।২।৫৯। ক্বিনি অনিদিতাং। পা০ ৬।৪।২৪। ইতি নকারলোপঃ। অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং পা০ ৪।১।৬২। ইতি ঙীপ্‌। অচ ইত্যকারলোপে চৌ। পা০ ৬।৩।১৩৮। ইতি দীর্ঘত্বং। ঘৃতশব্দো নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্য। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং বাধিত্বা ঘৃতাদীনাং চ। পা০ ৬।৪।১৩৮। ইত্যন্তোদাত্তঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তস্যাপবাদকং তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরং বাধিত্বা গতিকারকোপপদাদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তস্য ধাত্বকারস্য লোপে সত্যনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ। পা০ ৬।১।১৬১। ইতি ঙীপ উদাত্তত্বে প্রাপ্তে চৌ।

---

দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। যাহারা হিংসা করে, তাহারা "রিশাঃ" অর্থাৎ শত্রুসমূহ এই অর্থে রিশ্‌ ধাতুর উত্তর "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" ( পা০ ৩।১।১৩৫ ) সূত্র দ্বারা 'ক' প্রত্যয় হইয়া "রিশ" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যয় স্বর উদাত্ত। সেই 'রিশ' অর্থাৎ শত্রুসকলকে ভক্ষণ করে যে, তাহাকে রিশাদ কহে। এই অর্থে "রিশ" এই কর্ম্মপদ পূর্ব্বক অদধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্‌" ( উ০ ৪।১৯০ ) এই সূত্র অনুসারে অসুন্‌ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন রিশাদস্‌ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে "রিশাদসং" এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। নিৎস্বর হেতু ইহার উত্তরপদ আদ্যুদাত্ত। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর জন্য ঐ উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট আছে। শেষস্বর যদি নিঘাত ( অব্যয় ) হয়; তাহা হইলে, "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" পা০ ৮।২।৫ ) সূত্র অনুসারে সবর্ণ সহিত দীর্ঘ হইলেও, উদাত্তস্বরই অব্যাহত থাকিল। 'অপ' ইত্যাদি ছাব্বিশ প্রকার কর্ম্মনামের মধ্যে "ধী" শব্দটী পঠিত হইয়াছে। প্রাতিপদিক হেতু ইহার স্বর অন্তোদাত্ত হইয়াছে। ঘৃত প্রাপ্তি করায় যে, এই অর্থে "ঘৃতাচি"। "ঋত্বিগ্‌দধৃক্‌" ( পা০ ৩।২।৫৯ ) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ক্বিন' প্রত্যয় করিয়া "অনিদিতাং" ( পা০ ৬।৪।২৪ ) সূত্র দ্বারা উহার ন-কারের লোপ হইয়াছে। "অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং" ( পা০ ৪।১।৬২ ) সূত্র অনুসারে ঙীপ্‌ প্রত্যয় করিয়া "অচঃ" সূত্রানুসারে অকারের লোপ হওয়ার পর, "চৌ" ( পা০ ৫।৩।১৩৮ ) সূত্র দ্বারা তাহার দীর্ঘ হইয়াছে। "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য"—এই সূত্র অনুসারে "ঘৃত" পদটীতে বিহিত আদ্যুদাত্তস্বর বাধিয়া "ঘৃতাদীনাঞ্চ" ( পা০ ৬।৪।১৩৮। ) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "সমাসস্য" এই সূত্র দ্বারা বিহিত অন্তোদাত্তের অপবাদক "তৎপুরুষে তুল্যার্থা" এই সূত্রানুসারে যদিও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরের বিধান হইয়াছে; তাহা হইলেও তাহাকে বাধিত করিয়া "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" ( পা০ ৬।২।১৩৯ ) এই সূত্র দ্বারা, উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর জন্য ধাতুর অন্তোদাত্ত অকারের লোপ হইলে "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" ( পা০ ৬।১।১৬১ ) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্‌ প্রত্যয়ের স্বরটী উদাত্ত হইয়া যায়। কিন্তু, তথাপি

পাঃ ৬।১।২২২। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। সাধন্তা রাধসাধসংসিদ্ধাবিত্যস্মাদন্তর্ভা-বিতণ্যর্থাল্লটঃ শত্রাদেশে। পাং ৩।২।১২৪। শ্নুং বাধিত্বাব্যত্যয়েন শপ্। অদুপদেশত্বাদুপরি শতৃপ্রত্যয়স্য লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। দ্বিতীয়াদ্বিবচস্য শপশ্চানুদত্তৌ সুপ্পিতাবিত্যনুদাত্তত্বে ধাতোরিতি ধাতুস্বরএব শিষ্যতে সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারাদেশঃ ॥ ৭ ॥

* . *

## সপ্তম ( ১৬ ) ঋকের বিশদার্থ।

———:০:———

বৈজ্ঞানিক এ ঋকের একরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিবেন ; ভক্ত সাধকের চক্ষে এ ঋকের অর্থ অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক দেখিবেন,—কিরূপে মিত্রের ( সূর্য্যের ) খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হইতেছে ; আর কিরূপে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। লৌকিক হিসাবে, বরুণদেব ও সূর্য্যদেব উভয়ের সহযোগে বর্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়। যজ্ঞাদি দ্বারা, হবিরাদি আহুতি-প্রদানে, তাঁহারা পরিতুষ্ট হন ( অর্থাৎ মেঘের সঞ্চার হয় ) ; আর তাঁহাদের প্রসাদে ( মেঘ সঞ্চারে ) যথাসময়ে সুবর্ষণ সুকর্ষণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। যথাকালে বারিবর্ষণ হইলে, ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্য প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়।

এ ঋকের অন্য অর্থ—জ্ঞান ও ভক্তি মূলক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মিত্রদেব ! হে বরুণদেব ! আপনারা পবিত্র-বলশালী এবং হিংস্র-

---

"চৌ" ( পাং ৬।১।২২৪ ) সূত্র দ্বারা তাহা না হইয়া পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সাধন্তা" এই পদটীতে সংসিদ্ধার্থ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ 'সাধ' ধাতুর উত্তর 'লট্' বিভক্তির স্থানে 'শতৃ' আদেশ হইয়াছে। পরে ( পাং ৩।২।১২৫ ) "শ্নু"কে বাধিয়া শপ্ প্রত্যয় দ্বারা ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শতৃ প্রত্যয়ের পর অতের উপদেশ হেতু অর্থাৎ শতৃ প্রত্যয়ের অৎ থাকে বলিয়া "লসার্ব্বধাতুক" অর্থাৎ ধাতুমাত্রসাধারণ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে ; দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনের ও শপের "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" সূত্র অনুসারে [illegible] হইলে "ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "সুপাংসুলুক্" ( পাং ৭।১।৩৯ ) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ করিয়া "সাধন্তা" পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৭ ॥

* . *

স্বভাব শত্রুগণের বিনাশকারী। আপনাদের অনুগ্রহে আমরা যেন সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারি, যাহাতে অন্তরের শত্রু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে পারি।'

এস্থলে মিত্র ( সূর্য্যের ) জ্ঞানের সহিত এবং বরুণ ভক্তির সহিত উপমিত হইয়াছেন। লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের ( জলের ) জনয়িতা, সূর্য্যের রশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; আধ্যাত্মিক হিসাবে সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির জনয়িতা, জ্ঞানের উদয় ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না। লৌকিক জগতে, মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতে, সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত-উৎস উৎসরিত হইয়া হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে আপনারা সুবর্ষণ দ্বারা যেমন জনসমাজের শান্তি-সুখ বর্দ্ধন করেন; সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি-দানে সহায় হউন।'

ঋকের 'ধিয়ং' ( ধিয়া ) শব্দে—জানা বুঝা প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। তাঁহার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে বুঝা—কেমন বুঝা? তিনি যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং', তিনি যে সেই অক্ষর সদ্বস্তু;—এমনভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এমন ভাবেই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। তবেই তাঁহার বিষয়ে প্রকৃত-জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু সে জ্ঞান কিরূপে লাভ হইবে? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি শত্রুগণকে বিনাশ করিতে হইবে; সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,—ক্ষমা, সরলতা, সদ্‌গুরু-সেবা, বাহ্য এবং অন্তরের শৌচ, স্থিরচিত্ততা, দেহ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের সংযম, শব্দস্পর্শাদি বিষয়-ভোগে বিরক্তি, অহঙ্কার-ত্যাগ, পুত্র-কলত্র-ভবনাদির

ময়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োজন হইবে। অহঙ্কারাদি পরিহার করিয়া, অনন্যা-নিষ্ঠা-সহকারে জ্ঞেয়-বস্তুর অনুস্মরণে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়-বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন; বুঝিতে পারিবেন,—সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি অনন্ত,—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারিবেন,—তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা,—তাঁহার কোনই স্রষ্টা নাই; বুঝিতে পারিবেন,—তিনিই পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।৯ ১৬) বলিয়াছেন,—

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরোহয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।"

অর্থাৎ,—'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্য্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসহযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋকে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদের সেই সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমরা দম্ভাদি শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই;—আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান কর, যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি।

জ্ঞান—ভক্তির অনুসারী। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই অভিন্ন,—উভয়েরই ভিত্তি কর্ম্ম। ভক্তিতত্ত্ব নিরতিশয় দুরধিগম্য। সেই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সাযুজ্য লাভ পর্য্যন্ত অধিগত হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

'ভক্তি দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যদি দুঃখনিবৃত্তি ও সুখশান্তি লাভ করিতে চাও, মদ্গতচিত্ত হও। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; আমাকে নমস্কার কর; এবম্প্রকারে আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার অনুসরণ করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে, তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তুমি পরমানন্দলাভে সমর্থ হইবে। আমার প্রতি নিষ্ঠাবান্, আমার প্রতি শরণাগত ব্যক্তিগণ, আমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আমার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন এবং পরম আনন্দ লাভ করেন; এবং পরিশেষে আমাতেই লীন হন।'

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা, ভক্তি-সহকারে তাঁহার ভজনা করা,—ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধির ইহাই একমাত্র উপায়। শাস্ত্র তাই পুনঃ পুনঃ সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রতি মন সংন্যস্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমি সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পুরুষ। আমার সেই স্বরূপ-তত্ত্ব একমাত্র ভক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। আমার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে, সাধক সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আমার জ্ঞান লাভ করিলে, সাধক ও আমি অভিন্ন হই। সাধক আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ, ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হওয়া

প্রয়োজন। ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির লক্ষণ এবং ভক্তের কার্য্য প্রভৃতির বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিলে, চিরসুখলাভ বা মুক্তি আপনিই অধিগত হয়। ভক্তি কি—প্রথমে তাহাই বুঝিবার প্রয়োজন। ভক্তির নানা পর্য্যায়—নানা সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তিই প্রকৃত ভক্তি-পদবাচ্য। শাস্ত্রে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে সকল লক্ষণেরই সার তত্ত্ব—ঐকান্তিকতার সহিত, একপ্রাণতার সহিত, ভগবানের প্রতি অনুরক্তি। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নিম্নরূপে পরিবর্ণিত রহিয়াছে; যথা,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম করিতে হইবে। সে কর্ম্ম 'অন্যাভিলাষিতা শূন্য' অর্থাৎ অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ বা কামনা বর্জ্জিত হওয়া চাই। আর হওয়া চাই—'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত', অর্থাৎ তাহা যেন জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। ভগবানের প্রতি যে ঐকান্তিকী ভক্তি, তাহা জ্ঞানের অধীন নয়, কর্ম্মের অধীন নয়। অর্থাৎ,—'জ্ঞান কর্ম্ম সমস্ত-পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই উত্তমা ভক্তি।' সাণ্ডিল্য-সূত্রে আছে,— "সাপরানুরক্তীশ্বরে।" ভগবানে অনুরাগই ভক্তি। ভগবানের প্রতি অনুরাগ আর কি হইতে পারে? ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন।

তাই ভগবান্ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

যিনি আমার প্রিয়কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহার (ভগবানের) আবার প্রিয়কর্ম্ম কি? পণ্ডিতগণ বলেন—তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম—তাঁহার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্ম। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে অনন্যা ভক্তি জন্মে; ভগবৎ-প্রাপ্তির তাহাই একমাত্র উপায়। ভক্ত সাধক

যখন ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিত্যমুক্ত হইতে পারেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমি সর্ব্বভূতেই সমান। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।'

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—'যিনি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আমাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ভাবেন; যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তিনিই আমার ভক্ত—তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

ফলতঃ, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না অনন্যা-ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে না;—স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে না পারিলে কেহই তাঁহাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, কেবলমাত্র দাসানুদাস-রূপে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সাযুজ্য সামীপ্য প্রভৃতি অন্য কোনপ্রকার মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

ভক্ত সাধক ঋকে সেই পরা-ভক্তি লাভেরই প্রার্থনা জানাইতেছেন; তিনি কহিতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনাদের অনুধ্যানে—আপনাদের অনুস্মরণে, আমাদের মনে যেন ঐকান্তিকী ভক্তির সঞ্চার হয়; আর সেই ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানাগ্নির স্ফূরণে, আমরা যেন তাহাতে অন্তরের শত্রুসমূহ—কাম-ক্রোধাদি রিপু-সমূহ আহুতি-প্রদানে সমর্থ হই। আপনাদের কৃপাকণা লাভ করিতে না পারিলে, আপনারা শক্তি-সামর্থ্য প্রদান না করিলে, কিরূপে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারিব?'

ঋকে বলা হইয়াছে,—আপনারা "পূতদক্ষং রিশাদসং"—পবিত্র-বলশালী এবং হিংসক শত্রুনাশক। শক্তি তখনই পবিত্র হয়, বল তখনই কলুষশূন্য হয়, যখন তাহা সৎকর্ম্মে ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা সেই সামর্থ্য

প্রদান করুন, যেন আমাদের শক্তি যথার্থরূপে সেই সতের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়,—যেন আমরা শ্রেষ্ঠ-শক্তিবলে হিংস্র-স্বভাব রিপুগণকে বিনষ্ট করিতে পারি। আপনাদের প্রসাদে রিপুনাশ হইলে, আপনাদের কৃপায় হৃদয় নির্ম্মল হইলে, চিত্তক্ষেত্রে তিনি উদ্ভাসিত হইবেন,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, তাঁহার পূজায় নিমগ্ন থাকিলে, তবে তো জীবন সার্থক হইবে! তাই ডাকি, এস দেব! মিত্ররূপে অন্তরে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বালিত কর; তাই ডাকি, এস দেব! বরুণরূপে হৃদয়ের অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত কর। ফলে, হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক। তাঁহার দাসানুদাসরূপে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হই।' (১ম—২সূ—৭ঋ)।

—•—

## অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।

ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

ঋতেন। মিত্রাবরুণৌ। ঋতঽবৃধৌ। ঋতঽস্পৃশা।

ক্রতুং। বৃহন্তং। আশাথে। ইতি ॥ ৮ ॥

•.•

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে 'ঋতাবৃধৌ' ( ঋতস্য জলস্য বৃধৌ বর্দ্ধিতারৌ, ঋতস্য সত্যস্য বৃধৌ পালকৌ বা ), হে 'ঋতস্পৃশৌ' ( ঋতানি জলানি স্পৃশন্তৌ সংযুক্তৌ, ঋতানি সত্যানি স্পৃশন্তৌ নিরতৌ বা ) 'মিত্রাবরুণৌ' ( মিত্রাবরুণদেবৌ ) 'বৃহন্তং' ( অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢ়ং ) 'ক্রতুং' ( যজ্ঞং ) 'ঋতেন' ( জলেন, সত্যেন, ফলেন বা ) 'আশাথে' ( আনশাথে ব্যাপ্তবন্তৌ ) যুবামিতি শেষঃ। সত্যস্বরূপেণ অস্মাকং যজ্ঞং ব্যাপ্য তিষ্ঠথ ইতি নিগূঢ়ার্থঃ। ( ১ম—২সূ—৮ঋ )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্র ও বরুণদেব। আপনারা ঋতাবৃধ ( জলবৃদ্ধিকারী অর্থাৎ শস্যোৎপাদন-সহায়ক অথবা সত্যধর্ম্মের পরিপালক ), আপনারা ঋতস্পৃশ ( অর্থাৎ সংসার-স্নিগ্ধকারী সলিলের সহিত সংস্রব-বিশিষ্ট অথবা সত্যধর্ম্মনিরত )। আমাদিগের এই অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত বৃহৎ যজ্ঞে অবশ্যম্ভাবী ফলের সহিত আপনারা পরিব্যাপ্ত ( বিদ্যমান ) রহেন। ( ১ম—২সূ—৮ঋ )।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ যুবাং ক্রতুং প্রবর্ত্তমানমিমং সোমযাগং আশাথে আনশাথে ব্যাপ্তবন্তৌ কেন নিমিত্তেন ঋতেন অবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যেন ফলেনাস্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ যুবাং। ঋতাবৃধৌ। ঋতমিত্যুদকনাম সত্যং বা যজ্ঞং বেতি যাস্কঃ। উদকাদীনামন্যতমস্য

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অতঃপর, বায়বীয় সূক্তের মিত্রাবরুণ তৃচে দ্বিতীয়া ঋক্ কথিত হইতেছে। হে মিত্রাবরুণ! অর্থাৎ হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা উভয়েই এই আরব্ধ সোমযাগকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ( অথবা এই সোমযাগে বর্ত্তমান রহিয়াছেন )। কি জন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ?— অবশ্যম্ভাবী সত্য-ফল প্রদানের জন্য। অর্থাৎ আমাদিগকে, মদীয় আরব্ধ যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবী অমোঘফল প্রদান করিবার নিমিত্ত আপনারা উভয়ে এই সোমযজ্ঞে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছেন! আপনারা উভয়ে কিরূপ ?—"ঋতাবৃধৌ" অর্থাৎ,—ঋতবৃদ্ধিকারী। মহাত্মা যাস্ক, ঋত শব্দের অর্থ,—জল কিম্বা সত্য অথবা যজ্ঞ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনারা উভয়ে সেই জলাদির মধ্যে অন্যতমের বৃদ্ধিকর্ত্তা। অথবা, আপনারা উভয়ে জলাদির অন্যতম বৃদ্ধি-কর্ত্তা, অর্থাৎ অন্যান্য যাঁহারা জলাদি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনারা অন্যতম। কিংবা, অন্যান্য সকলের ন্যায় আপনারাও জলাদি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অর্থাৎ,—আপনারা উভয়ে উক্ত জল, সত্য, অথবা যজ্ঞ প্রভৃতির পোষণকারী।

বৰ্দ্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পৃশা। উদকাদীন্ স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুং। বৃহন্তং অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢ়ং॥ ঋতশব্দো ঘৃতাদিত্বাদন্তোদাত্তঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র মিত্রশ্চ বরুণশ্চেতি মিত্রাবরুণৌ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬।৩।২৬। ইতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। ঋতস্য বৰ্দ্ধয়িতারাবিত্যর্থেঽন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্বৃধেঃ ক্বিপ্। অন্যেষামপিদৃশ্যতে। পা০ ৬।৩।১৩৭। ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। ঋতস্পৃশা। সুপাংসুলুগিতি ডাদেশঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যাদ্যামন্ত্রিত-ত্রয়স্য স্বস্বপূর্ব্বপদাৎ পরত্বাদামন্ত্রিতস্যেত্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। ননু ঋতেনেত্যেতস্য সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎস্বরে। পা০ ২।১।২। ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেনামন্ত্রিতানুপ্রবেশাৎ পাদাদিত্বেন পদাদপরত্বেন বাষ্টমিকনিঘাতাভাবাৎ আমন্ত্রিতস্যচেত্যাদ্যুদাত্তেন ভবিতব্যমিতি চেৎ। ন। পরাঙ্গবদ্ভাবস্য সুবামন্ত্রিতাশ্রয়ত্বেন পদবিধিত্বাৎ সমর্থঃ পদবিধিঃ। পা০ ২।১।১। ইতি নিয়মাৎ। ইহ চ ঋতেন মিত্রাবরুণাবিত্যেতয়োরাশাথে ইত্যাখ্যাতেনৈবান্বয়েন পরস্পরমসামর্থ্যাৎ। যত্র পুনঃ পরস্পরান্বয়েন সামর্থ্যং তত্র পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ পাদাদেরাষ্টা-

---

অতএব আপনারা 'ঋতস্পৃশা';—সর্ব্বদাই জলাদিকে স্পর্শ করিয়া আছেন। অর্থাৎ,—আপনারা সর্ব্বদা জলাদির সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সোমাখ্য সেই ক্রতু কিরূপ?—অঙ্গোপাঙ্গাদির দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধপ্রাপ্ত। 'ঋত' শব্দটি ঘৃতাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। সেইজন্য 'ঘৃতাদিত্বাৎ' এই বৃত্তি অনুসারে ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ—এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া "মিত্রাবরুণৌ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে অতঃপর "দেবতাদ্বন্দ্বেচ" (পা০ ৬৩।২৬) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব পদের অকারের স্থানে 'আনঙ্' (আ) আদেশ হইল। "ঋতের বৰ্দ্ধনকর্ত্তা" এইরূপ অর্থনিষ্পত্তি হওয়ায় অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ বৃধ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এবং অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পা০ ৬।৩।১৩৭) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদ দীর্ঘ করিয়া "ঋতাবৃধৌ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৭।১৩৯) এই সূত্র দ্বারা (বিভক্তির স্থানে) 'ডা' আদেশ করিয়া' "ঋতস্পৃশা" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "মিত্রাবরুণৌ" ইত্যাদি আমন্ত্রিতপদত্রয়, স্ব স্ব পূর্ব্ব-পদের পরবর্ত্তী হওয়ায় "আমন্ত্রিতস্য" (পা০ ৮।১।১৮) সূত্র অনুসারে তাহাদের আষ্টমিক নিঘাতস্বর হইল। "ঋতেন" পদটি, যদি "সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবং স্বরে" (পা০ ২।১।২) এই সূত্র অনুসারে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু আমন্ত্রিত পদে (সম্বোধন-সূচক—মিত্রাবরুণৌ পদে) অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে পাদাদিত্বহেতু অথবা পদের পরে না থাকা প্রযুক্ত, উক্ত আষ্টমিক নিঘাতের অভাব হওয়ায় "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮।১।১৯) এই সূত্র অনুসারে তাহার আদিস্বর উদাত্ত হইতে পারে;—এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত পরাঙ্গবদ্ভাবের সুবামন্ত্রিতাশ্রয়ত্ব-হেতু (অর্থাৎ সুবন্ত ও সম্বুদ্ধ পদের অন্বয়ানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব হয় বলিয়া) পরাঙ্গবদ্ভাবের পদবিধি সিদ্ধ হয়। যেহেতু "সমর্থঃ পদবিধিঃ" (পা০ ২।১।১) সূত্র অনুসারে পদবিধিই অন্বয়ে সমর্থ,—এই নিয়ম উল্লিখিত আছে। এস্থলে "আশাথে" এই আখ্যাতপদের সহিত "ঋতেন মিত্রাবরুণৌ" পদদ্বয়ের অন্বয়ে পরস্পরের সামর্থ্যের (সঙ্গতির) অভাব ঘটিতেছে। পরন্তু, যেস্থানে পরস্পরের অন্বয়ে সামর্থ্য আছে, সেস্থানে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু পাদের আদিভূত

দাত্তত্বং ভবত্যেব। যথা মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামীতি। মৃগ্রোরুতিঃ। উ° ১।৯৪। ইত্যুতিপ্রত্যয়ান্তত্বেন পৃশ্নি যৈ বৈ পয়সোমরুতোজাতা ইত্যাদাবন্তোদাত্তোহপি হি মরুচ্ছব্দো-মরুতাং পিতরিত্যত্র সামর্থ্যাৎ পরাঙ্গবদ্ভাবাদেবাদ্যুদাত্তো জাতঃ। প্রকৃতে তু ঋতে-নেত্যস্যাসামর্থ্যাদেব ন পরাঙ্গবদ্ভাব ইতি। ঋতাবৃধাবিত্যত্র দ্বিতীয়ামন্ত্রিতস্য নিঘাতে কর্ত্তব্যে আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ। পা° ৮।১।৩২। ইতি প্রথমামন্ত্রিতেনাবিদ্যমানবদ্ভবিতব্যমিতি। চেৎ। ভবতু। অতএব তস্যাব্যবধায়কত্বাদৃতেনেতি প্রথমপদাৎ পরত্বেনৈব দ্বিতীয়ামন্ত্রিতং নিহনিষ্যতে। যথা। ইমং মে গঙ্গে যমুনে ইত্যাদৌ গঙ্গে শব্দস্যাবিদ্যমানবদ্-ভাবেঽপি তস্যাব্যবধায়কত্বাদেব ইত্যেতদেব পদমুপজীব্য যমুনেশব্দস্য নিঘাতঃ। কিং চ প্রকৃতে মিত্রাবরুণাবিত্যামন্ত্রিতং সামান্যবচনং। তস্য বিশেষণতয়া বিশেষবচনমৃতাবৃধাবিতি। অতো নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং। পা° ৮।১।৭৩। ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবদ্-ভাবপ্রতিষেধাদপি নিরন্তরায়ো দ্বিতীয়স্য নিঘাতঃ। নন্বেবমপ্যপাদাদাবিত্যনুবৃত্তেঃ

---

পদের আদিস্বরটি নিশ্চয়ই উদাত্ত হইবে। যেমন, "মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামি"। এস্থলে "মরুতাং" পদটি "মৃগ্রোরুতিঃ" ( উ° ১।৮৪ ) এই সূত্র দ্বারা 'উতি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু "পৃশ্নি যৈ বৈ পয়সোমরুতো জাতাঃ" ইত্যাদি স্থলে উহার স্বর অন্তোদাত্ত হইলেও "মরুতাং পিতঃ" বাক্যে পরস্পরের অন্বয়ের সামর্থ্য আছে বলিয়া, পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়াতেই মরুৎ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত স্থলে "ঋতেন" পদটি 'আশাথে' ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ে সামর্থ্য নাই বলিয়াই পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। "ঋতাবৃধৌ"—এই দ্বিতীয় সম্বোধন-পদটীর নিঘাত স্বর করিতে হইলে, "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" ( পা° ৮।১।৩২ ) এই সূত্র অনুসারে প্রথমামন্ত্রিত-হেতু প্রথম-সম্বোধনান্ত ( মিত্রাবরুণৌ ) পদটি অবিদ্যমান পদের ন্যায় হইবে,—যদি এইরূপ বলা যায়, তদুত্তরে বলিতে হইবে—'হউক'। অর্থাৎ,—প্রথম সম্বোধনান্ত পদটি অবিদ্যমান পদের ন্যায় হউক। অতএব তাহার অব্যবধায়কত্ব হেতু, "ঋতেন" এই প্রথম পদের পরে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় আমন্ত্রিত-পদটির নিঘাতস্বর হইবে। যেমন "ইমং মে গঙ্গে যমুনে।" এস্থলে সম্বোধনান্ত "গঙ্গে" শব্দের অবিদ্যমানবদ্ভাব হইলেও তাহার অব্যবধায়কত্ব নিবন্ধন "মে" পদকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় সম্বোধনপদ "যমুনে" পদের নিঘাতস্বর হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এস্থলে "মিত্রাবরুণৌ" এই আমন্ত্রিত পদটী, সামান্যাকারে কথিত আছে এবং তাহার বিশেষণস্বরূপে "ঋতাবৃধৌ" এই সম্বোধনান্ত পদটী বিশেষ করিয়া বিশেষিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ সমানাধিকরণে আমন্ত্রিত পদদ্বয় ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া, "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং" ( পা° ৮।১।৭৩ ) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাব প্রতিষিদ্ধ হইলেও দ্বিতীয় আমন্ত্রিত পদের নিঘাতস্বর হইতে কোনও প্রতিবন্ধক নাই। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তেও সন্দেহ এই যে, উক্ত নিষেধ সূত্রে ( নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং—পা° ৮।১।৭৩, এই সূত্রে ) 'অপাদাদৌ' ( পা° ৮।১।১৮ ) এই অনুবৃত্তি বিদ্যমান থাকায়, "ঋতাবৃধৌ" এই দ্বিতীয়

ঋতাবৃধেত্যস্ত দ্বিতীয়পাদাদিত্বান্নভবিতব্যং নিঘাতেন। অতএব ইমং মে গঙ্গ ইত্যত্র শুতুদ্রিপদস্য পদাৎ পরস্যামন্ত্রিতস্যাপি পাদাদিত্বাদেবানিঘাতাদাদ্যুদাত্তত্বং জাতং তদ্বদত্রাপি ভবিতব্যং বক্তব্যো বা বিশেষ ইতি। উচ্যতে। মিত্রাবরুণপদস্য সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেন পরানুপ্রবেশাদেব ঋতাবৃধেত্যস্ত ন পাদাদিত্বং শুতুদ্রিপদমপি তর্হ্যেবমেব পূর্ব্বস্য সরস্বতিপদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেন ন পাদাদিরিতি নিহন্যেতেতি চেৎ। পরাঙ্গবদ্ভাবস্তাবৎ সুবন্তমামন্ত্রিতং চাশ্রিত্য প্রবৃত্তেঃ পদবিধিঃ অতস্তয়োঃ সত্যেব পরস্পরান্বয়ে পরাঙ্গবদ্ভাবেন ভবিতব্যং। সমর্থঃ পদবিধিরিতিনিয়মাৎ। শুতুদ্রিসরস্বতিপদয়োশ্চ ন পরস্পরেনান্বয়ঃ। কিন্তু সচতেত্যনেনেত্যসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। প্রকৃতে তু মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিতি দ্বয়োরপি সামানাধিকরণ্যেন পরস্পরান্বয়াদস্তি সামর্থ্যমিতি ভবিতব্যং পরাঙ্গবদ্ভাবেন। যথা মরুতাং পিতরিত্যত্রেতি বিশেষঃ নম্বতএব তর্হি মিত্রাবরুণপদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদপদাদাবিতি পর্য্যুদাসাদামন্ত্রিতনিঘাতো ন স্যাদিতি চেৎ।

---

সম্বোধন পদটি (ঋতাবৃধাবৃতস্পৃশা—এই) দ্বিতীয় পাদের আদিভূত হইয়াছে; এইজন্য উহার নিঘাতস্বর হইতে পারিল না। এই নিমিত্তই "ইমং মে গঙ্গে" এই ঋকে "শুতুদ্রি" পদটী, পদের পরে থাকিয়া সম্বোধন পদ হইলেও, উহা পদের আদিতে আছে বলিয়া, নিঘাতস্বর হইল না; সুতরাং উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইস্থানেও সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। অথবা এস্থলে ইহাই বিশেষ বক্তব্য। ইহার সিদ্ধান্ত হেতু কথিত হইতেছে; যথা,—"সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) এই সূত্র দ্বারা পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু পরস্থিত পদে মিত্রাবরুণ পদের অনুপ্রবেশ হইয়াছে; সেই জন্য "ঋতাবৃধৌ" পদটি, পাদের আদিভূত হইল না। তাহা হইলে "সরস্বতি" এই পূর্ব্বপদটীর পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, 'শুতুদ্রি' এই পদটিও পাদের আদি হইল না। অতএব উহার নিঘাতস্বর হওয়া সম্ভব। এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহার উত্তরে বলিতে হইবে,—সুবন্তপদ ও আমন্ত্রিত পদ এতদুভয় পদকে আশ্রয় করিয়া পরাঙ্গবদ্ভাব প্রবৃত্ত হয়, এইজন্য ইহাকে পদবিধি বলে। এই নিমিত্ত সেই সুবন্ত ও আমন্ত্রিত পদদ্বয়ের পরস্পর অন্বয় হইলেই "সমর্থঃ পদবিধিঃ" নিয়মে পরাঙ্গবদ্ভাব হইতে পারিবে। 'শুতুদ্রি' ও 'সরস্বতী' এই উভয় পদের পরস্পর অন্বয় নাই। কিন্তু "সচত" এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ের প্রসক্তি না থাকায় পরাঙ্গবদ্ভাব হয় নাই। কিন্তু এস্থলে "মিত্রাবরুণৌ!" "ঋতাবৃধৌ"—এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পরের অন্বয়-সামর্থ্য আছে। এই নিমিত্তই ইহার পরাঙ্গবদ্ভাব হইতেছে। যেমন "মরুতাং পিতঃ"। এস্থলে পরস্পরের অন্বয়-সামর্থ্য-হেতু পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়াছে। ইহাই এস্থলে বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে এই কারণানুসারে মিত্রাবরুণ পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায় পাদাদিত্ব-হেতু "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) এই পর্য্যুদাস বিধি দ্বারা আমন্ত্রিত পদের নিঘাত হইতে পারে না;—এরূপ সন্দেহও সঙ্গত নহে; কারণ, যেস্থলে পূর্ব্বে সুবন্তপদ এবং পরে আমন্ত্রিত পদ,

ন। পূর্ব্বং সুবন্তং পরং চামন্ত্রিতমাশ্রিত্য যঃ স্বরঃ প্রবর্ত্ততে তত্র সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। ভবতি চৈবং ঋতাবৃধপদনিঘাত ইতি। তত্র পূর্ব্বস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেনা-পাদাদিত্বাৎ স প্রবর্ত্ততে। মিত্রাবরুণপদনিঘাতস্তু পূর্ব্বমেবপদমুপজীবতি। ন পরমামন্ত্রিত-মিতি ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। নন্থ পরাঙ্গবদ্ভাববন্নিঘাতোঽপি পদবিধিরিতি। ঋতে-নেত্যনেনাসামর্থ্যাৎ ততঃ পদাৎ পরস্য মিত্রাবরুণপদস্য ন স্যাদিতি চেৎ। ন। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ। পা০ ২।১।১৯। ইতি নিঘাতে পদবিধাবপি সমানবাক্যত্বমেব পর্য্যাপ্তং ন পরাঙ্গবদ্ভাববৎ পরস্পরান্বয়োঽপীত্যলং। ক্রতুং। কৃঞঃকতুঃ। উ০ ১।৭৭। প্রত্যয়স্বরেণাদিরুদাত্তঃ। আশাথে। আনশাথে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি বর্ত্তমানে লিট্। নুডভাবশ্ছান্দসঃ ॥ ৮ ॥

* * *

---

এই উভয় পদকে আশ্রয় করিয়া যে পদ প্রবর্ত্তিত হয়; সেস্থলে "সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) এই সূত্র দ্বারা সে পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয়। এ প্রকার হইলে, "ঋতাবৃধৌ" পদ, নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইতে পারিল। 'মিত্রাবরুণৌ'—এই পূর্ব্ব-পদের সহিত পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু,—অর্থাৎ, পূর্ব্বপদ পরপদের অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, ("ঋতাবৃধৌ" পদটিতে) পাদাদিত্বের অভাব হইয়াছে। সেইজন্য উহার সেই নিঘাত-স্বরই প্রবর্ত্তিত হইল। পরন্তু মিত্রাবরুণ পদের নিঘাতস্বর পূর্ব্ববর্ত্তী "ঋতেন" এই পদেই অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে; কিন্তু পরবর্ত্তী "ঋতাবৃধৌ" এই পদকে আশ্রয় করিতেছে না। অতএব এস্থলে পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। এস্থলে যদি এক সংশয়-প্রশ্নের উদয় হয় যে, পরাঙ্গবদ্ভাবের ন্যায় নিঘাতটীও পদবিধি, তাহা হইলেও, এই নিয়মে, "ঋতেন" এই পদের সহিত অন্বয়-সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত এবং পদের পরবর্ত্তী হওয়ায়, 'মিত্রাবরুণৌ' এই পদের নিঘাতস্বর হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন,—"না"; অর্থাৎ,—তাহা হইতে পারে না। কারণ, "সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ" (পা০ ২।১।১৯)। অর্থাৎ,—সমানবাক্যেই নিঘাতস্বর এবং যুষ্মদ্ শব্দ ও অস্মদ্ শব্দের আদেশ কথিত হইয়াছে। এই সূত্র অনুসারে, নিঘাত পদবিধিতেও যখন সমান-বাক্যত্ব বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন পরাঙ্গবদ্ভাবের ন্যায় পরস্পর অন্বয় হইবে না, তাহা নিশ্চিত। তদ্বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। "ক্রতুং" এই পদটীতে "কৃঞঃকতুঃ" (উ০ ১।৭৭) এই সূত্র দ্বারা 'কতু' প্রত্যয় করিয়া প্রত্যয়স্বর সিদ্ধ হওয়ায় উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আশাথে" অর্থাৎ 'আনশাথে' এই পদটীতে "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" (পা০ ৩।৪।৯) সূত্রানুসারে বর্ত্তমানকালে লিট্ বিভক্তি হইয়াছে; ছান্দস-নিমিত্ত নুট্ আগম হইল না ॥ ৮ ॥

* * *

## অষ্টম ( ১৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণে ঋকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবতাকে 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' এই গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' শব্দদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত হয়? 'ঋত' শব্দ বহুভাবদ্যোতক। সাধারণভাবে ঐ শব্দে 'জল' অর্থ উপলব্ধ হয়। 'ঋত' শব্দের আর এক অর্থ—'সত্য'। 'ঋত' শব্দে আর বুঝায়—'সত্যধর্ম্ম'। মরুদেশের অধিবাসী—যাহারা বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল; তাঁহাকে জলাধিপতি জানিলে, তাঁহার নিকট তাহারা আকুল প্রার্থনা জানাইতে অগ্রসর হইবে না কি? জলের যখন শস্যক্ষেত্র-সমূহ শুষ্কতাপ্রাপ্ত হয়, বারিবর্ষণ-বিহনে জীবের জীবনধারণের প্রধান উপাদান শস্যসমূহ যখন শুকাইয়া যায়; তখন জলাধিপতির শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে? তিনি 'ঋতাবৃধ'-বুঝিয়া—তিনি জলাধিপতি বুঝিয়া, সাধারণ মানুষ তাই তাঁহার নিকট বারিবর্ষণের প্রার্থনা করে। প্রথম-দৃষ্টিতে ঋকের এইরূপ অর্থই বোধগম্য হয়।

কিন্তু একটু উচ্চ স্তরের মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা দেখেন,—তিনি কেবল এই সাধারণ জলের অধিপতি নহেন; তিনি যে শান্তিদাতা—স্নিগ্ধতা-প্রদানকর্ত্তা। সংসারের জ্বালামালায় অন্তর যখন জ্বলিয়া ক্ষার হইবার উপক্রম হয়, এই স্তরের মানুষ, তাঁহাকে স্নিগ্ধতা-গুণের আধার জানিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাহার জলের অভাব, সে তাঁহার নিকট জলের আকাঙ্ক্ষায় প্রধাবিত হয়; আর যাহার অন্তর জ্বলিতেছে, সে তাঁহাকে শান্তিদাতা জানিয়া তাঁহার নিকট শান্তির প্রার্থনা করে। 'ঋতাবৃধৌ' শব্দ সংসারতাপতপ্ত ঐ দ্বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্যের পক্ষে জলাধিপতি ও স্নিগ্ধকারী অর্থ সূচনা করিতে থাকে।

আরও একটু উচ্চ স্তরের সাধক—সংসারের দৃঢ়গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যিনি কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন,—তিনি বুঝিয়া থাকেন,—

এ মিত্র ও বরুণদেব তাঁহারই নামমাত্র ;—যাঁহার নাম নাই, তাঁহার নাম ; যাঁহার রূপ নাই, যিনি অরূপ, তাঁহাতে রূপের কল্পনা মাত্র। সেই সাধকের চক্ষেই প্রতিভাত হয়—'ঋতাবৃধৌ' 'সত্যস্বরূপৌ।' অর্থাৎ,—তিনিই সৎ, তিনিই সত্যস্বরূপ। এ মিত্রদেব, এ বরুণদেব, তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ—যিনি সৎ, যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি অক্ষয়, যিনি অব্যয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত।

সৎস্বরূপে বোধগম্য হইলেই, তাঁহাকে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়স্থান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাতেই সত্যধর্ম্ম, তিনিই সত্যের রক্ষক, তিনিই সত্যধর্ম্মের প্রতিপালক,—এই ভাব-প্রবাহ যখন সাধকের চিত্তে প্রবাহিত হয়, তিনি যখন সত্যের ধারণায় সমর্থ হন, তখনই তিনি মিত্র-বরুণের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন,—'ঋতাবৃধৌ,' 'ঋতস্পৃশৌ' বিশেষণদ্বয়ের চরম লক্ষ্য তখনই তাঁহার হৃদ্গত হয়। সর্ব্বোচ্চ-স্তরের সাধকেই এই ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' শব্দদ্বয় প্রায়ই একার্থমূলক ; অথচ, উভয়েই ভিন্নার্থদ্যোতক। প্রথম শব্দে 'ঋতের' বর্দ্ধক বা পালক ভাব আসিতেছে ; শেষোক্ত শব্দে 'ঋতের' সহিত সংযোগ বা নিবৃতি অর্থ সূচিত হইতেছে। একে দ্বৈতভাব, অপরে অদ্বৈতভাব। একে কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তা—দুইয়ের সমাবেশ ; অপরে দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে। একে জল স্বতন্ত্র, সত্যধর্ম্ম স্বতন্ত্র ; অন্যে জলের মধ্যে যিনি, সত্যের মধ্যেও তিনি, সত্য-ধর্ম্মের মধ্যেও তিনি। অর্থাৎ—জলও তিনি, সত্যও তিনি, সত্য-ধর্ম্মও তিনি।

প্রথম স্তরের অধিকারী দেখিতেছেন,—মিত্রদেব ও বরুণদেব মেঘ-সঞ্চারের ও বৃষ্টিপাতের কর্ত্তৃস্থানীয় ; সুতরাং তাঁহারাই শস্যোৎপত্তির হেতুভূত। অদৃষ্টচক্রে বিঘূর্ণমান সংসারী যে সাধারণ মানুষ, পুত্রকলত্রাদির পরিপালনভারগ্রস্ত বিপন্ন যে জন—তার প্রার্থনা, তার আকাঙ্ক্ষা আর কতদূর উচ্চ হইতে পারে ? তাহার জ্ঞান এই মাত্র যে, মিত্র ও বরুণদেব কৃপাপরবশ না হইলে, সুবর্ষণ-সুকর্ষণের অভাবে অন্নাদির উৎপত্তি-পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন ভিন্ন জীবের জীবন তিষ্ঠিতে পারে না,—জীবের জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাই তাহারা জলের কামনায়—

বারিবর্ষণের আশায়, মিত্র ও বরুণ দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। এই সাধারণ অর্থই সাধারণের মনে প্রথম প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবশে মানুষ তাই ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিকে কামনাপর কৃষকের গান বলিয়া ঘোষণা করেন। উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য, স্তর-পর্য্যায়ের সকল সাধকের উপযোগী অর্থ, সাধারণ মানুষ সহসা উপলব্ধি করিতে পারে কি!

ঋকের আর একটি শব্দ—'ক্রতু'। ক্রতু শব্দের সাধারণ অর্থ—যজ্ঞ। 'ক্রতু' শব্দের আর অর্থ—বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। যাঁহারা 'যজ্ঞ' অর্থ উপলব্ধি করেন, তাঁহারা বুঝেন,—'হে মিত্রদেব। হে বরুণ-দেব। আপনারা 'ঋতের' (জলের, সত্যের বা যজ্ঞফলের) সহিত ব্যাপ্ত হউন। অর্থাৎ,—আপনারা জলদান করুন, যজ্ঞফল ও সত্য দান করুন।' এখানে জল পাইলেই,অথবা অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যজ্ঞ-ফল প্রাপ্ত হইলেই, যাজ্ঞিক যেন কৃতকৃতার্থ। কিন্তু ঐ 'ক্রতু' শব্দে যদি বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা অর্থ সূচিত হয়, তাহা হইলে ঋকের মধ্যে কি গভীর ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে, বুঝিয়া দেখুন দেখি। ইচ্ছা হইলেই বুঝিতে হয়—কিসের ইচ্ছা, কেমন ইচ্ছা। বাঞ্ছা, বাসনা—তাহাই বা কিসের বাঞ্ছা—কেমন বাসনা। বুদ্ধিই বা কিসের বুদ্ধি—কেমন বুদ্ধি! তার পর প্রজ্ঞা! সে প্রজ্ঞা—কেমন প্রজ্ঞা! ইচ্ছা হয়—তাঁহাকে জানি; ইচ্ছা হয়—সেই সত্যময় সত্যস্বরূপকে যেন চিনিতে পারি! তবেই তো ইচ্ছার সার্থকতা! তবেই তো ইচ্ছার পরিপূর্ণতা! বাঞ্ছা সেই হউক—যেন সত্যস্বরূপের সহিত মিলিতে পারি! মিলনের বাসনাই প্রকৃত বাসনা; তদ্ভিন্ন অন্য বাসনা চির-অপূর্ণ রহিয়া যায়! আমার যজ্ঞে, আমার ইচ্ছায়, আমার বাসনায়, আমার বুদ্ধিতে, তোমরা 'ঋতের' সহিত ব্যাপ্ত হও, অর্থাৎ সত্যের সহিত, সরলতার সহিত ওতঃ-প্রোত বিরাজমান থাক —এ বাঞ্ছা, এ ইচ্ছা, কাহার হৃদয়ে উদয় হয়? 'ক্রতু' শব্দের যে চরম অর্থ প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনেই তেমন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। যখন অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বিসর্জ্জিত হয়, যখন কোনও বিষয়ে কোনও কামনা বাঞ্ছা বা তৃষ্ণা আদৌ থাকে না, যখন

পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে চিত্তের সন্তোষ জন্মে, তখনই যজ্ঞ-ফলের সহিত তিনি ব্যাপ্ত হন। ঋকের চরম লক্ষ্য—সেই মিলনের অবস্থা। এ ঋকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—আত্ম-সম্মিলন।

ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! হৃদয়ে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুসমূহ অহর্নিশ সে যজ্ঞ ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আপনারা আগমন করুন। আপনাদের আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইন্দ্রিয়-নিরোধ। ইন্দ্রিয়-নিরোধে তাহাদের গতি-পথ রোধ হয়;—উচ্ছৃঙ্খলতা দমন হয়। ইন্দ্রিয়-নিরোধে—রিপু-দস্যুর দমনে, আত্মজ্ঞানের উন্মেষ-সাধন। আত্মজ্ঞানে আত্মসম্মিলন। হে দেব! আমরা সেই আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষায় আছি। এস, আমাদের পরমশত্রু রিপুগণকে দমন কর।' (১ম—২সূ—৮ঋ)।

— • —

## নবমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমী ঋক্। )

**কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া।**

**দক্ষং দধাতে অপসং ॥ ৯ ॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

কবী ইতি। নঃ। মিত্রাবরুণা। তুবিহজাতৌ। উরুক্ষয়া।

দক্ষং। দধাতে ইতি। অপসং ॥ ৯ ॥

* * *

অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যা।

'কবী' (মেধাবিনৌ) 'তুবিজাতা' (তুবিজাতৌ—বহূনামুপকারত্বয়া জন্মতৌ প্রাদুর্ভূতৌ, বলবন্তৌ বা) 'উরুক্ষয়া' (উরুক্ষয়ৌ—বহুনিবাসৌ, বিস্তীর্ণস্থলবাসিনৌ বা) 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রাবরুণৌ দেবৌ) 'নো' (অস্মভ্যং) 'অপসং' (কর্ম্মং) 'দক্ষং' (বলং সামর্থ্যং চ; অপসং দক্ষং—কুশলবুদ্ধিমিতি শেষঃ) 'দধাতে' (পোষয়তঃ, ধারয়ন্তঃ, দত্ত ইতি শেষঃ)। অস্মাকং সৎকর্ম্মসামর্থ্যং সদ্‌বুদ্ধিং চ প্রচচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে কবি (মেধাবী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন), হে তুবিজাত (জনহিতসাধক, অথবা আজন্ম-বহুবলশালী), হে উরুক্ষয় (বহুজন-আশ্রয়স্থল অথবা বহুরূপী) হে মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের কর্ম্ম-সামর্থ্য ও কুশল-বুদ্ধি প্রদান করুন। (১ম—২সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিত্রাবরুণাবেতৌ দেবৌ নো অস্মাকং দক্ষং বলমপসং কর্ম্ম চ দধাতে। পোষয়তঃ। কীদৃশৌ। কবী। মেধাবিনৌ। তুবিজাতৌ। বহূনামুপকারকতয়া সমুৎপন্নৌ। উরুক্ষয়া। বহুনিবাসৌ। বিপ্রো ধীর ইত্যাদিষু চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামস্থু কবির্ম্মনীষীতি পঠিতং। উরু তুবীতোতৌ শব্দৌ দ্বাদশস্থু বহুনামস্থু পঠিতৌ। ওজঃপাজ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামস্থু দক্ষো বিঘিতি পঠিতং। অপসশব্দঃ ষড়্‌বিংশতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মিত্রদেব ও বরুণদেব, আমাদিগের বল ও বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল পোষণ করেন। সেই মিত্রদেব ও বরুণদেব কিরূপ?—"কবী" অর্থাৎ মেধাবী; "তুবিজাতৌ" অর্থাৎ বহু ব্যক্তির উপকার-সাধনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং "উরুক্ষয়া" অর্থাৎ বহু লোকের আশ্রয়স্থল। (যাস্কনিরুক্তগ্রন্থে) বিপ্রোধীর প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক মেধাবি-নাম-সমূহের মধ্যে "কবিঃ, মনীষী" প্রভৃতি পঠিত হইয়াছে। 'উরু' এবং 'তুবি' এই দুইটি শব্দ দ্বাদশ-সংখ্যক বহুনামকগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। 'ওজঃ', 'পাজঃ' প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বল-নাম-সমূহের মধ্যে 'দক্ষ' 'বিলু' এই দুইটি পঠিত হইয়াছে। 'অপস্' শব্দটী ষড়্‌বিংশতি

সংখ্যাকেষু কর্ম্মনামস্থ পঠিতঃ॥ মিত্রবরুণা। মিত্রশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বরুণশব্দো নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। দ্বন্দ্বে দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬৷২৷১৪১। ইত্যুভাববশিষ্যেতে। তুবিজাতৌ। বহুনামুপকারতয়া তৎসম্বন্ধিত্বেন জাতাবিতি ষষ্ঠীসমাসে সমাসান্তোদাত্তত্বং। চতুর্থীসমাসে হি ক্তে চ। পা০ ৬৷২৷৪৫। ইতিপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ স্যাৎ। উরূণাং বহূনাং ক্ষয়ারুক্ষয়ৌ। ক্ষি নিবাসগত্যোরিতি ধাতোঃ ক্ষিয়ন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ ইত্যধিকরণে এরচ্। পা০ ৩৷৩৷৫৬। ইত্যচ্প্রত্যয়ান্তস্য চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে ক্ষয়ো নিবাসে। পা০ ৬৷১৷২০১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং বিহিতং। সমাসে তু সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ প্রাপ্তমুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্যপি থাথাদিস্বরেণান্তোদাত্তেন বাধ্যতে তথাপি পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং। পা০ ৬৷২৷১৯৯। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং দ্রষ্টব্যং। দক্ষো দক্ষতেরুৎসাহকর্ম্মণোঘঞ্। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আপ্যতে ফলমনেনেত্যপঃ কর্ম্ম।

---

সংখ্যক কর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। এই জন্য 'অপস্' অর্থে কর্ম্ম বুঝায়। প্রাতিপদিকস্বর-হেতু "মিত্রাবরুণা" এই পদে মিত্র শব্দটী অন্তোদাত্ত। নিৎস্বর-প্রযুক্ত বরুণ শব্দটীর আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। এই উভয় পদে দ্বন্দ্ব-সমাস হইয়াছে বলিয়া, "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০৬৷২৷১৪১) এই সূত্র অনুসারে উভয় স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "তুবিজাতৌ"—এই পদটী তুবীনাং অর্থাৎ বহুসংখ্যকের উপকারক বলিয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া, "জাতৌ" অর্থাৎ জন্ম স্বীকার করিয়াছেন—এই অর্থে, এবং উক্ত বাক্য ষষ্ঠী সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় ইহার সমাসান্ত পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হইলে, "ক্তে চ" (পা০ ৬৷২৷৪৫) সূত্র অনুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইবে। বহুর ক্ষয় (নিবাস), স্বরূপ যে দুই জন এই অর্থে "উরুক্ষয়ৌ" পদটী সিদ্ধ। নিবাস ও গত্যর্থ 'ক্ষি' ধাতুর উত্তর 'যাহাতে বাস করে'—এইরূপ বাক্যে, "অধিকরণে এরচ" (পা০ ৩৷৩৷৪৬) এই সূত্র অনুসারে, "অধিকরণবাচ্যে" অচ্ প্রত্যয় দ্বারা ক্ষয় শব্দ নিষ্পন্ন হয়। পাণিনির গ্রন্থোক্ত 'চিতঃ' এই সূত্র অনুসারে ঐ ক্ষয় শব্দের অন্তস্বরের উদাত্তপ্রাপ্তি হইলেও, "ক্ষয়ো নিবাসে" (পা০ ৬৷১৷২৯১) এই বিশেষ সূত্র-বিধি অনুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু সমাস হইলে "সমাসস্য" সূত্র অনুসারে উহার অন্তস্বর উদাত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মাইয়া কৃৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু 'উরুক্ষয়া' এই উভয় পদেরই আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে, যদিও থাথাদিস্বর-হেতু (অর্থাৎ "থাথঘঞ্ক্তাজ" ইত্যাদি সূত্রবিধানে) অন্তোদাত্তস্বর দ্বারা (উরুক্ষয়া পদের) পূর্ব্বপ্রাপ্ত আদ্যুদাত্তস্বর বাধিত হয়; তথাপি "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬৷২৷১৯৯) এই সূত্র দ্বারা উহার উত্তরপদে আদ্যুদাত্তস্বরই পরিদৃষ্ট হইবে। উৎসাহার্থ 'দক্ষ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে "দক্ষং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ঞিৎ' হেতু (অর্থাৎ ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞ্ থাকে না বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইহা দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়"—এই অ

আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুটচ। উ° ৪ ১০৯। ইত্যসুন্নং তস্যাপসস্পারে ইত্যাদৌ নিত্বাদাদ্যুদাত্তস্যাপ্যাপসশব্দস্যাত্র ব্যত্যয়েন প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুর্থো বর্গঃ ॥

## নবম ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবকে 'কবি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'কবি' শব্দে 'প্রজ্ঞা-স্বরূপ' অর্থ সূচিত হয়। কবি—ব্রহ্মা; কবি—সূর্য্য; কবি-জ্ঞানাধার। সাধারণ লোকে 'কবি' বলিতে মেধাবী, পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকে। মিত্রাবরুণ যখন মনুষ্যাকার-বিশিষ্ট দেবতারূপে সম্পূজিত হন, তখন তাঁহারা মেধাবী অর্থাৎ সাধারণ-স্তরের মনুষ্য হইতে একটু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত হয়েন। সম-অবস্থাপন্ন লোকের নিকট উপস্থিতি অনায়াসসাধ্য। আপনার অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইতে হইলে একটু আয়াসের প্রয়োজন। সামান্য আয়াস-স্বীকারে যাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারা যায়, তাঁহার নিকট মানুষকে উপস্থিত করার পক্ষে বেদবাক্যের প্রথম প্রযত্ন দেখি। যদি মানুষ প্রথমে বুঝিতে পারে,—আমার আরাধ্য দেবতা আমার চিন্তার অতীত, আমার স্তবনীয় আমার ধ্যান-ধারণার অনায়ত্ত, তখন সে আর সেদিকে অগ্রসর হইতে চাহে না;—তখন সে হতাশে অবসন্ন হইয়া আরাধ্য-বস্তুর আরাধনায় বিমুখ হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এক একটী ঋকের মধ্যে, ঋকের এক একটী শব্দের মধ্যে,

---

শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। "আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বোনুট্চ" (উ° ৪।২০৯) এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয়ান্ত আপ ধাতুকে হ্রস্ব করিয়া তাহা হইতে 'অপস্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুন্ প্রত্যয়ান্ত অপসস্পারে ইত্যাদি স্থলে নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হয়; এস্থলে 'অপস্' শব্দের ব্যত্যয় করিয়া অর্থাৎ পরিবর্ত্তে উহার প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে চতুর্থ বর্গ ॥ ৪ ॥

সকল প্রকৃতির সকল স্তরের মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার গূঢ় অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিতে পাই। ঐ 'কবি' শব্দে যখন সাধারণ মেধাবী বা পণ্ডিতজনের স্মৃতি মনোমধ্যে উদয় হইবে; তখন যাজ্ঞিকের প্রাণে কি একটু আশার সঞ্চার হইবে না?' যাজ্ঞিক তখন নিশ্চয়ই মনে করিতে পারিবেন,—'আমার দেবতা তো আমা হইতে বেশী দূরে নহেন? আমি তো একটু প্রযত্নপর হইলেই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারি?' এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাজ্ঞিক যখন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, আপনার ভূয়োদর্শনের ও জ্ঞানবৃদ্ধির তারতম্য অনুসারে, ভগবানের ঐশ্বর্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিবার পক্ষে তাঁহার সামর্থ্য আসিবে। তখন, ক্রমশঃ, যে 'কবি' শব্দে তাঁহাকে মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, সেই শব্দেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞানময় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। সকল শ্রেণীর সাধক, সকল ভাবের মধ্য দিয়া জগদীশ্বরকে বুঝিতে পারিবেন, যেন এইরূপ লক্ষ্য করিয়াই এক একটী ঋকের এক একটী শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে।

ঋকের আর একটী শব্দ—'তুবিজাতৌ।' বহুজনের উপকারের জন্য যাঁহার জন্ম, তিনিই 'তুবিজাত।' অথবা জন্মাবধি যিনি বলশালী, তিনিই 'তুবিজাত।' এই দুই অর্থের প্রতি অর্থই তাঁহার প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করে। তিনি বহুজনের উপকার করেন; সুতরাং আমারও উপকার করিতে পারেন। তাঁহার জন্মই উপকারের জন্য; সুতরাং আমি যদি তাঁহার শরণাপন্ন হই, আমার উপকার তিনি অবশ্যই করিবেন। উপকার পাইবার প্রত্যাশায় মানুষ সদাই লালায়িত। মানুষের সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই কিছু-না-কিছু উপকার বা ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আছেই। যাঁহার-জন্মই সেই উপকার-বিতরণের জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সফলতা নিশ্চয়ই অধিগত হইবে। অন্ততঃ এই লক্ষ্যেও মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউক, শব্দের ইহাই উদ্দেশ্য। তিনি আজন্মবলশালী; তিনি আমার সহায় থাকিলে, আমার ন্যায় দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়নের আশঙ্কা থাকে না,—এ লক্ষ্যেও মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

'তুবিজাত' শব্দের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিলে, যাঁহার উদ্দেশে ঐ

শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে তখন আর সাধারণ বলিয়া মনে হয় না। সে অর্থ উপলব্ধি করিলে—সে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তিনি যে অসাধারণ—তিনি যে সাধারণের ধ্যান-ধারণা-চিন্তার অতীত, তিনি যে যোগিধ্যেয় বিজ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। জন্মিয়াই কে কোন্ কালে বলশালী হয়? জন্মমাত্রেই কে কোন্ কালে বহুজনের উপকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? এইখানেই অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না কি? তিনি সাধারণ হইয়াও অসাধারণ, তিনি ধারণার সামগ্রী হইয়াও ধারণার অতীত। ঐ একই শব্দে বিভিন্ন স্তরের উপাসকের পক্ষে তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি ব্যক্ত করিতেছে।

এইরূপ 'উরুক্ষয়' শব্দে মিত্রাবরুণ দেবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহারা বহুজনের আশ্রয়স্থল, আবার তাঁহারা বহুব্যাপী। তাঁহারাই আশ্রয়, আবার তাঁহারাই আশ্রয়ভূত; তাঁহারাই ব্যাপ্ত, আবার তাঁহারাই ব্যাপক। এখানে মিত্রাবরুণ সেই সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। তাঁহারা আমাদিগকে কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, তাঁহারা আমাদিগকে কুশল-বুদ্ধি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আমরা যেন সেই কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ আমাদের কুশলবুদ্ধি (মঙ্গলজনক বুদ্ধি) সঞ্জাত হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে,—ইহাই এই ঋকের স্থূল মর্ম্ম।

---

# বায়বীয় (দ্বিতীয়) সূক্তের তাৎপর্য্য।

আগ্নেয়-সূক্তে একমাত্র অগ্নিদেবের উপাসনার বিষয় অবগত হইয়াছি। যদি কেহ একমাত্র আগ্নেয়-সূক্ত আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হন, তিনি অগ্নিদেবকেই তেজোস্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন; অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ বিভূতি ব্যতীত ভগবানের অন্য কোনও বিভূতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পতিত না হওয়াও অসম্ভব নহে। একক জানিলেই সকলকে জানা হয়—সেই যে শ্রুতিবাক্য আছে: সেই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতার সহিত তিনি সেই একক জানিয়াই সকলকে জানিতে পারেন।

আগ্নেয়-স্থক্তে যেমন একমাত্র অগ্নিদেবতার উপাসনার বিষয় অবগত হই, বায়বীয়-স্থক্তে সেইরূপ আরও দেবতা-চতুষ্টয়ের সন্ধান পাই। একমাত্র অগ্নিদেবতাকে দেখিয়া, অগ্নির মধ্যে জ্যোতির মধ্যে তেজের মধ্যে সকলই আছেন বুঝিতে না পারিয়া, যদি কেহ বিভ্রান্ত হন, আমরা মনে করি, তাঁহাদেরই জন্য বায়বীয়-স্থক্তের অবতারণা। এখানে তিনি বায়ুরূপে, এখানে তিনি ইন্দ্ররূপে, এখানে তিনি দিবসের অধিষ্ঠাতা মিত্ররূপে, এখানে তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতা বরুণরূপে, অথবা এখানে তিনি আকাশের দেবতা ইন্দ্র, জলের অধিপতি বরুণ এবং দিবসের অধিপতি মিত্র বা সূর্য্যদেব। বহু রূপে বহু ভাবে তিনি যে প্রকাশমান্, অনিলে সলিলে তেজে বজ্রে—সর্ব্বপ্রকারেই যে তিনি পরিব্যাপ্ত, বায়বীয়-স্থক্তে তাহারই প্রথম আভাষ প্রাপ্ত হই। এখানেই বুঝিতে পারি, অগ্নিরূপে যাঁহার বিভূতি বিকাশমান্, বায়ুরূপে বরুণরূপে বজ্ররূপে তেজরূপে জ্যোতিঃরূপে তিনিই মূর্ত্তিমান রহিয়াছেন।

মিত্র, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি তাঁহার নাম; উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি তাঁহার গুণ; বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ঋকে আবাহন তাঁহার বিভিন্ন রূপ বিশেষণ; এ ভিন্ন আর অন্য অর্থ আসিতেই পারে না। মানুষের দৃষ্টি, মানুষের ধ্যানধারণা অনুধাবনা, নানা পথে নানা ভাবে প্রধাবিত। তিনি যেন তাই দেখাইতেছেন,—যে পথে যে দিক দিয়াই অগ্রসর হও, যে ভাবে যেমন করিয়াই বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, সকল দিকে সকল ভাবের মধ্যেই সেই একই আমি বিদ্যমান্ রহিয়াছি। নাম ভিন্ন হয়, হউক; গুণ ভিন্ন হয়, হউক; রূপ ভিন্ন হয়, হউক, কিন্তু সর্ব্বত্রই—সকল রূপের—সকল গুণের—সকল ভাবের মধ্যেই তাঁহারই, সেই একেরই, সন্ধান রহিয়াছে। সনাতন সত্যধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণকে যাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করেন; অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা-পদ্ধতি হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন; যখনই যাহার বিক্রম দেখিয়াছে—তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া যাঁহারা হিন্দুগণকে জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান; এ সকল পূজা-পদ্ধতির মর্ম্ম তাঁহারা কদাচ ধারণা করিতে পারিবেন না। ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার উপাসনার বিষয় বিবৃত থাকিলেও সকলই যে একের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। যাঁহার সামান্য দৃষ্টি-শক্তি আছে, তিনিই দেখিতে পাইবেন—সকলই একের উদ্দেশে একই পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রই বা কি, মিত্রই বা কি আর বরুণই বা কি? বেদ কি তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া যান নাই? বেদেই কি, আমরা দেখিতে পাই না—তিনিই মিত্র, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সুপর্ণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই যম, তিনিই মাতরিশ্বা। বেদই তো বলিয়া গিয়াছেন—সে তো বেদেরই উক্তি—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্তি সূর্য্যং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

এরূপ উক্তি দেখিয়াও কেন সংশয় আসে? এত স্পষ্টভাবে, এত স্পষ্টভাবে, স্বরূপ-তত্ত্ব

ব্যক্ত দেখিয়াও মনে কেন ভিন্ন ভাব আসে?—চিত্তে কেন সংশয়ের উদয় হয়? আগ্নেয়-স্থক্তের পর বায়বীয়-স্থক্তের অবতারণা সেই সংশয়-ভঞ্জনের সহায়তা করে।

বায়বীয়-স্থক্তে সংশয় ঘনীভূত হয়—'সোম' শব্দের অবতারণামূলে। নাস্তিক্য-দর্শনের প্রচার-প্রসঙ্গে মৈত্রেয়্যুপনিষদে একটী উপাখ্যান আছে। অসুরগণ যখন ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠে, দেবগণের প্রতি শক্রতা-প্রদর্শনের জন্য যখন তাহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় অসুরগণের বুদ্ধি-ভ্রংশের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি তাহাদের মধ্যে নাস্তিক্য-মত-প্রচারে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন। দৈত্যগণকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য, বৃহস্পতি প্রথমে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের রূপ পরিগ্রহ করেন; তার পর তিনি অবিদ্যার সৃষ্টি করেন; আর, সেই অবিদ্যার ঘোরে পড়িয়া অসুরেরা বেদাদি শাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে থাকে এবং হিতবাক্যকে অহিতবাক্য বলিয়া মনে করে। ফলে, তাহাতেই তাহাদের পতন হয়। আমরা মনে করি, বায়বীয়-স্থক্তে 'সোম' শব্দ কুকর্ম্মকারীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। * হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি

---

* সোম যে সাধারণ মাদক-দ্রব্য নহে, উহা যে উন্মত্ততাজনক লতা-পাতার রস-রূপ আসব-পর্য্যায়ভুক্ত নহে; সে পক্ষে যে সকল প্রমাণ-পরম্পরা সাধারণতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। হাওড়া সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন উপলক্ষে প্রফেসর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় 'ঋগ্বেদে সোম' নামে একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি "সোম" সম্বন্ধে যে গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ এক-মত না হইলেও, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বিকৃত-ভাবাপন্ন জনগণের চিন্তার গতি, তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই আশায়, সেই প্রবন্ধ এই "বায়বীয় স্থক্তের তাৎপর্য্য" অংশের পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশ করা গেল। যথা,—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ-সংহিতাকে অতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন, এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথম মণ্ডলের প্রথম ৫০টি সূক্ত ও দ্বিতীয় হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত আটটি মণ্ডল অতি প্রাচীন অংশ। ইহা আদি ঋগ্বেদ। প্রথম মণ্ডলের অবশিষ্ট স্থক্ত-সমূহ ও দশম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। (১) ঋগ্বেদ-সংহিতার, সেই তথাকথিত প্রাচীন অংশে, সোম শব্দ যে চন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। (২) তাঁহারা বলিতে চান, প্রাচীন অংশে ব্যবহৃত সোম শব্দের অর্থ—সোমলতা বা সোমরস; ঋগ্বেদের—কেবল নবীন অংশেই, চন্দ্র অর্থে সোম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) এই অংশ পরবর্ত্তী

ভূমিকা।

---

১। Macdonell's Sanskrit Literature পৃঃ ৪১—৪৩। Vedic Index by Macdonell and Keith. পৃঃ ৪১০।

২। Macdonell, Sanskrit Literature পৃঃ ৯৯। Muir, Sanskrit Text, পৃঃ ২১৭। Vedic Index পৃঃ ২৫৪।

৩। ঋঃ সং ১।১০৫।১, ১০।৬৪।৩, ১০।৮৫।১৩, ১৮, ১৯।

অবজ্ঞা-প্রদর্শনের জন্য যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে; অপিচ, যাহারা বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে; তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে—

---

ব্রাহ্মণ-কালের রচনা বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। চন্দ্রের গতিবিধির আলোচনা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান, বর্ত্তমান কালে, সভ্যতার ইতিহাসে, প্রাচীনত্বের পরিমাপক-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় চন্দ্র শব্দের ব্যবহার অতি অল্প, কয়েক বার মাত্র হইয়াছে, এবং তাহাতে চন্দ্রের জ্যোতিস্তত্ত্ব অতি সামান্যই রহিয়াছে। কিন্তু সোম শব্দের ব্যবহার অগণিত, এমন কি নবম মণ্ডলের সমস্ত কেবল সোম-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। নিরুক্তে যাস্ক চন্দ্রার্থক সোম শব্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন, তাহার সমস্তই ইউরোপীয়দিগের সেই তথাকথিত নবীন অংশ হইতে উদ্ধৃত। (১) তন্মধ্যে প্রধান ১০ম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্ত, Roth, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া, নবীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহাতে ইউরোপীয় বা তাঁহাদের মতাবলম্বী এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের আপত্তির কারণ না থাকিতে পারে, তজ্জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে, কেবলমাত্র ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের ঋক্-গুলিরই আলোচনা করা হইবে।

বৈদিক সাহিত্যে, আকাশ দেবনিবাসরূপে পরিচিত। (২) যাস্ক, দেব-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"দেবঃ দ্যোতনাৎ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" সেই দেব-নিবাস আকাশে বা দ্যুলোকে সোমের নিবাস। (৩) সোমের পরমপদ আকাশে বর্ত্তমান। (৪) সেই উন্নত দ্যুলোক হইতে, শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক সোম আহৃত হন। (৫) এইরূপ প্রবাদ ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল।

সোম ও শুক্রের যোগ।

সোম সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন করেন। (৬) দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ইনি চতুর্দ্দিকে গমন করেন। (৭) আকাশ হইতে তাঁহার কিরণ যেন সহস্র ধারায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, এজন্য তিনি প্রার্থিত হন। (৮) তিনি বৃষভের ন্যায় নভঃ-প্রদেশ দিয়া গমন করেন। (৯) সূর্য্য সোমের স্থান রক্ষা করেন এবং সোম

---

১। ঋঃ সঃ ১০।৮৫।৩, ৩।১৮।১৯; ১।১১।১৮।

২। ব্যোমনি দেবানাং সদনে ৮।১৩।২ জগ্মু দেবানাং বিশস্ত্রিধ্যা রোচনে দিবঃ, ৮।৬৯।৩

৩। পদং যদস্য পরমে ব্যোমনি, ৯।৮৬।১৫

৪। দিবিতে নাভা পরম ৯।৭৯।১৪

৫। ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রং মদং। সোমং ভরদ্দাদৃহাণো দেবাবান্দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায়॥ ৪।২৬।৬

৬। কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি বিশ্বারূপাভ্যর্ষসি, ৯।৬৪।৮

৭। স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সওভে অন্তারোদসী হর্ষতে হিতঃ। বৃষা, ৯।৭০।৫

৮। সহস্রধারং তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সন্তুরজসি প্রজাবতীঃ ৯।৭১।৫

৯। অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোর্বৃ বায়তে নভসা বেপতে, ৯।৭১।৩

'সোম' কি? 'সোম' কি—তাহাদের না বুঝাই উচিত। কলসীপূর্ণ দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র-সংশ্রব ঘটিলে যেমন দুগ্ধ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়; তেমনিই সরল শিষ্ট সাধুজনের মধ্যে

---

দেবতাদের সন্তানগণকে রক্ষা করেন। (১) তিনি দ্যুলোকের উপরে থাকিয়া নক্ষত্রগণকে দীপ্তিশীল করেন। (২) ইনি ধর্ত্তা ও দ্যুলোক হইতে ইনি ক্ষরিত হন। (৩) মধুজিহ্বা বেণগণ (৪) সোমকে দ্যুলোকের যজ্ঞে দোহন করেন। (৫) আকাশে চলনশীল শিশু সোমকে বেণগণ স্তুতি করেন। (৬) ঐ উন্নত (শিশু) সোম. স্ব[illegible] বিশ্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শুক্রের সহিত দ্যুলোকে সতেজে দীপ্তি পান। (৭), (৮) ৯।৮৫।২ ঋকটি

সোমের নিবাস-স্থান আকাশে।

তদব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের সহিত পাঠ করিলে ম.ন হইবে, সোমকে শিশু বলা অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে। কারণ, কেব শিশু সোমের সহিতই (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে চতুর্থীর চন্দ্রের সহিতই) শুক্রের যোগ বা সান্নিধ্য হওয়া সম্ভব। তিলক তৎকৃত Orion নামক গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ ৯।৪৬।৪ ঋকের উল্লেখ করিয়াছেন।

সোম দেবতাদিগের নিকট গমন করেন। (৯) তিনি দ্যুলোকস্পর্শী তেজঃরূপ বসনে আবৃত হইয়া নভস্তল অতিক্রম করিয়া যান। (১০) ইঁহার গতি আকাশস্থিত

সোমের গমনশীলত্ব ধনুষাকার মার্গ ও পূর্ব্বাভিমুখী গতি।

চলনশীল অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক; ইনি বায়ুর ন্যায় অনবরত গমন করেন এবং সূর্য্যের ন্যায় মানস-বেগে গমন করেন। (১১) ইনি সিন্ধুর (১২) অগ্রে ধাবিত হন, বাক্যের অগ্রে ও গোগণের (১৩) অগ্রে গমন করেন। (১৪) ক্ষরণশীল সোম বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষকে ছাড়াইয়া যান।

---

১। শ[illegible]র্ব্ব ইৎথা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ ৯ ৮৩ ৪

২। অধিদ্যামস্থাৎ বৃষভো বিচক্ষণো রুরুচদ্বিদিবো রোচনা কবিঃ ৯।৮৫।৯

৩। ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যোরসো দক্ষো দেবানাং ৯।৭৬ ১

৪। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার রচিত Orion নামক বিখ্যাত পুস্তকের ১৬১—৫ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বেণই পাশ্চাত্য Venus ও ভারতবর্ষীয় শুক্র গ্রহ। শুক্র শব্দও যে ঋগ্বেদ-সংহিতায় শুক্রগ্রহ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও তিনি ঐ সঙ্গে দেখাইয়াছেন।

৫। দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেণা দুহন্তি ৯।৮৫ ১০

৬। নাকেসুপর্ণমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেণানামকৃপন্ত পূর্ব্বী। শিশুং ৯।৮৫।১১

৭। উর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।

ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষাব্যদ্যৌৎ ৯।৮৫।১২ আধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীতমন্থিনা ৯।৪৬।৪

৮। ১ম মণ্ডলের ৮৬।৪, ৯৪।১, ৯৪।২, ৯৬।২৪ প্রভৃতি ঋকগুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৯। সোমো দেবানামুপযাতি। ৯ ৮৬।৭

১০। দ্রাপিং বসানো যজতো দিবি স্পৃশমন্তরীক্ষ প্রাভুবনেষ্বর্পিতঃ। স্বর্জ্জানো নভসাভ্যক্রমীৎ॥ ৯।৮৫ ১৪

১১। বায়ুর্ন যোনিযুত্বাম্ ইষ্টযামা...পূষেব ধীজবনোসি সোম ৯।৮৮ ৩

১২। সিন্ধু=অন্তরীক্ষ বা তদুপরস্থ স্থান। "অন্তরীক্ষস্যোপরি সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপঃ"—সায়ণ

১৩। গো=জ্যোতিষ্ক বা রশ্মি।

১৪। অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়া গোষু গচ্ছতি— ৯।৮৬ ১২

একজন দুষ্কর্ম্মকারী অধার্ম্মিক উপস্থিত থাকিলে, তদ্দ্বারা কলুষ আনয়ন করিতে পারে। সেই জন্যই বোধ হয়, তদ্রূপ লোকের সংশ্রব না রাখার জন্যই বোধ হয়, সোম শব্দের অপব্যাখ্যায়

---

(১) দ্যুলোকে সোমের গমনের জন্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। (২) তাহাকে ঋতের পথ ( Path fixed by Universal Law ) বলে; সেই পথ সোমের প্রিয়। (৩) সোমের গমনপথ অতি বিশাল। (৪) সেই পথে তিনি অতিশয় শীঘ্র গমন করেন ও অপর গমনশীল কেহ তাঁহার সহিত যাইতে পারে না। (৫) সেই বিস্তীর্ণ মার্গে গমনশীল সোম, প্রভাত, স্বর্গ ও কিরণ দান করেন। (৬) সোম সতর্ক হইয়া, ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন; ইঁহার রথ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সংযুক্ত, দেবলোকে জাত ও দর্শনীয়। (৭) ধন্বুর ন্যায় মার্গে ইনি গমন করেন। (৮)

সোমের শৃঙ্গ।

চন্দ্রের শৃঙ্গের ন্যায় ঋগ্বেদে সোমেরও শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। সোমের শৃঙ্গের সংখ্যা দুই ও উহা হরিদ্বর্ণ। তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়া গমন করেন। ( ৯ ) তীগ্মশৃঙ্গ হইয়া সোম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন। ( ১০ ) চন্দ্রের পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক। তিনি নিজে বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণকে বর্দ্ধিত বা প্রীত করেন! ( ১১ ) সোম উচ্চ আকাশে ( পবিত্রে ১২ ) ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন। ( ১৩ ) নদীজলের দ্বারা সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হয়, তদ্রূপ সোমও দেবগণের পানের নিমিত্ত স্ফীত হন। (১৪) প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন যে, সোমের জ্যোতির কারণ সূর্য্য। সোম

সোমের বর্দ্ধন বা ক্রমস্ফীতি।

---

১। পুমানেত্যোলোবাজ্রী তবতীদরাতী—৯ ৯৬।১৫

২। রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতির্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ, ৯ ৮৬।৩৩

৩। অভিপ্রিয়া দিবস্পদা সোমোহিন্বানো অর্ষতি.। ৯।১২।৮

৪। মধুপৃষ্ঠং ঘোরং অযাসং—৯।৮৯।৪

৫। রংহত উরুগায়স্য জুতিং বৃথাক্রীডন্তং মিমতেন গাবঃ ৯ ৯৭।৯

৬। উরু গব্যুতি অপঃ সিষাসন্ উষসঃ স্বঃ গা সংচিক্রদঃ. ৯।৯০।৪

৭। পূর্ব্বামনুপ্রদিশং যাতি চেকিতৎ সংরশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ ৯।১১১।৩

৮। প্রসোমাসো অনন্বিষু ৯।২১।১। অভিগাবো অনন্বিষু ৯ ২৪,২। প্রপবমানধন্বসি সোমঃ ৯।২৪।৩

৯। তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি অন্তরীক্ষেণ রারজৎ ৯।৫।২। রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিষ্যায়া শৃঙ্গে শিশানো হরিণী ৯।৭০।৭। এবঃ শৃঙ্গানি দোধুবৎ শিশীতে, ৯ ১৫।৪। তীগ্মে শীশানো মহিষ্ক্ষেণ শৃঙ্গে ৯।৮৭।৭। তীগ্মশৃঙ্গে ৯।৯৭।৭

১০। পবীনসংকৃন্নুতে তীগ্মশৃঙ্গ, ৯ ৯৭।৯

১১। স বর্দ্ধিতা বর্দ্ধনঃ পূয়মানঃ সোমঃ, ৯।৯৭।৩৯

১২। পবিত্র—অন্তরীক্ষ, ঋঃ সং ৯।৯৭।৪৪ প্রভৃতি।

১৩। বৃষা পবিত্রে অধিসানু অব্যেবৃহৎসোম বর্বৃধে, ৯ ৯৭।৪০

১৪। প্রসোমদেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা ৯।১০৭।১২। ৯।২৭।৬, ৯।১৭।৪ প্রভৃতি ঋকেও এই স্ফীতির বর্ণনা আছে।

ঋকের প্রতি তাহাদের ঘৃণার উদ্রেকে তাহাদিগকে বেদ-বাক্যে আস্থা-স্থাপনে বিরত রাখা হইয়াছে। দেশ-ভেদে জন্ম-ভেদে কর্ম্ম-ভেদে অধিকারি-ভেদে মানুষের যে ধর্ম্ম-তত্ত্ব

---

সূর্য্যের কিরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। (১) তিনি সূর্য্যের কিরণ দ্বারা মার্জ্জিত হন। (২) দেবস্থানে ধারা ক্ষরণ করিতে করিতে, ইনি 'সোমধান কলশে' (সূর্য্য-কিরণে) প্রবেশ করেন। (৩) [ 'কলশ' শব্দের অর্থ, যাস্ক করিয়াছেন,—"কলা শেরতে অস্মিন্" অর্থাৎ কলশ সোমকলার আধার। ] সুপর্ণ সোম সূর্য্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং তথা হইতে পুনরায় জাত হইয়া পৃথিবীকে দেখেন। (৪, ৫, ৬.) সোমের অর্থ চন্দ্র হইলে ঋকৃগুলির অর্থ সুস্পষ্ট হয়। ঋগ্বেদে অসংখ্য স্থানে উক্ত হইয়াছে, সোম ক্ষরিত হইতে হইতে কলশে প্রবেশ করেন। (৭) কলশ মিত্র দেবতার স্থান বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। (৮) কলশ-সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ঋকৃগুলিও দ্রষ্টব্য। (৯) ক্ষরিত হইতে হইতে, কৃষ্ণপক্ষের শেষে, অমবস্যার দিবস, সূর্য্যের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, চন্দ্র অদৃশ্য হয়; এইজন্য এই সময়ে ইনি আধার-স্বরূপ কলশে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া, যখন দ্বিতীয়ার দিন সোম আবার দৃষ্ট হন, তখন তাঁহাকে নবজাত বা শিশুরূপে বর্ণনা করা প্রকৃতই স্বাভাবিক। সুতরাং কলশ শব্দের অর্থ সূর্য্যরশ্মিযুক্ত সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী আকাশের স্থান-বিশেষ, যথায় উপস্থিত হইলে চন্দ্র, ম্লানকিরণ হইয়া অদৃশ্য হন। (১০) ঋগ্বেদের ৯।৯৭।৩৩, ৯।৭১।৯ ঋকে ইহাই প্রকাশ করিতেছে।

সূর্য্যই সোমের জ্যোতির কারণ।

সূর্য্যস্থানই বৈদিক সোমধান কলশ।

---

১ যঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ পরিবৃত ৯।৮৬।৩২

২। যঃ সূর্য্যাসিরেণমৃজ্যতে ৯।৭৬।৪

৩। দিবঃ সুপর্ণাবচক্ষি সোমঃ পিন্বা ধারা কর্ম্মনা দেববীতৌ। ক্রন্দোবিশঃ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নিহি সূর্য্যস্যোপরশ্মিং॥ ৯।৯৭।৩৩

৪। অধিত্রিধীরধিত সূর্য্যস্য দিবাঃ সুপর্ণ অবচক্ষত ক্ষাং সোম পরিক্রতুনা পশ্যতেজাঃ, ৯।৭১।৯

৫। অর্কস্য যোনিং আসদং অর্থাৎ সূর্য্য-স্থানে সোম গমন করেন।—৯।২৫।৬

৬। জহাতি বব্রিং পিতুঃ এতি নিস্কৃতং অর্থাৎ জরা ত্যাগ করিয়া পিতা স্বরূপ কলশে সোম প্রবেশ করেন। ৯।৭১।২

৭। সোম পুনানঃ কলশে সীদতি, ৯।৮৬।৯

৮। অক্রন্দন্ কলশং বাজার্ষতি মিত্রস্য সদনেষু সীদতি ৯।৮৬।১১

৯। অভার্যসি শ্যেনোন বংসু কলশেষু সীদতি ৯।১২.৩৫। সোম পুনানঃ কলশান্ অবাসীৎ ৯।৯২।৬। সোম পুনানঃ কলশেষু সত্বা ৮।৯৬।২৩

১০। Hillebrandt তৎকৃত Vedische Mytholozie গ্রন্থের ১, ৪৬৩-৬ পৃষ্ঠায় এই কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদ হইতে ৯।২৫।৬, ৯।৭১।২ প্রভৃতি ঋকগুলি এতদর্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৯।৭১।৯, ১।৯৬.১ ৯।৮৬.৩২ ঋকগুলি দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্যকিরণ দ্বারা দীপ্তিমান। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৪৬৭—৪৬৮)। Thibaut এর মতও ঐরূপ (Astronomie Astrologie und Mathematik pg. 6

অধিগত হয়, এক পক্ষে এ সকল ব্যাখ্যা তাহারই প্রতিপোষক বলা যাইতে পারে। এ সকল ব্যাখ্যায় যেন প্রকারান্তরে বলা হয়,—সোম কি, এ জন্মে তোমার সে বোধ জন্মিবে

---

সোমের জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকের উদয় হইয়া দিবসের ( চান্দ্র দিনের বা তিথির ) আবির্ভাব হয়। (১) অগ্রগামী সোম সংসারে দিন-পরিমাণ করিবার জন্য নিযুক্ত। (২) ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সোমের সাহায্যে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। (৩) ঋতু ঋতুতে সোমই ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য করেন। (৪) সোম কর্তৃক আমাদের পিতৃপুরুষগণ পদজ্ঞ হইয়াছিলেন। (৫) এই সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করিয়াছেন; পূর্ব্বকালে দেবগণই সোমকে দিবসের হেতু-স্বরূপ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। (৬) স্তুতি দ্বারা ক্ষরণশীল সোম, বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষকে ছাড়াইয়া যান; অদিতির দুগ্ধের ন্যায় ইনি পরিশুদ্ধ; বিস্তীর্ণ পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করিয়া দেন; সংযত অশ্বের ন্যায় ইনি মঙ্গলকারী। (৭) সোম ক্ষেত্রবিৎ; জিজ্ঞাসু জনকে ইনি পথ বা দিক বলিয়া দেন। (৮) অজুষ্ট ও অব্রতকে ইনি বিনাশ করেন। (৯) সোম দ্যুতিমান দিনের রাজা। (১০) ইনি পথবিৎ গাতুবিৎ। (১১) সোম কর্তৃকই বিশ্বভুবন ( অর্থাৎ সকলের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ) চালিত হইতেছে। (১২) ইনি ভুবনের রাজা, যজ্ঞের পথ দেখাইয়া দেন। (১৩)

সোম হইতে দিনের পরিমাণ, ঋতুর বিভাগ ব্রতের অনুষ্ঠান আদি।

সোম অর্থে চন্দ্র না ধরিলে এই ঋকৃগুলির অর্থবোধ হয় না। সায়ণও বলেন—এই সমস্ত স্থলে সোমের অর্থ চন্দ্র। উদ্ধৃত ঋকৃসমূহ হইতে ইহাও অনুমিত হয় যে, বৈদিককালে ধর্ম্মানুষ্ঠান তিথি অনুসারে হইত।

---

১। পবমানস্য জ্যোতিঃ যৎ অহ্নে অকৃণোৎ, ৯।৯২।৫

২। অগ্রে গো রাজাপাস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ. ৯।৮৬।৪৫

৩। ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোমপূর্ব্বে কর্ম্মাণি চক্রুঃ ৯।৯৬।১১

৪। ইন্দু ধর্ম্মান্ ঋতু যা বসানঃ, ৯।৯৭।১২

৫। যেন নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ৯।৯৭।৩৯

৬। অয়ং জ্যোতয়দদ্যুতো ব্যক্তূন্দোষাবস্তোঃ শরদইন্দুরিণ। ক্রমং কেতু মদধুর্ন্ন চদহ্নাঃ শুচিজন্মনঃ উষসশ্চকার। ৬।৩৯।৩

৭। এষস্য সোমো মতিভিঃ পুনানোহত্যো ন বাজী তরতী দরাতীঃ। পয়ো ন দুগ্ধমদিতে রিষিরমুর্ব্বিরগাতুঃ সুযমো নবোহ্লা॥ ৯।৯৬।১৫

৮। ( সোমঃ ) ক্ষেত্রবিৎ হি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে। ৯।৭০।৯

৯। অব অজুষ্টান্ বিধাতি কর্ত্তে অব্রতান্ ৯।৭৩।৮

১০। দিবো ন স্বর্গা অসসৃগ্রমহ্নাং রাজা ৯।৭৬।৩০

১১। সোমো গাতুবিত্তমঃ ৯।১০৭।৭। অস্মভ্যং গাতুবিত্তমঃ ৯।১০১।১০।

এই সঙ্গে ৯।১০৪।৫।৯।১০৬।৬ ; ৩।৬২।১৩ ; ৯।৬৫।১৩ ঋকৃগুলিও দ্রষ্টব্য।

১২। তুভ্যো মা বিশ্বভুবনানি যে মিরে। ৯।৯৬।৩০

১৩। ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পুয়মানঃ ৯।৯৬।১০।

না ; যাও, জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া আইস, তবে সে তত্ত্বে তোমার অধিকার আসিবে।

---

উপরে প্রদত্ত ঋকসমূহ হইতে সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে,—

১। সোম শব্দ কেবল সোমরস বা সোমলতা অর্থে ব্যবহৃত হইত না। সোম শব্দ আকাশের কোনও দীপ্তিমান্ পদার্থের প্রতিও প্রযুক্ত হইত।

২। সোম তারকা হইতে পারে না। কারণ, ঋগ্বেদে তারকাকে অচল বলা হইয়াছে ; ইন্দ্র তারকাসমূহকে দৃঢ়াবয়ব করিয়াছেন। স্থির ও দৃঢ় তারকাগণকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। (১) কিন্তু সোম গতিশীল।

৩। সোমের গতি পূর্ব্ব দিকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; কাজেই ইহা গ্রহ-বিশেষ।

৪। আকাশের গতিশীল পদার্থের মধ্যে সোমের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চন্দ্রই হিন্দু-জ্যোতিষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিশালী বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সোম শব্দ যে চন্দ্রের নামান্তর, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

৫। সোম যে চন্দ্র, তাহার অপর প্রমাণ, তাহার শৃঙ্গ আছে ও সেই শৃঙ্গ সংখ্যায় দুই। অন্য গ্রহের শৃঙ্গ সম্বন্ধে কোনও উক্তি হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, কেবল চন্দ্রের শৃঙ্গের কথাই তাহাতে রহিয়াছে। সোমরস সম্বন্ধে শৃঙ্গ শব্দ একেবারেই প্রযুজ্য হইতে পারে না।

৬। চন্দ্রের বর্দ্ধনশীলত্ব, সোম ও চন্দ্রের অভিন্নত্ব প্রতিপাদক অন্যতম প্রমাণ।

৭। সূর্য্যের কিরণই সোম বা চন্দ্রের জ্যোতিষ্মত্ত্বার একমাত্র কারণ। এই মূল্যবান সত্য হিন্দু-জ্যোতিষেও বিশেষ পরিচিত ও ইহার নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

৮। সোমকে দিনের রাজা, দিনের কর্ত্তা ও দিনের পরিমাপক বলা হইয়াছে। ব্রতানুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্য অনুমান হয়, চন্দ্রই সোম। ঋকে তাঁহারই উদ্দেশে 'সোম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯। সোমের গমন-পথ ধনুর ন্যায়। সামান্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এ সত্যের উপলব্ধ হয়। সোম শব্দ কেবল সোমরস অর্থে ব্যবহার করিলে এ কথার কোনও সঙ্গত অর্থ উপলব্ধ হয় না।

১০। পুনশ্চ ইহাও একটি জ্যোতিষিক সত্য যে, ক্ষরিত হইতে হইতে সূর্য্যকিরণে প্রবেশ করিয়া সোম অদৃশ্য হন, পরে তথা হইতে পুনরায় জাত হইয়া তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। এ ঘটনা কেবল চন্দ্রের পক্ষেই স্বাভাবিক।

১১। শুক্রের সহিত চন্দ্রের যৌগ প্রকৃতই বিস্ময়োৎপাদক ও দর্শনীয় ব্যাপার। সোম কেবল লতা বা রস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, এ বর্ণনার কোনই মূল্য থাকে না,— কোনও অর্থবোধও হয় না।

---

১। ইন্দ্রেন রোচনা দিবো দৃঢ়ানি দৃংহিতানি চ স্থিরানি ন পরানুদে ৮।১৪।৯

# আশ্বিন্ (তৃতীয়) সূক্তানুক্রমণিকা।

আশ্বিনস্তৃচঃ প্রাতরনুবাকস্যাশ্বিনে ক্রতৌ বিনিযুক্তঃ। তথা চ সূত্রিতং—অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রোঽশ্বিনা যজ্বরীরিষঃ। আ০ ৪।১৫। ইতি।

---

প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত ঋক-সমূহের সমস্তই, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের তথাকথিত প্রাচীন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে, সুতরাং সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে, সোম শব্দ চন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হইত। বৈদিক ঋষিগণ চন্দ্র-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্যোতিস্তত্ত্ব সমস্তই অবগত ছিলেন এবং চান্দ্র দিন অনুসারে তাঁহারা ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ অংশে চন্দ্র শব্দের আধিক্য না থাকায় অনুমিত হয় যে, জনসাধারণ তখন চন্দ্র অর্থে সোম শব্দেরই অধিক ব্যবহার করিত।"

বলা বাহুল্য, যে ভাবে যে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা সর্ব্বথা তাহা অনুমোদন করি না। বেদের এমনই মাহাত্ম্য যে, বেদকে যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, বেদের অর্থ তাঁহার নেত্রে সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে। যিনি জ্যোতিষ-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তিনি উহার মধ্যে জ্যোতিষের নিগূঢ় বিষয়-সমূহ দেখিতে পাইবেন। যিনি আদিম অসভ্য সমাজের চিত্র বলিয়া বেদকে মনে করিবেন, তিনি তাহারই প্রমাণ পাইবেন। আবার অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ উহার মধ্যে পরম অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রকটিত দেখিবেন। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন জনের অনুসন্ধানের ফলই রহস্যময় বেদতত্ত্বকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষ যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির, তাহাদিগের জ্ঞানের যেমন তারতম্য আছে, ঋকের ও তাহার তাৎপর্য্যেরও সেইরূপ ভেদাভেদ রহিয়াছে। বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য্যই বিশেষ বিশেষ সূক্তের একাধিক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াও তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক করে না। ব্রাহ্মণের নিত্য-উচ্চারিত যে গায়ত্রী-মন্ত্র, সেই গায়ত্রী-মন্ত্রেরই তিনি দ্বিবিধ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উহার এক অর্থ—সূর্য্যপক্ষে, অপর অর্থ—পরব্রহ্মের জ্যোতিঃসম্পর্কে। মনীষিগণ বলেন—ঋকের অর্থ দেবলোকে একরূপ, মনুষ্য-লোকে একরূপ, মনুষ্যেতর অন্যলোকে আর একরূপ। হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার-অনধিকার তত্ত্ব লইয়া যে বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, সে ঐ অর্থ-গ্রহণ-ব্যাপার লইয়াই। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ধ্যানধারণার সামর্থ্য আসে। বেদব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এই বিষয়টী স্মৃতিপথে চিরজাগরূক থাকিলে, কদাচ সাম্যে বৈষম্য বা বৈষম্যে সাম্য; কোনরূপ বিপরীত ভাব হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না।

---

আশ্বিন্ (তৃতীয়) সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরানুবাকের অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধীয় যজ্ঞকর্ম্মে আশ্বিনতৃচের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথাশ্বিন" প্রভৃতি সূত্র সূত্রিত হইয়াছে।

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমোবর্গঃ।

## তৃতীয়ং সূক্তং।

আশ্বিন-সূক্তে বারটী ঋক আছে। অশ্বিনদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া, ঐ সূক্তের প্রথম ঋকৃত্রয় প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, সূক্তটী আশ্বিন-সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আশ্বিন-সূক্তের বারটী ঋকে চতুর্ব্বিধ দেবতার স্তুতিবাদ আছে। তিন তিনটী ঋক্ এক এক প্রকার দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। প্রথম তিনটী ঋক্ অশ্বিনদ্বয়ের সম্পর্কে, চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত ঋক্ত্রয় ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধে, সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত ঋক্ত্রয় বিশ্বেদেবগণ সম্বন্ধে এবং দশম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ঋকৃত্রয় সরস্বতী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বায়বীয়-সূক্তে যে তিন অভিনব দেবতার পরিচয় পাইয়াছিলাম, এখানে তাঁহাদের হইতে পৃথক পৃথক দেবতার সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম—অশ্বিনদ্বয় (অশ্বিদ্বয়); দেখিলাম—ইন্দ্রদেবতাকে আর এক রূপে; দেখিলাম—বিশ্বেদেবগণকে; দেখিলাম—দেবী সরস্বতীকে। পুরাণে-উপাখ্যানে এই সকল দেবতার বিষয় কতরূপে কত ভাবেই ব্যক্ত আছে! আর তাহাতে এই সকল দেবতার কর্ম্ম-সমস্যা জটিলতর করিয়া রাখিয়াছে।

অশ্বিনদ্বয় (অশ্বিদ্বয়)—পুরাণে দেববৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম-সূক্তে দেখিতে পাই,—তাঁহারা অসাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদ ছিলেন। ঐ সূক্তের সায়ণাচার্য্যকৃত-ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—রাজা খেলের স্ত্রী বিশপ্‌লার একটী পা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। যে রাত্রিতে বিশপ্‌লার পদ দ্বিখণ্ডিত হয়, সেই রাত্রিতে সদ্যই অশ্বিদ্বয় লৌহজঙ্ঘা দ্বারা বিশপ্‌লার সেই পদের অভাব মোচন করিয়াছিলেন। ঐ সূক্তে আরও

প্রকাশ,—রাজা ঋজ্রাশ্বের পিতা কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়াছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহার অন্ধতা দূর করিয়া পুনরায় তাঁহার চক্ষু দান করেন। এইরূপ, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সপ্তদশাধিক শততম-সূক্তের (৬ষ্ঠ ঋকের) ব্যাখ্যায় দেখি,—কক্ষিবানের দুহিতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তা হইয়াছিলেন; রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হয় না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অষ্টাদশাধিক শততম সূক্তে প্রকাশ,—অশ্বিদ্বয়, কণ্ব-ঋষির অন্ধতা বিদূরিত করেন (ঋক্ ৭); নিষাদ-পুত্র বধির হইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়ের আনুকূল্যে তিনি শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হন। বধ্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। প্রথম-মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম-সূক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশত্যধিক শততম-সূক্ত পর্য্যন্ত অশ্বিদ্বয়ের যে স্তব আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে লোকাতীত-শক্তিসম্পন্ন শারীরবিজ্ঞানবিৎ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ব্যাধি-বিপত্তি লইয়া সংসার জর্জ্জরীভূত হইয়া আছে। সেই ব্যাধি-বিপত্তি-বিনাশের দেবতারূপে অশ্বিদ্বয়ের উপযোগিতা, ভগবদ্বিভূতির সার্থকতা—বেদে পুরাণে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কেবল চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ বলিয়া নহে; আরও বিবিধ প্রকারে মনুষ্যের বিপদ-বারণে অশ্বিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হই। প্রথম মণ্ডলের সপ্তদশ অনুবাকে তাঁহারা তুগ্র রাজার পুত্র ভুজ্যুকে পোত-মগ্নে সমুদ্র-মধ্যে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য গুণের বিষয় সংক্ষেপে চতুস্ত্রিংশ-সূক্তের একাদশ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়! সেখানে প্রার্থনা করা হইতেছে,—"আপনারা আমাদিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি করুন; আপনারা আমাদিগের পাপরাশি বিধৌত করুন; আপনারা আমাদিগের রিপুগণের বিনাশসাধন করুন; আপনারা সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের সহায় হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করুন।" এই সকল উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়,—অশ্বিদ্বয়, কেবল শারীর-বিজ্ঞানবিৎ শ্রেষ্ঠ-বৈদ্য ছিলেন না; সংসারী জীব যখন তাঁহাদিগের নিকট যে ভাবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, তখনই তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অশ্বিদ্বয়-নামে কাহার কোন্ বিভূতির মানুষ যে অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু সে ভাবে তদ্রূপ উপলব্ধির সামর্থ্য সাধারণ মানুষ কিরূপে পাইবে? কর্ম্মঘোরের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সামর্থ্য-লাভের উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতে না পারিলে তাঁহাদের স্বরূপ-তত্ত্ব কে বুঝিবে? সুতরাং তাঁহাদগের সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া নানারূপে মানুষের চিত্তকে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে, মহাভারতে ও শাস্ত্রাদিতে নিম্নরূপ উপাখ্যান-সমূহ প্রচারিত আছে; যথা,—

বিশ্বকর্ম্মার এক কন্যার নাম—সংজ্ঞা। সূর্য্যের সহিত তিনি পরিণীতা হন। কিন্তু পতির তেজ তিনি সহ্য করিতে পরেন না! সেই হেতু আপন শরীর হইতে স্বসদৃশরূপা 'ছায়া' নাম্নী এক কামিনীকে সৃষ্টি করেন। সেই কামিনী সংজ্ঞার প্রতিনিধিরূপে সূর্য্যের সেবায় ব্রতী থাকেন। ছায়াকে প্রতিনিধি রাখিয়া সংজ্ঞা পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন। সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন, পিতা বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞাকে যথোচিত ভৎর্সনা করেন। সংজ্ঞা পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার মুখাবলোকন করিতে

চাহেন না। পিতা কর্তৃক ভৎ সিত হইয়া অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সংজ্ঞা উত্তর-কুরুবর্ষে গমন করেন এবং সেখানে অশ্বিনী-রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকেন। সূর্য্যদেব সেই বিষয় জানিতে পারিয়া এবং সংজ্ঞাকে নিরপরাধা বুঝিয়া, অশ্বরূপ পরিগ্রহ করেন এবং উত্তরকুরুবর্ষে গিয়া পত্নীর সহিত বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের সেই বসবাসের ফলে দুই যমজ-পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে অভিহিত হয়। ইঁহারা দেববৈদ্য, সুপণ্ডিত, বীরপুরুষ এবং সর্ব্বজনের কল্যাণসাধক। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভিন্ন সংজ্ঞার গর্ভে রেবন্ত নামে আর এক পুত্র জন্মে এবং তাহার পর সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করেন। মহাভারতে নকুল ও সহদেবের জনক বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্যদেবের অশ্বরূপ-গ্রহণ-কালে ইঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা অশ্বিন নামে পরিচিত। দস্র, নাসত্য, আশ্বিনেয়, বিশ্বেদেবা প্রভৃতি নামেও ইঁহারা পরিচিত হন। ধর্ম্মকর্ম্ম মাত্রেই ইঁহাদের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে, তাঁহাদের নাসত্য ও দস্র প্রভৃতি নামকরণ বিষয়ে, বহু প্রকারে, বহুরূপ উপাখ্যান প্রচারিত আছে। তদ্বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশ করা যাইবে।

গ্রীস-দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স' নামক দুই দেবতার বিষয় বিবৃত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স'—অশ্বিদ্বয়ের অনুস্মৃতি।

যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থের অনুসরণে, ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে, অশ্বিদ্বয় শব্দে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের অবস্থা-বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণ পুতুল পূজা করেন, পৌত্তলিক-হিন্দুগণ প্রকৃতির যখনই যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়াছেন, তখনই তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবম্বিধ মত যাঁহারা পোষণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে প্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন? তাঁহাদেরই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে (তাঁহার টিপ্পনীতে) নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? যাস্ক নিরুক্ততে সে বিষয়ে এই লিখিয়াছেন,—'তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা-পৃথিব্যৌ ইতি একে। অহো রাত্রৌ ইতি একে। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল ঊর্দ্ধমূর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভবস্থ অনুবিষ্টম্ভমনু।' অতএব যাস্ক, অশ্বিদ্বয়ের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন, অর্দ্ধ-রাত্রির পর এবং আলোক-প্রকাশের পূর্ব্বে।

"অশ্বিদ্বয় কে? সে বিষয়ে যাস্ক অনেকগুলি তাৎকালিক মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাঁহার নিজের মত, যতদূর বুঝা যায়, বোধ হয় এই যে, অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতকালের পূর্ব্বে-যে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে Max Muller, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয় সন্ধ্যা অর্থাৎ

প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল বিবেচনা করেন। Origin and Growth of Religion (1882), P. 219. Goldstucker বিবেচনা করেন অশ্বিদ্বয় ঋভুগণের ন্যায় প্রসিদ্ধ মনুষ্য ছিলেন, পরে দেব বলিয়া অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন, এবং তখন তাঁহারা অর্দ্ধরাত্রির পরের বিমিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার বলিয়া পূজিত হইতেন।

"The transition from darkness to light when the intermingling of both produces that inseparable duality expressed by the twin nature of these deities"—Dr. Goldstucker's note on Muir's Sanscrit Texts, Vol. V. (1884.) P. 257.

"উষার পূর্ব্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে অশ্বি নাম দেওয়া হইল কেন? এটী একটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, উষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক বা রশ্মি সমূহকে ঋগ্বেদে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং সূর্য্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল, এবং একটী উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে, সূর্য্য ও উষা অশ্ব ও ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাদেরই পুত্র। এইরূপে বেদের অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ আলোক ও ছায়াযুক্ত উষার পূর্ব্ব সময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন। সে গল্প মহাভারতে দেখ।

"The legend of the Saranyu and Vivasvat assuming the form of horses may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins"—Maxmuller's Science of Language (1882), Vol. II., P. 530.

"অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, যথা "ত্বষ্টা, কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্ব-ভুবন একত্রিত হইল, যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাঁহার ন্যায় একজনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় সে অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিল, সরণ্যু মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইল।"

"ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে, ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

"বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য এবং সরণ্যু—উষা। কিন্তু তাঁহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার কোনও কথা এখানে নাই।

"যাস্ক, খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে জীবিত ছিলেন, এবং উপরি উক্ত ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমজ-সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন

করেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" তিনি আরও বলেন, অশ্বরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল, তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সবর্ণা এবং বিবস্বানের দ্বারা তাঁহার যে পুত্র হয়, তিনিই বৈবস্বত মনু।*

যেমন অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে, তেমনি বরুণাদি সম্বন্ধেও প্রকৃতির ক্রিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির কোন্ অবস্থা-বৈচিত্র্যকে কি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সে সকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে। তবে আশ্বিন-সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিপ্রসঙ্গে যে সকল উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদায় যে রূপক-মূলক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অপিচ, কোনও পৌরাণিক বিবরণের সহিত অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধ-সূচনায় বিষয়টী জটিল রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

অশ্বিন, অশ্বিদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দস্র, নাসত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের আলোচনায় অন্তরে কিন্তু এক অভিনব চিন্তার উদয় হয়। একেশ্বরবাদিগণের মনে সংশয় আসে,—পরমেশ্বর যদি এক ও অভিন্নই হইলেন, তবে (অশ্বিদ্বয়) 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইল কেন? আর 'যমজ' রূপেই বা তাঁহার পরিকল্পনার কারণ কি? ইহার উত্তরে, আমাদের মনে হয়, ভগবানের যে বিভূতি ব্যক্ত করিবার জন্য যে নাম-সংজ্ঞার প্রয়োজন, 'দ্বয়' শব্দের প্রয়োগে তাহারই সার্থকতা সংসাধিত হইয়াছে। ঋকের ভাষ্যে এবং পুরাণের কাহিনীতে অশ্বিদ্বয়কে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'বৈদ্য' বলিলে দুইটী ভাব মনে আসে। যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, যিনি রোগের চিকিৎসা করেন, অর্থাৎ যিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক, তিনি এক প্রকার বৈদ্য; আর যিনি মানসিক ব্যাধির নিরাস করেন, পাপ 'কলুষ-চিন্তা'-দূর করিয়া দেন, তিনি আর এক প্রকারের বৈদ্য। কেবল দেহের ব্যাধি দূর হইলেই মনুষ্যজীবন সফল হয় না,—প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায় না। পরন্তু যাঁহার দেহের ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ব্যাধি দূর হইয়াছে, তাঁহাকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। অশ্বিদ্বয় নামে সেই দুই ভাবের—সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি দেহের ব্যাধি নাশ করেন; আবার তিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিয়া অন্তরে শান্তি দান করেন,—এই দুই ভাবে দুই দিকে তাঁহার দুই শক্তি প্রসারিত। সেই জন্যই 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। যমজ-সন্তানের সার্থকতাও দুই ব্যাধির সম্বন্ধ-সূত্রে উপলব্ধ হয়। দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুই-এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একের বিনাশে অন্যের ক্লেশ দূর হয় না। অতএব সূক্তে বলা হইতেছে,— 'আমার দেহ, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জর্জ্জরীভূত; আবার অন্তরও পাপ রিপুগণের পরিপোষণে বিষম ব্যাধিগ্রস্ত। একই বেদনা দুই ভাবে প্রকাশমান্। একই তুমি দুই ভাবে দুই দিক্ দিয়া দুইরূপ ব্যাধির শান্তি কর। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির ইহাই তাৎপর্য্য।

আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের সমাবেশ, চিত্তক্ষেত্রে এক অভিনব ভাবপ্রবাহ

লক্ষারিত করে। তদন্তে আশ্বিন-সূক্তের অবতারণাও তদ্রূপ ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়। প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে যখন সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইল, যখন "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" পঞ্চভূতের সমাবেশে (অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র-মিত্র পঞ্চদেবতার বিকাশে) নশ্বর জীবদেহের উৎপত্তি ঘটিল; তখনই ব্যাধি-বিপত্তির আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিল। আর, সেই সময়ই, সেই ব্যাধিবিপত্তি-বিনাশকারী দেবরূপ ভগবানের বিভূতি প্রকাশ আবশ্যক হইয়া পড়িল। আগ্নেয়-সূক্তের ও বায়বীয়-সূক্তের পর আশ্বিন-সূক্তের অবতারণা যেন মণিমালার দ্বারা ঋগ্বেদের একটী অঙ্গ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

---

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
অশ্বিনারিন্দ্রোবিশ্বেদেবাঃ সরস্বতী দেবতাঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য
আশ্বিন্-সূক্তস্য প্রাতঃসবনে আশ্বিনে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অশ্বিনা যজ্বরীরিষোদ্রবৎপাণী শুভস্পতী।
পুরুভূজা চনস্যতং ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। যজ্বরীঃ। ইষঃ। দ্রবৎ২পাণী ইতি দ্রবৎ২পাণী।
শুভঃ। পতী ইতি। পুরু২ভুজা। চনস্যতং ॥ ১ ॥

* * *

অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যা।

'দ্রবৎপ্রাণী' ( প্রসারিত-হস্তৌ ) 'শুভস্পতী' ( শোভন-কর্ম্মপালকৌ ) 'পুরুভুজা' ( বহু-ভোজিনৌ, প্রচুরপরিমাণদাতারৌ, বিস্তীর্ণভুজযুগলৌ বা ) 'অশ্বিনা' ( অশ্বিনৌ, অশ্বিনী-কুমারৌ ) 'যজ্বরীঃ' ( যাগনিষ্পাদিকাঃ, সৎকর্ম্মসমুদ্ভবাঃ ) 'ইষঃ' ( হবির্লক্ষণানি অন্নানি, অস্মাকং সত্ত্বভাবাদীনি ) 'চনস্যতং' ( ইচ্ছতং ভুঞ্জাথাং ) যুবামিতি শেষঃ। অস্মাকং সৎ-কর্ম্মসমুদ্ভবাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ দেবোদ্দেশে নিয়োজিতা ভবন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রসারিত-বাহু, সুকর্ম্মপ্রতিপালক, পুরুভুজ ( বহুভোজী, বা দাতৃ-শ্রেষ্ঠ অথবা বিস্তীর্ণভুজ ) অশ্বিনদ্বয়! আপনারা এই যজ্ঞনিষ্পাদক ( সৎকর্ম্ম-সমুদ্ভব ) হবিঃস্বরূপ অন্ন (সত্ত্বভাবকে) গ্রহণ করুন। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবামিষো হবির্লক্ষণান্যন্নানি চনস্যতং। ইচ্ছতং। ভুঞ্জাথামিত্যর্থঃ। যদ্যপি চনঃশব্দোঽন্নবাচী তথাপীষ ইত্যনেন সহ নাস্তি পুনরুক্তিদোষঃ। ইচ্ছামুপলক্ষয়িতুং প্রযুক্তত্বাৎ। বক্তব্যমুবাচ। সমূলকাষং কষতীত্যাদৌ যথা পুনরুক্ত্যভাবস্তদ্বৎ। কীদৃশীরিষঃ। যজ্বরীঃ যাগনিষ্পাদিকাঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দ্রবৎপ্রাণী। হবির্গ্রহণায় দ্রবদ্ভ্যাং ধাবদ্ভ্যাং

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে হবিঃস্বরূপ অন্ন সকল অভিলাষ করেন, অর্থাৎ ভোগ করিয়া থাকেন। 'চনস্' শব্দে যদিও অন্ন বুঝায়, কিন্তু তথাপি ( অন্নাদিগণ ) 'ইষ' শব্দের সহিত পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ, 'চনস' ও 'ইষ'উভয় শব্দেই অন্ন বুঝায়; কিন্তু এতদুভয় শব্দ যদিও অন্নবাচক, তাপি উভয়ের একত্র প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। ইচ্ছা অর্থে ভোজনের ইচ্ছা বুঝাইবার জন্য, "চনস্যতং' ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি দোষ বারিত হইয়াছে। কারণ, ইচ্ছাকে উপলক্ষণ করিবার নিমিত্তই "চনস্যতং" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। "বক্তব্য বলিয়াছিলেন," "যাহাতে সমূলে কষণ ( নাশ ) হয়, সেইরূপ কষণ ( নাশ ) করিতেছে" ইত্যাদি দৃষ্টান্তস্থলে যেমন ( বক্তব্য এবং বলা, কষণ এবং কষণ, ইত্যাদিরূপে ) পুনরুক্তি দোষ ঘটে না; সেইরূপ এস্থলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই,—ইহাই বুঝিতে হইবে। কিরূপ রিষ ( অন্ন ) সমুদয়? অর্থাৎ, আপনারা কিরূপ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন?"—"যজ্বরীঃ"—যাগকর্ম্মনিষ্পাদক। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? "দ্রবৎপাণী"; অর্থাৎ,—হবির্গ্রহণের

পাণিভ্যামুপেতৌ। শুভস্পতী। শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ। পুরুভুজা। বিস্তীর্ণভুজৌ বহুভোজিনৌ বা॥ অশ্বিনা আমন্ত্রিতস্যেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্বরীঃ। যাগকরণানামপ্যন্নানামসিশ্ছিনত্তীতিবৎ স্বব্যাপারে কর্তৃত্ববিবক্ষয়া সুযজোঙ্বনিপ্। পা০ ৩।২।১০৩। ইতি ঙ্বনিপ্প্রত্যয়ঃ। বনোরচ। পা০ ৪।১।৭। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন রেফাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরস্যানুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিত্যনুদাত্তত্বাদ্ ধাতুস্বর এবাবশিষ্যতে। ইষঃ শব্দে শসোঽনুদাত্তত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে। দ্রবন্তৌ ধাবন্তৌ পাণী যয়োঃ তয়োঃ সম্বোধনং দ্রবৎপাণী ইতি। তস্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং ন পুনরাষ্টমিকো নিঘাতোঽপাদাদাবিতি প্রতিষেধাৎ। ইষ ইতি পূর্ব্বপদস্য সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেন মিত্রাবরুণাবৃতা-

---

নিমিত্ত দ্রবমান (ধাবমান) হস্তদ্বয় সমন্বিত; এবং "শুভস্পতী"; অর্থাৎ—শোভন-কর্ম্মের পালনকর্ত্তা; অপিচ "পুরুভুজা" অর্থাৎ বিস্তীর্ণভুজযুগলসমন্বিত অথবা অতিশয় ভোজনশীল বা যাঁহারা (যে দুই জন) বহু ভোজন করেন। "আমন্ত্রিতস্য" (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্র দ্বারা "অশ্বিনা" পদটির ষাষ্ঠিক আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অসিশ্ছিনত্তি" অসি ছেদন করিতেছে—এই বাক্যে যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণভূত অসির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ যেমন অসি দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইরূপ না বলিয়া অসি ছেদন করিতেছে এইরূপও বলা হয়), তদ্রূপ এস্থলে যাগ-ক্রিয়ার বাস্তবিক করণভূত অন্ন-সমুদয়ের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করায় (উক্ত অন্ন সমুদায়ের বিশেষণ) যাগকর্ম্মনিষ্পাদকার্থ "যজ্বরীঃ" এই পদটি, কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত, "সুযজোঙ্বনিপ্" (পা০ ৩।২।১০৩) এই সূত্রানুসারে ("যজ্" ধাতুর উত্তর) "ঙ্বনিপ্" (বন্) প্রত্যয় এবং "বনোরচ।" (পা০ ৪।১।৭) সূত্র অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ' (ঈ) প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগহেতু নকার স্থানে রেফাদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" সূত্রানুসারে 'ঙ্বনিপ্' ও ঙীপ্'—প্রত্যয় দুইটির স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিল। "ইষঃ" পদটিতে (দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচন) শস্ প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্ব-হেতু প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ধাবমান হইয়াছে হস্তদ্বয় যে দেবতাদ্বয়ের" এই অর্থে, সম্বোধনের দ্বিবচনে "দ্রবৎপাণী" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই আমন্ত্রিত-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, আষ্টমিক নিঘাত-স্বর হইতে পারিল না। (অর্থাৎ,—'ইষ' শব্দে 'শস্' প্রত্যয়যোগে "ইষঃ"—নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইজন্য উহার প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত। প্রত্যয়-স্বর অনুদাত্ত বলিয়া উহার প্রাতিপাদিক স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। (হবিরাদি গ্রহণ জন্য) ধাবমান হস্তদ্বয় যাঁহাদের,—এই অর্থে দ্রবৎপাণী পদ প্রযুক্ত। উহা সম্বোধনে ব্যবহৃত। "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্রানুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত। অপিচ, "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) সূত্র অনুসারে অনুদাত্তত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আষ্টমিক নিঘাত-স্বর হইতে পারিল না। "ইষঃ"—এই পূর্ব্ব-পদের, "সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) সূত্র অনুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব জন্য, মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ"

বৃধাবিতিবদপাদাদিত্বমিতি চেৎ। ন। তত্র সামানাধিকরণ্যেন পরস্পরান্বয়াৎ। ইহ ত্বিষো দ্রবৎপাণী ইত্যনয়োঃ সরস্বতিশুতুদ্রিপদবদসামর্থ্যেন প্রযুক্তত্বাৎ। শুভ ইতি শুভ শুংভ দীপ্তাবিত্যস্য সম্পদাদিত্বাদ্ ভাবে ক্বিবন্তস্য ষষ্ঠ্যেকবচনং ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র। পা০ ৮।৩।৫৩। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। তস্য পতী ইত্যামন্ত্রিতে পরতঃ পরাঙ্গবদ্ভাবাদামন্ত্রিতাদ্যু-দাত্তত্বং। ন পুনরাষ্টমিকো নিঘাতঃ। তস্মিন্ কর্ত্তব্যে দ্রবৎপাণী ইতি পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যা-মন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদপাদাদাবিতিপ্রতিষেধাৎ। ননু মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিতিবন্নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইত্যবিদ্যমানবদ্ভাবপ্রতিষেধেন ভবিতব্য-মিতি চেৎ। ন। মিত্রাবরুণপদং হি সামান্যবচনমিতি যুক্তস্তস্যাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ।

---

পদের ন্যায়, দ্রবৎপাণী পদের পাদাদিত্ব হইতে পারে। (এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের নিমিত্ত উত্তরে বলিতেছেন)—তাহা হইতে পারে না। কারণ, সেস্থলে "মিত্রাবরুণৌ" এবং "ঋতাবৃধৌ" পদদ্বয় পরস্পর সমানাধিকরণে অন্বিত হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু "সরস্বতি" ও "শুতুদ্রি" এই পদদ্বয়ের ন্যায় "ইষঃ" ও "দ্রবৎপাণী" পদদ্বয়ের সমানাধিকরণে অন্বয়ের সামর্থ্য ব্যতিরেকেই প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ, "ইষ" ও "দ্রবৎপাণী" এই দুইটী পদের পরস্পর তুল্যাধিকরণের অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। সুতরাং পাদাদিত্বও হইতে পারিল না। "শুভস্পতী" শব্দে "শুভশুংভদীপ্তৌ" দীপ্তার্থ শুভ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব হেতু ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এবং ষষ্ঠীর একবচনে "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" (পা০ ৮।৩।৫৩) এই সূত্র অনুসারে উক্ত ষষ্ঠী বিভক্তি "ঙস্" (অস্) এর সকার জাত বিসর্গের স্থানে স আদেশ হইয়া 'শুভস্' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তস্য পতী" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসনিষ্পন্ন আমন্ত্রিত পদ পরে আছে বলিয়া, পরাঙ্গবদ্ভাব জন্য, 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা০ ৬।১।১৭৮) এই ষাষ্ঠিক সূত্র অনুসারে আমন্ত্রিত পদের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। পরন্তু উহার আষ্টমিক নিঘাতস্বর (অনুদাত্ত স্বর) হইতে পারিল না। অনুদাত্ত স্বর সিদ্ধ করিতে হইলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্য-মানবৎ" সূত্র অনুসারে "দ্রবৎপাণী" এই পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব হয় বলিয়া পাদাদিত্বহেতু অপাদাদিতে নিঘাত হয়; কিন্তু 'অপাদাদৌ' (পা০ ৮।১।১৮) এই প্রতিষেধ সূত্র অনুসারে তাহা নিষিদ্ধ হওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইল না। এস্থলে একটী সন্দেহের বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে। কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—"মিত্রাবরুণৌ" "ঋতাবৃধৌ" এই সম্বোধনান্ত পদদ্বয়ের ন্যায় 'শুভঃ' ও 'পতি' পদদ্বয় পরস্পর সমানাধিকরণ হইয়াছে বলিয়া ('দ্রবৎপাণী' পদের) অবিদ্যমানবদ্ভাব প্রতিষিদ্ধ হউক। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, "মিত্রাবরুণৌ" পদটী সামান্যবচনরূপে কথিত হইয়াছে। সেইজন্য উহার অবিদ্যমানবদ্ভাবের যে প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু "দ্রবৎপাণী" পদটী সেইরূপ (সামান্যাকারে) কথিত হয় নাই। এবম্ভূত বৈষম্যদোষ হয় বলিয়া তদ্রূপ আশঙ্কার কোনও কারণই নাই। "বিস্তীর্ণ হইয়াছে ভুজ-যুগল যে দেবদ্বয়ের"—এই

দ্রবৎপাণীপদং তু ন তথেতি বৈষম্যাৎ। পুরুভুজৌ। পুরু বিস্তীর্ণৌ ভুজৌ যয়োস্তৌ আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। পুরু বহু ভুঞ্জাতে ইতি বা। চনস্যত-মিত্যত্র চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ। উ০ ৪।২০১। ইতি চায়ৃ পূজানিশামনয়োরিত্যস্মাসুন্প্রত্যয় আকারস্য হ্রস্বে চাস্যুকষ্টে নুড়াগমে চ। লোপোব্যোর্বলি। পা০ ৬।১।৬৬। ইতি যকার-লোপে চনস্শব্দোঽন্ননামসু পঠিতঃ। তদাত্মন ইচ্ছতীতি সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা০ ৩।১।৮। সনাদ্যন্তাঃ। পা০ ৩।১।৩২। ইতি ধাতুত্বাল্লোণ্মধ্যমদ্বিবচনং। ক্যচঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তো-দাত্তত্বং। শপৈকাদেশে কৃত একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। উপর্য্যাখ্যাতস্য সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে স্বরিতত্বং। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যা-বিদ্যমানবদ্ভাবেন পদাদপরত্বাৎ পাদাদিত্বাদ্বা তদপ্রাপ্তেঃ॥ ১॥

* * *

---

বহুব্রীহি সমাসে "পুরুভুজা" পদ নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত (সম্বোধনে ব্যবহার) হেতু, 'আমন্ত্রিতস্য চ' (৬।১।১৭৮) সূত্র অনুসারে পুরুভুজা পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুপাংসুলুক্' (পা০ ৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে (ঐ স্থানে) ডা আদেশ হইয়াছে। কিম্বা বহু ভোজন করেন যে দেবদ্বয়, তাঁহাদিগকে "পুরুভুজা" অথবা বহুভোজী (দাতৃশ্রেষ্ঠ বা বিস্তীর্ণভুজ) কহে। "চনস্যতং" পদটিতে, পূজা ও শ্রবণার্থ চায়ৃ (চায়্) ধাতুর উত্তর "চায়তেরন্নেহ্রস্বশ্চ" (উঃ ৪।২০১) সূত্রে অনুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া অকারের হ্রস্ব করা হইয়াছে। অনুকর্ষ হেতু চ-কারের পরে নুট্ আগম; তৎপরে "লোপোব্যোর্বলি" (পা০ ৬।১।৬৬) সূত্র অনুসারে য-কারের লোপ করিয়া "চনস্" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্ননামকগণ মধ্যে 'চনস্" শব্দ পঠিত হয়। সেই জন্য চনস্ শব্দের অর্থ অন্ন। আত্মেচ্ছাতে "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" (পা০ ৩।১।৩২) সূত্র অনুসারে চনস্ শব্দের উত্তর ক্যচ (য) প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ ক্যজন্তের (চনস্যের) "সনাদ্যন্তাঃ„ (পা০ ৩।১।৩২) সূত্রানুসারে ধাতুত্ব সিদ্ধ করিয়া লোটের মধ্যমপুরুষের দ্বিবচনে তম্ প্রত্যয়ে "চনস্যতং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু, ক্যচ্ প্রত্যয়ের অন্তস্বর উদাত্ত হইল। শপ্ প্রত্যয়ের একাদেশ হইল বলিয়া" একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ', (পা০ ৮।২।৫) সূত্র অনুসারে উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। আখ্যাতিক "ল"কার (এস্থলে লোটবিভক্তি) সার্ব্বধাতুক সকল ধাতু সম্পর্কেই ইহার প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এইজন্য অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তি ঘটায় 'চনস্যতং' পদের স্বর স্বরিত হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৩।১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা উহার নিঘাত-স্বর অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর হয় নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী (পুরুভুজ) আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাবহেতু পদের আদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেই জন্য, পাদাদিত্ব অর্থাৎ (পাদের আদিভূত পদ) হইয়াছে বলিয়া, 'চনস্যতং' পদের নিঘাত-স্বরের অপ্রাপ্তি ঘটিল অর্থাৎ উহার স্বর অনুদাত্ত হইল॥ ১॥ (১ম—৩সূ—১ঋ)॥

* * *

# প্রথম ( ১৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের কয়েটী শব্দ বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার উপযোগী। প্রথম—'দ্রবৎপাণী'। এই শব্দে (দ্রবদ্ভ্যাং ধাবদ্ভ্যাং পাণিভ্যাং হস্তাভ্যামুপেতৌ) সাধারণতঃ 'প্রসারিত হস্ত' অর্থ উপলব্ধ হয়। যেন তিনি হবিঃ গ্রহণের জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি যেন বুঝাইতেছেন,—তাঁহার পূজার জন্য যজমানকে বিশেষ কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; তিনি আপনিই পূজা-গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া করিয়া আছেন। তিনি অনায়াসলভ্য বা অল্পায়াসলভ্য। 'দ্রবৎপাণী' শব্দে এই এক ভাব সূচিত হয়। আর এক ভাব,—তিনি হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন—তোমায় ক্রোড়ে লইবার জন্য—তোমায় আধিব্যাধিশোকতাপ দূর করিবার জন্য—তোমায় শান্তি-সুখ প্রদান করিবার জন্য। যিনি আমার পূজা গ্রহণ করিতে, আবার যিনি আমায় শান্তি দান করিতে বাহু বিস্তার করিয়া আছেন;—তেমন দেবতার পূজায় মানুষ অগ্রসর হইবে না কি? মানুষের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ব্যাধিবিপত্তিনিগৃহীত জনগণকে যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, সন্তাপ-নিবারক এই বিভূতির ( অশ্বিন্দ্বয়ের ) বিকাশ।

যুগে যুগে অবতাররূপ গ্রহণ করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে যে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার 'দ্রবৎপাণী' বিশেষণে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত হই। তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া আচণ্ডালকে কোল দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহময় হস্ত যুগে যুগে প্রসারিত রহিয়াছে। রাম অবতারে গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, তিনি যে বাহু-প্রসারের পরিচয় দেন; কৃষ্ণ অবতারে ভক্তমাত্রকেই হৃদয়ে স্থান দান করিয়া তিনি আপনার পদ্মবাহু-প্রসারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, পরিশেষে নদীয়ায় গৌরচন্দ্ররূপে উদয় হইয়া আচণ্ডালে যেরূপভাবে কোল দিয়া যান; তাহারই পূর্ব্ব-স্মৃতি

ঋকের ঐ 'দ্রবৎপাণী' শব্দে পরিব্যক্ত নহে কি? সত্যই তিনি 'দ্রবৎপাণী' তিনি যদি 'দ্রবৎপাণী' না হইবেন, তিনি যদি পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া না থাকিবেন, তবে আর জীবের গতি-মুক্তির উপায় কোথায়? তিনি যে দয়ার সাগর, তিনি যে করুণার আধার। তাঁহার করুণাময় দয়াময় নামের সার্থকতা কোথায় রহিবে—যদি তিনি না করুণা-বিতরণের জন্য হস্ত-প্রসারণ করিয়া রহিবেন! এই জন্যই তাঁহার 'দ্রবৎপ্রাণী' বিশেষণ।

তিনি 'শুভস্পতী' অর্থাৎ শোভনকর্ম্মের পালক, সুকর্ম্মের প্রতি-পোষক। শোভনকর্ম্মই বা কি, আর সুকর্ম্মই বা কি? শোভনকর্ম্ম বলে সেই কর্ম্মকে—যে কর্ম্মে মানুষের যশঃখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। যশঃখ্যাতি অপেক্ষা মানুষের আর শোভনীয় সামগ্রী কি আছে? অঙ্গ-শোভা—দৈহিক সৌন্দর্য্য—জন্ম-জরা-বার্দ্ধক্যের সঙ্গে লোপ পায়। অলঙ্কারাদির শোভা—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়; পরিশেষে সকলই মৃত্যুর করতলগত হয়। কিন্তু যশের শোভা—সুকর্ম্মের খ্যাতি—অবিনশ্বর রহিয়া যায়। পুণ্যশ্লোক দাতাকর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দেহের শোভা কত দিন হইল লোপ পাইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের যশের শোভা আজিও জগৎ আলো করিয়া আছে! আর সে শোভা সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, সুকর্ম্মের প্রভাবেই তাঁহারা জগতে শোভনীয় হইয়া আছেন। সুকর্ম্ম—সৎকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ শোভা। অশ্বিনদ্বয় সেই শোভার প্রতিপালক। অর্থাৎ—সেই শোভা তাঁহারা বর্দ্ধন করেন ও রক্ষা করেন। সৎকর্ম্মের—শোভনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ভগবানের করুণা-আকর্ষণে স্বতঃই সামর্থ্য-বান হন। বর্ত্তুল যেমন অল্পবেগে অতি দ্রুত সঞ্চালিত হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সূচনা হইতেই সেইরূপ পূর্ণতা-লাভের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অশ্বিনদ্বয়ের বিশেষণ যে 'শুভস্পতি,' তদ্দ্বারা যজমানকে এই বলিয়া দিতেছে—তুমি অল্পপরিমাণে একবার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেখ, তোমার সে কর্ম্মের সাফল্য-বিষয়ে ভগবান আপনিই সহায় হইবেন। কেন-না, তিনি 'পুরুভুজ' অর্থাৎ প্রচুরপরিমাণ দাতৃত্বাদি-গুণসম্পন্ন। তিনি দয়ার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া আছেন; তুমি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তিনি তোমার সহায় হইবেন। 'পুরুভুজা' শব্দে যদি 'বহুভোজী' অর্থ

গ্রহণ করি, তাহাতেও তাঁহার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তিনি বহুভোজী অর্থাৎ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে এবং তাঁহার পূজা প্রদান করিতে কোনই সঙ্কোচের আবশ্যক নাই। যিনি স্রকৃচন্দনবিল্বদলে তাঁহার পূজা করিতে পারেন, তিনি তাহাই করুন; যিনি মাত্র গঙ্গোদকে তাঁহার পূজা করিতে চাহেন, তিনি তাহাতেই সফল-কাম হইবেন; যিনি পিষ্টক-পায়সাদি বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য-সংগ্রহে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিতে সামর্থ্যবান, তিনি তাঁহার পূজাও গ্রহণ করিবেন; আবার যিনি সামান্য উপকরণও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মাত্র উদকোপচারে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন; তাঁহার পূজাও তিনি গ্রহণ করিবেন। সুপেয় অপেয় সকলই তাঁহার আদরের সামগ্রী। তাঁহাতে যখন প্রচুর-ভোজন-সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তিনি সকলেরই পূজা গ্রহণ করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। অপিচ, তিনি সকলেরই মুক্তির পথের বাধাবিপত্তি দূর করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন।

মূলে আছে,—'অশ্বিনা'। টীকাকারের ব্যাখ্যায়—'অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ'; অর্থাৎ,—'অশ্বিনা' হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বুঝাইতেছে। ইহাই সমস্যার বিষয়। প্রত্যেক দেবতা প্রত্যেক বিভূতি, এক এক নামে পরিচিত আছে। কিন্তু এখনে যে অভিন্ন যুগ্ম-দেবতার অবতারণা—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—দুইয়েই এক, একেই দুই। একই ভগবান রামকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; একই ভগবান রামলক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হন; একই ভগবানে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মস্মৃতি জাগিয়া আছে। পরন্তু বিষয়-বিশেষের উপর আধিপত্য-বিস্তারের জন্য ভগবানকে যুগলমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল, আর সেই মূর্ত্তির মধ্যে তিনি যে অভিন্নভাবে বিদ্যমান ছিলেন, অশ্বিনীদ্বয়ে তাহারই আদর্শ প্রতিফলিত রহিয়াছে।

উপসংহারে ঋকের মূল প্রার্থনার বিষয়টী অনুধাবন করা যাউক। 'হে দেব! আপনারা এই যজ্ঞনিষ্পাদক হবিঃস্বরূপ অন্ন গ্রহণ করুন।'—এ প্রার্থনার মর্ম্ম কি? মর্ম্ম কি এই নয় যে,—'আমাদের সৎকর্ম্ম-সমুদ্ভূত সত্ত্বভাবের সহিত আপনারা মিলিত হউন।' ইহাতে দেবগণকে (দেবভাবকে) অন্তরে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। তাঁহারা শুভকর্ম্মের পালক, প্রচুরপরিমাণে দাতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন; যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা, শুভ-

কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, নিশ্চয়ই তাঁহাদের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহারা নিকটে আসিবেন। ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

---

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া।

ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। পুরুঽদংসসা। নরা। শবীরয়া। ধিয়া।

ধিষ্ণ্যা। বনতং। গিরঃ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পুরুদংসসা' (বহুকর্ম্মাণৌ, আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকৌ) 'নরা' (বীরৌ, নেতারৌ বা) 'ধিষ্ণ্যা' (নির্ভীকৌ, বুদ্ধিমন্তৌ বা) 'অশ্বিনা' (হে অশ্বিনৌ) যুবাং 'শবীরয়া' (অপ্রতিহতগতিযুক্তয়া) 'ধিয়া' (আদরযুক্তবুদ্ধ্যা) 'গিরঃ' (অস্মাকং স্তুতীঃ) 'বনতং' (স্বীকুরুতং)। পরম স্নেহকরুণাবশেন অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আশ্চর্য্যকর্ম্মশীল নেতৃস্থানীয়, ধীমান্ অশ্বিনদ্বয়। আপনাদের অপ্রতিহতগতি আদরবুদ্ধি, অর্থাৎ অবাধ অগাধ স্নেহ; আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (১ম—৩সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবাং গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতীর্ধিয়াদরযুক্তয়া বুদ্ধ্যা বনতং। সম্ভজতং স্বীকুরুতং। কীদৃশাবশ্বিনৌ। পুরুদংসসা। বহুকর্ম্মাণৌ। ষড়্‌বিংশতিসংখ্যাকেষু কর্ম্মনামসু দংস ইতি পঠিতং। নরা। নেতারৌ ধিষ্ণ্যা ধার্ষ্ট্যযুক্তৌ বুদ্ধিমন্তৌ বা। কীদৃশ্যা ধিয়া। শবীরয়া। গতিযুক্তয়া অপ্রতিহতপ্রসরয়েত্যর্থঃ॥ অশ্বিনেত্যাদ্যামন্ত্রিতচতুষ্টয়স্য ষাষ্ঠিক-মামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নাষ্টমিকো নিঘাতঃ। পুরুদংসসেত্যপি হি পাদাদিরেব-নামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি পূর্ব্বস্য সামান্যবচনত্বেনাস্য বিশেষবচনত্বেন নাবিদ্যমানবত্ত্বমিতি চেৎ। ন। অশ্বিশব্দবৎ-পুরুদংসস্ শব্দস্যাপ্যশ্বিনোরেব রুঢ্যো প্রযুজ্যমানতয়া সামান্যশব্দত্বাৎ। সামান্যবচনং

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে, আমাদিগের স্তুতি-সকল ধী-সহকারে অর্থাৎ আদর-যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা, সম্যক্‌রূপে ভজনা করুন—স্বীকার করুন! অর্থাৎ,—আমরা আপনাদের উদ্দেশে যে সকল স্তুতি করিতেছি, আপনারা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় সাদরে গ্রহণ করুন। সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ?—কি কি গুণবিশিষ্ট,—"পুরুদংসসা" অর্থাৎ বহুবিধ কর্ম্ম-নিষ্পাদক, (ষড়্‌বিংশতি প্রকার কর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে 'দংসস্' শব্দ পঠিত হইয়াছে)। "নরা" অর্থাৎ দেববৃন্দের নেতৃদ্বয় এবং "ধিষ্ণ্যা" অর্থাৎ নির্ভীক অথচ সুচতুর কিংবা প্রশান্তবুদ্ধিসম্পন্ন। কীদৃশ বুদ্ধি দ্বারা স্বীকার করেন? "শবীরয়া"—গতিবিশিষ্ট; অর্থাৎ,—সর্ব্ববিষয়ে সমব্যাপী অপ্রতিহত প্রখর বুদ্ধি দ্বারা। "অশ্বিনা" ইত্যাদি আমন্ত্রিতচতুষ্টয়ের (অর্থাৎ অশ্বিনা, পুরুদংসসা, নরা ও ধিষ্ণ্যা এই সম্বোধনান্ত পদ চারিটীর) আদিস্বরগুলি, পাণিনীয় ষষ্ঠাধ্যায়-বিহিত আমন্ত্রিতাদি (পাং ৬।১।১৭৮) সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইল; পাদাদিত্ব-হেতু (পাং ৮।১।১৮) আষ্টমিক নিঘাত স্বর হইতে পারিল না। "পুরুদংসসা" এই পদটিও পাদাদি হইয়াছে; যেহেতু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বম-বিদ্যমানবৎ" এই সূত্র দ্বারা ইহার পূর্ব্বস্থিত "অশ্বিনা" পদের অবিদ্যমানবদ্-ভাব স্বীকার হয়। (অনুপস্থিতি কল্পনা করিতে হয়)। পক্ষান্তরে "নামন্ত্রিতে সামানাধিকরণেসামান্যবচনম্"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের সামান্যবচনান্ত (বিশেষ্যত্ব) এবং 'পুরুদংসসা' এই পদের বিশেষ-বচনত্ব (বিশেষণত্ব) থাকায় (উক্ত প্রকারে) অবিদ্যমানবদ্-ভাব হইবে না,—এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আদৌ ভিত্তিহীন। কারণ, অশ্বিন শব্দের তুল্য অর্থ পুরুদংসস্ শব্দে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) থাকায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অর্থেই সামান্যাকারে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ,—অশ্বিনীকুমারার্থক পুরুদংসস্ শব্দটি বিশেষণ নহে, ইহাও বিশেষ্য; সুতরাং এস্থলে সামান্য বিশেষ ভাবের আশঙ্কা হইতে পারে না

নাবিদ্যমানবদিত্যুক্তেঽর্থাৎপরস্য বিশেষবচনত্বাবগমাৎ। উভয়োঃ সামান্যবচনত্বে পর্য্যায়ত্বেন পৌনরুক্ত্যা তৎসহাপ্রয়োগ ইতি চেৎ। ন। গুণবিশেষসঙ্কীর্ত্তনবৎ প্রসিদ্ধানেকনামবিশেষ-সম্বন্ধসঙ্কীর্ত্তনস্যাপি স্তুত্যুপযোগেন সপ্রয়োজনত্বানিপ্রয়োজনপুনর্ব্বচনস্যৈব পুনরুক্তত্বাৎ। অশ্বিপুরুদংসঃ শব্দয়োরেকার্থবৃত্তিত্বেঽপি পর্য্যায়ত্বাদেব প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাভাবেনাসামানা-ধিকরণ্যাদপি নাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানামেব হ্যেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং। অশ্বিশব্দস্যাশ্বিসম্বন্ধো নিমিত্তং পুরুদংসঃ শব্দস্য তু বহুকর্ম্মসম্বন্ধ ইতি প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদ ইতি চেৎ। ন। তদ্ধি দ্বয়ং ব্যুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ন প্রবৃত্তিনিমিত্তং। ব্যুৎপত্তিনিমিত্তভেদমাত্রেণাপি সামানাধিকরণ্যাভিধানে বৃক্ষমহীরুহশব্দয়োরপি তথাত্ব-প্রসঙ্গঃ অত এব হীড়ে রন্তেঽদিতেসরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রুতি এতানি তেঽঘ্ন্যে নামানীত্যত্র সহস্রতমীপ্রশংসোপযোগিত্বেনেড়াদিশব্দানামেতানি তে অঘ্ন্যে নামানীতি

---

যাহা সামান্য (বিশেষ্য) ভাবে কথিত হয়, তাহার অবিদ্যমানবদ্‌ভাব হয় না; এইরূপ নিয়মে, পরপদের বিশেষবচনত্ব (বিশেষণত্ব) অর্থাধীন অবগত হইতে পারা যায়। (অশ্বিনা ও পুরুদংসসা) এই উভয় পদে সামান্যবচনত্ব থাকিলে, অর্থাৎ দুইটী পদই একার্থজ্ঞাপক হইলে, পর্য্যায়-শব্দ-প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ হইয়া যায়। সুতরাং একত্র প্রয়োগ করিতে পারা যায় না।" ইহা আশঙ্কনীয় হইলেও তাহা সঙ্গত নহে, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না; কারণ, গুণিব্যক্তির যেমন গুণবিশেষের সংকীর্ত্তন করিলে স্তুতি হয়, সেইরূপ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনেক নাম কিংবা বিশেষ সম্বন্ধ বারংবার কীর্ত্তিত হইলে, স্তুতিই হইয়া থাকে। অতএব উক্ত উভয় পদের সপ্রয়োজনত্ব-হেতু (উক্তরূপ বিশেষ প্রয়োজন থাকায়) পুনরুক্তি দোষ হইল না। নিষ্প্রয়োজন একার্থক শব্দ পুনরায় কথিত হইলেই পুনরুক্তি দোষ হয়। অশ্বি ও পুরুদংসস্ শব্দের একার্থবৃত্তিত্ব হইলেও এক পর্য্যায়ভুক্ত (উক্ত শব্দদ্বয়ের) প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ না থাকায় সমানাধিকরণ্যের অভাব হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যমানবদ্‌ভাবের প্রতিষেধ (নিষেধ) হইবে না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্ত—শব্দসংঘের এক অর্থে বৃত্তিকে (বর্ত্তমানতাকে) সমানাধিকরণ্য কহে। "অশ্বি শব্দের অশ্ব সম্বন্ধটি নিমিত্ত এবং পুরুদংসস্ শব্দের বহু কর্ম্ম সম্বন্ধটি নিমিত্ত, অতএব উক্ত উভয় শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ হইয়াছে"—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন-না, তাহা হইলে কেবল দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিনিমিত্ত হয় না। কেবল ব্যুৎপত্তিনিমিত্তের ভেদ দ্বারাই সামানাধিকরণ্য কথিত (স্থিরীকৃত) হইলে, বৃক্ষ ও মহীরুহ এই শব্দদ্বয়েরও সামানাধিকরণ্য প্রসঙ্গ (আপত্তি) হইতে পারে। এই নিমিত্তই "ঈড়েরন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহিবিশ্রুতি এতানিতেঽঘ্ন্যে নামানি"—এস্থলে সহস্র সহস্র প্রশংসার উপযোগিতা আছে বলিয়া ঈড়াদি শব্দসমূহের "এতানিতে অঘ্ন্যে নামানি" অর্থাৎ হে অবধ্য গাভি! এইগুলি তোমার নাম

বচনেন পর্য্যায়াণামপ্যনেকবিশিষ্টনামসম্বন্ধনিবন্ধস্তুত্যর্থত্বেনৈব সহপ্রয়োগঃ। স্তুত্যুপযোগেনৈব ব্যুৎপত্তিনিমিত্তভেদবিবক্ষায়ামপি পর্যায়ত্বেনাসামানাধিকরণ্যাদেব নামন্ত্রিত ইতিনিষেধাভাবাদামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ সর্ব্বেষাং ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। তদ্বৎপ্রকৃতেঽপি। কৄ শৄ পৄ কটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্ পা০ ৪।৩০। ইত্যত ঈরন্নিত্যনুবৃত্তৌ বহুলবচনাদন্যত্রাপীত্যনেন শুশ্রুগতাবিতি ধাতোরীরন্প্রত্যয়ে কৃতে সতি নিত্বাচ্ছরীরয়া শব্দ আদ্যুদাত্তঃ। ধিয়েত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। বনতমিত্যত্র শপঃ পিত্বাল্লোণ্মধ্যমদ্বিবচনস্য লসার্ব্বধাতুকত্বাচ্চ বন ষণ সংভক্তাবিতিধাতুদাত্তত্বমেব শিষ্যতে। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ পূর্ব্বামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন পাদাদিত্বাৎ। গিরঃ। সুপোঽনুদাত্তত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে॥ ২॥

• • •

---

এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় উক্ত বাক্যের পর্য্যায়-শব্দগুলির বিশিষ্ট নামের সম্বন্ধবশতঃ স্তুতি-নিমিত্তক হওয়ায় (একার্থক) কতকগুলি শব্দের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে। স্তুতির উপযোগিতা-হেতু ব্যুৎপত্তিনিমিত্তক ভেদ গৃহীত হইলেও পর্য্যায়ত্ব-হেতু (একপর্য্যায়ের অন্তর্গত হওয়ায়) সমানাধিকরণ্য হয় না বলিয়া, "নামন্ত্রিতে সামানাধিকরণে সামান্যবচনম্" এই সূত্র-বিহিত নিষেধ সঙ্গত হইতে পারিল না; পরন্তু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্র বিহিত হইল। (মন্ত্রস্থ আমন্ত্রিত) পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব হওয়ায় সকল পদেরই ষাষ্ঠিক (পাণিনীয় ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত সূত্রানুসারে) আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও (বর্ত্তমান-স্থানেও) সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। "কৄ শৄ পৄ কটি-পটিশৌটিভ্য ঈরন্" (পা০ ৪।৩০) এই সূত্র হইতে ঈরন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "বহুলবচনাদন্যত্রাপি" এই সূত্র দ্বারা গমনার্থক 'শু' ধাতুর উত্তর ঈরন্ প্রত্যয় দ্বারা "শবীরয়া" এই পদটি সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ব হেতু (অর্থাৎ ঈরন্ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ধিয়া" এই পদটীর "সাবেকাচ" (৬।১।১৬৮) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে বিভক্তি-স্বর (অন্ত্যস্বর) উদাত্ত হইয়াছে। "বনতং" এই পদটী 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ববশতঃ (অর্থাৎ প থাকে না বলিয়া) এবং লোটের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচন "তম্" বিভক্তির লসার্ব্বধাতুকত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ ল-কার মাত্রেরই সকল ধাতুতে সাধারণভাবে সম্বন্ধ আছে বলিয়া) "সংভক্তি সম্যক ভজনা" অর্থাৎ স্বীকারার্থক বন্ ধাতুর উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট রহিল। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাতস্বর হইল না; যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের "ধিষ্ণ্যা" এই সম্বুদ্ধ-পদের (অবিদ্যমানবদ্ভাব হওয়ায়) বনতং পদের পাদাদিত্ব হইয়াছে। "গিরঃ" এই পদটীতে সুপ্ প্রত্যয়ের স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রাতিপাদিক (বিভক্তি-রহিত প্রাকৃতিক) স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে॥ ২॥

• • •

# দ্বিতীয় (২০) ঋকের বিশদার্থ।

—⁜—

ঋকে বলা হইতেছে,—আপনারা আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী (পুরুদংসসা)। আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী না হইলে, আর বহুকর্ম্মকারী না হইলে, এই পাপভারাক্রান্ত বিপন্ন বহুনরের উদ্ধার-সাধন কাহার দ্বারা হইবে? বহুজনের উদ্ধার-সাধনে বহুকর্ম্মের ভাব আসিতেছে; আবার যাহার উদ্ধারের কোনও আশা নাই, যে পাপ-পঙ্কে পূর্ণ-নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করা—আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকের আশ্চর্য্য কর্ম্ম নহে কি? যে কর্ম্ম মানুষে পারে না, তাহাই মানুষের নিকট আশ্চর্য্য কর্ম্ম; যে কর্ম্ম দেবগণের অসাধ্য, তাহার অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম আর কি আছে? অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা সেই আশ্চর্য্য কর্ম্ম—দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি প্রশমনরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম—সাধিত হয় বলিয়াই, তাঁহারা 'পুরুদংসসা' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

'নরা' অর্থাৎ বীর বা নেতৃস্থানীয় বিশেষণের সার্থকতাও ঐ সূত্রেই উপলব্ধি হয়। জীবের শান্তিবিধানরূপ যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম—সে কর্ম্ম যাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয়, তাঁহাদের ন্যায় 'বীর' আর কে আছে? যুদ্ধে জয়লাভ করিলেই বীর হয় না; অরি-দমনই একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে; কর্ম্ম দ্বারা শ্রেয়োলাভ করাও যে বিশেষ বীরত্বের নিদর্শন, তাহাও বলিতে পারি না; সেই বীরত্বই শ্রেষ্ঠ বীরত্ব,—তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ বীর,—যিনি পাপী-তাপীর উদ্ধারসাধনে সমর্থ হন। সে সামর্থ্য মানুষে সম্ভবে না, দেবতায়ও বিরল দেখি। সে সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনিই লোকাতীত—তিনিই দেবাতীত। নেতৃত্বও তাঁহাতেই সম্ভবপর। কর্ম্মিজনের বা জ্ঞানিজনের নেতৃত্বে সেরূপ প্রতিষ্ঠা নাই; যাঁহার নেতৃত্ব অভাজন জনকে উদ্ধার করিতে পারে—মোক্ষের পথে অগ্রসর করাইতে পারে, তাঁহার নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব—সেই নেতাই প্রকৃত নেতা। তাঁহার নির্ভীকত্ব এই উপলক্ষেই উপলব্ধ হয়। সাধুদিগের পরিত্রাণের

জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে তাঁহার আবির্ভাব তো আছেই; কিন্তু আপামর নরনারী সকলকেই উদ্ধার করার প্রয়াস—নির্ভীক বীরের বিশিষ্ট লক্ষণ! পরবর্ত্তিকালে পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষরূপে যাঁহারা অবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের এই বিভূতিরই বিকাশ দেখি।

তাঁহাদের মধ্যে সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ,—'তাঁহাদের করুণ হস্ত অপ্রতিহতভাবে প্রসারিত রহিয়াছে; আর, তাঁহারা আদর করিয়া সকলকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন।' 'অশ্বিনা শবীরয়া'—এই বাক্যের ঐ 'শবীরয়া' শব্দে যে গুণরাশি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার তুলনা হয় না। মনে পড়ে—অযোধ্যার ভূষণ রাম-লক্ষ্মণের পুণ্যময় স্মৃতি; মনে পড়ে—গৌরনিতাইরূপ কর্ণধারের জগাই-মাধাইরূপ অধমতারণ। এই ঋকের ঐ শব্দ দেখিয়া নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে পারে; হতাশের অশ্রুধারা শুকাইয়া যাইতে পারে। মনে আশার সঞ্চার হয়,—পাপী-তাপীর উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি যখন পদ্মহস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, আর তিনি যখন আদরপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া ক্রোড় দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আর ভয় কিসের?—ভাবনাই বা কি? দ্বারে উপস্থিত হও; তাঁহারা আপনিই ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। তাহা হইলেই আমাদের স্তব তাঁহাদের গ্রহণ করা হইবে। (১ম—৩সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ।

আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী॥ ৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

দস্রা। যুবাকবঃ। সুতাঃ। নাসত্যা। বৃক্তবর্হিষঃ।

আ। যাতং। রুদ্রবর্ত্তনী ইতি রুদ্রঽবর্ত্তনী ॥ ৩ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (দস্রৌ—রিপূণাং নাশকৌ, অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রুদ্বিবিধশত্রুনাশকৌ) 'নাসত্যা' (নাসত্যৌ—সত্যস্য প্রণেতারৌ, সৎস্বরূপৌ) 'রুদ্রবর্ত্তনী' (শত্রুদমনকারিণৌ, বীরশ্রেষ্ঠৌ) অশ্বিনৌ 'বৃক্তবর্হিষঃ' (বৃক্তানি মূলরহিতানি বর্হীংষি আস্তরণরূপাণি দর্ভাণি যেষাং, মূল-রহিতকুশোপরিস্থিতাঃ, শত্রুসংশ্রবশূন্যাঃ, পাপসম্বন্ধরহিতাঃ) 'সুতা' (সুসংস্কৃতা সোমাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিসুধাঃ) 'যুবাকবঃ' (যুবন্তি সুস্বাদবৃদ্ধ্যর্থং শ্রপণদ্রব্যৈঃ মিশ্রীভবন্তি যে তে, সদ্বৃত্তিসহযুতাঃ সন্তঃ) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং) অস্মিন্ যজ্ঞে যুবামিতি শেষঃ। হে দেবৌঃ তয়োঃ প্রভাবেন অস্মাকং ভক্তি অবিমিশ্রা অবিচলা চ ভবতু; তাং যুবাং প্রাপ্নুতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে রিপুনাশকারী, সত্যস্বরূপ, শত্রুদলনকারী (অশ্বিদ্বয়)! পাপ-সংশ্রবরহিত আমাদের ভক্তিসুধা সদ্বৃত্তি-সহযুতা (বিশুদ্ধা) হউক; আপনারা আগমন করুন (গ্রহণ করুন)। (১ম—৩সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রাশ্বিনেত্যনুবর্ত্ততে। হে অশ্বিনাবায়াতমস্মিন্‌কর্ম্মণ্যাগচ্ছতং কিমর্থমিতি তদুচ্যতে। সুতা যুষ্মদর্থং সোমা অভিষুতাঃ। তান্ স্বীকর্ত্তুমিতি শেষঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দস্রা।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে পূর্ব্ব ঋকের "অশ্বিনা" এই পদ অনুবর্ত্তিত হইতেছে। হে অশ্বিনীকুমারযুগল! আপনারা এই (যজ্ঞ) কর্ম্মে আগমন করুন। কি জন্য? তাহা কথিত হইতেছে,—আপনাদিগের পানীয় যে সোমসমূহ অভিষব-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত (পরিশোধিত) রহিয়াছে, সেই সমুদয়কে স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করিবার জন্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? "দস্রা" অর্থাৎ শত্রুক্ষয়কারী,

শত্রুণামুপক্ষয়িতারৌ। যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজাবিতি শ্রুতেঃ। নাসত্যা। অসত্যমনৃতভাষণং। তদ্রহিতৌ। অত্র যাস্কঃ। সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণবাভঃ। সত্যস্য প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণ ইতি। রুদ্রবর্ত্তনী। রুদ্রশব্দস্য রোদনং প্রবৃত্তিনিমিত্তং যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি তৈত্তিরীয়াঃ। তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি বাজসনেয়িনঃ। রুদ্রাণাং শত্রুরোদনকারিণাং শূরভটানাং বর্ত্তনির্মার্গো ঘাটীরূপো যয়োস্তৌ রুদ্রবর্ত্তনী। যথা শূরা ঘাটীমুখেন শত্রূন্ রোদয়ন্তি তদ্বদেতাবিত্যর্থঃ। যুবাকব ইত্যভিষুতসোমানাং বিশেষণং বসতীবরীভিরেকধনাভিশ্চাদ্ভির্মিশ্রিতাইত্যর্থঃ। বৃক্তানি মূলৈর্ব্বর্জ্জিতানি বর্হীংষ্যাস্তরণরূপাণি যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ যদ্বা ভরতা ইত্যাদিষ্বষ্টস্বৃত্বিঙ্নামসু বৃক্তবর্হিষ ইতি। তদানীং তৃতীয়ার্থে প্রথমা ঋত্বিগ্ভিরভিষুতা ইত্যন্বয়ঃ॥ দস্রা। আমন্ত্রিতস্য চেত্যাদ্যুদাত্তঃ। যুবাকবঃ যু মিশ্রণে।

---

অথবা দেবতা-সাধারণের চিকিৎসক অতএব সর্ব্বরোগক্ষয়কারী। যেহেতু শ্রুতিতে আছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবতাসমূহের ভিষক অর্থাৎ বৈদ্য। পুনরায়-কিরূপ? "নাসত্যা" অর্থাৎ অসত্য অর্থে মিথ্যাভাষণ, তাহা রহিত অর্থাৎ যাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না। এস্থলে মহাত্মা যাস্ক বলেন,—তাঁহারা সত্যস্বরূপ, এইজন্য তাঁহাদের নাম—"নাসত্যা"। (নিরুক্তকার) ঔর্ণবাভ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, এবং আগ্রায়ণাচার্য্যের মতে নাসত্যা অর্থাৎ তাঁহারা সত্যের প্রণেতা জল বা যজ্ঞের প্রণেতা—এই প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আশ্বিনদ্বয় পুনরায় কিরূপ?—"রুদ্রবর্ত্তনী।" রুদ্র শব্দের অর্থ—প্রবৃত্তিনিমিত্তরোদন (অর্থাৎ রোদনকে উদ্দেশ করিয়াই রুদ্র শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলেন,—যেহেতু, রোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতুই রুদ্রের রুদ্রত্ব হইয়াছিল, অর্থাৎ রোদন করিয়াছিলেন বলিয়াই রুদ্র নাম হইয়াছে। কিন্তু বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণ বলেন যে—তাঁহারা যেহেতু তাহাদিগকে (শত্রুগণকে) রোদন করাইয়াছিলেন, সেই হেতু (শত্রুগণকে রোদন করাইয়াছিলেন বলিয়া) তাঁহাদের নাম রুদ্র হইয়াছিল। সুতরাং সেই রুদ্রগণের অর্থাৎ শত্রুরোদনকারী বীর সৈন্য-সমূহের ঘাটীরূপ মার্গ (অর্থাৎ সৈন্যগণের গতিবিধির স্থান) যাঁহাদের (অধীনে), তাঁহারা, "রুদ্রবর্ত্তনী।" ফলতঃ, বীরগণ যেমন ঘাটীমুখে অবস্থিত হইয়া, শত্রুসকলকে রোদন করায়; তদ্রূপ ইঁহারাও ঘাটীতে থাকিয়া অধ্যক্ষরূপে সৈন্য-ব্যূহ রচনা করিয়া (ধর্ম্মদ্বেষী) শত্রুদিগের বিনাশ-সাধন করিয়া থাকেন। "যুবাকবঃ" এই পদটি অভিষুত তত্তৎ প্রকারে পরিশোধিত পূর্ব্বোক্ত সোমরস-সমূহের বিশেষণ; (অর্থাৎ উক্ত সোমরস) যুবাকবঃ—"বসতীবরী" (পূর্ব্ব-দিবসের আহৃতজল অর্থাৎ পর্য্যুসিত জল) কিম্বা একধনা (সদ্যোগৃহীতজল) দ্বারা মিশ্রিত এবং "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থাৎ (যে সোমসমূহ) মূল-বর্জ্জিত কুশগুচ্ছদ্বারা আচ্ছাদিত। অথবা ভরতগণ প্রভৃতি করিয়া অষ্টপ্রকার ঋত্বিক্-সংজ্ঞার মধ্যে (বৃক্তবর্হিষঃ) সংজ্ঞাটী পরিগণিত। (সুতরাং) এই পক্ষে প্রথমা বিভক্তির তৃতীয়ার্থে গৃহীত হইবে, অর্থাৎ বৃক্তবর্হিষাখ্য ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অভিষুত সোম-সমুদয় এইরূপ অন্বয় (সঙ্গতি) হইবে। 'দস্রা' এই পদটীতে 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা০ ৬।১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "যুবাকবঃ" এই

যুবন্তি মিশ্রীভবন্তি বসতীবরীপ্রভৃতিভিঃ শ্রয়ণদ্রব্যৈরিতি যুবাকবঃ। কটিকষ্যাদিষ্বগণিতস্যাপি যৌতের্ব্বহুলগ্রহণাৎ। উ০ ৩।৭৬। কাকুপ্রত্যয়ঃ তস্য কিত্ত্বেন গুণাভাবাদুবঙাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। ন বিদ্যতেঽসত্যমনয়োরিতি নাসত্যৌ। নভ্রাণ্‌নপান্নবেদানাসত্যেত্যাদিনা। পা০ ৬।৩।৭৫। প্রকৃতিবদ্‌ভাবান্নঞো ন লোপাভাবঃ। পাদাদিত্বেন নিঘাতাভাবাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তং মূলৈর্ব্বর্জ্জিতং বর্হিরাস্তীর্ণং যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ ক্তপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। আ ইত্যত্রোপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং ফিঃ ৪।১২। ইত্যুদাত্তঃ। রুদ্রবর্ত্তনী। আমন্ত্রিতস্য চ ই, ত্ত আমন্ত্রিতনিঘাতঃ ॥ ৩ ॥ ( ১ম—৩সূ—৩ঋ )।

আশ্বিনসূক্তস্য ঐন্দ্রতৃচে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

---

পদটী মিশ্রণার্থ যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—বসতীবরী প্রভৃতি শ্রয়ণ-দ্রব্য-সমুদয়ের দ্বারা মিশ্রিত। কটি, কষি প্রভৃতি, ধাতু-সমূহের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, বহুলবচনপ্রযুক্ত উক্ত যু ধাতুর উত্তর 'কাকু' ( আকু ) প্রত্যয় করিয়া এবং সেই কাকু প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু ( কাকু প্রত্যয়ের প্রথম ক-কার থাকে না বলিয়া ) গুণের ( যু ধাতুর উকার স্থানে ও-কারের ) অভাব হওয়ায় উবঙাদেশে ( যু ধাতুর উকার উব করিয়া ) নিষ্পাদিত যুবাকু শব্দের প্রথমার বহুবচনে উক্ত যুবাকবঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর-হেতু আকারটী উদাত্ত হইয়াছে। যাঁহাদিগের ( যে দুই জনার ) মধ্যে অসত্য ( মিথ্যা ) বিদ্যমান থাকে না,—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'নাসত্যা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "নভ্রাণ্‌ নপান্ ন বেদানাসত্যা" ( পা০ ৬।৩।৭৫ ) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকৃতিবদ্‌ভাবহেতু, এস্থলে নঞ্‌-এর ন লোপ হয় নাই। সুতরাং উহার পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত-স্বরের অভাব হওয়ায় আমন্ত্রিত আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থাৎ যাহাদিগের জন্য ( যে সোম-সমূহের জন্য ) মূলবর্জ্জিত কুশসকল আস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে বৃক্তবর্হিষঃ কহে। এস্থলে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরহেতু প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "আয়াতং" এই পদে, আ এই উপসর্গটি, ""উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্" ( ফি০ ৪।১২ ) এই সূত্র দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। "রুদ্রবর্ত্তনী" এই পদটিতে "আমন্ত্রিতস্য চ" ( পা০ ৬।১।১৭৮ ) এই সূত্র দ্বারা আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ( ১ম—৩সূ—৩ঋ )।

( অতঃপর ) আশ্বিন-সূক্তের অন্তর্গত ঐন্দ্রতৃচে প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

* ৫ *

## তৃতীয় ( ২১ ) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

ঐ ঋকের লৌকিক অর্থ—যেন সোম-নামক মাদক-দ্রব্য নানাবিধ সুস্বাদু-পদার্থ-মিশ্রিত হইয়া কুশাসনোপরি পাত্রে অবস্থিত আছে। শত্রু-ক্ষয়কারী বীরপুরুষ অশ্বিদ্বয় আসিয়া সেই সোম গ্রহণ করুন,—যজমান তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। ঐরূপ অর্থ যে আদৌ সঙ্গত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঋকে যাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে,—তাঁহারা রিপুদলনকারী; তাঁহারা কি মাদক-দ্রব্য-পানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন! ঋকে যাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে—তাঁহারা সৎস্বরূপ; তাঁহাদের অস্তিত্ব কি মত্ততাজনক সোমপানেচ্ছার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়! ঋকে যাঁহাদিগকে শত্রুদলন-কারী বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদিগের প্রতি মাদক-দ্রব্য-পানের লালসার আরোপ নিশ্চয়ই মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

ঋকে তাঁহাদের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই? ঋকে তাঁহাদের বিশেষণ দেখি—'দস্রা'। শারীরিক ব্যাধি দূরীকরণের জন্য, দৈহিক রোগ বিনাশের জন্য, তাঁহাদের 'দস্রা' নাম। আবার কামক্রোধাদি রিপুরূপ বিষম শত্রু, মানুষকে অহরহঃ বিপন্ন করিতেছে, তাঁহারা সেই রিপুশত্রুকে দলন করেন। ঋকের 'দস্রা' শব্দ বুঝাইতেছে,—তাঁহারা সকল বিপত্তি বিদূরণ করেন। রিপু-দস্যুর শাসনে ও প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ যে সকল অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর সেই সকল অপকর্ম্মের ফলে দারুণ ক্লেশ ভোগ করে; অশ্বিনদ্বয়ের কৃপা লাভ করিলে, তাহাদের সে বিপদ-বিপত্তির আশঙ্কা দূরে যায়; অপিচ অপকর্ম্মাদির ফলে যে রোগাদির সঞ্চার হয়, তাহা তাঁহারা প্রশমন করিয়া থাকেন। এমন আদর্শ যাঁহাদের—এমন দেবতা যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারে মানুষ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইবে না? রিপুগণের বিমর্দ্দন, আধি-ব্যাধির প্রশমন, দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ পীড়ার উচ্ছেদ সাধন,—এতৎপক্ষে যে প্রযত্ন, তাহাই অশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা। সোমপান তাঁহারা তখনই করেন, সোম সুসংস্কৃত তখনই হয়,—যখন

সর্ব্বব্যাধির উপশম হইয়া শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত দেবগণের সুধাপান তাহাকেই কহে, যখন আধি-ব্যাধির সকল বিক্ষোভ দূরীভূত হইয়া প্রাণে শান্তিসুধা সঞ্চিত হয়।

তাঁহারা কি সেই নশ্বর দেহধারী? তাঁহারা কি এই লোভপরায়ণ মানুষের প্রকৃতিসম্পন্ন? তাই কি তাঁহারা আহবনীয় সামগ্রীর প্রতি—মত্ততাজনক সোমরস-পানের জন্য—লোলুপ হইয়া আছেন? তাঁহারা যে "নাসত্যা" অর্থাৎ,—যাহা অসৎ, তাহা নন। নশ্বর অসতের সহিত যখন তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে যখন স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে,—তাঁহারা 'নাসত্যা' অর্থাৎ সৎস্বরূপ; তখন কিরূপে তাঁহাদের প্রতি সোমপানলোলুপতারূপ বিষম কলঙ্কের আরোপ করি? অসৎই কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত হয়; সৎ কখনও কলঙ্কলিপ্ত হয় না।

তাঁহারা 'নাসত্যা,—অনিত্য অসতের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। সতের সহিত অসতের সম্বন্ধ থাকিতেও পারে না। কেবল তাহাই নহে; অসতের অভাব ( অবিদ্যমানতাই ) প্রতিপন্ন হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অর্থাৎ—অসৎ বা অনিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা নাই; এবং সদ্বস্তুর বিনাশ নাই। সৎস্বরূপ চিরবিদ্যমান। সংসর্গানুসারে ভাবরাশি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। মায়াময় মিথ্যার সংশ্রবে থাকিয়া আমরা মায়াকে মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ধারণা করি। দেখি—বুদবুদ; বলি—বুদবুদ; কিন্তু উহা যে জলের বিক্ষোভ, তাহা ক্বচিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হই। স্বপ্নে বিভীষিকা দেখিয়া শিশু শিহরিয়া উঠে; সে যেমন তাহার সংসার-সঙ্গের অনুস্মৃতি, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করাও সেইরূপ আমাদের বিভ্রমের ফলমাত্র। রজতের শুভ্রতা দেখিয়া শুক্তিতে রজত ভ্রম করি; সর্প রজ্জুর ন্যায় লম্বমান বলিয়া অনেক সময় রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটে; মরীচিকায় জলভ্রমে বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অজ্ঞানতা-বশে আমরা কোন্ পথে কোথায় চলিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারি না। ভাবিতেছি—ঘট সত্য; ভাবিতেছি—পট সত্য; কিন্তু বুঝিতেছি না যে, মৃত্তিকা উহাদের আদিভূত। মূলের সন্ধানে ক্বচিৎ প্রবৃত্ত হই; বাহিরে বাহিরেই খুঁজিয়া বেড়াই। ঋকে দেখিলাম—তাঁহারা "নাসত্যা"; অথচ ভ্রান্তির

মধ্যে ডুবিয়া আছি বলিয়া, কল্পনা করিলাম—রূপ, সৃষ্টি করিলাম—জন্মোপাখ্যান! উপহার দিতে বসিলাম—সোমরস নামধেয় মাদক-দ্রব্য! সংস্কারের প্রাবল্যে দর্পণে নীল প্রতিবিম্ব দেখিয়া, নভোমণ্ডলের নীলিমা কল্পনা করিলাম; তত্ত্বজ্ঞানের সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা ভ্রমান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইল না!

অসৎ আমরা; অসতের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিব—কি সাধ্য আমাদের! অসতের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে সতের সান্নিধ্যে পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং যেমন রুচি-প্রকৃতি, যেমন আচার-পদ্ধতি, সেইরূপ ভাবেই নিজের অভীষ্ট দেবতাকে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। অজ্ঞতায় যখন সংসার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সত্যের ধারণা যখন মানুষের চিন্তার অতীত হইয়া পড়িল, ঋষিগণ তখন মানুষের চিত্তবৃত্তি-পরিশুদ্ধির জন্য বিবিধ প্রক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করিলেন। লোকহিতে-উৎসৃষ্টপ্রাণ ঋষিগণ যখন দেখিলেন,—মানুষ আর পরমেশ্বরের—জগৎ-পাতার—ধারণায় সমর্থ হইতেছে না; তখনই তাঁহারা উহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তুমি মদ্যপ, তুমি ব্যভিচারগ্রস্ত, তুমি সৎসঙ্গ-বিবর্জ্জিত; তোমার গতিমুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তোমার অবলম্বিত পথের মধ্য দিয়াই যদি তোমায় পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাই, তাহাতে কতকটা সাফল্যের আশা আছে। এই মনে করিয়াই লোকপাবন ঋষিগণ বেদব্যাখ্যায় অভিনব পন্থা-সকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবতা সোমরস পান করেন; তুমি তাঁহাকে সোমরস দান কর। যে যাহা ভালবাসে, দেবতাকে সেই সামগ্রী প্রদানে তাহার তৃপ্তি আসে। সুতরাং মাদকদ্রব্য-পায়ীরা মাদক-দ্রব্য উৎসর্গের দ্বারা পূজায় আনন্দ লাভ করিতে লাগিল! এইরূপে ক্রমশঃ যখন অভিষুত সুসংস্কৃত সোমরস দেবতার উদ্দেশে দান করা হইতে লাগিল, তখন ক্রমশঃ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত উপহৃত সামগ্রীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা লোপ পাইয়া আসিল। আজিও দেখিতে পাই, ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই আপনার দেবতার উদ্দেশে এক এক সামগ্রী অর্পণ করিয়া, তত্তৎসামগ্রীর ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। কত পুণ্যশীলা রমণী, পুরুষোত্তমে গমন করিয়া আজিও কত স্পৃহনীয় ফল

দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়া, আনন্দে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন ; এবং আজীবন সেই ফল-গ্রহণে বিরত রহিয়াছেন। 'সোম' বলিতে যদি সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য অর্থই গ্রহণ কর, সে পক্ষেও বলিতে পারি, দেবতার পূজায় সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-প্রদানে আপনাদিগের সোমপান ইচ্ছা পরিত্যাগ করার ভাবই এই সকল ঋকে প্রকাশ পাইতেছে ; পরবর্ত্তিকালে যাজ্ঞিকগণ, তদুদ্দেশ্যেই দেবপূজায় সোমরস অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, মনে করা যাইতে পারে। প্রলোভনের মধ্য দিয়া ত্যাগের রাজ্যে লইয়া যাওয়া—উহার একতম লক্ষ্য হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে, ঐ বিষয়ে অন্য ভাবই প্রকাশ পায়।

ঋকে "রুদ্রবর্ত্তনীঃ" শব্দের ব্যবহারে "শত্রুত্রাসকারী" অর্থ সূচিত হয়। তাঁহারা বীরশ্রেষ্ঠ—শত্রুত্রাসকারী। শত্রু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে! মানুষ! তুমি কোন্ পথে অগ্রসর হইবে? তোমার সাধ্য নাই—এক পদ অগ্রসর হও! তাই তিনি শত্রুদমনকারী বীর-রূপে অগ্রসর! শত্রুর কি সংখ্যা আছে? কামাদি রিপুবর্গ শত্রু ; জরাদি ব্যাধিবর্গ শত্রু ; বন্য-জন্তু প্রভৃতির আক্রমণরূপ শত্রু ;—মানুষের শত্রুর কি অন্ত আছে? তাঁহারা সেই সকল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন। এ ঋকে তাই তাঁহাদিগকে "রুদ্রবর্ত্তনীঃ" বলা হইয়াছে। শত্রুকে বিনাশ করিয়া, সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার পথ তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া দেন। তাই তাঁহাদের বিশেষণ—"রুদ্রবর্ত্তনীঃ"।

ঋকে "বৃক্তবর্হিষঃ" এবং "সুতাঃ" শব্দদ্বয়, অন্তরে আর এক অভিনব ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়। আর তাহাতে বেশ বুঝা যায়,—'সুতাঃ' শব্দে কিরূপ সুসংস্কৃত সোমকে বুঝা যাইতেছে। "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থে মূলহীন কুশ বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বর্ণনাক্রমে সোমরস তরল পদার্থ। কুশের উপর তাহা কিরূপে অবস্থিতি করিবে? তবে কি কুশাগ্রে প্রদত্ত গঙ্গোদকের ন্যায়, সোমরসের প্রক্ষেপ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হইত? তাহা হইলে, মাদকপানার্থ দেবতার আগমন-কল্পনা আদৌ ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রকৃতই সেরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন। মূলহীন কুশ ; এই শব্দের ভাবার্থ,—কুশাঙ্কুররূপ সূচ্যগ্রবৎ হৃদ্বিদ্ধকারী কামনা-বাসনাদি রিপুনিচয়

যখন সমূলে উৎপাটিত হয়; তখনই সুসংস্কৃত সোমরূপ শান্তি-সুধা হৃদয়ে বর্ষিত হইতে থাকে,—তখনই তপ্তহৃদয় শান্তিধারায় অভিষিক্ত হয়।

এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে আমার শান্তিদাতা! এস—আমার হৃদয়ে এস! আমার মানস-যজ্ঞে আমি আমার রিপুদলকে বলি-প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া আছি। এই তো তোমার আসার উপযুক্ত অবসর! এ সময় যদি তুমি না আসিবে, তবে আর কিরূপে কখন তাহারা দমন হইবে। মিথ্যায় অন্তর ঘেরিয়া আছে! এস—তুমি সত্য-স্বরূপ। তোমার সত্যের আলোকে মিথ্যার সে আঁধার দূরীভূত হউক। রিপুগণ বড় দুর্দ্ধর্ষ। তোমার ন্যায় বীর ভিন্ন কে তাহাদিগকে দমন করিবে? তাই ডাকি ভগবন্! এস—দুষ্টের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হও। তাহাতে তোমারই কৃপায় হৃদয় পাপশূন্য হউক; হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চিত হউক; আর তুমি আসিয়া তাহা গ্রহণ কর।' (১ম—৩সূ—৩ঋ)।

---

## চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং॥ চতুর্থী ঋক্।)

**ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।**

**অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ॥ ৪॥**

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। চিত্রভানো ইতি চিত্রঽভানো। সুতাঃ।

ইমে। ত্বাঽয়বঃ। অণ্বীভিঃ। তনা। পূতাসঃ॥ ৪॥

• • •

### অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); 'অণ্বীভিঃ' (অণুপরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, বাষ্পনিবহাঃ; বিশুদ্ধা ভক্তি

ইতি ভাবঃ) 'ত্বায়বঃ' ( ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ভবদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি )। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিবপদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎসামীপ্যং কাঙ্ক্ষন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—৪ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

**হে বিচিত্র-দীপ্তিশালী ইন্দ্রদেব! আপনি আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম ( বিশুদ্ধা ভক্তি বা সত্ত্বভাব ) অণুপরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (১ম—৩সূ—৪ঋ)।**

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

চিত্রভানো চিত্রদীপ্তে হে ইন্দ্রাস্মিন্‌কর্ম্মণ্যায়াহি। আগচ্ছ। সুতা অভিষুতা ইমে সোমাস্ত্বায়বস্ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। অণ্বীভিঃ। অগ্রুব ইত্যাদিষু দ্বাবিংশতিসংখ্যাকেষঙ্গুলিনামস্বণ্ব্য ইতি পঠিতং। ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ। এতে সোমাস্তনা নিত্যং পূতাসঃ পূতাঃ শুদ্ধাঃ দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ॥

ইন্দ্রশব্দং যাস্কো বহুধা নির্ব্বক্তি (নিং ১০।৮) ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দদাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়তীতি বেরাং ধারয়তীতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ রমত ইতি বেন্ধে ভূতানীতি বা তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং করণাদিত্যাগ্রায়ণ ইদং দর্শনাদিত্যৌপমন্যব ইন্দতেবৈশ্বর্য্যকর্ম্মণ ইংশত্রূণাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা বা দারয়িতা বা চ যজ্বনামিতি। অস্যায়মর্থঃ। দৃ বিদারণ ধাতুঃ, ইরামন্নমুদ্দিশ্য তন্নিষ্পাদকজলসিদ্ধ্যর্থং দৃণাতি মেঘং বিদীর্ণং করোতীতীন্দ্রঃ। ডুদাঞ দান ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নং

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "চিত্রভানো" অর্থাৎ বিচিত্র-দীপ্তিশালী ইন্দ্রদেব, আপনি এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে আগমন করুন। এই সোম-সমূহ অভিষুত ( পরিশোধিত ) হইয়া আপনার কামনায় নিয়োজিত রহিয়াছে ( অর্থাৎ আপনি গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাহারা নিরন্তর আপনার কামনা করিতেছে )। "অগ্রুবঃ" ইত্যাদি দ্বাবিংশতি-সংখ্যক অঙ্গুলিবাচক নামের মধ্যে "অণ্বাঃ" পদ পঠিত হইয়াছে; অতএব ( এই সোম-সমুদয় ) ঋত্বিকগণের অঙ্গুলি-সমূহ দ্বারা অভিষুত ( পরিশোধিত ), এই প্রকার অন্বয় হইবে। এবং এইগুলি "তনা পূতাসঃ" অর্থাৎ নিত্যপবিত্র;

বৃষ্টিনিষ্পাদনেন দদাতীতীন্দ্রঃ। ধাঞ্ পোষণার্থঃ। ইরামন্নং তৃপ্তিকারণং শস্যং দধাতি জলপ্রদানেন পুষ্ণাতীতীন্দ্রঃ। ইরামুৎপাদয়িতুং কর্ষকমুখেন ভূমিং বিদারয়তীতীন্দ্রঃ। পূর্ব্বোক্তপোষণমুখেনেরাং ধারয়তি বিনাশরাহিত্যেন স্থাপয়তীতীন্দ্রঃ। ইন্দুঃ সোমবল্লীরসঃ। তদর্থং যাগভূমৌ দ্রবতি ধাবতীতীন্দ্রঃ। ইন্দৌ যথোক্তে সোমে রমতে ক্রীড়তীতীন্দ্রঃ। ঞিইন্ধীদীপ্তাবিতি ধাতুঃ। ভূতানি প্রাণিদেহানিন্ধে জীবচৈতন্যরূপেণান্তঃ প্রবিশ্য দীপয়তীতীন্দ্রঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য বাজসনেয়িন আমনন্তি। ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেক্ষণ্ পুরুষঃ। বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষ ইতি। তদ্‌যদিত্যাদিকং ব্রাহ্মণান্তরবাক্যং। তত্তত্রেন্দ্রবিষয়ে নির্ব্বচনমুচ্যত ইতি শেষঃ। যদ্‌যস্মাৎকারণাদেনং পরমাত্মরূপমিন্দ্রং দেবং প্রাণৈ-

---

(ডুদাঞ্ দানে) দানার্থ দা-ধাতুর গ্রহণ হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি বৃষ্টি-নিষ্পাদন দ্বারা অন্নকে দান করেন, তিনি ইন্দ্র। অথবা, "ইরাং দধাতি ইতি ইন্দ্রঃ"; এস্থলে পোষণার্থ 'ধা' ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি জলপ্রদানে (প্রাণিবর্গের) তৃপ্তির কারণভূত শস্যসমূহের পোষণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইরাং দারয়তে ইতি ইন্দ্রঃ"; এস্থলে বিদারণার্থ 'দৃ' ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি অন্নের (শস্য-সম্পদের) উৎপাদনার্থ কর্ষণীর (লাঙ্গলের) অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা "ইরাং ধারয়ত ইতি ইন্দ্রঃ"; এস্থলে স্থাপনার্থ "ধারি" ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত, প্রকারে পোষণ দ্বারা (পরিপুষ্ট করিয়াও) যিনি ধারণ করেন; অর্থাৎ—যাহাতে (উক্ত শস্যাদি) নষ্ট না হয়' এইরূপে স্থাপন করেন; তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্দবে দ্রবতি ইতি ইন্দ্রঃ"; এস্থলে ইন্দু-শব্দে সোমলতার রস বুঝাইতেছে। যিনি সেই সোমরসের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে ধাবিত হন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্দৌ রমতে ইতি ইন্দ্রঃ;" অর্থাৎ—যিনি যথোক্ত সোমে ক্রীড়া করেন (রত থাকেন), তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্ধে ভূতানি ইতি ইন্দ্রঃ"; এস্থলে "ঞিইন্ধী দীপ্তৌ',—দীপ্ত্যর্থ ইন্ধী ধাতু গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি জীবচৈতন্যস্বরূপে অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণিগণের দেহ-সমুদয়কে উদ্দীপিত (কার্য্যক্ষম) করেন, তিনিই ইন্দ্র। এই অভিপ্রায়েই (এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই) বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করিয়াছেন—"ইন্ধোহ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষঃ তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষেন পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ" ইতি। ইহার সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, যিনি এই দক্ষিণেক্ষণ পুরুষ, তিনিই ইন্ধ। এই ইন্ধকেই পণ্ডিতগণ পরোক্ষে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন; পরোক্ষে (অপ্রত্যক্ষে) বলিবার কারণ—দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয়, এবং প্রত্যক্ষদ্বেষী।" ব্রাহ্মণান্তরে কথিত হইয়াছে যে, "তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বামিতি।" এস্থলে "তৎ" অর্থে তত্র অর্থাৎ সেই ইন্দ্র বিষয়ে নির্ব্বচন কথিত হইতেছে। অর্থাৎ—যেহেতু উপাসকগণ ধ্যান-যোগে এই পরমাত্মরূপী ইন্দ্র-দেবকে, প্রাণের অর্থাৎ বাক্‌চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং

র্বাকৃচক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাপানাদিবায়ুভিশ্চ সহিতং সমৈন্ধন্। উপাসকা ধ্যানেন সম্যক্ প্রকাশিতবন্তঃ। তত্তস্মাৎ কারণাদিন্দ্রনাম সম্পন্নং। অস্মিনপক্ষে ইধ্যতে দীপ্যতে ইতি কর্ম্মণি ব্যুৎপত্তিঃ। আগ্রায়ণনামকো মুনিরিদংকরণাদিন্দ্র ইতি নির্ব্বচনং মন্যতে। ইন্দ্রো হি পরমাত্মরূপেণেদং জগৎ করোতি। ঔপমন্যবনামকো মুনিরিদং দর্শনাদিন্দ্র ইতি নির্ব্বচনমাহ। ইদমিত্যাপরোক্ষমুচ্যতে। বিবেকেন হি পরমাত্মানামপরোক্ষেণ পশ্যতি। এতদেবাভিপ্রেত্যারণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে। স :এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমপশ্যদিদম-দর্শমিতী ওঁ তস্মাদিদন্দ্রোনামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ইতি। ইদি পরমৈশ্বর্য্য ইতি ধাতুঃ। স্বমায়য়া জগদ্রূপত্বং পরমৈশ্বর্য্যং। তদ্‌যোগাদিন্দ্রঃ। অনেনাভিপ্রায়েন শ্রুয়তে। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইতি। ইনশব্দস্যেশ্বরবাচকস্যাকারলোপ সতি নকারান্তমিন্নিতি পদং ভবতি। দৃ ভয় ইতি ধাতুঃ। স চ পরমেশ্বরঃ শত্রূণাং দারয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। দ্রু গতাবিধি ধাতুঃ। শত্রূণাং দ্রাবয়িতা

---

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর সহিত সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন), অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই কারণে তাঁহার ইন্দ্র নাম সঙ্গত হইয়াছে। এ পক্ষে, যিনি "ইধ্যতে" অর্থাৎ দীপিত হয়েন, তাঁহাকে ইন্দ্র কহে,—এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিতে হইবে। আগ্রায়ণ নামক মুনি, "ইদং করণাদিন্দ্রঃ" এইরূপ ইন্দ্র শব্দের নির্ব্বচনার্থ স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইন্দ্রই পরমাত্ম-রূপে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঔপমন্যব-নামক মুনি, ইন্দ্র শব্দের "ইদং দর্শনাদিন্দ্রঃ" এইরূপ নির্ব্বচনার্থ বলিয়াছেন। "ইদং" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকে বুঝাইতেছে; ;অর্থাৎ, যিনি পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলেন, যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বসংসারকে পরমাত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। বিবেক দ্বারাই সেই পরমাত্মাকে (বিশ্বরূপে) প্রত্যক্ষ করা যায়। এতদভিপ্রায় প্রকাশার্থ আরণ্যকাণ্ডে সম্যকরূপে পঠিত হইয়াছে—"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমপশ্যদিদমদর্শমিতী ওঁ তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রোহ বৈ নাম তমিদং দ্রংসন্তমিন্দ্রইত্যা-চক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ" ইতি। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি (সেই পরমাত্মা) এই পুরুষকে ব্রহ্ম হইতে "তত" অর্থাৎ বিস্তৃত (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত) দেখিয়াছিলেন, এই পুরুষকে (চরাচর বিশ্বাত্মক পুরুষকে) প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং শত্রু ও অকল্যাণকে দমন করিয়াছিলেন বলিয়া, অপ্রত্যক্ষপ্রিয় দেবগণ ইঁহাকে অপ্রত্যক্ষে 'ইন্দ্র' বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। 'ইদি', ধাতুর অর্থ পরমৈশ্বর্য্য; অর্থাৎ, স্বকীয় মায়ার দ্বারা সমগ্র জগৎস্বরূপে প্রকাশিত হওয়া; যিনি তাহাতে যুক্ত (অর্থাৎ জগৎস্বরূপে প্রকাশমান), তিনিই ইন্দ্র। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিতে কথিত আছে,—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইতি"; অর্থাৎ,—যিনি স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা পুরু (বহু) রূপ। অথবা, 'ইংশ্চত্রূণাং দারয়িতা ইতি ইন্দ্রঃ' এই বাক্যে ঈশ্বরবাচক "ইন" শব্দের অকারের লোপ করিলে নকারান্ত "ইন্" এই পদ সিদ্ধ হয়; তাহার উত্তর ভয়ার্থ "দৃ" ধাতু হইতে ইন্দ্র, এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহার ফলিতার্থ এইরূপ যে, সেই পরমেশ্বর শত্রুগণের ভয়দাতা। অথবা "ইংশ্চত্রূণাং দ্রাবয়িতা ইতি ইন্দ্রঃ"; অর্থাৎ,—যিনি শত্রুদিগকে দ্রাবিত করেন

প্রাপয়িতেতীন্দ্রঃ। যজ্বনাং যাগানুষ্ঠায়িনামাদরয়িতা ভয়স্য পরিহর্ত্তা। এবমেতানি নির্ব্বচনানি দ্রষ্টব্যানীতি ॥ ইন্দ্রেত্যত্রামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। আ ইত্যত্র নিপাতত্বেনাদ্যুদাত্তঃ। চিত্রভানো। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতঃ। ত্বামিচ্ছন্তীত্যর্থে যুষ্মচ্ছব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা০ ৩।১।৮। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ৭।২।৯৮। ইতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। ক্যাচ্ছন্দসি। পা০ ৩।২।১৭০। ইতি ক্যজন্তাদুপ্রত্যয়। ত্বত্যব ইতি প্রাপ্তৌ যুষ্মদস্মদোরনাদেশে। পা০ ৭।২।৮৬। ইত্যবিভক্তাবপিহলাদৌ ব্যত্যয়েনাত্বং। উকারঃ প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। অণুশব্দঃ সৌক্ষ্ম্যবাচকস্তদ্‌যোগাৎ প্রকৃতেঽঙ্গুলীষু বর্ত্ততে। বোতোগুণবচনাৎ। পা০ ৪।১।৪৪। ইতি ঙীষি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন ঙীন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তনা ইত্যয়ং নিপাতো নিত্যমিত্যর্থে নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পূতাসঃ আজ্জসেরসুক্। পা০ ৭।১।৫০। ইত্যসুক্ ॥ (১ম—৩সূ—৪ঋ) ॥

---

(পলায়িত বা বিতাড়িত করেন), তিনিই ইন্দ্র। এস্থলে 'ইন্' শব্দের উত্তর গতি-অর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে 'ইন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "আদরয়িতা বা যজ্বনাং ইতি ইন্দ্রঃ"; অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋত্বিক্‌গণের সমাদর করেন অর্থাৎ তাঁহাদের ভয় নিবারণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ইন্দ্র শব্দের নির্ব্বচনগুলি অবগত হইতে হইবে। "ইন্দ্র" এই সম্বোধনান্ত পদে আমন্ত্রিত আদিস্বরটি 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্র অনুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "আ" এই পদটি নিপাতনে সিদ্ধ অর্থাৎ ইহা অব্যয়। সুতরাং ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চিত্রভানো" এই পদটি পদের পরে হইয়াছে বলিয়া (অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে অন্য পদ থাকায়) আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "ত্বামিচ্ছন্তি" অর্থাৎ তোমাকে ইচ্ছা করিতেছে—এই অর্থে, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর "সুপ আত্মন ক্যচ্" (পা০ ৩।১।৮) এই সূত্র অনুসারে "ক্যচ্" (য) প্রত্যয় ও "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পা০ ৭।২।৯৮) এই সূত্র দ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে "ত্ব" আদেশ করিয়া এবং "ক্যাচ্ছন্দসি" (পা০ ৩।২।১১৭) সূত্র অনুসারে ক্যজন্তের উত্তর উ প্রত্যয় করিয়া জস্ (অস্) বিভক্তিতে "ত্বয়বঃ" এই পদ পদ হয়। কিন্তু "ত্বায়বঃ" এই পদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং "যুষ্মদস্মদোরনাদেশে" (পা০ ৭।২।৮৬) এই সূত্র অনুসারে হলাদি বিভক্তি না হইলেও ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) "আ" আদেশ করিয়া "ত্বায়বঃ" পদ সিদ্ধ করিতে হইয়াছে। 'ত্বায়বঃ' পদটিতে উকারটী প্রত্যয়স্বর হওয়ায় অনুদাত্ত হইয়াছে। অণু শব্দ সূক্ষ্মবাচক। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মতা অঙ্গুলিসমূহে বিদ্যমান থাকায়, প্রকৃত স্থলে (বর্ত্তমান স্থলে) অঙ্গুলিসমূহকে বুঝাইতেছে। ("অণ্বীভিঃ" এই পদটিতে উক্ত 'অণু' শব্দের উত্তর) "বোতোগুণবচনাৎ" (পা০ ৪।১।৪৪) এই সূত্র দ্বারা ঙীষ্ প্রত্যয় হইয়াছে। পরে তাহার ব্যত্যয়ে (বিপর্য্যয়ে) ঙীন্ প্রত্যয় করিয়া (অণ্বী শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে অণ্বীভিঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে)। সুতরাং ঙীন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ প্রত্যয়ে ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "তনা" এই পদটি নিপাত অর্থাৎ অব্যয়। সুতরাং "নিপাতস্বর নিত্যই আদ্যুদাত্ত হয়"—এই নিয়মে, ইহার আদি-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "আজ্জসেরসুক্ (পা০ ৭।১।৫০) সূত্র অনুসারে 'পূত' শব্দের উত্তর 'অসুক্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে "পূতাসঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥

• • •

# চতুর্থ ( ২২ ) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকটি কি গভীর ভাবমূলক ; অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে ! সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ করা হয়,—সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে ; সেই পরিশ্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন ঋকের প্রার্থনা। ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতে কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,—ইহার মর্ম্মার্থ বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই ঋকের একটী নূতন শব্দ—"অণ্বীভিঃ সুতাঃ ;" অর্থাৎ, অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্‌গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু' শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন্' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ ( 'অণ্বী' ) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুলি অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। 'সুতা' শব্দ দেখিয়া 'সুসংস্কৃত সোম' শব্দ-রূপ মাদক-দ্রব্য অর্থ নিষ্পাদনও তাহাতে একেবারে কঠিন হইয়া আসে। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের—স্নিগ্ধতা-সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,—বিচিত্র-জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে

সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম-বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সমল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে, —মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ, পার্থিব জলরাশি—নদী-হ্রদ-তড়াগাদি— তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,—তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার—প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না! জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এ পার্থিব দেহ—পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এ মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চির-নিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। বলিতেছে,—তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে! স্থূল-দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে! তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত— তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মা-দপি-সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চ-রণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার

কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে? তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো, দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তি-গুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (১ম—৩সূ—৪ঋ)

— • —

পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতোবিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।

উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ৫ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। ধিয়া। ইষিতঃ। বিপ্রঽজূতঃ।

সুতঽবতঃ। উপ। ব্রহ্মাণি। বাঘতঃ ॥ ৫ ॥

* • *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( ইন্দ্রদেব )- 'ধিয়েষিতঃ' ( ধিয়া অস্মদ্ভক্ত্যা ইষিতঃ প্রেরিতঃ, ভক্তিপ্রণোদিতঃ ) বিপ্রজূতঃ' ( বিপ্রৈঃ—মেধাবিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভির্ব্বা, জূতঃ—প্রাপ্তঃ, জ্ঞানিভিরাহুতো বা ) 'সুতাবতঃ' ( সংস্কৃতসোমবিশিষ্টস্য শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতস্য ) 'বাঘতঃ' ( ঋত্বিজঃ, পুরোহিতস্য ) 'ব্রহ্মাণি' ( বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি ) 'উপ' ( উপৈতুং প্রাপ্তুং বা শ্রোতুমিতি শেষঃ ) 'আয়াহি' ( আগচ্ছ, অস্মিন্ যজ্ঞে ইতি শেষঃ ) ॥ প্রার্থিনঃ যদা ভক্তিপরায়ণাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবযুতা একনিষ্ঠা ভবন্তি, তদা ইহলোকে ভগবতঃ করুণাধারা অবাধেন প্রবহতি। ইতি ভাবঃ। ( ১ম—৩সূ—৫ঋ )।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমাদের ভক্তি-প্রণোদিত, জ্ঞানিগণ কর্তৃক আহুত (প্রেরিত), শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিত ঋত্বিক্‌গণের (উচ্চারিত), বেদমন্ত্ররূপ স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া, আপনি এই যজ্ঞে (ইহসংসারে) আগমন করুন। (ভাব এই যে,—'আমরা ভক্তি-সহকারে আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি আগমন করুন। জ্ঞানিগণ আপনার স্তব করিতেছেন; আপনি আগমন করুন। সুসংস্কৃত সোমবিশিষ্ট অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিত ঋত্বিকগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন; আপনি এই যজ্ঞে, এই সংসারে, আমাদের কর্ম্মের মধ্যে, আগমন করুন।') (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্র ত্বমায়াহস্মিনকর্ম্মণ্যাগচ্ছ। কিমর্থং। বাঘত ঋত্বিজো ব্রহ্মাণি বেদরূপাণি স্তোত্রাণ্যুপৈতুং। কীদৃশস্ত্বং। ধিয়াস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়েষিতঃ প্রাপ্তঃ। অস্মদ্‌ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। বিপ্রজূতঃ। যথা যজমানভক্ত্যা প্রেরিতস্তথান্যৈরপি বিপ্রৈর্মেধাবিভি-ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য বাঘতঃ। সুতাবতঃ অভিষুতসোমযুক্তস্য।

কেত ইত্যাদিষ্বেকাদশসু প্রজ্ঞানামসু ধীরিতি পঠিতং। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু বিপ্রো ধীর ইতি পঠিতং। ভরতা ইত্যাদিষ্বষ্টস্বৃত্বিঙ্‌নামসু বাঘত ইতি পঠিতং॥ ইষিত ইত্যত্রেষ গতাবিত্যস্মান্নিষ্ঠায়ামিড়াগমঃ। আগমা অনুদাত্তাঃ। পা° ৩।১।৩।১।

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে আগমন করুন কি নিমিত্ত? বাঘত্‌ নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে বেদমন্ত্ররূপ স্তোত্রসমূহ প্রাপ্তির (গ্রহণ করিবার) জন্য। আপনি কিরূপ? আমাদের প্রজ্ঞা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের ভক্তি দ্বারা প্রেরিত (ফলতঃ, আমাদের সদ্‌বুদ্ধি ও ভক্তি বলে লব্ধ, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মে বিরাজমান)। "বিপ্রজূতঃ" অর্থাৎ যেমন যজমানের ভক্তিবলে প্রেরিত হও, সেইরূপ অন্যান্য অশেষ প্রজ্ঞাশালী যাজক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকও প্রেরিত (লব্ধ) হও। কিরূপ বাঘত্‌ নামক ঋত্বিকের নিকট? "সুতাবতঃ" অর্থাৎ অভিষুত সোমরসযুক্ত।

"কেত" ইত্যাদি একাদশ প্রকার প্রজ্ঞাসংজ্ঞক শব্দ মধ্যে "ধী" এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মেধাবিসংজ্ঞক শব্দ মধ্যে "বিপ্রোধীরঃ" এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। "ভরতাঃ" ইত্যাদি আট প্রকার ঋত্বিক্‌ নামকগণের মধ্যে "বাঘত" এই শব্দটী পঠিত হইয়াছে। "ইষিতঃ" এই পদটী গত্যর্থ ইষ ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয় করিয়া ইট্‌ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; "আগমা অনুদাত্তাঃ" (পা° ৩।১।৩।১) এই সূত্র দ্বারা

ইতীটোঽনুদাত্তত্বাৎ ক্তস্বরঃ শিষ্যতে। বিপ্রজূতঃ। ডুবপ্ বীজতন্তুসন্তানে ইতি ধাতো-ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রেত্যাদিনা। উং ২।২৯। রন্প্রত্যয়ান্তো বিপ্রশব্দো নিপাতিতঃ নিপাতনা-দুপধায়া ইকারো লঘূপধগুণাভাবশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তৈর্জূতঃ প্রাপ্তঃ। জূ ইতি সৌত্রো ধাতুর্গত্যর্থঃ। শ্র্যুকঃ কিতি। পাং ৭।২।১১। ইতীট্প্রতিষেধঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণি। পাং ৬।২।৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুতাবতঃ। ছান্দসং দীর্ঘত্বং। মতুপোঽনুদাত্তত্বাৎ ক্তপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। ব্রহ্মাণি। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। বাঘচ্ছব্দ ঋত্বিঙ্নামসু পঠিতঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ॥ (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

• • •

# পঞ্চম (২৩) ঋকের বিশদার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান আসিয়া সংসারে শান্তিশীতলতা বিতরণ করেন ;—এই ঋঙ্মন্ত্র তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই ঋকে 'ধিয়েষিতঃ' আর 'সুতাবতঃ'—এই দুইটী শব্দ বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। ঐ দুই শব্দে, এক পক্ষে অনন্যাভক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছে ; অন্য পক্ষে, প্রার্থনাকারী নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, বুঝা যাইতেছে। ভক্তিতে গদগদ ; অন্তর কলুষশূন্য ;—এ অবস্থা যখনই হইবে ; তখনই তিনি আসিবেন, তখনই তিনি সঙ্কল্পব্রত সাধন করিয়া দিবেন। ইহাই এ মন্ত্রের শিক্ষা।

---

"ইট্' আগমের স্বর অনুদাত্ত হওয়ায় ক্ত-প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বিপ্রজূতঃ" এই পদটী বীজবপন ও সূত্রবিস্তার অর্থে "ডুবপ্" (বপ্) ধাতুর উত্তর "ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্র" (উং ২।২৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা রন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে বিপ্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; নিপাতন-হেতু উপধা (অন্তের সমীপস্থ) ইকারটী লঘু বলিয়া গুণ হইল না; নিত্ত্ব হেতু আদি স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। সেই বিপ্রগণ কর্তৃক "জূতঃ" অর্থাৎ প্রাপ্ত; গতি-অর্থক (সৌত্র) "জূ" ধাতুর উত্তর "ক্ত" (ত) প্রত্যয় করিয়া "শ্র্যুকঃ কিতি" (পাং ৭।২।১১) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগম নিষিদ্ধ হওয়ায় এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "তৃতীয়া কর্ম্মণি" (পাং ৬।২।৪৭) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সুতাবতঃ" এই পদটীতে ছান্দস-হেতু অকারের দীর্ঘ আকার হইয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয়ের স্বরটী অনুদাত্ত হওয়ায় ক্ত-প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ব্রহ্মাণি" এই পদটীর "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বাঘত্" শব্দটী ঋত্বিক্ পর্য্যায়ের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ইহার প্রাতিপদিক (ফিট্) স্বর হইয়াছে॥ (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের হৃদয় ভিন্ন অন্য কোথাও বাস করেন না। সৎস্বরূপের আশ্রয়-স্থান তিনি; তাই তিনি সতের হৃদয়েই বসতি করেন। তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগিহৃদয়েও বাস করেন না। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান।

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী বজ্র-বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিখাইয়া গিয়াছেন। আবার গৌররূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে। কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তিডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহার শত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি—ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যাপ্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি,—তাঁহার চরিত্র-পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি—সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

এক দিনের একটী ঘটনা স্মৃতিপথে নিত্য-জাগরূক থাকা আবশ্যক মনে করি। চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ পূর্ব্ব-সংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার আতিথ্য-সংকার করিল; বিল্বমঙ্গলের

চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,—ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'নয়ন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তার পর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতেছেন! ভক্তের ভগবান—কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্য কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবান, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়-মুষ্টিদ্বারা বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'বড়ই ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

'বুঝিলাম,—দৈহিক বলে তোমায় পাইবার নয়। কিন্তু দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে, তাহাতেই বা কি আসে যায়! এ বলকে তোমার অমিত বল বলিয়া মনে করি না। এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি,—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এ ঋকে যে ভক্তির আভাষ পাওয়া যাইতেছে, আমরা মনে করি,

সে সেই ভক্তি—সে সেই পরাভক্তি—সে সেই অনন্যা ভক্তি! এ ঋক্ যেন বলিতেছে,—'সেই ভক্তিডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমার চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সে তো সেই চিদানন্দ! এই মন্ত্রের ইহাই প্রধান শিক্ষা। (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

---

ষষ্ঠী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্। )

**ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।**

**সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ॥ ৬॥**

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। তূতুজানঃ। উপ। ব্রহ্মাণি। হরিঽবঃ।

সুতে। দধিষ্ব। নঃ। চনঃ॥ ৬॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (বিভিন্নবিভূতিবিশিষ্টঃ, সর্ব্বদেবরূপঃ, রশ্মিসমন্বিতঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, ভগবন্) ত্বং 'তূতুজান' (ত্বরমাণ সন্) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (অভিষবসংস্কারযুতে, সত্ত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (হবিলক্ষণমন্নং, কর্ম্ম) 'দধিষ্ব' (ধারয়, গৃহাণ)। মন্ত্রশক্তিঃ কর্ম্মশক্তিশ্চ ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুভূতা ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে হরিবন্ ( সর্ব্বদেবময় ) ইন্দ্র ! আমাদের স্তোত্র শ্রবণ ( গ্রহণ ) করিতে আপনি সত্বর (এই যজ্ঞে—এই কর্ম্মে) আগমন করুন। আমাদিগের কৃত সুসংস্কৃত হবিঃস্বরূপ অন্ন ( আমাদিগের সত্ত্বভাব সমন্বিত কর্ম্ম ) আপনি গ্রহণ ( পোষণ ) করুন। ( ১ম—৩সূ—৬ঋ )।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরিশব্দ ইন্দ্রসংবন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং। হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেরিতি তদীয়াশ্বনামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে হরিবঃ। অশ্বযুক্তেন্দ্র ত্বং ব্রহ্মাণ্যুপৈতুমায়াহি। কীদৃশস্ত্বং। তূতুজানঃ। ত্বরমাণঃ। আগত্য চাস্মিন্ সুতে সোমাভিষবযুক্তে কর্ম্মণি নোঽস্মদীয়ং চনোঽন্নং হবির্লক্ষণং দধিষ্ব। ধারয়। স্বীকুর্বিত্যর্থঃ॥

তূতুজানঃ। তুজের্লিটি লিটঃকানজ্বা। পা০ ৩।২।২০৬। ইতি কানজাদেশঃ। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য। পা০ ৬।১।৭। ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। অভ্যস্তানামাদিঃ পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হরিব ইত্যত্র হরয়োঽস্য সন্তীতি মতুপি ছন্দসীরঃ। পা০ ৮।২।১৫। ইতি মকারস্য বত্বং। সম্বুদ্ধাবুগিদচাং। পা০ ৭।১।৭০। ইতি নুম্। সংযোগান্তলোপঃ। পা০ ৮।২।২৩। নকারস্য মতুবসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি। পা০ ৮।৩১। ইতিরুত্বং। আষ্টমিকো

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হরি শব্দটী ইন্দ্রদেবের অশ্বযুগলের নাম ; যেহেতু "হরি" এই পদটী ইন্দ্রদেবের অশ্বযুগলের বাচক ( এবং ) "রোহিতঃ" এই পদটী অগ্নিদেবের অশ্বের বাচক বলিয়া অভিহিত আছে। হে হরিবঃ ! অর্থাৎ অশ্বযুক্ত ইন্দ্রদেব ! আপনি বেদমন্ত্রাত্মক স্তুতি ( ব্রহ্মমন্ত্র ) সকলকে প্রাপ্তির ( গ্রহণ করিবার ) নিমিত্ত, ( এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ) আগমন করুন। আপনি কীদৃশ ? "তূতুজান" অর্থাৎ অতিশয় শীঘ্রগামী হইয়া এই সোমাভিষবযুক্ত কর্ম্মে আগমন পূর্ব্বক, আমাদিগের ( আহুত ) হবিঃ-স্বরূপ অন্ন ধারণ করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

"তূতুজান" এই পদটি তুজি ( তুজ্ ) ধাতুর উত্তর লিট্ করিয়া এবং "লিটঃ কানজ্ বা" এই সূত্র দ্বারা ঐ লিট্ বিভক্তির স্থানে কানজ্ বিভক্তি আদেশ ও তুজ্ ধাতুর "তু" এই অংশের দ্বিত্ব এবং "তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য" (পা০ ৬।১।৭) এই সূত্র দ্বারা উক্ত অভ্যাসের উকারের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে "অভ্যস্তানামাদি" ( পা০ ৬।১।১৮৯ ) এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হরিবঃ" এই পদটী, 'হরয়ঃ' অর্থাৎ "অশ্ববৃন্দ ইহার ( তাঁহার ) আছে" এই অর্থে ( হরি শব্দের উত্তর ) মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া ; ( এবং ) "ছন্দসীরঃ" ( পা০ ৮।২।১৫ ) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার করিয়া সম্বোধনে, "উদীগচাং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নুম্ আগম, এবং সংযোগান্তের লোপ করিয়া "মতুবসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা, ন-কারের স্থানে

নিঘাতঃ। ব্রহ্মাণীত্যস্য হরিব ইত্যনেনাসামর্থ্যাৎ সমর্থঃ পদবিধিরিতিনিয়মাৎ সুবামন্ত্রিত-পরাঙ্গবদ্ভাবাভাবেনামন্ত্রিতনিঘাতাভাবাদাদ্যুদাত্তত্বে সত্যুপেত্যকারস্য সন্নতরঃ। দধিষ্বেত্যত্র দধাতেলোঁটিথাস্। থাসঃ সে। পা০৩।৪।৮০। সবাভ্যাং বামৌ। পা০ ৩।৪।৯১। ইত্যেকারস্য বাদেশঃ। ছন্দস্যুভয়থা। পা০ ৩।৪।১১৭। ইতি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকসংজ্ঞয়োঃ সত্যোঃ সার্ব্ব-ধাতুকত্বেনশপি। পা০ ৩।১।৬৮। তস্য শ্লৌ চ দ্বির্ভাবঃ। পা০ ৬।১।১০। আর্দ্ধধাতুকত্বেনেডা-গমশ্চ। পা০ ৭।২।৩৫। আতোলোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। চনঃ। চায়তে-রন্নে হ্রস্বশ্চ। উ০ ৪।২০১। ইত্যসুন্নন্তঃ। চকারান্নুডাগমে যলোপঃ॥ ৬॥ (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ৫॥

• • •

## সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

আশ্বিন-সূক্তস্য বৈশ্বদেবতৃচে প্রথমামৃচমাহ।

---

রু আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের (পরবর্ত্তি পদের) সূত্র অনুসারে ইহার স্বরগুলি নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "ব্রহ্মাণি" এই পদটীর "হরিবঃ" এই পদের সহিত অন্বয়ের সামর্থ্য না থাকায় (অর্থাৎ পরস্পর লিঙ্গ, বচন ও অর্থের ভেদ থাকায়) "সমর্থঃ পদবিধিঃ" এই নিয়মাধীন "সুবামন্ত্রিতে" ইত্যাদি সূত্রানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না; সেই জন্য আমন্ত্রিত নিঘাত স্বরের অভাব হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইল। সুতরাং, "উপ" এই অব্যয় শব্দের অকারটি সন্নতর স্বর (অত্যনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "দধিষ্ব" এই পদটিতে ধারণার্থ ধা ধাতুর উত্তর লোটের 'থাস্' বিভক্তি করিয়া "থাসঃ সে-সবাভ্যাং বামৌ"। (পা০ ৩।৪।৯১) এই সূত্র অনুসারে "থাস্" বিভক্তির স্থানে "স" আদেশ হইয়াছে এবং একার স্থানে "ব" আদেশ হইল; "ছন্দস্যুভয়থা" (পা০ ৩।৪।১১৭) এই সূত্রানুসারে সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হওয়ায় সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু শপ্ প্রত্যয় হইয়াছে; এবং "শ্লৌ" (পা০ ৬।১।১০) এই সূত্র অনুসারে দ্বিত্ব এবং আর্দ্ধধাতুকত্ব নিবন্ধন "ইট্" আগম হইয়া ও 'আতো লোপ ইটিচ" (পা০ ৬৪।৬৪) এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া "দধিষ্ব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "চনঃ এই পদটি চায়্ ধাতুর উত্তর "চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ" (উ০ ৪।২০১) এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয় ও সূত্রস্থ "চ-কার হইতে নুট্ আগম বিহিত হওয়ায়, "য" কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৬॥ (১ম—৩সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

• • •

---

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের বৈশ্বদেবতৃচে প্রথম ঋক কথিত হইতেছে।

## ষষ্ঠ (২৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের 'হরিবঃ' শব্দ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রেরই অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া অতিদ্রুত আমার স্তব শ্রবণ করিতে আগমন করুন; আসিয়া, আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন। ইহাই ঋকের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ:

আমাদের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনই ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপগুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপগুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরকরতাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধী-ভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শষ্পাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাধিপতিরূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ববাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে; কেন-না, 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র-যম সূর্য্য সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি ও কিরণ-দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরিবঃ' পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান্ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে,

'হরিবঃ' শব্দে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদ্‌ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃ স্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস—গ্রহণ কর!'

এক পক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর শীতলতা সম্পাদন; অন্য পক্ষে প্রশান্ত-মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ ঋকে এই দুই ভাব প্রকাশ পায়। ( ১ম—৩সূ—৬ঋ )।

—•—

## সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্। )

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আগত।

দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং ॥ ৭ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

ওমাসঃ। চর্ষণিঽধৃতঃ। বিশ্বে। দেবাসঃ। আ। গত।

দাশ্বাংসঃ। দাশুষঃ। সুতং ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ওমাসঃ' ( অবন্তি রক্ষন্তি যে তে ওমাসঃ, রক্ষকাঃ ) 'চর্ষণীধৃতঃ' ( চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধারকাঃ, প্রতিপালকাঃ ) 'দাশ্বাংসঃ' ( ফলদানসমর্থাঃ, কর্ম্মফলস্য দাতারঃ 'বিশ্বেদেবাসঃ' ( হে বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ ) 'দাশুষঃ' ( যজমানস্য, অর্চ্চনাকারিণঃ ) 'সুতং' ( শুদ্ধসত্ত্বভাবং, পূজাং গ্রহীতুমিতি শেষঃ ) 'আগত' ( আগচ্ছত )। দেবা রক্ষকাঃ প্রতিপালকাঃ। তে সর্ব্বে অস্মাকং পূজাং গৃহ্নন্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। ( ১ম—৩সূ—৭ঋ )।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষক, প্রতিপালক, কর্ম্মফলদাতা, হে বিশ্বদেবগণ! অর্চ্চনাকারীর ( আমাদিগের ) পূজা বা শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণার্থ আপনারা ( এই যজ্ঞে —আমাদিগের হৃদ্দেশে ) আগমন করুন। ( ১ম—৩সূ—৭ঋ )।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষাঃ। দাশুষো হবির্দত্তবতো যজমানস্য সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যাগত। আগচ্ছত। তে চ দেবা ওমাসো রক্ষকাঃ। চর্ষণীধৃতো মনুষ্যাণাং ধারকাঃ। দাশ্বাংসঃ ফলস্য দাতারঃ॥

মনুষ্যা ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু চর্ষণীশব্দঃ পঠিতঃ। অশ্বিনাবিত্যাদিষ্বেকত্রিংশৎসংখ্যাকেষু দেববিশেষনামসু বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যা ইতি পঠিতং। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। অবিতারো বাবনীয়া বা মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে চ দেবা ইহাগচ্ছত দত্তবন্তোঃ দত্তবতঃ সুতমিতি তদেতদেকমেব বৈশ্বদেবং গায়ত্রং

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবনামক দেবগণ! আপনারা, ভবদুদ্দেশে বিধিবৎ হবিদানকারী যজমানের অভিষব-সংস্কারের দ্বারা ( তাদৃশ প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ) সংস্কৃত ( শোধিত ) সোমের নিকট আগমন করুন,—অর্থাৎ এই সোমযজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন। সেই বিশ্বেদেবগণ কিরূপ?—"ওমাসঃ" অর্থাৎ তাঁহারা রক্ষণশীল এবং "চর্ষণীধৃতঃ" অর্থাৎ মনুষ্যগণের ধারক ( পরিপোষক বা স্থিতিস্থাপক ) এবং "দাশ্বাংসঃ" অর্থাৎ ( যজ্ঞানুষ্ঠায়িগণকে প্রারব্ধ যজ্ঞাদি কর্ম্মের ) ফলদাতা।

"মনুষ্যাঃ" প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি ( ২৫ ) সংখ্যক মনুষ্য-বাচক-গণের মধ্যে চর্ষণী শব্দ পঠিত হইয়াছে। "অশ্বিনৌ" প্রভৃতি একত্রিংশৎ ( ৩১ ) সংখ্যক দেববিশেষ বাচকগণের মধ্যে "বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যাঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। এই ঋক্‌কে মহাত্মা যাস্ক এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—"রক্ষক বা পূজ্য কিম্বা মনুষ্যগণের ধারণাকারী অর্থাৎ মানবগণের আশ্রয়-স্বরূপ দেবতা-সমূহ, এই স্থানে যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিয়া, প্রদানকারী

তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে। যত্তু কিঞ্চিদ্বহুদৈবতং তদ্বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে যদেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপূণিঃ। নি০ ১২।৪০। ইতি। অত্র বিশ্বশব্দঃ সর্ব্বশব্দ পর্য্যায় ইতি যাস্কস্য মতং। দেববিশেষস্যৈবাসাধারণং লিঙ্গমিতি শাকপূর্ণের্মতং। অবন্তীত্যোমাসো দেবাঃ। মনিত্যনুবৃত্তাবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ। উ০ ১।১৪২। ইতি মন্‌-প্রত্যয়ঃ। জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়শ্চ। পা০ ৬।৪।২০। ইত্যূট্। মনঃকিত্বেঽপি বাহুলকত্বাদ্‌গুণঃ। আজ্জসেরসুক্‌। পা০ ৭।১।৫০। ইতি জসেরসুগাগমঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। চর্ষণয়ো মনুষ্যাস্তান্ বৃষ্টিদানাদিনা ধারয়ন্তীতি চর্ষণীধৃতো দেবাঃ। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্য সামান্যবচনস্য বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং। পা০ ৮।১।৭৪। ইত্যবিদ্যমানবত্বপ্রতিষেধাদপাদাদিত্বেন (পা০ ৮।১।১৮) নিঘাতঃ ননু তত্রৈব বিদ্যমানবত্বাৎ সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবত্বেনৈকপদীভাবাৎ পদাদপরত্বেন কথং নিঘাত ইতি চেৎ। ন। বৎকরণং

---

যজমানগণের অভিষুত সোম-সকল গ্রহণ করুন। শাকপূণি বলেন,—( নিঃ ১২।৪০ ) বসু আদি দশসংখ্যক বিশ্বদেবের মধ্যে এই প্রকারের বৈশ্বদেব গায়ত্র তৃচ বিদ্যমান আছে। যাহা কিছু বহুদেবতাজ্ঞাপক এবং যাহা কিছু বিশ্বের লিঙ্গ ( চিহ্ন ), তাহাই বিশ্বদেবতার স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে। এস্থলে নিরুক্তকার যাস্ক বলেন,—বিশ্ব শব্দ, 'সর্ব্ব' শব্দের পর্য্যায় এবং সমশ্রেণীভুক্ত। মহাত্মা শাকপূণির মতে 'বিশ্ব' শব্দটি দেবতাবিশেষেরই অসাধারণ লিঙ্গ ; অর্থাৎ, যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই "ওমসঃ" অর্থাৎ কতিপয় দেবতাবিশেষ। এইরূপ অর্থে—মন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ" ( উ০ ১।১৪২ ) এই সূত্র অনুসারে 'অব্' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া "জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ" ( পা০ ৬।৪।২০ ) সূত্র দ্বারা উক্ত 'অব্' ধাতুর স্থানে ঊট্ ( ঊ ) আদেশ হইয়াছে ; মন্ প্রত্যয়ের কিৎ সংজ্ঞা হইলেও বহুল-বচন-প্রযুক্ত উ-প্রযুক্ত ঊ-কারের গুণ ( অর্থাৎ ঊ-কার স্থানে ও-কার ) হইল ; এবং "আজ্জসেরসুক্" (পা০ ৭।১।৫০) এই সূত্র অনুসারে ভাবী জসের ( প্রথমার বহুবচনের ) পূর্ব্বে অসুক্ ( অস্ ) আগম দ্বারা নিষ্পাদিত ওমস্ শব্দের প্রথমার বহুবচনে "ওমসঃ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনান্ত হেতু ঐ পদের আদিস্বর উদাত্ত হইল। 'চর্ষণী' শব্দে মনুষ্য-জাতিকে বুঝায় ; সেই মনুষ্যগণকে যাঁহারা বৃষ্ট্যাদি প্রদান করিয়া পোষণ বা পালন করেন, তাঁহারা "চর্ষণীধৃতঃ"। এস্থলে পূর্ব্বাস্থিত ( পাদের আদিভূত ) সামান্যবাচী ( বিশেষ্য ) "ওমাসঃ" এই আমন্ত্রিত ( সম্বুদ্ধ ) পদে প্রবর্ত্তিত অবিদ্যমানবদ্‌ভাব ( অনুপস্থিতি কল্পনা ) "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" ( পা০ ৮।১।৭৪ ) সূত্রানুসারে নিষিদ্ধ হওয়ায়, পরবর্ত্তী 'চর্ষণীধৃতঃ' পদটী পাদের আদিভূত হইতে পারিল না। সুতরাং উহার স্বরগুলি নিঘাত হইল। কিন্তু উক্ত রীতিতে যদি পূর্ব্বপদের বিদ্যমানবদ্ভাব স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে "সুবামন্ত্রিত" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে উক্ত পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্‌ভাব-হেতু একপদীভাব ( দুই পদে মিলিত হইয়া এক পদের ন্যায় ) হইয়া যায়। সুতরাং ইহা আর পদের পরবর্ত্তী হইল না। তবে কেমন করিয়া উহা নিঘাত-স্বর হইবে—এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত হইলে, তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাদিতি বচনাৎ পদভেদপ্রযুক্তস্য নিঘাতস্যাপ্যুপপত্তেঃ। একপদ্যেঽপ্যাদ্যুদাত্তত্বেঽনুদাত্তং পদমেকবর্জমিতি সুতরামেব নিঘাতো ভবিষ্যতি। ইত্থমেব তর্হি দ্রবৎপাণী শুভস্পতী ইত্যত্রাপি পরাঙ্গবত্ত্বেনৈকপদ্যাদুত্তরস্য শেষনিঘাতপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ। ন। তত্র পরাঙ্গবদ্ভাবস্য পরেণামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবদ্ভাবেন বাধিতত্বাৎ ইহ পুনর্বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনমিত্য বিদ্যমানবত্ত্বস্য নিষেধাৎ। পূর্ব্বস্যাপ্যামন্ত্রিতস্য বিদ্যমানবত্ত্বাৎ পরাঙ্গবত্ত্বং স্বীকৃতমিতি বৈষম্যং। বিশ্বে। পাদাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গণদেবতাবচনশ্চাত্র বিশ্বশব্দো ন সর্ব্বশব্দপর্য্যায় ইতি বিশেষ্যপরতয়া সামান্যবচনত্বাদোমাস ইত্যনেন ন সামানাধিকরণ্যং। সামানাধিকরণ্যে হি পূর্ব্বস্য পাদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবে সতি মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিত্যাদাবিবাত্রাপ্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্ততা ন স্যাৎ। বিশ্বে ইত্যস্য বিশেষণং দেবাস ইতি। দীব্যন্তীতি দেবাঃ প্রকাশবন্তঃ। নন্ববয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধির্বলীয়সীতি রূঢ় এবার্থেঽ-

---

'তাহা হইতে পারে না।' যেহেতু, "বৎকরণং স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাৎ" এই বচনানুসারে অর্থাৎ উক্ত "পরাঙ্গবদ্ভাব" (এই নিয়মবাক্যে) 'বৎ' প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বপদ পরপদের অঙ্গের ন্যায় হয় (অঙ্গ হয় না); সুতরাং উভয় পদের স্ব স্ব বিহিত কার্য্যও হয়। এইরূপ নির্দ্দেশে থাকায় পদভেদে বিহিত নিঘাত স্বরেরও সঙ্গতি রহিয়াছে। অপিচ, একপদীভাবে, অনুদাত্তত্বের বিধান থাকিলেও "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং" (পা০ ৮।১।৩) এই নিয়মানুসারে অবাধে নিঘাত বা অনুদাত্ত স্বর হইবে। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে "দ্রবৎপাণী" এবং "শুভস্পতি" পদদ্বয়ের এই প্রকারেই পরাঙ্গবদ্ত্ব-হেতু একপদীভাব হওয়ায় উত্তর-পদের শেষ নিঘাত-স্বরের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায়, তদুত্তরে মীমাংসা করিতেছেন,—তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, সেস্থলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।১৫) এই সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী অবিদ্যমানবদ্ভাব কর্ত্তৃক পরাঙ্গবধভাব বাধিত হইয়াছে। এস্থলে, "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) এই সূত্র অনুসারে অবিদ্যমানবদ্ভাবের নিষেধ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বোধনান্ত পদটি বিদ্যমান থাকিতে পরাঙ্গবদ্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে; ইহাই বৈষম্য বলিয়া জানিতে হইবে। (এই বৈষম্য জন্যই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না)। "বিশ্বে" এই পদটি পাদের আদিতে আছে বলিয়া, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে 'বিশ্ব' শব্দে গণদেবতাকে বুঝিতে হইবে। ইহা 'সর্ব্ব' শব্দের পর্য্যায় নহে। অতএব 'বিশ্ব' শব্দ বিশেষ্যরূপে সামান্যাকারে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, "ওমাসঃ" পদের সহিত সামানাধিকরণ্যে তুল্যরূপে অন্বিত হইল না। যদি সামানাধিকরণ্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়া "মিত্রাবরুণৌ" "ঋতাবৃধৌ" ইত্যাদি পদের ন্যায় এস্থলেও আমন্ত্রিত পদের (সম্বোধনান্ত পদের) আদিস্বর উদাত্ত হইল না। "দেবাসঃ" এই পদটি "বিশ্বে" এই পদের বিশেষণ। দীপ্তিমান হয়েন যাঁহারা, তাঁহাদিগকে দেবগণ কহে; অর্থাৎ, যাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বদা প্রকাশশীল। এস্থলে আপত্তি হইতেছে যে—"অবয়বের (একদেশের) প্রসিদ্ধি (জ্ঞান) অপেক্ষা সমুদায়ের প্রসিদ্ধি (জ্ঞান) বলবতী"—এই নিয়মানুসারে, দেব—

দেবশব্দস্য গ্রাহ্যো ন যৌগিকঃ। যৌগিকত্বে হ্যবয়বার্থানুসন্ধানব্যবধানেন প্রতিপত্তি-বিক্ষিপ্তা স্যাৎ। সমুদায়প্রসিদ্ধৌ তু ন বিক্ষেপ ইতি চেৎ। ন সমুদায়প্রসিদ্ধৌ হি দেবশব্দস্য সামান্যপরতয়া বিশেষবচনত্বাভাবাদ্ বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং ইত্যনেনানিষিদ্ধত্বাদ্ বিশ্বে ইত্যস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন শুভস্পতী ইতিপদবদ্দেবা ইত্যস্যাপ্যাদ্যুদাত্তত্বং স্যাৎ। স্বরানুসারেণ চ রূঢ়িত্যাগেনাপি দেবশব্দস্য যোগস্বীকারো যুক্ত এব। আগত। আগচ্ছত। বহুলং-ছন্দসীতি শপোলুকি সত্যনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা মকারলোপঃ। আঙঃ পদাৎ পরত্বান্নিঘাতঃ। দাশ্বাংসঃ। দাশৃ দান ইত্যস্য ক্বসৌ দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ। পা০ ৬।১।১২। ইতি নিপাতনাৎ ক্রাদিনিয়মপ্রাপ্তইডাগমো দ্বির্বচনং চ। পা০ ৭।২।১৩। ন ভবতি। প্রত্যয়স্বরেণ ক্বসোরুদাত্তত্বং। দাশুষে ইত্যত্র বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১। ইতি সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬।১।১০৮। ইতি পূর্ব্বরূপত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮।৩।৬০। ইতি ষত্বং॥ ৬॥ (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

---

শব্দের রূঢ়্যর্থই (প্রসিদ্ধ বা বিখ্যাত অর্থই) গৃহীত হইবে; যৌগিক (ব্যুৎপত্তিলভ্য) অর্থ গৃহীত হইবে না। যেহেতু, যৌগিক ব্যাখ্যা স্বীকারে অবয়বার্থের (প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের) প্রতিপত্তি (জ্ঞান) অন্বেষণার্থ, সময়-সাপেক্ষ, বলিয়া বিলুপ্ত হয়; অর্থাৎ, 'দেব' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থ-নিষ্পত্তির ব্যাঘাত ঘটে না।" ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—'না' অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না; যেহেতু, (এস্থলে) সমুদায়ের (প্রসিদ্ধ শব্দ-মাত্রের) প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হইলে, 'দেব' শব্দের সামান্যাকারে অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রয়োগ হইয়া যায়। সুতরাং বিশেষবচনত্বের অভাব হেতু "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) এই সূত্র অনুসারে বিহিত পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাবের প্রসক্তি থাকে না। অতএব, "বিশ্বে" এই পূর্ব্ব-পদাটির অবিদ্যমানবদ্ভাব হয় এবং "শুভস্পতী" পদের ন্যায় "দেবাঃ" পদের আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। ফলতঃ, স্বরের অনুরোধে 'দেব' শব্দের রূঢ়ার্থ ত্যাগ করিয়া যৌগিকার্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। "আগত" অর্থাৎ আপনারা আগমন করুন। 'আঙ' পূর্ব্বক গমনার্থ "গম" ধাতু হইতে লোটের মধ্যম-পুরুষের বহুবচনে "ত" প্রত্যয় করিয়া "আগত" পদটি সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্র অনুসারে আগম শপের লোপ হইয়াছে এবং 'অনুদাত্তোপদেশ' (পা০ ৬।৪।৩০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। পদের পরে হইয়াছে বলিয়া "আঙ্" এই উপসর্গটি নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "দাশ্বাংসঃ"এই পদটী, দানার্থ দাশৃ ধাতুর উত্তর 'ক্বসু' (বস্) প্রত্যয় করিয়া "দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ" (পা০ ৬।১।১২) এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, এস্থলে ক্রাদি নিয়মে প্রাপ্ত (ক্রু আদি ধাতুর উত্তর প্রাপ্ত) 'ইট্' আগম ও দ্বিত্ব হইল। পাণিনির (৭।২।১৩) সূত্রানুসারে প্রত্যয়স্বর বলিয়া ক্বসুর স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষঃ" এই পদটীতে "বসোঃ সংপ্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্র দ্বারা সংপ্রসারণ হওয়ায় "সংপ্রসারণাচ্চ" (৬।১।১০৮) এই সূত্র অনুসারে পূর্ব্বরূপত্ব হইয়াছে; এবং "শাসি-বসিঘসীনাং চ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্রে দ্বারা দন্ত্য 'স' স্থলে মূর্দ্ধণ্য 'ষ' হইয়াছে॥ ৭॥

## সপ্তম (২৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

একে একে আহ্বান করিতে করিতে যখন অন্তরের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল, বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তির ভাব যখন অন্তরে জাগরূক হইল, অভাবের তীব্র জ্বালা যখন চারিদিকে প্রকট হইয়া পড়িল; তখন আর এক দেবতাকে ডাকিয়া তৃপ্তি হইল না,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আহ্বান করিতেও সামর্থ্যে কুলাইল না। তখন সর্ব্বদেবকে এক সঙ্গে এক স্বরে ডাকিয়া জ্বালা-নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানান হইল। ইহাই মানুষের সাধারণ প্রকৃতি।

মানুষ যখন বিপদের পর বিপদের তরঙ্গে নিমজ্জমান হয়,—অভিঘাত পায়; তখন সে যে পরিত্রাণের জন্য কাহার শরণাপন্ন হইবে, স্থির করিতে পারে না। সে অবস্থায়, সে ইন্দ্রকে ডাকে, বায়ুকে ডাকে, অবশেষে বিশ্বের সর্ব্ব-দেবতার শরণাপন্ন হয়। ডাকে—'হে দেবগণ! তোমরা যে যেখানে আছ, যে যেমন করিয়া পার, আমায় উদ্ধার কর।' এই ঋকে সাধারণতঃ এই ভাব মনে আসে।

এক সূত্রে সকলের পূজা, এক স্তোত্রে সকলের অর্চ্চনা—দারুণ ব্যাকুলতার মধ্যে সম্পাদিত হয়। ব্যষ্টিকে সমষ্টিভাবে প্রত্যক্ষীকরণের ইহাই আদি-স্তর। (১ম—৩সূ—৭ঋ)।

—— ০ ——

### অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বিশ্বেদেবাসো অপ্তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ।

উস্রা ইব স্বসরাণি ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বে। দেবাসঃ। অপ্‌ হতুরঃ। সুতং। আ। গন্ত। তূর্ণয়ঃ।

উস্রাঃ ইব। স্বসরাণি॥ ৮॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বেদেবাসঃ' (হে ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ) যূয়ং 'অপ্‌তুরঃ' (আপো জলং তদ্বৎ তুরঃ দ্রুততরাঃ সন্তঃ, দ্রুতগত্বিবিশিষ্টাঃ, বৃষ্টিপ্রদাঃ, অভীষ্টবর্ষণশীলাঃ) 'উস্রাঃ' (সূর্য্যরশ্ময়ঃ, মাতরঃ) 'ইব' (যথা) 'স্বসরাণি' (দিনানি, স্বগৃহানি প্রতি ধাবন্তি তথা) 'তূর্ণয়ঃ' (ত্বরান্বিতাঃ সন্তঃ) 'সুতং' (ইদং যজ্ঞং, পূজাং, সত্ত্বভাবং অভিলক্ষ্য ইতি শেষঃ) 'আগন্ত' (আগচ্ছত) সূর্য্যরশ্ময়র্যথা দিনং প্রাপ্নুবন্তি, মাতরঃ যথা সন্তানসকাশে আগচ্ছন্তি, হে দেবাঃ, যূয়ং তদ্বৎ অস্মাকং প্রাপ্নোন্ত ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা 'অপ্‌তুর' (অভীষ্টপ্রদ, দ্রুতগামী)। 'উস্রা' (সূর্য্যরশ্মি অথবা মাতৃগণ) যেমন 'স্বসরে' (দিবসে অথবা স্বগৃহে সন্তানসকাশে) আগমন করে; আপনারা সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন। (১ম—৩সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বেদেবাস এতন্নামকগণরূপা দেববিশেষাঃ সুতং সোমমাগন্ত। আগচ্ছন্তু। কীদৃশাঃ অপ্‌তুরঃ। তত্তৎকালে বৃষ্টিপ্রদা ইত্যর্থঃ। তূর্ণয়ঃ। ত্বরাযুক্তাঃ। যজমানমনুগ্রহীতুমালস্যরহিতা ইত্যর্থঃ বিশ্বেষাং দেবানাং সোমং প্রত্যাগমন উস্রাইত্যাদিদৃষ্টান্তঃ।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবগণ! অর্থাৎ, বিশ্বেদেব নামক গণরূপ দেবতা-সমূহ! আপনারা এই অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন। আপনারা কিরূপ? অপ্‌তুরঃ; অর্থাৎ, উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টিদাতা এবং "তূর্ণয়ঃ অর্থাৎ" অর্থাৎ ত্বরাযুক্ত—যজমানকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আলস্য-শূন্য! (বিশ্বেদেবগণের) সোমের নিকটে আগমন বিষয়ে "উস্রাঃ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন "উস্রাঃ" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি-সমূহ প্রতি দিবসেই আলস্য-পরিশূন্য

উস্রাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ স্বসরাণ্যহানি প্রত্যালস্যরহিতা যথা সনাগচ্ছন্তি তদ্বৎ। খেদয ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু রশ্মিনামসূত্রা বসব ইতি পঠিতং। বস্তোরিত্যাদি ষু দ্বাদশস্বহর্নামসু স্বসরাণি-ঘ্রংসো ঘর্ম্ম ইতি পঠিতং। তচ্চ পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতং। স্বসরাণ্যহানি ভবন্তি স্বয়ং সারীণ্যপি বা স্বরাদিত্যো ভবতি স এতাণি সারয়তি। উস্রাইব স্বসরাণীত্যপি নিগমো ভবতীতি ॥

দেবাসঃ। পচাদ্যজন্তশ্চিন্নাদন্তোদাত্তঃ পাং ৩।১।১৩৪। অপ্‌তুরঃ। তুরত্বরণে শ্লু বিকরণী। তুতুরতি ত্বরয়ন্তীত্যর্থে ক্বিপ্‌চেতি ক্বিপ্‌। গতিকারকোপপদাৎ কৃদিত্যুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আগন্ত। আগচ্ছন্তিত্যর্থে ব্যত্যয়েন মধ্যমপুরুষবহুবচনং। বহুলং-ছন্দসীতি শপোলুক। তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চ। পাং ৭।১।৪৫। ইতি তবাদেশেহপিৎ। পাং ১।২।৪। ইতি প্রতিষেধাদঙিত্বাদনুনাসিকলোপাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। ঞিত্বরাসংভ্রম ইতি ধাতোস্ত্বরন্ত ইতি তূর্ণয়ঃ নিরিত্যনুবৃত্তে বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উং ৪।৫২। ইতি নিৎ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উস্রাইবেত্যত্রেবেন নিত্যসমাসো

---

হইয়া অর্থাৎ যথাযথভাবে আগমন করিয়া থাকেন এবং পরিব্যাপ্ত হইয়া দিবাসমূহকে প্রকাশ করেন; আপনারাও সেইরূপ সমাগত হউন। অর্থাৎ, আপনারাও সেইরূপ আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন এবং যজ্ঞফল প্রদান করুন। "খেদয়ঃ" ইত্যাদি পঞ্চদশ প্রকার রশ্মি-নামকগণের মধ্যে 'উস্রাঃ' 'বসবঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "বস্তোঃ" ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার অহর্নামকগণের মধ্যে (দিবানামের মধ্যে) "স্বসরাণি ঘ্রংসো ঘর্ম্মঃ" ইত্যাদি পঠিত হইয়াছে। সেই 'স্বসরাণি' পদটির ব্যাখ্যায় যাস্ক বলিয়াছেন,—স্বসর শব্দে দিবসকে বুঝায়; অর্থাৎ যিনি নিজেই গমন করিয়া থাকেন, তিনিই স্বসর; অথবা আদিত্য দেব অর্থাৎ যিনি এই সকলকে গমন করাইয়া থাকেন। অথবা কিরণের ন্যায় স্বসর, এই অর্থে নিগমকেও বুঝাইয়া থাকে।

"দেবসঃ" পদটীতে "পচাদ্যচ্‌" (পাং ৩।১।১৩৪) এই সূত্র অনুসারে অচ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে, এবং ঐ অচ্‌ প্রত্যয়ের চিহ্ন হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অপ্‌তুরঃ" এই পদটীতে, ত্বরণার্থ 'তুর' ধাতুর উত্তর "অতিশয় ত্বরাযুক্ত করিতেছে' এই অর্থে "ক্বিপ্‌ চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ"—এই সূত্র অনুসারে উত্তরপদে-প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "আগন্ত" এই পদটী "আগচ্ছন্ত" এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায়, এস্থলে লোট বিভক্তির প্রথম পুরুষের বহুবচনের ব্যত্যয়ে (তৎপরিবর্ত্তে) মধ্যমপুরুষের বহুবচন হইয়াছে এবং "বহুলং ছন্দসি" (পাং ৭।১।১০) এই সূত্রানুসারে শপ্‌ আগমের লোপ হইয়াছে, "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" (পাং ৭।১।৪৫) "তবাদেশেহপিৎ" (পাং ১।২।৪) এইরূপ প্রতিষেধ (নিষেধ) হেতু উক্ত শপ্‌ আগমটি 'অঙিৎ' হওয়ায় আনুনাসিকের লোপ হইল না। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পাং ৮।১।২) এই সূত্র অনুসারে ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে। সম্ভ্রমার্থ ঞিত্বরা (ত্বর) ধাতু হইতে "ত্বরন্তে"—ত্বরাযুক্ত হইতেছে—, এইরূপ অর্থে, "তূর্ণয়ঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নিঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহিশ্রিশ্রু-

বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি সমাসে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং নিত্যং। সরতীতি সরঃ সূর্য্যঃ। পচাদ্যচ্। স্বঃ সরোযেয়াং তানি স্বসরাণ্যহানি। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি স্বশব্দ আদ্যুদাত্তঃ ॥ ৮ ॥

* * *

## অষ্টম (২৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে বিশ্বেদেবগণকে 'অপ্তুরঃ' বলা হইয়াছে। 'অপ্তুরঃ' শব্দে 'বৃষ্টিপ্রদানকারী' বা ত্বরিতগতিবিশিষ্ট অর্থ সূচিত হয়। কিন্তু এই ঋকে 'তূর্ণয়ঃ' শব্দ 'ত্বরান্বিত' বা 'ত্বরিতগতির' ভাব প্রকাশ করিতেছে। একার্থ-বোধক দুই শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং 'অপ্তুরঃ' শব্দে সাধারণভাবে 'বৃষ্টিপ্রদ' অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বেদকে যাঁহারা কৃষকের গান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রায় প্রতি ঋকের মধ্যেই কর্ষণের উপযোগিতা অনুসারে বৃষ্টির এবং গো-জাতির সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই ঋকের তাই কেহ কেহ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা বৃষ্টিদান করুন এবং গাভীগণ যেমন গোষ্ঠ হইতে গোগৃহাভিমুখে দ্রুতগতিতে আগমন করে, আপনারা সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের এই সোমরস পান করিতে আগমন করুন।'

কিন্তু এ ঋকের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন। 'অপ' শব্দে জল বুঝায়, 'অপ' শব্দে জ্যোতিঃ বুঝায়, 'অপ' শব্দে সৃষ্টির আদিভূত অবস্থা বুঝাইয়া থাকে। জ্যোতিঃ বা আলোক সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিবিশিষ্ট।

---

যুদ্রুগ্রাহত্বরিভ্যো নিৎ" (উ° ৪৫২) এই সূত্র দ্বারা ইহার ত্বর ধাতুর নিৎপ্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উস্রাইব" পদে "পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং চ" এইরূপ নিয়মানুসারে 'ইব' শব্দের সহিত নিত্য-সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব নিত্য হইয়াছে এবং 'উস্রাঃ' এই পদের বিভক্তির লোপ হয় নাই। "যিনি গমন করেন, তিনিই "সর" অর্থাৎ সূর্য্য। পচাদিত্ব হেতু সৃ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "সর" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। নিজ-সম্বন্ধীয় হইয়াছে "সরঃ" (সূর্য্য) যাঁহাদের, এই অর্থে—'স্বসর' শব্দে দিবসকে কহে। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যাপূর্ব্বপদং" এই নিয়মে স্ব শব্দ আদ্যুদাত্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সুতরাং 'অপ্‌তুরঃ' শব্দে বুঝিতে পারি—বিশ্বেদেবগণ সত্বর বৃষ্টিপ্রদ অথবা সত্বর জ্যোতিঃ-প্রকাশক। এ ঋকে কৃষকের কৃষিকর্ম্মের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হয় নাই। এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হৃদয় পাপের জ্বালায় জ্বলিতেছে। হে বৃষ্টিদাতা—শান্তিবিধাতা! ত্বরান্বিত হইয়া তুমি তপ্তহৃদয়-ক্ষেত্রে বারিবর্ষণ কর—শান্তিদান কর।'

'উস্রাঃ'—গাভী নহে। ঋগ্বেদের যেখানেই 'গো' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই; সেখানেই 'গো' শব্দে 'মাতা' 'পৃথ্বীমাতা' অথবা 'রশ্মি' 'কিরণ' প্রভৃতি অর্থ উপলব্ধ হয়। যদি 'উস্রাঃ' শব্দে গাভী অর্থই নিষ্পন্ন করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সে গাভী গো-জাতি নহে; সে ক্ষেত্রে 'উস্রাঃ' শব্দে 'মাতা' অর্থ মনে করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, ঋকে বলা হইতেছে,—জননী যেমন সন্তানের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া গৃহের চারিদিকে দ্রুতগতি অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, বিশ্বেদেবগণ—এস, তোমরাও সেইরূপ জননীর ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ কর। অপিচ, 'উস্রাঃ' শব্দের 'রশ্মি' অর্থও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি। সূর্য্যরশ্মি যেমন দ্রুতগতি আসিয়া সংসারের অন্ধকার দূর করিয়া রশ্মিময় আলোকিত করে; ঋকে সেইরূপ বলা হইতেছে,—'হে বিশ্বেদেবগণ! অজ্ঞানান্ধকারে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এস—রশ্মিরূপে এস; এস—ত্বরান্বিত হইয়া এস;—আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর।'

'সুতং আগন্ত' শব্দে অধিকারী অনুসারে ত্রিবিধ অর্থ সূচিত হয়। যাহারা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য লইয়া দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের লক্ষ্য—সোমরস পান করিবার নিমিত্ত বিশ্বেদেবগণ যেন আবির্ভূত হন। যাঁহারা যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী, যজ্ঞোপকরণ হবিরাদি অন্ন গ্রহণ জন্য বিশ্বেদেবগণ আগমন করুন,—তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন। পরন্তু যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে সদ্‌বৃত্তিসমূহ জাগরুক হইয়া যজ্ঞাহুতিস্বরূপ প্রস্তুত রহিয়াছে, আর-তদ্দ্বারা হৃদয়ে আনন্দের সহস্র ধারা প্রবাহিত হইয়াছে; সেই আনন্দের মধ্যে বিশ্বেদেবের আগমন যে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ত্বরান্বিত হইবে, তাঁহারা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। (১ম—৩সূ—৮ঋ)।

## নবমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। নবমী ঋক্। )

**বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ**

**মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ। ৯॥**

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বে। দেবাসঃ। অস্রিধঃ। এহিঽমায়াসঃ। অদ্রুহঃ।

মেধং। জুষন্ত। বহ্নয়ঃ॥ ৯॥

. . .

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অস্রিধঃ' (স্রিধ্ ক্ষয়ে ততোভাবে ক্বিপ্, স্রিৎ ক্ষয়ঃ, নাস্তি স্রিং ক্ষয়ো যেষাং তে অস্রিধঃ, অমরাঃ, ক্ষয়রহিতাঃ, হিংসারহিতাঃ) 'এহিমায়াসঃ' (এহিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তা মায়া প্রজ্ঞা যেষাং তে, সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ, সর্ব্বজ্ঞাঃ; মায়া কাপট্যং তৎ যে অস্যন্তি ক্ষিপ্যন্তি পরিত্যজন্তি তে মায়াসঃ, অমায়িকাঃ) 'অদ্রুহঃ' (বৈররহিতাঃ, কল্যাণপ্রদাঃ) 'বহ্নয়ঃ' (ধনপ্রদাঃ. যজ্ঞফলপ্রদাঃ) 'বিশ্বেদেবাসঃ' (ইন্দ্রাদিগণদেবাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) যূয়ং 'মেধং' (অস্মাভিঃ প্রদত্তং হবিঃ, ইমং যজ্ঞং, সত্ত্বভাবং) 'জুষন্ত' (সেবন্তাং) সর্ব্বে দেবাঃ অস্মান্ প্রাপ্নোন্তু; সর্ব্বৈর্দ্দেবভাবৈঃ সহ অস্মাকং সম্বন্ধ অস্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। ১ম—৩সূ—৯ঋ)॥

. . .

বঙ্গানুবাদ।

হে অক্ষয়, অমর, সর্ব্বজ্ঞ, কল্যাণপ্রদ, ধনদ, বিশ্বেদেবগণ! আপনারা আমাদের প্রদত্ত হবিঃ (সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন। (১ম—৩সূ—৯ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষা মেধং হবির্যজ্ঞসম্বন্ধং জুষন্ত সেবন্তং। কীদৃশাঃ। অস্রিধঃ। ক্ষয়রহিতাঃ শোষরহিতা বা। এহিমায়াসঃ। সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ। যদ্বা। সৌচীকমগ্নিমপ্সু প্রবিষ্টমেহি মা যাসীরিতি যদাবোচন্ তদনুকরণহেতুকোহয়ং বিশ্বেষাং দেবানাং ব্যপদেশ এহিমায়াস ইতি। অদ্রুহঃ। দ্রোহরহিতাঃ। বহ্নয়ঃ। বোঢ়ারঃ। ধনানাং প্রাপয়িতারঃ॥

স্রিধেঃ ক্ষয়ার্থস্য শোষণার্থস্য বা সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপি নঞা বহুব্রীহিঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। এহিমায়াসঃ। ঈহচেষ্টায়াং আ সমন্তাদীহত ইত্যেহি। ইন্। উ০ ৪।১১৯। ইতি সর্ব্বধাতুসাধারণ ইন্‌প্রত্যয়ো

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেব নামক দেবগণ আপনারা এই যজ্ঞের হবনীয় দ্রব্য সেবা (ভোগ) করুন। (অর্থাৎ আপনারা আমাদের এই নিবেদ্যমান হবনীয় বস্তু ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করুন)। তাঁহারা কিরূপ?—"অস্রিধঃ" অর্থাৎ ক্ষয়রহিত অথবা শোষরহিত; এবং "এহিমায়াসঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তপ্রজ্ঞ (সর্ব্ববিষয়াবগাহী বুদ্ধিবিশিষ্ট), অথবা 'সৌচিকমগ্নিপ্সু প্রবিষ্টমেহি মায়াসীঃ" অর্থাৎ "সৌচিক নামক অগ্নি, জলে প্রবিষ্ট হইলে-ঋত্বিকগণ বলিয়াছিলেন,—"এহি—আগমন করুন, মায়াসীঃ—অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাইবেন না"—'ঋত্বিকগণের সেই বাক্যের অনুকরণের নিমিত্তই "এহিমায়াসঃ" এই পদটী বিশ্বদেবগণের ব্যপদেশরূপে (সংজ্ঞাস্বরূপে অথবা বিশেষণরূপে) কথিত হইয়াছে। তাঁহারা "অদ্রুহঃ"—দ্রোহরহিত, অর্থাৎ, অনিষ্টচিন্তাবিরহিত। অপিচ, তাঁহারা "বহ্নয়ঃ"—বহনকর্ত্তা অর্থাৎ যাচকগণের অভীষ্ট ধনরাশির প্রদানকর্ত্তা।

সম্পদাদি গণপাঠের মধ্যে ক্ষয়ার্থ অথবা শোষণার্থ 'স্রিধি' (স্রিধ্) ধাতুর উত্তর "সম্পাদাদিভ্যঃ" এই সূত্র অনুসারে ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাসে 'অস্রিধ্' পদ নিষ্পাদিত। সেই 'অস্রিধ্' শব্দের প্রথমার বহুবচনে "অস্রিধঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরকে বাধিত করিয়া "নঞ্সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "এহিমায়াসঃ" পদটিতে 'আঙ' পূর্ব্বক চেষ্টার্থ 'ঈহ' ধাতুর উত্তর (সর্ব্বত্র চেষ্টা করিতেছে এই অর্থে) "ইন্' (উঃ ৪।১১৯) এই সূত্র অনুসারে সার্ব্বধাতুক ইন্ প্রত্যয় করিয়া "এহি" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "ইন্" (ই) প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু (ন থাকে না বলিয়া), ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। এহির্মায়া প্রজ্ঞা যেষামিতিবহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অথবা। আঙ উদাত্তাদুত্তরস্যেহীতিলোণ্‌মধ্যমৈকবচনস্য তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি নিঘাত একাদেশ-উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যেকার উদাত্তঃ। এহীত্যেতৎ পদযুক্তং মা যাসীরিত্যত্র মায়েত্যক্ষর-দ্বয়ং যেষাং তে এহিমায়াসঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অদ্রুহঃ। দ্রুহজিঘাংসায়াং। সংপদাদিত্বাদ্‌ভাবে ক্বিপি। পা০ ৩।৩।১০৮।৯। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মেধং। মেধ্বসঙ্গমে চ। মেধ্যতে দেবৈঃ সংগম্যত ইতি মেধং হবিঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্‌। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। জুষন্ত সেবন্তামিত্যর্থে ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি ধাতু সম্বন্ধে লঙ্‌। যত উক্তরূপা বিশ্বেদেবা অতো জুষন্তেতি দ্রুহাদিধাত্বর্থৈঃ সম্বন্ধাৎ। বহুলং-ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি। পা০ ৬।৪।৭৫। ইত্যডাগমাভাবঃ। বহ্নয়ঃ। নিরিত্যনুবৃত্তৌ বহিশ্রীত্যাদিনা বিহিতস্য নিপ্রত্যয়স্য নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—৩সূ—৯ঋ)।

* * *

---

এইরূপে 'এহি' অর্থাৎ সর্ব্বতোব্যাপিনী মায়া অর্থাৎ প্রজ্ঞা যাঁহাদের, এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হওয়ায়, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। কিংবা পক্ষান্তরে আঙ্‌ এই উদাত্তস্বরের উত্তর লোট-বিভক্তির মধ্যম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন "ইহি" এই পদের "তিঙ্‌ঙতিঙঃ" (পা০ ৮।২।১) এই সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হইয়াছে। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই নিয়মানুসারে (উক্ত "আঙ্‌"এর আকার ও "ইহি"র ই-কারের সন্ধিজাত) এ-কারটি উদাত্ত হইয়াছে। "এহি" এই পদযুক্ত "মায়াসীঃ" এই পদের 'মায়া" এই অক্ষরদ্বয় যাঁহাদের, তাঁহারা 'এহিমায়াসঃ'। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অদ্রুহঃ" এই পদটীতে হত্যা করিবার ইচ্ছাবোধক "দ্রুহ্‌" ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব হেতু (পা০ ৩।১০৮) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'ক্বিপ্‌' প্রত্যয় করিয়া বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ১।১৭২) এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "মেধং" এই পদটি সংগমার্থ মেধ্ব ('মেধ্‌') ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "মেধ্যতে" অর্থাৎ দেবগণের সহিত যাহা সঙ্গত (মিলিত) হয়—এই অর্থে, মেধ শব্দে হবি বুঝাইতেছে। ঘঞ প্রত্যয়ের ঞিত্ত্ব হেতু (ঞ থাকে না বলিয়া) মেধ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "জুষন্ত" পদটি "তাঁহারা সেবা করুন"—এই অর্থে, "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" (পা০ ৬।৪।৫) এই সূত্র দ্বারা ধাতু-সম্বন্ধে লঙ্‌ বিভক্তি হইয়াছে; অর্থাৎ যেহেতু বিশ্বেদেবগণ উক্তরূপ (দ্রোহরহিতাদিরূপ) গুণবিশিষ্ট, সেই নিমিত্তই তাঁহারা সেবা ভোগ করুন,—এই প্রকার অভিপ্রায়ে দ্রুহাদি ধাতুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত "জুষন্ত" পদে "বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি" (পা০ ৬।৪।৭৫) এই সূত্র দ্বারা অট্‌ (অ) আগম হয় নাই। "বহ্নয়ঃ" এই পদে "নিঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহিশ্রী" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিহিত নি প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ 'ন' ইৎ যায় বলিয়া) উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৩সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

আশ্বিন-সূক্তস্য সারস্বততৃচে প্রথমামৃচমাহ। সারস্বতে তৃচে যা প্রথমা সান্বারম্ভণীয়েষ্টৌ সরস্বত্যাঃ পুরোনুবাক্যা। তথা দর্শপূর্ণমাসাবারপ্স্যমান ইত্যস্মিন্ খণ্ডে পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবীকন্যা চিত্রায়ুঃ। আ০ ২।৮। ইতি সূত্রিতং।

• • •

# নবম (২৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে বিশ্বেদেবগণের স্বরূপ-পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। বুঝিয়াছি—ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ-যম সর্ব্বরূপেই তিনি বিকাশমান্। বুঝিয়াছি—সর্ব্বদেবগণ অভিধায়ে তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু এই ঋকে বিশেষভাবে তাঁহাদের স্বরূপ বুঝান হইয়াছে। বলা হইয়াছে—তাঁহারা অক্ষয়। অক্ষয় অর্থাৎ অবিনশ্বর। এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্বন্ধেই 'অক্ষয়' বা 'অক্ষর' বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি। সুতরাং বিশ্বেদেবগণ বলিতে, তাঁহাদের বিশেষণের দ্বারা, তাঁহাদিগকে সেই পরব্রহ্ম পরাৎপর বলিয়াই বুঝান হইল।

অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কিং তদ্‌ব্রহ্ম" ;—সেই ব্রহ্ম কি? শ্রীভগবান উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"অক্ষরং ব্রহ্মপরমং" শ্রুতি বলিয়াছেন,—গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই অক্ষর পরব্রহ্মের স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন,—

"এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে
তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা
অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা-

---

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের অন্তর্গত সারস্বততৃচের প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে। সারস্বতাখ্য তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সেই ঋক্‌টী অন্বারম্ভণীয় ইষ্টিতে সরস্বতীর পুরোনুবাক্যা-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাস যাগ নামক আরপ্স্যমান এই পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা "পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ" (আ০ ২।৮), এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে।

• • •

স্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা
নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং
যাং চ দিশমন্বেতথ্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো
মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ।”

হে গার্গি! এই অক্ষরেরই (ক্ষরণবিরহিত অক্ষর সদ্বস্তুরই) প্রশাসনে (সুশাসনে অমোঘ-আজ্ঞায়) সূর্য্য এবং চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া বর্ত্তমান (প্রকাশমান্) রহিয়াছেন। এই অক্ষর সদ্‌বস্তুরই বিশিষ্ট আজ্ঞায় দ্যুলোক এবং ভূলোক সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই অক্ষর-সদ্‌বস্তুরই প্রকৃষ্ট বিধানে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, ঋতু—এইরূপ ক্রমে, বর্ষ-সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে (হইতেছে)। এই সদ্‌বস্তুরই সুনিয়মে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বিভিন্ন নদী-সমূহ, শ্বেত-পর্ব্বত-মালা হইতে স্যন্দিত (প্রবাহিত) হইয়াছে এবং পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী অন্যান্য সরিৎসঙ্ঘ—যে, যে-দিকে (যথানির্দ্দিষ্ট দিকে) প্রধাবিত হইতেছে। এই অক্ষর-সদ্‌বস্তুরই অনুশাসন-বাক্যে মানুষগণ—দাতৃগণকে, দেবগণ—যজমানগণকে, পিতৃগণকে—দর্বীকে প্রশংসা করিতেছেন এবং পরস্পর অন্বায়ত্ত (সম্বন্ধ-বিশিষ্ট) হইয়া রহিয়াছেন।

তবেই বুঝা যায়, অক্ষয় অক্ষর বিশেষণে কাহার স্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছে! তাঁহাকে আরও বলা হইয়াছে,—'তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্ব-কল্যাণপ্রদ।' সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকল্যাণপ্রদ প্রভৃতি বিশেষণ এক ভগবানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশ্বেদেবগণের উপাসনায় ভগবানের সকল বিভূতিকেই সমষ্টিভাবে আহ্বান করা হইয়াছে।

আর তিনি কেমন? তিনি যজ্ঞফলপ্রদানকারী। যাহা সৎকর্ম্ম—যাহা নিষ্কাম-কর্ম্ম—তাহাই যজ্ঞ-কর্ম্মের দ্যোতক। ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ-দান-তপাদি কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন,—

“যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবানানি মনীষিণাম্॥”

'সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু যজ্ঞ-দান-তপ কদাচ ত্যাগ করিও না। কেন-না, উহারাই কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য। যজ্ঞ-দান-তপ দ্বারা মনীষিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।'

যজ্ঞ-দান-তপের মধ্যে ভগবান্ বিরাজমান আছেন। যজ্ঞ-দান-তপের দ্বারাই তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উদ্দেশ্যে বিহিত

যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তাঁহাকেই প্রাপ্তির অনুরূপ যজ্ঞফল প্রদান করে। যজ্ঞের হবিঃ তিনি [illegible] করেন—যজ্ঞের হবিঃ তিনি সেবন করেন; অর্থাৎ—আমার নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার সামীপ্য-স্বারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি যথাক্রমে লাভ হইয়া থাকে। (১ম—৩সূ—৯ঋ)।

---

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পাবকা। নঃ। সরস্বতী। বাজেভিঃ। বাজিনীঽবতী।

যজ্ঞং। বষ্টু। ধিয়াঽবসুঃ॥ ১০॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পাবকা' (পবিত্রকারিণী, মুক্তিদায়িনী) 'বাজিনীবতী' (অন্নবতী, অন্নপ্রদানকারিণী, জয়প্রদায়িনী) 'ধিয়াবসুঃ' (কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা, কর্ম্মানুসারেণ ধনদাত্রী) 'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) 'বাজেভিঃ' (জয়ৈঃ সহ, ধনৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (আরব্ধং কর্ম্ম) 'বষ্টু' (কাময়তাং, সম্পাদয়তু)॥ হে দেবি! অস্মাকং কর্ম্মণা সহ যেন বয়ং পরমং ধনং লভামহে তদেব বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

**পতিতপাবনী, জয়প্রদায়িনী, কর্ম্মফলবিধায়িনী, দেবী সরস্বতী (হে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী) আমাদিগের যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম্ম) জয়ের সহিত সম্পন্ন করিয়া দেন; (অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান আমাদিগকে যেন জয়যুক্ত করে,—পরম ধন প্রদান করে)। (১ম—৩সূ—১০ঋ)।**

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সরস্বতী দেবী বাজেভির্হবিলক্ষণৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতব্যৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈর্নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং বষ্টু। কাময়তাং। কাময়িত্বা চ নির্বহত্বিত্যর্থঃ।

তথা চারণ্যকাণ্ডে শ্রুত্যৈব ব্যাখ্যাতং। যজ্ঞং বষ্টিৃতি যদাহ যজ্ঞং বহত্বিত্যেব তদাহেস্তি। কীদৃশী সরস্বতী। পাবকা। শোধয়িত্রী। বাজিনীবতী। অন্নবৎক্রিয়াবতী। ধিয়াবসুঃ। কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা। বাগ্দেবতায়াস্তথাবিধং ধননিমিত্তত্বমারণ্যককাণ্ডে শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতং। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুরিতি। বাগ্ বৈ ধিয়াবসুরিতি। শ্যেনঃ সোম ইত্যাদিষু পঞ্চত্রিংশৎসংখ্যাকেষু দেবতাবিশেষবাচিষু পদেষু সরমা সরস্বতীতি পঠিতং। এতামৃচং

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সরস্বতী দেবী হবিঃ-স্বরূপ অন্নের নিমিত্ত (অর্থাৎ আমাদিগের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত), অথবা যজমানগণকে অন্নরাশি বিতরণ করিবার নিমিত্ত, আমাদের এই আরব্ধ যজ্ঞকে কামনা করুন অর্থাৎ কামনা করিয়া সুসম্পন্ন করুন।

শ্রুতি আরণ্য-কাণ্ডে এইরূপ প্রকটিত করিয়াছেন; যথা,—"যজ্ঞং বষ্টু" (অর্থাৎ যজ্ঞকে কামনা করুন) এইরূপে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে "যজ্ঞং বহতু" (অর্থাৎ যজ্ঞ সুসম্পন্ন বা নির্ব্বাহ করুন) এইরূপ অর্থ সূচিত হয়। সরস্বতী কিরূপ?—"পাবকা" অর্থাৎ শোধনকর্ত্রী এবং "বাজিনীবতী" অর্থাৎ অন্নযুক্ত ক্রিয়াবিশিষ্টা। দোষ বা কলুষ নাশ করিয়া যিনি গুণের সঞ্চার করিয়া দেন, তিনিই শোধনকর্ত্রী—পাবকা। "ধিয়াবসুঃ"—কর্ম্মপ্রাপ্য ধনের নিমিত্তভূত; অর্থাৎ,—যাগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ বাঞ্ছিত ধনলাভের আদিকর্ত্রী। স্বয়ং বেদ, স্বীয় আরণ্য-কাণ্ডে বাগ্দেবতাকে উক্ত প্রকারে ধনের হেতুভূতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—"যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ"। এস্থলে 'বাগ্ বৈ ধিয়াবসুঃ'—বাগ্দেবতাই কর্ম্ম দ্বারা লভ্য ধনের হেতুময়ী বা আদিকর্ত্রী, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতী কর্ম্মফল অনুসারে ধন দান করিয়া থাকেন। 'শ্যেনঃ সোমঃ' ইত্যাদি পঁয়ত্রিশ প্রকার দেবতা-বিশেষবাচক পদের মধ্যে 'সরমা সরস্বতী' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। মহর্ষি

যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ। নি° ১১।২৬। ইতি॥

পবনং পাবঃ শুদ্ধিঃ পাবং কায়তীতি পাবকা। কৈ গৈ রৈ শব্দে। আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা° ৬।২।৩। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেনান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা। পুণাতীত্যর্থে ণ্বুলি প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাতইদাপ্যসুপঃ। পা° ৭।৩।৩৪। ইতীত্বস্যাভাবোঽন্তোদাত্তত্বং চ ছান্দসং দ্রষ্টব্যং। সরঃ শব্দঃ সর্ত্তেরসুন্নন্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মতুব্ঙীপোঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। বাজেভিঃ। বাজশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সহৃবৃৎকৃতত্বাদাকৃতিগণঃ। বাজোঽন্নমাস্বিতি বাজিন্যঃ ক্রিয়াঃ। অতইনিটনৌ। পা° ৫।২।১১৫। ইতীনিপ্রত্যয়ঃ। তাঃ ক্রিয়া যস্যাঃ সন্তি সা সরস্বতী বাজিনীবতী। ছন্দসীর ইতি মতুপোবত্বং। মতুব্ঙীপোঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বাদিনেঃ প্রত্যয়াদ্যুদাত্তমেব শিষ্যতে। যজ্ঞং। যজয়া-

---

যাস্ক, এই ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ।" অর্থাৎ শুদ্ধিজ্ঞাপিকা সরস্বতী দেবী এবং অন্নের হেতুভূতা অতএব অন্নবতী, (অপিচ) ধিয়াবসু (অর্থাৎ কর্ম্মফলসম্পাদয়িত্রী) সেই সরস্বতী দেবী আমাদিগের যজ্ঞকে কামনা করুন (নি° ১১।২৬।)

'পাব' শব্দের অর্থ শুদ্ধি। সেই শুদ্ধিকে যে দেবী শব্দিত করেন (জানাইয়া দেন), সেই দেবীকে 'পাবকা' কহে। 'কৈ গৈ' এবং 'রৈ' ধাতুর অর্থ—শব্দ। পাবক পদটি, পাব শব্দ পূর্ব্বক, শব্দার্থ কৈ ধাতুর উত্তর "আতোঽনুপসর্গে কঃ (পা° ৩।২।৩) এই সূত্র দ্বারা ক (অ) প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে আৎ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব-হেতু উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা "পবিত্র করিতেছে"—এই অর্থে, "ণ্বুলি প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (পা° ৭।৩।৩৪) এই সূত্র দ্বারা ছান্দস-প্রযুক্ত ইত্বের অভাব এবং অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে,—ইহা জানিতে হইবে। "সরস্" শব্দটি সৃ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। এই জন্য ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই সরস্ শব্দের উত্তর মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হেতু (প্ থাকে না বলিয়া) উহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "বাজেভিঃ" এই পদে বাজ শব্দটি বৃষাদিগণপাঠের অন্তর্গত বলিয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। সেই বৃষাদিগণটি, অবৃৎকৃতত্ব নিবন্ধন, আকৃতিগণ বলিয়া জানিতে হইবে। "বাজঃ" অর্থাৎ 'অন্ন আছে—এই সকলে' এই অর্থে, "অত ইনিটনৌ" (পা° ৫।২।১১৫) সূত্র অনুসারে বাজ শব্দের উত্তর ইনি (ইন্) প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিয়া 'বাজিনী' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বাজিনী ('ক্রিয়াসমষ্টি') যাঁহাতে (যে দেবীতে) বিদ্যমান থাকে, সেই স্বরস্বতী দেবীকে "বাজিনীবতী" অর্থাৎ অন্নযুক্তক্রিয়াবিশিষ্টা কহে। এইরূপ বাক্যে 'বাজিনী' শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় দ্বারা "ছন্দসীরঃ" এই সূত্র অনুসারে উক্ত মতুপ প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে ব-কার করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয়ে 'বাজিনীবতী' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে বলিয়া 'ইনি' প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'যজ্ঞং' এই পদটী "যজয়াচ"

চেত্যাদিনা। পা০ ৩।৩।৯০। নঙ্ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বষ্টু। বশ কান্তৌ। কান্তিরভিলাষঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপোলুক্। নিঘাতঃ। ধিয়াবসুঃ। ধিয়া কর্ম্মণা বসু যস্যাঃ সকাশাদ্ভবতি সা ধিয়াবসুঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি বিভক্তিস্বর এব শিষ্যতে। ছান্দসস্তৃতীয়ায়া অলুক্॥ ১০॥

## দশম ( ২৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা দেখিয়া, সরস্বতী-নদীর উপাসনা করা হইয়াছে বলিয়া, অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জল আছে, সেই নদীই সরস্বতী—এইরূপ অর্থে নদীমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল,—এমন অর্থও কেহ কেহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান মধ্য এসিয়ায় ছিল,—এই যুক্তির যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরুক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যগণ যখন সরস্বতী নদীর তীরে উপনীত হইলেন, উত্তপ্ত বালুকা-রাশির পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধবারিপূর্ণ স্রোতস্বিনী সরস্বতীকে দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাঁহারা দেবীজ্ঞানে সরস্বতী-নদীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অন্যপক্ষে দেখিতে গেলে, এ মন্ত্রে কাহাকে আবাহন করা হইয়াছে, বুঝিতে পারি? এ পর্য্যন্ত একে একে অগ্নি-দেবতার, বায়ু-দেবতার, ইন্দ্রদেবতার, বরুণদেবতার, মিত্রদেবতার, অশ্বিদেবতার এবং

( পা০ ৩।৩।৯০ ) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নঙ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার অন্তস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "বষ্টু" এই পদটী কান্ত্যর্থ 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কান্তি শব্দের অর্থ—অভিলাষ। এস্থলে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র অনুসারে শপের লোপ হইয়া নিঘাতস্বর ( অনুদাত্তস্বর ) হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার নিকট হইতে ধন ( প্রাপ্তি ) হয়, তিনিই ধিয়াবসুঃ। "সাবেকাচঃ" ( পা০ ৬।১।১৬৮ ) এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বরই পরিগণিত হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত তৃতীয়ার লোপ হইল না। ১০॥

পরিশেষে সর্ব্বদেবতার অর্চ্চনার বিষয় দেখিলাম। কিন্তু তাহাতেও তো তাঁহার অব্যক্ত অনন্ত মহিমার কণামাত্র ব্যক্ত হইল না! তিনি যেমন পুরুষরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, তেমনই আবার তিনি যে প্রকৃতিরূপে চরাচর ধারণ করিয়া আছেন;—সে ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? কায়া থাকিলেই ছায়া থাকিবে; আলোক থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে; পুরুষ থাকিলেই প্রকৃতি থাকিবে; সত্য মানিতে হইলেই মিথ্যার অঙ্গীকার আবশ্যক হইবে! সংসারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিত্ত-দর্পণে তাহারই প্রভাব প্রতিভাত হয়। যখন পিতৃরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তখনই মাতৃভাবের বিকাশ দেখিতে পাই।

বিশ্বেদেবগণের স্তব শেষ করিয়া, পুরুষরূপে পিতারূপে তাঁহার স্তব করিয়া, যখন তৃপ্তি হইল না; তখন তাঁহার অন্য এক বিভূতির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি মাতৃরূপে স্নেহধারায় সন্তানের শ্রেয়ঃসাধন করেন, তখন সেই ভাব জাগরূক হইল। ইহা সাধনার একটী স্তরবিশেষ। 'সরস্বতী' শব্দে যাঁহারা জল বা নদী অর্থ করেন, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত, এ জল—সাধারণ জল নহে, এ নদী—পর্ব্বতবাহিনী সাধারণ স্রোতস্বিনী নহে। এ ধারা—জননীর স্নেহধারা; এ নদী—অমৃত-প্রবাহিণী। এক দিকে তেজোরূপে, বায়ু-রূপে, ক্ষিতি-রূপে তিনি যেমন প্রকাশমান রহিয়াছেন; অন্যদিকে তিনি তেমনি মমতার মন্দাকিনী-রূপে, স্নেহের নির্ঝরিণী রূপে, প্রবাহিতা হইতেছেন।

ঋকে বলা হইয়াছে—তিনি 'পাবকা'। 'পুণাতীতি পাবকা'। অর্থাৎ —পূতকারিণী পতিতপাবনা, সুতরাং মুক্তিদায়িনী। আমি অপবিত্র আছি, পাপের ক্লেদ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃরূপিণী তিনি; সে ক্লেদ বিধৌত করিয়া আমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। অবোধ সন্তান, মলমূত্র মাখিয়া অলিন্দে পড়িয়া কাঁদিতেছে। যেই তাহার ক্রন্দন-স্বর জননীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল; অমনি তিনি দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানের অঙ্গ বিধৌত করিয়া দিলেন এবং পরিশেষে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। পাপরাশি বিধৌত-করণের প্রসঙ্গে নদীর বা জলের উপমার সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'পাবকা সরস্বতী'— এ দুই পদ, পাপী তাপীর পরিত্রাণকারিণী অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঋকে আরও বলা হইতেছে,—তিনি 'বাজিনীবতী'। টীকাকারগণ এই শব্দের বিবিধ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়া গিয়াছেন। এক পক্ষ বলিয়াছেন,—'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ 'অন্নপ্রদানকর্ত্রী'। তিনি অন্নপ্রদানকর্ত্রী তো বটেনই! সন্তানের মুখ চাহিয়া কে অন্ন প্রদান করে? অজ্ঞান অবোধ সন্তান যতই দুর্ব্বিনীত হউক না কেন; তাহাকে অন্নদান না করিয়া জননী কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। সত্যই তিনি অন্নদাত্রী! অন্য আর এক পক্ষ ঐ 'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ করেন,—'অশ্বারূঢ়া'। বলা বাহুল্য, সে অর্থ তাঁহার এক রূপ-কল্পনা করিয়া নিষ্পন্ন করা হয়। আমরা কিন্তু মনে করি, সে অর্থেরও বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি অশ্বারূঢ়া—অর্থাৎ দ্রুতগতিবিশিষ্টা। কি জন্য দ্রুতগতিবিশিষ্টা?—সন্তানের উদ্ধার-কামনায়। সন্তান বিপন্ন হইলে, সন্তান ক্রন্দন করিলে, জননী কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি দ্রুতগতি আসিয়া, সন্তানের সেবায় ব্যাপৃত হন। ঋকে তাই বলা হইয়াছে, সরস্বতী—বাজিনীবতী। 'বাজিনীবতী' শব্দের আর এক অর্থ—বিজয়দাত্রী। সন্তানের বিজয়-লাভ বা সুফল-প্রাপ্তি জননীর আকাঙ্ক্ষিত নহে কি?

ঋকে আর বলা হইয়াছে—তিনি 'ধিয়াবসু'। (ধিয়া কর্ম্মণা বসু ধনং লভ্যতে যস্যা সকাশা সা ধিয়াবসু)। অর্থাৎ—কর্ম্মানুসারে ধনদাত্রী। এই বিশেষণেই সরস্বতীর প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে জ্ঞান-দাত্রী দেবীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। মা আমার স্নেহময়ী বটেন;—মা আমার পতিত-উদ্ধারিণী সত্য;—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একদেশদর্শিনী নহেন। তিনি কর্ম্মফলের উপযোগী ধন দান করেন। তাঁহাতে স্নেহ আছে, করুণা আছে; কিন্তু পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি করুণাময়ী; কিন্তু তাঁহার করুণার প্রবাহ অযথা-পথে প্রবাহিত নয়। ইহ-সংসারে সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, যে সন্তান যেমন সৎকর্ম্মকারী, জননীর স্নেহ তাহার প্রতি সেইরূপ অধিক; ঋকের উক্তিতেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ঋক্ যেন উপদেশ দিতেছে,—'সৎকর্ম্মশীল হও; জননী সুফল প্রদান করিবেন। বিদ্যা উপার্জ্জন কর, জ্ঞানলাভ কর; সিদ্ধকাম হইবে।'

ঋকের 'বাজেভিঃ' শব্দে 'অন্নৈর্ধনৈর্ব্বা' অর্থ সূচিত হয়। মানুষ অন্ন চায়—ধন চায়। তাই সাধারণভাবে তাহার প্রার্থনা, তিনি যেন অন্নের

সহিত—ধনের সহিত আসিয়া, এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। কিন্তু 'বাজেভিঃ' শব্দে 'জয়ের দ্বারা' 'সুফলের দ্বারা' অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি বিজয়-দানের সহিত আগমন করুন অর্থাৎ সুফল দান করুন,—ইহাই 'বাজেভিঃ' শব্দের নিগূঢ় অর্থ। আমরা যেন সুকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহা হইলেই তিনি অন্নের দ্বারা, ধনের দ্বারা, কামনার অতীত সামগ্রীর দ্বারা, মোক্ষরূপ পরম ধনের দ্বারা, আমাদিগকে সুকর্ম্মের সুফল প্রদান করিবেন। ঋকে এইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। (১ম—৩সূ—১০ঋ)।

—— • ——

একাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

চোদয়িত্রী। সূনৃতানাং। চেতন্তী। সুঽমতীনাং।

যজ্ঞং। দধে। সরস্বতী ॥ ১১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সূনৃতানাং' (সত্যানাং, প্রসাদানাং) 'চোদয়িত্রী' (প্রেরয়িত্রী, প্রদাত্রী) 'সুমতীনাং' (সুবুদ্ধীনাং) 'চেতন্তী' (জ্ঞাপয়ন্তী, জাগরয়ন্তী) 'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাগ্দেবী) 'যজ্ঞং' (আরব্ধং কর্ম্ম) 'দধে' (সম্পাদয়তি)॥ 'সত্যেন সুবুদ্ধিনা চ মম আরব্ধং কর্ম্ম সুফলপ্রদং ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের প্রেরয়িত্রী, সুবুদ্ধির জাগরণকর্ত্রী, হে দেবী সরস্বতী (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী)! আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম্ম) সুসম্পন্ন করিয়া দেন (অর্থাৎ, সত্যের প্রেরণায়, সুবুদ্ধির উন্মেষে, আমাদের আরব্ধ কর্ম্ম অভীষ্টপ্রদ হউক—এই প্রার্থনা)। (১ম—৩সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা সরস্বতী সেয়মিয়ং যজ্ঞং দধে। ধারিতবতী। কীদৃশী। সুনৃতানাং প্রিয়াণাং সত্যবাক্যানাং চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানামনুষ্ঠাতৃণাং চেতন্তী। তদীয়মনুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী।

চোদয়িত্রী চুদপ্রেরণে। ণ্যন্তাত্তৃচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পা০ ৪।১।৫। ইতি ঙীপ্। তস্যোদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ। পা০ ৬।১।১৭৪। ইত্যুদাত্তত্বং। সুনৃতানাং উন-পরিহাণ ইত্যতঃ কিপ্ চেতি কিপি সুতরামূনয়ত্যপ্রিয়মিতিসূন্ ইতি প্রিয়মুচ্যতে

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যিনি সরস্বতী, তিনিই স্বয়ং এবং যজমানদিগের দ্বারা এই যজ্ঞকে ধারণ করিয়া আছেন। (অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ঋত্বিকৃগণ সুচারুরূপে যজ্ঞকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হন)। সেই সরস্বতী কিরূপ? "সূনৃতানাং চোদয়িত্রী" অর্থাৎ প্রিয় অথচ সত্যবাক্যের প্রেরণ (বিকাশ) কর্ত্রী এবং "সুমতীনাং চেতন্তী" অর্থাৎ শোভনবুদ্ধিযুক্ত (সদ্বুদ্ধিশালী) অনুষ্ঠাতৃগণের (তদীয়) অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের জ্ঞাপনকর্ত্রী অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞানুষ্ঠায়ি-(যাজ্ঞিক)-গণের কর্ত্তব্য-জ্ঞান-জনয়িত্রী। (অর্থাৎ দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সত্যের বিকাশ হয়, সত্যের বিমল আলোকে হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠে; এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ যজমানগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্ম্ম বিষয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-লাভে সমর্থ হন।)

"চোদয়িত্রী" এই পদটী প্রেরণার্থ ণ্যন্ত চুদ্ ধাতুর উত্তর তৃচ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। চিত্বহেতু (অর্থাৎ তৃচ্ প্রত্যয়ের চ্ থাকে না বলিয়া) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" (পা০ ৪।১।৫) এই সূত্র দ্বারা ইহার উত্তর (স্ত্রীলিঙ্গে) 'ঙীপ্' প্রত্যয় হইয়াছে, এবং "তস্যোদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ" (পা০ ৬।১।১৭৪) এই সূত্র দ্বারা উক্ত ঙীপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। সুতরাং "উনয়তি অপ্রিয়ং" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে দূরীভূত করে অপ্রিয়কে—এই অর্থে, পরিহাণার্থ উন্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপচ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সূন্ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ—প্রিয়। সেই

তচ্চ তদৃতং সত্যং চেতি সূনৃতং। পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। চেতন্তী। চিতি সংজ্ঞানে। অত্র শপো ঙীপশ্চ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্বং। ধাত্বন্তস্বরএব বিশিষ্যতে। সুমতিশব্দস্য মতুপি হ্রস্বত্বান্নামন্য-তরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ( ১ম—৩সূ—১১ঋ )॥

• • •

## একাদশ ( ২৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের 'সূনৃতানাং চোদয়িত্রী' শব্দদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা-কারগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ ঐ দুই শব্দে 'প্রসাদ' বা 'অনুগ্রহ' ( সূনৃতানাং—প্রসাদানাং ) দানকর্ত্রী অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। তদনুসারে, দেবী সরস্বতী যেন প্রসাদ বিতরণ করিতে-ছেন,—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অন্য আর এক শ্রেণীর ব্যাখ্যা-কারগণ ঐ দুই শব্দের ব্যাখ্যায় 'সূনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এ অর্থে, তাঁহা হইতে 'সূনৃত' অর্থাৎ সত্য-বাক্য উৎপন্ন হইতেছে,—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অন্য আর এক ব্যাখ্যায় দেখি,—তাঁহাকে সত্যভাষিণী,প্রিয়ভাষিণী অর্থাৎ তিনি সত্যভাষে প্রিয়-ভাষে উপদেশ দেন,—এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি যে সত্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্টা এবং তাঁহা হইতে যে জগতে সত্য প্রচারিত হয়,—সকল ব্যাখ্যাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই

---

সূন্ ( প্রিয় ) অথচ সেই ঋত অর্থাৎ সত্য এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসে সূনৃত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং" এই সূত্র দ্বারা ইহার উত্তর পাদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চেতন্তী" এই পদটী সংজ্ঞানার্থ 'চিতি' ( চিত্ ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে শপ্ এবং ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ( প থাকে না বলিয়া ) অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। শতৃ প্রত্যয়ের অং উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া লসার্ব্বধাতুক ( ধাতুমাত্রসাধারণ ) স্বরহেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়া ধাতুর অন্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত "সুমতি" শব্দের বিভক্তি-স্বর "হ্রস্বত্বান্নামন্যতরস্যাং" ( পাং ৬।১।১১৭ ) এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে॥ ১১॥

• • •

আমরা ঐ দুই শব্দে ( সূনৃতানাং চোদয়িত্রী ) সত্যের প্রেরয়িত্রী অর্থই পরিগ্রহ করিয়াছি। তাঁহা হইতেই সত্য প্রেরিত হয়, তিনিই সত্য-বিষয়ে শিক্ষাদান করেন,—ইহাই ঋকের ঐ দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ।

জ্যোতির আধার—সূর্য্যদেব। জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হয়। স্নিগ্ধতার আধার—চন্দ্রদেব। স্নিগ্ধতা তাঁহা হইতেই বিনির্গত হইয়া থাকে। সেইরূপ, সত্যের আশ্রয়ভূতা দেবী সরস্বতী; তাঁহা হইতেই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। এই জন্যই তিনি বাগ্‌দেবী;—এইজন্যই শব্দকে ব্রহ্ম বলে;—এইজন্যই শব্দের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব। সত্য-স্বরূপ যে শব্দ, দেবী সরস্বতীই তাহার আধার-স্বরূপা। শব্দ-রূপ যে ব্রহ্ম, ভগবানের সরস্বতী-রূপা বিভূতি হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। এইজন্যই তাঁহাকে 'সত্যের প্রেরয়িত্রী' বলা হইয়াছে।

এখানে দেবী সরস্বতীর আর এক পরিচয় আছে,—'সুমতীনাং চেতন্তী।' অর্থাৎ,—তিনি সুবুদ্ধি-প্রদানকর্ত্রী। এইখানেই বুঝা যায়,—সূনৃত-বাক্যের প্রচার দ্বারা, শব্দ-ব্রহ্ম-রূপ সত্য-জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা, তিনি সংসারীর সুবুদ্ধি প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যাদানের ভাব আসিতেছে। সত্যজ্ঞান প্রচার করিয়া বিদ্যাদান দ্বারা তিনি সুমতি বিধান করেন। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর পূজায় যে আমরা আজিও ব্রতী রহিয়াছি, সে তাঁহার এই অলৌকিক দানের আকাঙ্ক্ষায় মাত্র। বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করে। সত্যজ্ঞানই তাহাদের সুবুদ্ধির উন্মেষকারী।

দেবী সরস্বতী আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন,—এ উক্তিতে বলা হইতেছে, যেন আমরা সত্যজ্ঞান পাই, যেন আমাদের সুবুদ্ধি সুমতি আসে। সরস্বতীর পূজা বা তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, ইহার প্রকৃত অর্থ—বিদ্যানুশীলন! বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করে; বিদ্যাই মানুষকে সুবুদ্ধি সুমতি প্রদান করে। তাঁহার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ, তাহার লক্ষ্য—বিদ্যা-লাভ, জ্ঞান-লাভ।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যদি পরব্রহ্মের বিভূতি লক্ষ্য করিয়াই এই ঋকের প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে; তবে তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করা হইল কেন? আমাদের মনে হয়,—ইহারও বিশেষ

সার্থকতা আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ উপলক্ষে শ্রীভগবানের যে সকল বিভূতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; তৎসমুদায় পৌরুষব্যঞ্জক। সুতরাং সে সকল স্থলে পুরুষরূপেই তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু এখানে যে বিদ্যার বিষয় বলা যাইতেছে, যে বুদ্ধির বিষয় আলোচিত হইতেছে, তাহা কোমল স্নেহ-পদার্থ। এখানে বজ্রের প্রয়োজন নাই, এখানে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের আবশ্যক নাই, এখানে আগ্নেয় জ্বালা-মালার পূর্ণ অসদ্ভাব। জননীর স্নেহশীতল স্পর্শ না পাইলে, চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে, বিদ্যা অধিগত হয় না,—সুমতি সুবুদ্ধি আসে না। রৌদ্রভাব—ভীষণতাময়। ভীষণতায় রৌদ্রভাবে মানুষ ভয় পায়। যে দিকে ভীষণতা আছে—যে পথে ভয়ের বিভীষিকা বর্ত্তমান, মানুষ সে দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু যাহাতে স্নিগ্ধতা আছে—শান্তি আছে, সে দিকে মানুষের চিত্ত স্বতঃই প্রধাবিত হয়।

কিবা রুদ্র, কিবা শান্ত, কিবা ভয়ঙ্কর, কিবা মনোহর,—যাঁহারা তাঁহার সকল ভাবই উপলব্ধি করিয়াছেন; যাঁহারা ভয়-মিত্রতা-শত্রুতা-ভালবাসা সকল পরীক্ষার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যাঁহারা সংসারের মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বিভীষিকার পথে অগ্রসর হইতে সদাই সঙ্কুচিত হন; পরন্তু যে দিকে শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। মাতৃমূর্ত্তি বাগ্দেবীর প্রবর্ত্তনায়—জননীর স্নেহ-করে বিদ্যাবিতরণে—সন্তানকে সৎপথে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ করে। জননীর পূজা কর,—জননীর বন্দনা কর—বিদ্যা অধিগত হইবে। বিদ্যাই জ্ঞানের আকর। এখানে মাতৃপূজার অর্থই বা কি? বিদ্যানুশীলন—জ্ঞানচর্চ্চাই মাতৃপূজার মহাযজ্ঞ। এ ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'ভক্ত সন্তান, বাগ্দেবীর পূজা কর; অর্থাৎ, জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হও; সুবুদ্ধি পাইবে;—সত্যজ্ঞান লাভ করিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার জন্য জননী স্নেহকর বিস্তার করিয়া আছেন। গ্রহণ কর—সত্য; গ্রহণ কর—সুনীতি; গ্রহণ কর—সদ্বুদ্ধি।' ইহাই এ ঋকের অভিপ্রায়। (১ম—৩সূ—১১ঋ)।

*

দ্বাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্। )

## মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।

## ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥ ১২॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

মহঃ। অর্ণঃ। সরস্বতী। প্র। চেতয়তি। কেতুনা।

ধিয়ঃ। বিশ্বাঃ। বি। রাজতি॥ ১২॥

* . *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সরস্বতী' ( জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী সা বাগ্দেবী ) 'কেতুনা' ( কর্ম্মণা ) 'মহঃ অর্ণঃ' ( প্রভূতং জলং, অনন্তমপসং ) 'প্রচেতয়তি' ( জনান্ প্রজ্ঞাপয়তি ); 'বিশ্বাঃ' ( সর্ব্বাঃ ) 'ধিয়ঃ' ( প্রজ্ঞানানি ) 'বিরাজতি' ( প্রকাশয়তি, দীপয়তি )॥ কর্ম্মণা সহ বয়ং দেবতত্ত্বং জানীমঃ; তেন প্রজ্ঞা বিকাশপ্রাপ্তা ভবতি। ইতি ভাবঃ। ( ১ম—৩সূ—১২ঋ )।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

দেবী সরস্বতী, কর্ম্ম দ্বারা মহঃ অর্ণের ( বিশ্বব্যাপী অপের ) বিষয় জ্ঞাপন করেন ( অর্থাৎ,—তিনি যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তাহা জানিতে পারি ); তিনি বিশ্বের সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দেন॥ ( ১ম—৩সূ—১২ঋ )।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ। তত্র পূর্ব্বাভ্যামৃগ্ভ্যাং বিগ্রহবতী প্রতিপাদিতা। অনয়া তু নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে। তাদৃশী সরস্বতী কেতুনা কর্ম্মণা প্রবাহরূপেণ মহো অর্ণঃ প্রভূতমুদকং প্রচেতয়তি। প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ। স্বকীয়েন দেবতারূপেণ বিশ্বা ধিয়ঃ সর্ব্বাণ্যনুষ্ঠাতৃপ্রজ্ঞানানি বিরাজতি। বিশেষেণ দীপয়তি। অনুষ্ঠানবিষয়াবুদ্ধীঃ সর্ব্বদোৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ সরস্বত্যা দ্বিরূপত্বং যাস্কো দর্শয়তি। তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তীতি। একশতসংখ্যাকেষূদকনামস্বর্ণঃ ক্ষোদ ইতি পঠিতং। এতামৃচং যাস্কো ব্যাচষ্টে। মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানান্যভিবিরাজতি। নিঃ ১১।২৭। ইতি।

মহো অর্ণঃ। মহদিতি তকারস্য ব্যত্যয়েন সকারঃ। তস্য রুত্বোত্বগুণাঃ। প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ। এঙঃ পদান্তাদতি। পা০ ৬।১।১০৯। ইতি পূর্ব্বরূপে প্রাপ্তে প্রকৃত্যান্তঃ-পাদমব্যপরে। পা০ ৬।১।১১৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। অর্ত্তেত্যর্ণঃ। উদকে নুট্চ।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্বিবিধ সরস্বতীর বিষয় উল্লিখিত হয়। আকৃতি-বিশিষ্টা দেবতারূপা এবং নদীরূপা। তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকৃদ্বয়ে আকৃতিবিশিষ্টা সরস্বতী-দেবীর বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই ঋকে কিন্তু নদীরূপা সরস্বতী প্রতিপাদিতা হইতেছেন। তাদৃশী অর্থাৎ সেই নদীরূপা সরস্বতী, প্রবাহরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রচুর পরিমাণ জলরাশিকে প্রকৃষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এদিকে আবার স্বকীয় আকৃতিবিশিষ্ট দেবতারূপে অনুষ্ঠানকারীর (বিবিধ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অর্থাৎ বিবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানের) বিশেষরূপে উন্মেষ করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ,—অনুষ্ঠাতৃগণের অনুষ্ঠান-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি সকল উৎপাদিত করিতেছেন (জন্মাইয়া দিতেছেন)॥ সরস্বতীর দ্বিরূপত্ব (দ্বিবিধ রূপের বিষয়) মহর্ষি যাস্ক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতেছে। সেস্থলে (বাক্‌নামের মধ্যে) "সরস্বতী" শব্দে নদী এবং দেবতা অর্থবিশিষ্ট নিগম সকল উল্লিখিত আছে। শতসংখ্যক উদক-নামকগণের মধ্যে "অর্ণঃ", "ক্ষোদঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যাস্ক, এই ঋকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—সরস্বতী, কর্ম্ম অথবা প্রজ্ঞা দ্বারা প্রভূত উদককে উত্তমরূপে জ্ঞাত করিতেছেন, এবং এই সমুহ-বুদ্ধিকে প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বদা উৎপাদিত করিতেছেন। (নিঃ ১১।২৭)।

'মহো অর্ণঃ'—এই পদটীতে 'মহৎ' এই পদের ৎ-কারের পরিবর্ত্তে স্-কার হইয়াছে; এবং সেই স-কারের স্থানে বিসর্গ, বিসর্গের স্থানে উৎ এবং উৎ এর গুণ হইয়া মহো এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাতিপাদিক স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "এঙঃ পদান্তাদতি" (পা০ ৬।১।১০৯) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, "প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে" (পা০ ৬।১।১১৫) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'যে গমন করে' এই অর্থে—"উদকে নুট্ চ" (উঃ ৪।৯৮) এই

উ০ ৪।১৯৯। ইত্যসুন্‌প্রত্যয়ো নুড়াগমশ্চ। কেতুনা। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বিশ্বা। বিশ্বশব্দঃ কন্ প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—৩সূ—১২ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষষ্ঠো বর্গঃ॥ ৬॥

ইতি প্রথমমণ্ডলে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

## দ্বাদশ (৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-নিষ্কাষণে যে কতই কল্পিত মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রথমে সন্দেহের বীজ বপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত ঋকদ্বয়ে বিগ্রহবতী দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে; আর শেষোক্ত এই ঋকে সরস্বতী নদীর বর্ণনা ও উপাসনা রহিয়াছে। সায়ণচার্য্যের এবম্বিধ মন্তব্যের অনুসরণে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল পণ্ডিতই কল্পনার উপর নূতন কল্পনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। কত উপাখ্যানই যে এতদুপলক্ষে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না!

কেহ কহিয়াছেন,—আর্য্যগণ যখন মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্চনদ প্রদেশে আগমন করেন, * পথিমধ্যে সরস্বতী নদী তাঁহাদের আশ্রয়স্থল হয়। মরুদেশ হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে সহসা সুস্বাদু সলিলপূর্ণা সরস্বতীকে

---

সূত্র অনুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় এবং 'নুট্' আগম হইয়া "অর্ণঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কেতুনা" এই পদটীতে প্রাতিপদিক স্বর-হেতু, অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। 'কন্' প্রত্যয়ান্ত-হেতু "বিশ্বাঃ" এই পদটীর আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৩সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাক্ সমাপ্ত॥ ১॥

---

* মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমন যে ভ্রান্ত মত, পরন্তু ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতা-স্রোত যে ভারতের বহির্ভাগে প্রবাহিত হইয়াছিল,—এই মত "পৃথিবীর ইতিহাসে" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন আর মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতে আগমনের যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং সরস্বতী-নদী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আর্য্যগণ কর্তৃক তাহার উপাসনা,—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ম্যাক্সমুলারই বলিয়া যাউন, আর অন্য যে কেহই তাহার প্রতিধ্বনি করুন, সে মত এখন আর কোনক্রমেই মানিতে পারা যায় না

দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হন; এবং সেই নদীকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেন। এখন যেমন দেবীজ্ঞানে গঙ্গা-নদীর পূজা হয়; তখন সেইরূপ দেবীজ্ঞানে সরস্বতীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপ, তাঁহারা আরও বলেন,—'নদীর উপাসনা হইতে হইতে উপাসনাটা ক্রমে বাগ্দেবীর উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়।' যাঁহারা আর্য্যগণকে পৌত্তলিক আখ্যায়—জড়োপাসক অভিধায়ে অভিহিত করেন, বলা বাহুল্য, এ সকল কল্পনা তাঁহাদেরই উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচায়ক। নচেৎ, ঋকের মধ্যে সরস্বতী নদীর বন্দনা আদৌ নাই।

ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের বিভ্রম প্রকটিত হইয়া পড়িবে। পরন্তু ঐ ঋকের মধ্যে যে এক গভীর মহনীয় ভাব আছে, তাহা উপলব্ধ হইয়া আসিবে।

ঋকের প্রথম শব্দ—"মহো অর্ণঃ।" ঐ শব্দে কি সামান্য জলরাশি বুঝায়? 'মহঃ' এই যে বিশেষণ; ইহারই মধ্যে বিশ্বব্যাপকতা ভাব নিহিত নাই কি? বিশ্ব-সংসার যে সলিল-কণায় পরিব্যাপ্ত আছে, যাহার শান্তি-শীতলতার প্রভাবে তেজ বা অগ্নির দ্বারা পৃথিবী দগ্ধীভূতা হইতেছে না,—এখানে সেই জল বা অপ্ বুঝাইতেছে। তিনি নদীর জলেও আছেন, তিনি তড়াগের জলেও আছেন, তিনি সরোবরের জলেও আছেন; আবার তিনি অপ্-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জল যে নারায়ণ অভিধায়ে অভিহিত হয়, তাহার কারণ—তিনি জলরূপে, জলের অণুরূপে, পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জলকে যেখানে দেবতারূপে পূজা করা হয়, সেখানে তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপকতার সর্ব্বস্নিগ্ধতার ভাবই মনে আসে। সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় আমরা জলের উদ্দেশে যে স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করি, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

"ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তান্ ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥

ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বিথ।
আপো জনয়থা চ ॥ ৫ ॥"

অর্থাৎ,—হে আপ (জল)! তোমরা আমাদিগকে সুখ দান কর। ইহলোকে অন্নদানের দ্বারা এবং পরলোকে রমণীয়দর্শন পরব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর ॥ ৩ ॥ স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তোমরা ইহকালে আমাদিগকে কল্যাণময় রস পরমার্থ প্রদান কর ॥ ৪ ॥ তোমরা যে রসে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছ, সেই রসে আমাদিগকে তৃপ্তিদান কর ॥ ৫ ॥

সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধির অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্বোক্ত ঋকের এক 'ক্ষয়ায়' শব্দে 'ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তস্য জগত ইত্যর্থঃ'—সূচিত হয়; আর 'জিন্বথ' শব্দে 'প্রীণয়থ' অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং জলের যখন্ উপাসনা হয়, তখন কোন্ জলের উপাসনা করি,—ইহাতে তাহাই বোধগম্য হইতে পারে। অধিক বলিব কি, 'অপ্' হইতেই বিশ্বের স্বষ্টিকর্ত্তা প্রকটীভূত হন। "বিশ্বস্য মিষতঃ বশী।" 'মিষতঃ' (প্রকটীভবতঃ) 'বিশ্বস্য বশী' (প্রভুঃ)। সুতরাং, এ জল—সে জল নয়; এ অর্ণঃ—সে অর্ণ নয়। এ যে—'মহঃ অর্ণঃ!'

"কেতুনা প্রচেতয়তি।"—কর্ম্মের দ্বারাই এ ভাব উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ-সূচনায় বুঝিয়া দেখুন, সে সরস্বতী কি কর্ম্মের বিধানকর্ত্রী। দশম ঋকে দেখিয়াছি—তিনি 'পাবকা;'—পাপীর ত্রাণকারিণী। আর দেখিয়াছি,—তিনি কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন। একাদশ ঋকে দেখিয়াছি,—তিনি সত্যের প্রেরণকর্ত্রী,—তিনি সুবুদ্ধির উন্মেষকারিণী। এ সকল কি ঐ শৈলসুতা সরস্বতীর কর্ম্ম? যদি বল,—এ ঋকের সহিত পূর্ব্ব ঋকের কোনও সম্বন্ধ নাই, পূর্ব্ব ঋকে দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে, এ ঋকে নদীর বিষয় বলা হইতেছে; কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত মনে করি? এ ঋকেও তো রহিয়াছে—"ধিয়ঃ বিশ্বাঃ বিরাজতি।" অর্থাৎ, তিনি সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিতেছেন; তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নদী কি জ্ঞানের উন্মেষ করে? অতএব, ঋকে কখনও নদীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। হইতে পারে, নদীরূপে তাঁহার বিভূতির কণামাত্র প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া নদী-সম্বোধনে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু নদীকে নহে; বুঝিতে হইবে,—নদী যাঁহার রূপ-কণা, ঋকের মন্ত্রে তাঁহাকেই আহ্বান করা হইয়াছে।

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা

হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। আমরা তাই অ-রূপ শব্দে রূপশূন্যতা অর্থ গ্রহণ করি না। আমরা মনে করি, তাঁর অনন্ত রূপ, তাই তাঁহাকে অরূপ বলা হয়। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, আমাদের চিত্তে সে ভাব কখনও জাগরূক হয় না। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ,—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত-গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহার অনন্ত রূপ অনন্ত গুণ জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্ম-তৃপ্তির জন্য। আমাদের সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য মনে করি বলিয়াই আমরা আবশ্যক অনুসারে অনন্তে রূপ গুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু সময় সময় হিতে বিপরীত ফল সংঘটিত হয়। অরূপে রূপের আরোপ, নির্গুণে গুণের দ্যোতনা, সর্ব্বব্যাপকের স্থান বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা,—অনেক সময় অনর্থের সূচনা করে। অনেক সময় মহাপুরুষগণ তাই ভগবানের রূপ-গুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তিনি যে রূপবিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানে তাঁহার রূপ-কল্পনা করি; তিনি যে অখিল-গুরু অনির্ব্বচনীয়, অথচ স্তবে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করি; তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, অথচ তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তীর্থ-বিশেষে তাঁহার অবস্থিতি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব নষ্ট করি; সাধকের হৃদয়ে এজন্য প্রকৃতই অনুতাপ আসে। সাধক তাই তাঁহাকে রূপ-গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতঃ ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্য জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

'রূপ-বিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; স্তবে তোমায় গুণবদ্ধ করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার বিকলতা-সম্পাদন-বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা কর।'

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীতেই তোমায় আবদ্ধ দেখি।

তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি অনল, কি সলিল, কি পৃথিবী, কি নক্ষত্র-দল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিক্-সমূহ, কি তরু লতা-ফল-ফুল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর,—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।'

ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করে,—এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করে; সাধক এই ভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে,—এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হয়; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকে;—এই ভাবেই তাহাতে ন্যস্তচিত্ত রহে।

প্রণম্য সকলেই; কেবল মনে থাকিলেই হয় যে, সে সকলই তাঁহার অঙ্গীভূত। আমরা যে মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা করি, আমরা যে ধ্যানেই তাঁহাকে ধারণা করি, আমরা যে স্থানেই তাঁহার অবস্থিতি কল্পনা করি, সকলই তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিহিত হইতেছে—মনে রাখিলেই শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে।

এই কারণেই অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশে যজ্ঞ; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী-কালী দুর্গা-তারা মহাবিদ্যা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অগণ্য অসংখ্য তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই, সান্ত রূপগুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়া, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে আবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থান বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা—এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। (১ম—৩সূ—১২ঋ)।

—— ৹ ——

# তৃতীয় ( আশ্বিন ) সূক্তের তাৎপর্য্য।

এই আশ্বিন-সূক্তে ঋগ্বেদের একটী বিভাগ—'প্রথম অনুবাক' অভিধেয় বিভাগ—সমাপ্ত হইল। ঋগ্বেদ যে বর্গ-বিভাগে বিভক্ত, তাহারও ছয়টী বর্গ এইখানে শেষ হইয়াছে। আগ্নেয় সূক্তের ( প্রথম সূক্তের ) পঞ্চম ঋকে প্রথম বর্গ ও নবম ঋকে দ্বিতীয় বর্গ, বায়বীয়-সূক্তের (দ্বিতীয় সূক্তের) পঞ্চম ঋকে তৃতীয় বর্গ ও নবম ঋকে চতুর্থ বর্গ, এবং আশ্বিন-সূক্তের ( এই তৃতীয় সূক্তের ) ষষ্ঠ ঋকে পঞ্চম বর্গ এবং দ্বাদশ ঋকে ষষ্ঠ বর্গ পরিসমাপ্ত। এই বর্গ-বিভাগ ও অনুবাক-বিভাগ কি উদ্দেশ্যে সূচিত হইয়াছিল, বেদব্যাখ্যাকারিগণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। স্থানান্তরে বর্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য নির্ণয়-পক্ষে চেষ্টা করা যাইবে। এক্ষণে অনুবাক-বিভাগের যে একটী নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার আভাষ দিতেছি।

প্রথম অনুবাকে অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতির স্তুতির পর বিশ্বেদেব-গণের স্তব দেখিতে পাই। তৎপরে জ্ঞানবিদ্যাবিধায়িনী দেবী সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা আছে। বেদবিভাগ-কালে বেদব্যাস অথবা অন্য যে কোনও ঋষিই এই অনুবাকের প্রবর্ত্তনা করিয়া যাউন ; স্তবগুলি যে ভাবে সজ্জিত হইয়া আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, একটা ক্রম-পর্য্যায়ের ধারা—একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য—উপলব্ধ হয়। ভগবানের যে বিভূতিকে বা যে পদার্থকে যে ভাবে দেখিতেছ, তাহাকে সেই ভাবেই দর্শন কর ; সেই দৃষ্টি অনুসারেই তাহার পূজা করিয়া যাও ;—তাহাতে কোনই হানি নাই। কেন-না, সেইরূপভাবে পূজার ফলে, অগ্নিকে অগ্নি জানিয়া, বায়ুকে বায়ু জানিয়া, বরুণকে জলাধিপতি বুঝিয়া, ইত্যাদিক্রমে পূজার ফলে,—অভিনব জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঋক্ কয়েকটির ক্রম-পর্য্যায় অনুসরণ করিলে, প্রথম স্তরের উপাসক কেমন করিয়া উন্নত স্তরে উপনীত হন, তাহাই বুঝা যায়। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।" জ্ঞানই মুক্তির হেতুভূত। এই অনুবাকে, ঋক্-সমূহের যথাবিন্যাসে, বুঝান হইতেছে,—প্রথম অবস্থায় বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; সেই অনুষ্ঠানের ফলে, দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ হইবে ; তাঁহার কৃপায় জ্ঞান-লাভ হইলে, মুক্তির অধিকারী হইতে পারিব। বালক বর্ণমালা শিক্ষা করে. গুরুর উপদেশ অনুসারে সে শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় ; তখন তাহার বুদ্ধি-প্রকাশের কোনই প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সেই বর্ণমালার মধ্য দিয়া পরিশেষে সে যখন ভাষা-জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি স্বশক্তি প্রকাশ করিতে সামর্থ্য লাভ করে। এখানে এই অনুবাকে, সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি। সাধক স্তরে স্তরে জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিবে, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিলেই সকল তত্ত্ব তাহার অধিগত হইবে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই সে মুক্তিলাভ করিবে। প্রথম অনুবাকে এই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইতে জ্ঞান লাভ হয় ; সেই জ্ঞানের ফলেই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সরস্বতীর কৃপা লাভ করিলে—বিদ্যার অধিকারী হইলে—অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র সকলকেই চিনিতে পারা যায়। ঋক্-সমাবেশের ইহাই লক্ষ্য।